হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্‌, এম্‌, এস্‌,

প্রফেসার অফ মেটিরিয়া মেডিকা, হানিমান মেডিকেল কলেজ

ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌, এ,

৪নং, বিডন রো, কলিকাতা।

১৯২০

All rights reserved.

Price Rs. 6-0-0

চতুর্থ খণ্ড।

কলিকাতা,
৫৮।১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে
শ্রীকিশোরী মোহন বাক্‌চি দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যবিজ্ঞানের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ৩য় খণ্ডের ন্যায় ইহাতেও ৩০ ফর্ম্মায় ১৬টী ঔষধ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় ইহাও অনন্যসাপেক্ষ ও স্বাধীন। চারি খণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০টী প্রধান প্রধান ঔষধ ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় অপর বহুতর ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিচিকিৎসায় এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঔষধের সচরাচর প্রয়োজন হয় না। এই ৫০টী ও তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত অন্যান্য ঔষধের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার রোগচিকিৎসাই চলিতে পারে। তথাপি পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য পরিশিষ্ট খণ্ডে সংক্ষেপে হোমিওপ্যাথিমতের ব্যবহার্য্য অপর যাবতীয় ঔষধের আলোচনা করা যাইবে। ঐ খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

রোগনিদান, রোগীর ধাতুপ্রকৃতি ও ঔষধের বিশেষ বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করা অতীব দুরূহ। ঐ জ্ঞান লাভ করা বহু গবেষণা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও বহুকালের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। পাঠকগণ যাহাতে স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্পকালমধ্যে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন তাহাই এই পুস্তক প্রণয়ণের মূল উদ্দেশ্য। কেবল নিজের কালব্যাপী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ পরস্পরার তুলনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োগস্থল নির্ব্বাচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছি। এই পুস্তকের ভৈষজ্যবিজ্ঞান নামকরণ করিলেও ইহা একাধারে ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও

ৎসাবিজ্ঞান। শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে ৎমাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সুফল জ্ঞান করিব।

প্রথম তিন খণ্ড পাঠকগণ যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন তে আশা করিতে পারি এই খণ্ড তাঁহারা সেই ভাবে গ্রহণ বেন।

আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ন্দগোপাল গুই মহাশয়দ্বয়ের নিকট এবারও প্রচুর সাহায্য য়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয়বারের নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ শিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এই খণ্ডটী প্রথম সংস্করণের দ্রণ মাত্র, তবে ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল মুদ্রাকরপ্রমাদ ও র সামান্য সামান্য দোষ ছিল তাহারই সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা য়াছি। বিষয়গত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বড়ই গুরুতর কার্য্য, বতঃ খণ্ডবিশেষের বিষয়গত পরিবর্ত্তনাদি করিতে হইলে সমগ্র র সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে; কারণে ঐরূপ পরিবর্ত্তনাদির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। সমগ্র খানির নূতন সংস্করণ কালপর্য্যন্ত জগদীশ্বর জীবিত রাখিলে সেই য় বিষয়গত আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদি করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রবার ইচ্ছা রহিল।

. বিডন রো, কলিকাতা।
২৫শে পৌষ, ১৩২০।

নিবেদক
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

সূচীপত্র।

লেক্‌চার ৩৫ (LECTURE XXXV)।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis)

প্রতিনাম।—ট্রাইগণোকেফেলাস্ ল্যাকেসিস্।

সাধারণনাম।—স্যান্‌স্-হেডেড্ ভাইপার অব্ ব্রেজিল।

জাতি।—অফিডিয়া।

প্রয়োগরূপ।—টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৬।৩০।২০০।৫০০ ক্রম, ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইতেছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ গ্রস—অত্যধিক পাঠ জন্য কোন যুবা ব্যক্তির মানসিক বিকার জন্মে, তাহার স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও অত্যন্ত বাক্‌প্রিয় হয়; অতি বিশুদ্ধ ভাষায় অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতে থাকে, কিন্তু বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায় ও অতি বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের আলোচনা করে; সে বড় অবিশ্বাসী ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি গর্ব্বিতভাববিশিষ্ট ছিল, ৩০, আরোগ্য। ডাঃ গার্ণসি—রোগী বিবাহিতা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল এবং অসুখী, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আপনাকে বন্ধুহীন, পরিত্যক্ত এবং অসুখী বোধ করিতেন; রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলেও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইত; ক্ষুধামান্দ্য; কোষ্ঠবদ্ধে মলদ্বারের সঙ্কোচন-বোধ; মূত্র অত্যল্প পরিমাণ ও কৃষ্ণবর্ণ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সাংসারিক কষ্টাদিই তাঁহার রোগের কারণ; ৪০০০০ (40m), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—কোন বালিকা অত্যধিক পাঠের পর উন্নত ভাষা ব্যবহার করিত; ভাষার ব্যবহার বিষয়ে সে অত্যন্ত সাবধান ছিল, অনেক সময় একটী কথা ব্যবহার করিয়া পুনর্ব্বার তৎস্থলে অন্য উৎকৃষ্টতর কথার ব্যবহার করিয়া তাহা সংশোধন করিত;

উপচয়।—নিদ্রার পর; প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; আবহাওয়ার অত্যুষ্ণ অথবা অতি শীতল অবস্থায়; সূর্য্যতাপে; বসন্তকালে; গ্রীষ্ম-কালে; সংস্পর্শে; অম্ল, উগ্রবীর্য্য মদ্য, সিঙ্কনা এবং পারদ ব্যবহারে।

উপশম।—পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিলে; উদ্‌গারে; তাপ-সেবনে।

সম্বন্ধ।—ল্যাকেসিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, বেল, মার্ক, নাক্স ভ, ফস এসি; তাপ, এল্‌কোহল, সল্ট বা লবণ। অম্ল ইহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়।

ল্যাকেসিসের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—আর্স, বেল, কার্ব্ব ভেজ, কষ্টিক কোণায়াম, মার্কারি, লাইকো।

ভয়াবহ বেদনা থাকিলে, কার্ব্বাঙ্কল বা দগ্ধব্রণ রোগে, ইহার সহিত টেরেণ্টুলা কুবেণের তুলনা করা আবশ্যক।

ল্যাকেসিস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, বেল, মার্ক, নাই এসি, হিপার।

সে মনে করিত যে সে কোন অতিমানুষ শক্তির ক্ষমতাধীনে আছে; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ফুট—অহিফেন ও মদ্যসেবননিবন্ধন ধাতুদুর্ব্বলতা বা বুদ্ধির হ্রাস: স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা ও অস্থিরতা; সময়ে নির্ব্বোধের ন্যায় ও সময়ে বিহ্বল; জিহ্বা শুষ্ক ও লোহিত; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং উত্তেজক বস্তুর জন্য অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা; আমাশয়ে এবং বাম অণ্ডাধারদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা; ক্ষুধার অভাব হেতু কতিপয় দিবস অনশনাবস্থা: অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধি; পদ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকট স্ফীতি ও তাহাতে গভীর ফাটা এবং রসস্রাবী ক্ষত; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ; অনিয়মিত ঋতু; ২০০, এক মাস ব্যবহারের পর ফস্ ও সাল্‌ফ দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ। ডাঃ মার্টিন—ডিফ্‌থিরিয়ার পরিণাম দৃষ্টিবিকার; রোগী বালক; ডিফ্‌থিরিয়া আরোগ্যান্তে দৃষ্টি-দোষ ঘটিয়া দৃষ্টি বৃদ্ধের ন্যায় হওয়ায়, তাহার বৃদ্ধা পিতামহীর চশমা লাগাইলে দেখিতে পাইত; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—আরক্ত-জ্বরের পর গলক্ষত, তাহাতে রোগীর প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল, গলাধঃকরণ প্রায় বন্ধ হইয়াছিল; শক্ত বস্তু অপেক্ষা তরল বস্তু খাইতে অধিক কষ্ট হইত; ৪০০০০ (40m) আরোগ্য। ডাঃ গুড্‌নো—অঙ্গুলী

কার্য্যপূরক।—লাইকো ও নাই এসিডের।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস, আর্স, বেল, কষ্টি, সিঙ্ক, হিপার, লাইকো, মার্ক, ন্যাজা, নাই এসি, ফস্, পাল্‌স, রাস, সাল্‌ফার ও টেরেণ্টুলা। গলদেশে পূর্ণবোধ বা তথায় বায়ুর পিণ্ড (Puff ball) থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণের চেষ্টায় অন্তর্হিত না হইলে ও ক্রমাগত ফেনময় শ্লেষ্মা গিলিতে থাকিলে এবং গলার নিম্নে সঙ্কোচন-বোধ সহ বিবমিষা থাকিলে ইহা ল্যাক্টিক এসিড সহ তুলনীয়।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণ-চক্ষু, ক্রোধপ্রবণ, বিমর্ষ এবং মানসিক-অবসাদপ্রবণ ও অলস স্বভাবের ব্যক্তি। কটা কেশ ও কলঙ্কময় মুখবিশিষ্ট ক্রোধনস্বভাবের নারী। স্থূলকায় অপেক্ষা, একহারা, শীর্ণ ব্যক্তি এবং রোগ কর্ত্তৃক যাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে

বালিকা, ২৬ বৎসর বয়স ; নাড়ীস্পন্দন ১৩০, ত্বক উষ্ণ এবং শুষ্ক, মুখ অত্যন্ত লোহিত বর্ণ ; নিদ্রালু ; বিড়বিড় প্রলাপ কহে ; গলদেশে বাম হইতে দক্ষিণ দিক ব্যাপী ডিফ্‌থিরিয়ার ধূসরবর্ণ ঝিল্লী ; ৫০০, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—গলদেশে সঙ্কোচন-বোধ ; প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে পরে সমুদয় স্থানে, আহারে বাধার অনুভূতি ; ৩।৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত গলদেশের বাম দিকে তাপ ও চনচনি সহ স্বরভঙ্গ। একদিন রজনী ১১ টার সময় কষ্ট আরম্ভ হইয়া, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্বাহ্ন ১১টা পর্য্যন্ত থাকে ; ১০০০০০ (cm), আরোগ্য। ডাঃ ইয়ম্যান—পচনশীল বা গ্যাংগ্রিনাস নিউমোনিয়া ; প্রশ্বাসবায়ু ও গয়ারের ভয়াবহ দুর্গন্ধ ; নাড়ীস্পন্দন ১১০, প্রচুর শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন ; রোগীর বোধ যেন দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যের অংশ হইতে উষ্ণ বায়ু নির্গত হয় ও তখনই দুর্গন্ধ গয়ার উঠে ; ৬, আরোগ্য। ডাঃ ক্রুষ্টার—রোগীর বয়স ৪০ ; কতিপয় মাসের আমাশয়শূল ; রোগী পাণ্ডুর, শীর্ণ ; অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা আমাশয় প্রদেশে আরম্ভ হইয়া উর্দ্ধে সমস্ত বক্ষে ও নিম্নে সমস্ত অন্ত্রে বিস্তার করে, আহার করিলে উপশম হয় ও তাহার এক হইতে তিন ঘণ্টা মধ্যে অত্যন্ত বর্দ্ধিত অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে ; ১২ আরোগ্য।

অধিকতর উপযোগী। রজোদয় হইতে যে নারী সুস্থ থাকিতে পারে নাই এবং প্রকাশ করে তখন হইতে আর কখন সুস্থ বোধ করে নাই।

ঋতুসন্ধি-রোগ (বিশেষতঃ ঋতুরোধকালের অথবা তাহার পরের)।—অর্শ, রক্তস্রাব, তাপোচ্ছাস, তপ্তঘর্ম্ম এবং মূর্দ্ধার জ্বালাসহ শিরঃশূল।

অধিক কালস্থায়ী দুঃখ, শোক প্রভৃতি মনোবেদনা এবং ভীতি, বিরক্তি, দ্বেষ, প্রেমনৈরাশ্য (অরাম, ইগ্নে, ফস্ এসি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ।

শিরঃশূলে ললাটপার্শ্বের চাপ অথবা তাহা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি, মস্তকচালনায়, চাপে, মস্তক নত করিলে, শয়নে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি; অতি ভয়ানক শিরঃশূলে নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া রোগিণী নিদ্রা যাইতে ভীত।

সুরাসারপান; মানসিক উত্তেজনা; ঋতুরোধ অথবা তাহার অনিয়মঘটিত ও ঋতুসন্ধিকালের রোগ; বাম পার্শ্বের সন্ন্যাস রোগ; মস্তকে রক্তোচ্ছাস জন্য মূর্দ্ধাদেশে চাপ ও গুরুত্বের (সিপিয়া) এবং মস্তক পশ্চাদ্দেশে সীসক-চাপের (পেট্রো) অনুভূতি; রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূল ও অর্শ-রোগগ্রস্ত মদ্যপায়ী, যাহারা বিসর্প ও সন্ন্যাস রোগ-প্রবণ।

তাপ এবং শৈত্যের অতিবৃদ্ধিতে দৌর্ব্বল্য।

মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, মানসিক উল্লাস বশতঃ প্রায় ভবিষ্যৎ-জ্ঞানীর ন্যায় অনুভূতি-শক্তির স্ফুরণ, কল্পনার জীবন্ত স্ফূর্ত্তি ও বাগ্মিতার প্রাচুর্য্য হইয়া সর্ব্বদাই কথা কহিবার প্রবৃত্তি, এক বিষয় হইতে হঠাৎ বিষয়ান্তরে যায় এবং এক প্রসঙ্গ হইতে অনেক সময়ে অন্য প্রসঙ্গে নীত হয়।

কোষ্ঠবদ্ধে, ক্রিয়াবসাদ নিবন্ধন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা জমিয়া থাকে, বেগ হয় না; মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকার অনুভূতি (কষ্টি, নাই এসি)।

নিয়মিত সময়ান্তর, কিন্তু স্বল্পকালস্থায়ী, অপ্রচুর ও দুর্ব্বল ঋতুস্রাব; **ঋতুস্রাবে সর্ব্বপ্রকার বেদনার উপশম; সর্ব্বাবস্থাতেই ঋতুস্রাবকালে ভাল** থাকে (জিঙ্ক)। অত্যল্প ঋতুস্রাবে ও রজোনিবৃত্তিকালে অর্শ জন্মে ও তাহা ফাঁসবদ্ধ হয়; অর্শের স্থচিবেধবৎ অনুভূতি তীরবেগে উর্দ্ধাভিমুখে যায় (নাই এসি)।

সামান্য কোন বস্তুও নাসিকারন্ধ্রের নিকটস্থ হইলে শ্বাসের বাধা জন্মায়; **দূর হইতে, মৃদুবেগে পাখার বাতাস দিতে বলে** (দ্রুতবেগে, কার্ব্ব ভেজ)।

নিদ্রাবেশমাত্রই শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ ঘটে (এমন কার্ব্ব, গ্রিণ্ডে, ল্যাক কেনি, ওপি)।

অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয়ে সমুদয় শরীরের কম্প এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রোগী পুনঃ পুনঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালে এই অবস্থার বৃদ্ধি হয়। (সাল্ফার, টুবাকু)।

নিদ্রাবস্থায় (বাফো); ঋতুস্রাবকালে (সিড্র); এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন জীবনীরসক্ষয়ে ও প্রেমবিষয়ক দ্বেষ বশতঃ মৃগীর ফিট।

রক্তস্রাববিশিষ্ট ধাতুদোষ, সামান্য ক্ষত হইতে সহজে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (ক্রোটোন, ক্রিয়োজোট, ফস); কৃষ্ণবর্ণ ও অসংযমনীয় শোণিত (ক্রোটন, সিকেলি); টাইফয়েড অবস্থায় ও ইয়ালা ফিবারে প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা (ক্রিয়োজোট)।

তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক, দগ্ধব্রণ বা কার্ব্বাঙ্কল ও ক্ষত; দুষ্টব্রণ এবং শয্যাক্ষত প্রভৃতির **কৃষ্ণবর্ণ, নীলাভ ও কালচে-লোহিত বর্ণ** এবং সাংঘাতিক অবস্থাভিমুখে গতিপ্রবণতা।

বিষজনিত ক্ষতের ও শবসংস্রবোৎপন্ন বিকারের (পাইরজেন) কুফল।

রোগকারণ।—জৈবরসাপচয়,মানসিক উদ্বেগ ও শ্রম, অভ্যাস-গত অত্যধিক পরিমাণ, উগ্রবীর্য্য মদ্যপাননিবন্ধন মত্ততা এবং অতিরিক্ত শৈত্যসংস্রববশতঃ শরীরের আড়ষ্ট ভাব ইহার সাধারণ রোগকারণ। অতিশয় সূর্য্যতাপসংস্পর্শ ও অভিঘাতপ্রযুক্ত রোগেও ইহা কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ও সমবেদনাশীল স্নায়ুমণ্ডলে গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। স্নায়ুকেন্দ্রে বিষক্রিয়া দ্বারা প্রভূত বলহানি, স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত করে। নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্রশাখা আক্রমণ করিয়া ইহা গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনালী এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রনিচয়ের প্রদাহোৎপাদক নহে। ইহা কেবল শোণিতকে বিষাক্ত করিয়া তাহার পচনশীলতা ও উগ্রতা আনয়ন করে ও তজ্জন্য শোণিতের ফাইব্রিণ বা সূত্রজান পদার্থ ধ্বংস হইয়া যায়। শোণিতের সংযামকশক্তি নষ্ট ও তাহা ক্লেদময় হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এবম্বিধ দূষিত শোণিত সহজে স্রুত হওয়ায় ত্বকের স্থানে স্থানে কালশিরা, দুর্ব্বলকর প্রদাহ, পূয়শোথ, পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন, এবং পূয়-বিষ-জ্বর বা পায়িমিয়া প্রভৃতি দূষিতপ্রকৃতিবিশিষ্ট রোগনিচয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পচনশীল বা টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ চারি প্রকার সর্পবিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ল্যাকেসিসের ঔষধ-গুণ প্রথমে ডাঃ হেরিং এবং তৎপরে কতিপয় কৃতবিদ্য চিকিৎসক দ্বারা অতি বিশদরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠে এবং ডাঃ হেরিংয়ের উদ্ধৃত,ডাঃ কুইনপ্রদত্ত ট্রাইগণোকেফেলাস্-ল্যাকেসিস্-সর্পদষ্ট কোন রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ হইতে মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়াবিষয়ে

আমরা যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। ফলতঃ, ল্যাকেসিস্ বা ল্যান্স হেডেড্ ভাইপার নামক সর্পের বিষক্রিয়া ও লক্ষণসহ ইহার স্বজাতি ন্যাজা ট্রিপুডিয়ান্স বা "গোক্ষুরা", ক্রোটেলাস্ বা আমেরিকার রেটল্‌স্নেক এবং ইলাপ্স কোরেলিনাস্, এমন কি প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিষধর সর্পের বিষের ক্রিয়া ও লক্ষণেরই সাধারণ সাদৃশ্য আছে। ইহাদিগের ক্রিয়াদির যে প্রভেদ আছে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

"ট্রাইগণোকেফেলাস-ল্যাকেসিস্-সর্পদষ্ট কোন যুবক সৈনিক দংশনমাত্র বজ্রাঘাতের অনুভূতি সহ অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত হয়। এই অবস্থায় বমন ও বিরেচন হইতে থাকে ; অনুমান এক ঘণ্টার পর রোগী চৈতন্য লাভ করিয়া অবক্তব্য শারীরিক যন্ত্রণা, বক্ষস্থলে ব্যাকুলতা এবং অবিশ্রান্ত বমনোদ্‌বেগের বিষয় প্রকাশ করে। ক্রমে হস্ত এবং বাহুর প্রদাহ ও স্ফীতি, মুখের শোষ, অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, বাহুর অত্যধিক বেদনা, লগ্নজ্বর এবং ত্বকের শুষ্কতা উপস্থিত হয়। সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত মলমূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটিয়াছিল। মুখমণ্ডল শোথিত ও স্ফীত, চক্ষু মলিন ও ঔজ্জ্বল্যহীন, নাড়ীস্পন্দন ক্ষুদ্র ও দ্রুত, ত্বক্ শুষ্ক ও জ্বালাময়, জিহ্বা সমল এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা ছিল। হস্ত হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত অসহনীয় বেদনা এবং হস্ত ও অঙ্গুলিনিচয়ের অত্যধিক স্ফীতি এবং অসাড়তা জন্মে। হস্তের দষ্টস্থানের পচনশীল অবস্থা, বাহু হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত শরীরাংশের প্রদাহ ও স্ফীতি এবং বাহুর ভিন্ন ভিন্ন স্থান পচনশীল-ফোস্কাবৃত হওয়ায় অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা বাহুচ্ছেদ করিয়া তাহা বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

উপরিউক্ত বিবরণে সর্পবিষক্রিয়ার সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না হইলেও তাহার গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতা যথেষ্ট উপলব্ধি হয়। সর্পবহুল দেশে আমাদিগের বাস, আমরাও অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবিত-কালের

লক্ষণ ও মৃত্যুর পর শবচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। এই সকল বিবরণ হইতে সর্পদংশনাদি-বিষয়ক তথ্য নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে সর্পের জাতি, দংশনকালে সর্পের শারীরিক শক্তি প্রভৃতি এবং দংশনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা, নিক্ষিপ্ত বিষের পরিমাণ, মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্র হইতে দষ্টস্থানের দূরত্ব এবং দংশনের কাল (বৎসরের ঋতু) প্রভৃতি অনুসারে বিষক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে।

বসন্তাদিকালের ক্ষুধিত, তেজস্বী ও ক্রুদ্ধ সর্প ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞাতসারে তাহাকে দংশন করিয়া দষ্টস্থানে যথোপযুক্ত পরিমাণে সতেজ বিষ নিক্ষেপ করিলে, রোগীর স্নায়ুকেন্দ্রে বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রবল বিষাঘাত বা "শক্" উপস্থিত হয় ও তাহাতে রোগী অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে। বিষহীন সর্প এবং ভেকাদি জন্তুর অলক্ষিত দংশনে বিষধর সর্প দংশনের অলীক ভীতিতেও আমরা ব্যক্তিবিশেষকে অজ্ঞান মৃতবৎ অবস্থায় ভূপতিত হইতে দেখিয়াছি।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিলম্বে মৃত্যু হইলে অথবা বহু যন্ত্রণা ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে অবস্থানুসারে আংশিক অথবা ন্যূনাধিক সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট বিষক্রিয়ালক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্পদংশনমাত্রই মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলে এবং শোণিতে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আমাশয়-শ্বাসযন্ত্র-শাখায় প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা শ্বাসযন্ত্র ও আমাশয়ের ক্রিয়াবিভ্রাট ঘটায়। দংশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দষ্টস্থান স্ফীত ও কৃষ্ণলোহিত হয় এবং তথা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হইতে থাকে ও দষ্টশরীরাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও সংযমিত-রক্তাবৃত হয়। ন্যূনাধিক কালবিলম্বে জান্তবপচনোৎপন্নবিষাক্ততা বা সেপ্টিসিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। অধিকাংশ রোগী অর্দ্ধ হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কখন দশ মিনিট মধ্যেই কখন বা ন্যূনাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দুই দিবস পরেও রোগীর মৃত্যু

হইতে দেখা গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র, গাত্রদাহ, অস্থিরতা ও বমন প্রভৃতি হইয়া শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর পেশী-আনর্ত্তন, স্বল্পাধিক আক্ষেপ ও মুখে গেঁজলা দৃষ্ট হয়; শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। রোগী অধিককাল জীবিত থাকিলে অথবা কষ্ট ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে পূর্ব্বকথিতরূপ সেপ্টিসিমিয়া এবং অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক টাইফয়েড্ বা পচনশীল লক্ষণাদি উৎপন্ন হয়। দুর্ব্বলীভূত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয় এবং তাহার শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা উৎপন্ন হইয়া ত্বকে পচনশীল, তরলীভূত ও কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবের পরিচয় দেয়। ফলতঃ বিষক্রিয়ায় শোণিতের অতি গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া তাহার তন্তুজান বা ফাইব্রিন উপাদানের ও রক্তকণিকার বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়, শোণিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ও তাহা জমাট বাঁধে না। দেহোপাদান এবম্বিধ শোচনীয় দশাগ্রস্ত শোণিত-দোষিত ও টাই ফয়েড অবস্থান্বিত হওয়ায় সর্পের জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে শরীর ও শরীরগহ্বর হইতে ন্যূনাধিক রক্তস্রাব, কালশিরা, পূযশোথ এবং শরীরের স্থানে স্থানে দূষিত, পচা, শড়া বা গ্যাংগ্রিনাস্ ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অবস্থানুসারে অনেক স্থলে ন্যূনাধিক গভীরতা-বিশিষ্ট ন্যাবা (Jaundice) লক্ষণ জন্মে। বিষক্রিয়ার চরমাবস্থায় প্রগাঢ়-টাইফয়েড বা সন্নিপাতরোগগ্রস্ত হইয়া রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বহু ক্লেশের পর জীবন রক্ষা হইলেও রোগীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীর্ণদেহ থাকিয়া যায় ও তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হয়। নিম্নে ল্যাকেসিসের যন্ত্রগত সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

ইহার মস্তিষ্কক্রিয়ায় স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে; লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি হয়। সময়ের ধারণাবিষয়ে গোলমাল হয়। কার্য্যবিষয়ে অত্যন্ত মানসিক স্ফূর্ত্তির ভাব উপস্থিত হওয়ায় মস্তিষ্কে একযোগে বহুবিধ

কল্পনায় উদয় হয়। অনুভূতিশক্তির তীক্ষ্ণতা জন্মে; মানসিক উদ্দীপনায় ভবিষ্যৎবক্তার ন্যায় অনুমিতিশক্তি বৃদ্ধি পায়; মানসিক উল্লাস। সন্ধ্যাকালে অত্যধিক কথা বলিতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক দ্বেষ, ব্যাঙ্গোক্তি, উপহসনীয় কল্পনা, ভয়াবহ আকৃতি প্রভৃতি মূলক বক্তৃতার বিষয়ের অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন। ঔদাস্য। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠাযুক্ত, অতিশয় ঈর্ষান্বিত, অহঙ্কারী এবং সন্দিগ্ধচিত্ত। রোগিনী বিশ্বাস করে সে দৈব-ক্ষমতাধীনে আছে এবং মনে করে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার সৎকারের আয়োজন হইতেছে, তাহার পশ্চাতে শত্রু লাগিয়াছে; ঔষধকে বিষ জ্ঞানে ভীত। রোগী বক্তৃতা করে, গীত গায়, শিশ দেয় এবং বিসদৃশ ভাবে অঙ্গচালনা করে। খিট খিটে, বিষণ্ণ ও কলহপ্রিয়। জীবন ভার বোধ হয়, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। মৃত্যুভীতি, শয্যায় নিদ্রা যাইতে ভীত। কেহ বিষ পান করাইবে বলিয়া ভীতি।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিলে ক্ষণিক শিরোঘূর্ণন। একই বস্তুর দিকে তাকাইয়া থাকিলে, ঋতুসন্ধিকালে মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণে, বিসর্পরোগ অন্তর্ম্মুখী হইলে, শিরোঘূর্ণন। শিরোঘূর্ণনবশতঃ মুখের পাণ্ডুরতা। অর্দ্ধ-শিরঃশূল সহ শিরোঘূর্ণন। মস্তকে সীসক-চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি; মস্তকপশ্চাতে অধিক থাকে।

অনুভূতিপ্রদ-স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ হৃৎস্পন্দনসহ স্থান পরিবর্ত্তনশীল স্নায়ুশূল। ছিন্ন করার ন্যায়, চিমটি কাটার ন্যায় এবং দপদপানি বেদনা। শরীরের স্থানবিশেষ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

গতিদ-স্নায়ুর ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া রোগী মেজের উপর হামাগুড়ি দেয়, পুনঃপুনঃ থুথু ফেলে, হাস্য করে অথবা ক্রোধ প্রকাশ করে; আক্ষেপ

হইতে পারে। জঙ্ঘার আক্ষেপ। বিকট ভঙ্গীতে পাদবিক্ষেপ; শরীরের বাম পার্শ্ব দুর্ব্বল। বামপার্শ্বের পক্ষাঘাত। সর্ব্বশরীরের কম্প; বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা। হৃৎশূল, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছার ভাব।

রোগী নিদ্রালু, কিন্তু সুনিদ্রা হয় না। নিদ্রাকালে এ পাশ ওপাশ ও অঙ্গচালনা করে। সন্ধ্যাকালে ঔৎসুক্যভাব, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জাগ্রত থাকে। অশান্তিপ্রদ নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন ও নিদ্রা-ভঙ্গ। সামান্য কারণেই ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রাভঙ্গ। কামবিষয়ক স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থায় গাঢ় চিন্তা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যয়ে দৃষ্টিশক্তির মলিনতা; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণ-বর্ণ ছায়ার কম্পমান গতি; অনেক সময় তাহাতে পাঠ করা কঠিন হইয়া পড়ে। চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা। প্রদীপের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৎ রশ্মিপূর্ণ ও উজ্জ্বল নীলবর্ণ চক্র এবং আঁকাবাঁকা আকৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়বিকারে শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণমধ্যে কীটের ন্যায় শন শন শব্দ হয়। রসনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে মুখে অম্লাস্বাদ।

শিরঃশূল নাসিকামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিরঃ-শূল নিবন্ধন চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্য। মস্তকমধ্যে বেগে রক্তস্রোত বহে। মস্তকের তাপ। চাপবৎ শিরঃশূলে বিবমিষা। বাম ললাটের উচ্চ প্রদেশের গভীর স্থানে বেদনা। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে চক্ষুর উর্দ্ধে ও মস্তকের পশ্চাতে শিরঃশূল। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে দপদপানি শিরঃশূল। মস্তকের অন্যতর পার্শ্বের তীক্ষ্ণ শিরঃশূল পেশীর টানটান ভাব উৎপন্ন করিয়া গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীবা অনমনীয় ও জিহ্বা অবশ থাকে। ললাটপার্শ্বে চাপিত করার ন্যায় ও বেগে বিদারণবৎ বেদনার শয়নে উপশম। মূর্দ্ধায় খোঁচানি ও গর্ত্ত করার ন্যায় অনুভূতি। শিরোঘূর্ণন-সহ মস্তক-

পশ্চাতে সীসক-চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি। মুখের বামপার্শ্বের পেশীর চালনায় অথবা স্পর্শে, সূর্য্যতাপে ঝলসিতবৎ অনুভূতিসহ মূর্দ্ধা হইতে নিম্নে ললাটের বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। মস্তকের বামপার্শ্বে অসাড়তা ও বিড়বিড়ির অনুভূতি এবং সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে স্পর্শে অথবা পেশী-চালনায় তথায় বিড়বিড়িসহ অসাড়তা। কেশ স্খলিত হয়; সূর্য্য রশ্মি ভাল লাগে না।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃদ্বর্ণ ও ধূসরাভ। মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয় ও ললাটপার্শ্বের সংযোগাস্থির (Zygoma) ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তার করে। মুখের বাম-পার্শ্ব এবং অধ-চুয়াল স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের বেদনা মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব ও চক্ষু আক্রমণ করে; তাপ মস্তক পর্যান্ত ধাবিত। গ্রীবাগ্রন্থির কাঠিন্য গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত অনুভূত। মুখমণ্ডলের চুলকণা। অধ-চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

চক্ষুর জলস্রাব এবং আলোকাসহিষ্ণুতা। গলদেশ চাপিত করিলে চক্ষু ছুটিয়া বহিষ্কৃত হওয়ার অনুভূতি। চক্ষুর শুভ্রাংশের পীতাভা। চক্ষুর রক্তিমা; কালক্ষেত্রে ক্ষত। চক্ষুমধ্যে ও তাহার উপরে তীক্ষ্ণ বেদনা।

কর্ণের শুষ্কতা; বাম-কর্ণপ্রদেশের ও গণ্ডস্থলের অসাড়তা। গলক্ষত নিবন্ধন কর্ণ বেদনা।

নাসিকার অনেক উপদ্রবের পরিণামে সর্দ্দি হয়। মাথার ব্যথা ও গ্রীবাতে কাঠিন্য জন্মিয়া নাসিকার সর্দ্দি ও জলবৎ স্রাব, পশ্চাৎনাসারন্ধ্র লোহিতবর্ণ ও হাজাযুক্ত এবং তাহাতে মামড়ির উৎপত্তি। নাসিকা হইতে ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মধ্যে মধ্যে হাঁচির আক্রমণ।

স্বরযন্ত্র-রোগে স্বরভঙ্গ; স্বর-যন্ত্রের শুষ্কতা, কাঁচা ও চাঁছা ভাবের অনুভূতি থাকে; তাহার স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং রোগীর ঢোক গেলার ও অনবরত গলা খাঁকর দিবার প্রয়োজন। স্বর বাহির

হয় না, কেননা কোন বস্তু স্বরযন্ত্রমধ্যে থাকিয়া তাহার বাধা জন্মায়, গলা খাঁকর দিলে তাহা আলৃগা করা যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে। হঠাৎ কোন বস্তু গ্রীবা হইতে স্বরযন্ত্রমধ্যে ছুটিয়া যাইয়া শ্বাসরোধ করে, তাহাতে নিদ্রাভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ। পশ্চাদ্দিকে মস্তক নত করিলে স্বরযন্ত্র ও গলদেশ বেদনা করে। হৃৎপিণ্ডের বামপার্শ্বের পশ্চাতে বক্ষমধ্যে জ্বালা হইয়া ষ্টার্ণাম-অস্থির মধ্যে বা সম্মুখবক্ষের মধ্যভাগে বেদনা। স্বরযন্ত্রে অসহনীয় বেদনা থাকায় তৎপ্রদেশে কিছু লাগা সহ্য করিতে পারে না, শ্বাসরোধ ঘটে।

স্বরযন্ত্রে চাপ লাগায় ও গলদেশস্পর্শে, মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে এবং ধূমপানে, গলমধ্যে শুড়শুড়ি ও তাহার ক্ষতের বিড়বিড়ির অনুভূতিতে সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শুষ্ক ও খ্যাকখেকে কাসির, নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি।

অবিশ্রান্ত গভীর-শ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা, উপবেশনাবস্থায় অধিকতর। মুখ অথবা নাসারন্ধ্র আবৃত করিলে, অথবা গলদেশ স্পর্শ করিলে; হস্ত চালনায়; জাগ্রত হইলে, আহারান্তে, অথবা কথা কহিলে, শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে; উপবেশনাবস্থায় সম্মুখে নত হইয়া থাকিলে তাহার উপশম। বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ। প্রাতঃকালে এবং ত্বরিতোপবেশনে ধীর, কষ্টকর এবং শাঁই শাঁই রবে শ্বাসপ্রশ্বাস।

বক্ষ পূর্ণ থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি হইয়া কষ্টে সামান্য কিছু গয়ার উঠে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শাঁ শাঁ শব্দে কাসি হইয়া হঠাৎ প্রচুর পরিমাণ, ফেনময়, আটা শ্লেষার নিষ্ঠীবন। নিদ্রাকালে বক্ষের কষ্ট। থু থু করিয়া অত্যধিক পরিমাণ দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা ফেলে। অত্যধিক পরিমাণ জলবৎ, লবণাক্ত গয়ার কষ্টে উঠে, কিন্তু রোগী তাহা গিলিতে বাধ্য হইলে অনেক বেগের সহিত বমনে উঠিয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে সঙ্কোচন-বোধ। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগের নিকটস্থ

বক্ষপ্রদেশের আক্ষেপবৎ বেদনায় হৃৎকম্প ও উৎকণ্ঠা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনানুভূতিসহ দুর্ব্বলতা। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন। হৃৎপ্রদেশে অস্থিরতা ও কম্পসহ ব্যাকুলভাব; শয়ন করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম; বক্ষে ভারি বোধ; হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত বোধ। হৃৎপিণ্ডের বেদনায় মূর্চ্ছার ভাব, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা ও বমন।

নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও ত্বরিতগতি, অসম, ক্ষণলোপযুক্ত এবং পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র।

শুষ্ক ও ফাটা ওষ্ঠ হইতে রক্তস্রাব। অধ ওষ্ঠ স্ফীত। নিদ্রার পর ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্তে চাপিলে বেদনা। নষ্টদন্ত টুকরা টুকরা হইয়া যায়। দন্তাবরক-ঝিল্লীর প্রদাহে গণ্ডস্থল স্ফীত এবং তাহার চর্ম্ম টান-টান, তপ্ত ও ভঙ্গুর থাকায়, বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। দন্তমাড়ি নীলাভ, স্ফীত ও রক্তস্রাবযুক্ত; উষ্ণজলপানে তাহার বৃদ্ধি। ছিন্ন করার ন্যায়, ঝাঁকিসহ টানের ও খোঁচার ন্যায় সাময়িক দন্তবেদনা চুয়াল বাহিয়া কর্ণে যায়; নিদ্রান্তে, ভ্রমণ করার পর এবং উষ্ণ ও শীতল পানীয় পানে তাহার বৃদ্ধি।

জিহ্বা কখন শুষ্ক, লোহিতবর্ণ, কৃষ্ণাভ, কঠিন ও ফাটা; কখন স্ফীত ও ফোস্কাবৃত। জিহ্বার গুরুত্ব নিবন্ধন কথা কহা কঠিন, রোগী মুখ খুলিতে পারে না। জিহ্বা বাহির করিতে কাঁপে অথবা দন্তের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত। অত্যধিক আঠাল লালাস্রাব। মুখের জ্বালাময় বেদনা ও কাঁচাভাব হইয়া ছাল উঠিয়া যায় ও তাহাতে জাড়ি-ঘা হয়। মুখ টাটানিযুক্ত, ঝলসান, শুষ্ক এবং জাড়ি-ঘা-ময়।

গলদেশের কাঁচাভাব হইয়া গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে। রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে গলদেশ শুষ্ক থাকে, পিপাসা থাকে না। খালি খালি গেলার ভাব করিলে গলা স্ফীত ও তথায় দুইটি পিণ্ড মিলিত হইয়া গলা

রুদ্ধ হওয়ার অনুভূতি, খাদ্যবস্তু গিলিবার সময় অনেকটা ভাল বোধ হয়। এক টুকরা রুটি গলায় আবদ্ধ থাকার অনুভূতিবশতঃ রোগিনী সর্ব্বদা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। বাম টন্‌সিলের স্ফীতি অধিকতর; গেলার উদ্যমে গলা বন্ধ হয়, অথবা তাহাতে গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা করে; গ্রীবাদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু। গলমধ্যের বেদনা ও টাটানি বামদিকে আরম্ভ। কঠিন অপেক্ষা তরল পদার্থ গিলিতে অধিকতর কষ্ট।

গলার বহিঃপ্রদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু; ইহা প্রকৃত বেদনা নহে, এক প্রকার অস্বস্তির ভাব মাত্র; সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বা গলায় গাত্রবস্ত্র স্পর্শ করিলেই শ্বাসরোধের অনুভূতি।

ক্ষুধার অভাব। অতপিপাসায় তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয়ে অশ্রদ্ধা; শম্বুকাদি পদার্থে, ওয়াইন ও উগ্রবীর্য্য মদ্যে স্পৃহা; কাফিপানের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা সহ্য হয়।

আহারান্তে আমাশয়ের চর্ব্বণবৎ বেদনার উপশম, কিন্তু কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে পুনরারম্ভ। আহারান্তে শিরোঘূর্ণন ও অবসাদ, গলদেশের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, আমাশয়ের স্ফীতি, উদ্‌গার এবং তাপোচ্ছাস। অম্লবস্তুভক্ষণে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। সর্পদংশন-লক্ষণ ব্যতীত উগ্র মদ্যে সকল রোগই বৃদ্ধি পায়।

উদ্‌গারে উপশম। সকল বস্তুই অম্লে পরিণত হয় ও বুক জ্বালা করে। পানান্তে বিবমিষা। মধ্যে মধ্যে বিবমিষার আক্রমণ হইয়া দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প এবং শীতল ঘর্ম্ম। বমনে ভুক্তবস্তু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সহিত প্রচুর লালা উদ্‌গীর্ণ হয়।

স্পর্শে আমাশয় বেদনাযুক্ত। আহারমাত্রেই অজীর্ণ-লক্ষণের উপস্থিতি এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। চর্ব্বণসহ আমাশয়ের চাপানুভূতি আহারে উপশম, কিন্তু আমাশয় খালি হইলেই পুনরাবর্ত্তন করে।

যকৃতের তীক্ষ্ণ বেদনা আমাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোন বস্তু উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত থাকার ও হুলবেঁধার অনুভূতি। কুক্ষি-প্রদেশে কোন প্রকার চাপই সহ্য হয় না। যকৃৎ-প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ বেদনা। যকৃতের সান্নিধ্যে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা। যকৃতের প্রদাহ ও পুযশোথ।

উদরে বায়ু জন্মে ও উদর স্ফীত হয়, তাহাতে কোনপ্রকার চাপ সহ্য হয় না। নিম্নোদর ও কটিদেশ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা করে। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি জন্মিয়া মূর্চ্ছার আক্রমণ। উদরের দক্ষিণাংশে অন্ধান্ত্র প্রদেশে শোথবৎ স্ফীতি বশতঃ রোগী পদ উর্দ্ধে গুটাইয়া চিৎভাবে শয়ন করিতে বাধ্য। পুয জন্মিয়া উদর উষ্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে এবং কুঁচকি হইতে উরুর নিম্নাভিমুখে বেদনাযুক্ত কাঠিন্য উৎপন্ন হয়।

মলত্যাগকালে ও তাহার পরে মলদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্র ও গুহ্য-দ্বারের সঙ্কোচন। মলত্যাগান্তে হালিস নির্গত। মলদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতের অনুভূতি। মলদ্বারের নিকটে বিষ্ঠা থাকে, কিন্তু মলবেগ অথবা বিষ্ঠার ত্যাগ হয় না। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে গুহ্যদ্বারে আক্ষেপিক বেদনা। গুহ্যদ্বার রুদ্ধ থাকার অনুভূতি। মলত্যাগেচ্ছা ব্যতীতই সরলান্ত্রমধ্যে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণাপ্রদ কোঁথ হইতে থাকে। জলবৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠার ত্যাগ। মধ্য রজনীর নিকটবর্ত্তী সময়ে পুনঃ পুনঃ অথবা হঠাৎ জলবৎ, দুর্গন্ধ অথবা উগ্র মূত্রের ঘ্রাণবিশিষ্ট, নরম, উজ্জ্বল-পীতবর্ণ অথবা পচা থস্-থসে মলত্যাগ। অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ। মলত্যাগের সময় অর্শের গুটিকা নিষ্ক্রান্ত ও প্রত্যেক কাসি ও হাঁচির বেগে তাহাতে সূচিবেধের অনুভূতি।

পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ, ফেনোচ্ছলনকর মূত্র ত্যাগ। মূত্রস্থালীর চাপ হইয়া বারম্বার মূত্রবেগ। মূত্রনালীর পুরোভাগে খোঁচা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা অথবা টাটানি। অদম্য মূত্রবেগ। পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে

উদর অথবা মূত্রনালীর অভ্যন্তরে একটি পিণ্ডাকার বস্তু গড়াইয়া যাওয়ার অনুভূতি। মূত্রনালীর প্রতিশ্যায়; মূত্রত্যাগকালে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিঃসরণ।

পুরুষ রোগীর অত্যন্ত কামোদ্দীপনা। বাঘি (Buboe) কঠিন ও দড়কচড়া ভাবের, তাহাতে নালীক্ষত এবং প্রলেপক জ্বর; শিস্নাগ্রত্বগের দড়কচড়া ভাব।

স্ত্রীলোকদিগের কামেচ্ছার বৃদ্ধি। বাম অণ্ডাধার বা ওভারির দড়কচড়াভাব, সঙ্গশূল ও পূঁয সঞ্চয় প্রভৃতি। জরায়ু প্রদেশে স্ফীতির অনুভূতি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত বস্ত্র-সংস্পর্শও অসহনীয় এবং ঠেল মারা বেদনা। শোণিত নির্গত হইলে জরায়ু ও অণ্ডাধারের বেদনার উপশম। উদরে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা। রোগিনী বোধ করে যেন জরায়ুর মুখ উন্মুক্ত। নিয়মিত কালে, কিন্তু মৃদুবেগে, অত্যল্প ঋতুস্রাব; রক্ত চাপ চাপ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা তীব্র।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে—মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা; শিরোঘূর্ণন ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বাম অণ্ডাধার প্রদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা—অধিকতর; হিপসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি; ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে সকলেরই উপশম।

প্রচুর শ্বেতপ্রদর সংস্পর্শে বহিস্থজননেন্দ্রিয় চনচন্ করে এবং সবুজ কলঙ্কযুক্ত পরিতিত বস্ত্রাংশ শুষ্ক হইয়া কঠিন হয়। শ্লেষ্মার স্রাবসহ বহিস্থজননেন্দ্রিয় লোহিতবর্ণ ও স্ফীত।

গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা এবং চাপে বেদনার অসহিষ্ণুতা। কটিবেদনায় খঞ্জতা ও দুর্ব্বলতার অনুভূতি। কটিপশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা হিপসন্ধি ও জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাহু এবং জঙ্ঘার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। জঙ্ঘাস্থির সম্মুখে কনকনানি বেদনা, আহারান্তে জানুর দুর্ব্বলতা। ক্ষত পদের ঘর্ম্ম। লোহিত বর্ণ

জঙ্ঘা এবং পদের নীলাভ ও বেদনাযুক্ত স্ফীতি। জঙ্ঘার উপরিস্থ গভীরতাহীন সমতল ক্ষত হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব, এবং ক্ষত নীলাভ মণ্ডলবেষ্টিত। নিদ্রামাত্রই জঙ্ঘার ঝাঁকিসহ থেতলানবৎ বেদনা।

ত্বগুপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান ভেকের ছাতার ন্যায় ফাঁপিয়া উঠে, কাল্‌চে লোহিত অথবা কটাসে বর্ণ ধারণ করে, তদুপরি বিন্দু বিন্দু শুভ্র দাগ থাকে এবং মুঁছিলে জ্বালা করে। অগভীর ক্ষতের তলদেশ বিকৃত ও নীলকৃষ্ণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজবৎ উদ্ভেদ ধীরে জন্মে, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নীলাভ হইয়া যায়। বিসর্পবৎ উদ্ভেদ। দগ্ধব্রণের চতুঃপার্শ্ব নীললোহিত। পুরাতন ক্ষতাঙ্ক বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব এবং তাহার ক্ষতমুখ কাল্‌চে লোহিত ও দেখিতে চেপ্টা স্পাঞ্জের ন্যায়। সম্পূর্ণ গাত্রেই চুলকায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষীয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধ কালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্ত ঘর্ম্ম এবং মূর্দ্ধার জ্বালা, শিরঃশূল প্রভৃতি **রোগ**।—

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি সর্পবিষ শোণিতের অতি প্রগাঢ় উপাদানগত পরিবর্ত্তন সাধিত করে, ইহা তাহার সঞ্চলন ক্রিয়ারও বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত করিয়া মধ্যে মধ্যে শরীরোর্দ্ধাভিমুখে হঠাৎ রক্তগতির বৃদ্ধি করায় মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিমা, মস্তক ও তৎসন্নিহিত যন্ত্রাদিতে শোণিতাধিক্যের লক্ষণস্বরূপ দপদপানি শিরঃশূল, কর্ণ ও চক্ষুর শব্দালোকে অসহিষ্ণু ভাব, কর্ণমধ্যে মেঘগর্জ্জনবৎ উচ্চ শব্দ এবং বক্ষ ও হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণাকর লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। শরীরোর্দ্ধে এই শোণিতোচ্ছ্বাসের অবশ্যম্ভাবী সহকার লক্ষণ স্বরূপ তৎপ্রদেশে তাপোচ্ছাস বশতঃ মূর্দ্ধাদেশে জ্বালা, মানসিক

উত্তেজনা, শরীরের, বিশেষতঃ বক্ষের জ্বালা এবং পদের শীতলতা প্রভৃতি জন্মে।

ভগ্নস্বাস্থ্য বালিকাদিগের রজোদয় কালে, বিশেষতঃ বহু সন্তানের প্রসব ও অন্যান্য রোগনিবন্ধন জীর্ণস্বাস্থ্য বর্ষিয়সীদিগের উপযুক্ত রজোশোণিত স্রাব না হইলে, ন্যূনাধিক শোণিত পূর্ব্বকথিত রূপ বিকৃত অবস্থায় শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। এবম্বিধ কারণেই বালিকা ও বর্ষিয়সীদিগের সম্ভবিত ঋতুস্রাব কালে বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া ঋতুস্রাবের আরম্ভে হ্রাস পাইয়া যায়! ঋতুস্রাবের নিবৃত্তি হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তকালে বালিকাদিগের এবং শেষঋতুবন্ধের পরবর্ত্তী কালে বর্ষিয়সীদিগের উপরিউক্ত রোগলক্ষণ বর্দ্ধিত অবস্থায় থাকে। অতএব **ঋতুসন্ধিবিকার সম্বন্ধীয় রোগনিচয়—অর্শ, শোণিত স্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তঘর্ম্ম**, এবং **মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা ও শিরঃশূল** প্রভৃতি—বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের পক্ষে, **ল্যাকেসিস্** ঔষধের প্রধান প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ নিচয়ের প্রভেদ **সিপিয়ার** বর্ণনকালে বিবৃত হইয়াছে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ও ঋতুসন্ধিকালের তাপোচ্ছাস সহ করতল ও পদতলের জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণের উপযুক্ত ঔষধ।

গণ্ডস্থলের সীমাবদ্ধ রক্তিমাও ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের স্থলাভিষিক্ত।

প্রধানতঃ শরীরের বামপার্শ্বে রোগের আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে গমন।—শরীরের বামপার্শ্বে আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তার **ল্যাকেসিসের** একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করা অথবা বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব

যাওয়া **রাস** প্রভৃতি কোন কোন ঔষধেও লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু **ল্যাকেসিসের** ন্যায় তাহার ব্যাপকতা নাই, কেবল রোগবিশেষে পরিলক্ষিত হয়। **শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আক্রমণ হইয়া বামপার্শ্বে বিস্তৃত হওয়ায় লাইকোপডিয়ম** ইহার প্রতিযোগী ঔষধ। অণ্ডাধার, অণ্ডকোষ, বক্ষ, মুখমণ্ডল প্রভৃতির রোগে **ল্যাকেসিসের** উপরিউক্ত প্রকৃতি বিশেষ প্রকাশ পায়।

অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা।—এই স্পর্শাসহিষ্ণুতা এতাদৃশ তীক্ষ্ণ এবং বিশেষ প্রকৃতির যে আক্রান্ত স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা দূরের কথা, পরিহিত বস্ত্রের সংস্পর্শ পর্য্যন্তও অসহনীয় (এগারি)। ইহার বিশেষ প্রকৃতি এই যে **বেলাডোনা** অথবা **এপিসের** ন্যায় রোগী এই স্পর্শে বা চাপে আক্রান্ত স্থানে প্রকৃত বেদনা পায় না, ইহা একরূপ বিশেষপ্রকৃতির অস্বস্তিপ্রদ অনুভূতি মাত্র। গলদেশ, আমাশয়, গ্রীবা, উদর ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা বিশেষ প্রকাশ পায়।

নিদ্রাভঙ্গে রোগের বৃদ্ধি অথবা কষ্টের বৃদ্ধিতেই নিদ্রা-ভঙ্গ, অথবা নিদ্রা মাত্রই রোগের বৃদ্ধি।—**ল্যাকেসিস্** রোগের একটি প্রধান প্রকৃতি এই যে সম্ভবতঃ রোগী নিদ্রা যাইলেই রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া অচিরাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয় ও রোগী অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে থাকে। নিদ্রার পর সর্ব্বপ্রকার রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলেও মানসিক যন্ত্রণারই অধিকতর বৃদ্ধি হয়। তাহাতে রোগী আপ-নাকে বড়ই হতভাগ্য, ক্লিষ্ট ও দুঃখিত বোধ করে এবং উৎকণ্ঠান্বিত হয়।

অত্যধিক বাক্‌প্রিয়তা, বিষয় বিশেষের গল্প করিতে করিতে প্রসঙ্গাধীন বিষয়ান্তরে গমন।—রোগীর মানবিক উল্লাসের ভাব উপস্থিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় অনুভূতি ও জাজ্বল্যমান কল্প-

নার উদয় হইয়া বড়ই গল্পপ্রিয় হয়। এই প্রবৃত্তি এতাদৃশ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় যে রোগী এক বিষয় সম্বন্ধে বলিতে বলিতে যখনই বিষয়ান্তরের সংস্রব উপস্থিত হয় তখনই পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে থাকে। বারম্বার এইরূপ হওয়াই **ল্যাকেসিস** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি। **এগারিকাস** রোগী প্রফুল্লতা সহ হাস্যোদ্দীপক, অসংলগ্ন কথা বলে; **ষ্ট্র্যামনিয়াম** ক্রমাগত নানা বিষয়ের কথা বলিতে থাকে; **হায়সায়ামাস** একই বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে।

উপরে **ল্যাকেসিসের** যে সমুদয় প্রধান প্রধান প্রদর্শক লক্ষণের বিষয় উল্লিখিত হইল তদ্ব্যতীতও রোগবিশেষে ইহার অনেক বিশেষ প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা অন্য কোন ঔষধে তদ্রূপ প্রাধান্য লাভ না করায় **ল্যাকেসিসের** প্রদর্শকরূপে গৃহীত হয়। এরূপ বিশেষ প্রকৃতির লক্ষনাদি মধ্যে গলদেশ, বক্ষ, উদর ও মলদ্বার প্রভৃতি স্থানের রোগ-বিশেষে **সঙ্কোচনের অনুভূতি**; বাতাসের আবশ্যকতা বশতঃ রোগী পাখার বাতাস দিতে বলে, কিন্তু সামান্য বাতাস বা সঞ্চালিত বায়ু নাসিকা ও মুখের নিকটে আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা জন্মে বলিয়া **দূর হইতে ধীরভাবে বাতাস করিতে বলে**; যে কোন প্রকার রোগেই **স্রাবারম্ভে ও স্রাবহওয়ার পরে রোগের উপশম** প্রধান প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—সর্দ্দিজ, স্নায়বিক বা বাতজ এবং শোণিতসঞ্চয়িক প্রভৃতি নানাপ্রকার শিরঃশূলের অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** আমাদিগের সাহায্যকারী ঔষধ। শীতান্তে গ্রীষ্ম সমাগম, অথবা শীতল আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তন, সূর্য্যতাপ, মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা,

শোক দুঃখাদিনিবন্ধন মানসিক অবসাদ, অজীর্ণাদি উদররোগ এবং ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিত ও শোণিতসঞ্চলনের বিকার প্রভৃতি ইহার শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে মস্তকের নানা স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। মুখমণ্ডলের স্নায়ূশূলে (Prosopalgia) মস্তকের পার্শ্ব আক্রমণ করিলে বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদেশ অধিকতর আক্রান্ত হয়। বেদনা ও দপদপানি প্রভৃতি অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রবল হইয়া থাকে। সর্দ্দি কালীন বেদনায় গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য জন্মে এবং সর্দ্দিস্রাব আরম্ভ হইলে বেদনার উপশম হয়।

ল্যাকেসিস্ শিরঃশূলে সাধারণতঃ রোগিনী শয়ন করিতে পারে না। শয়নে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিত মুখ ও চক্ষুপত্র স্ফীত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। শরীরচালনায় বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। তরঙ্গবৎ অনুভূতিসহ বেদনা গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকোপরি বিস্তৃত, ইহাই **ল্যাকেসিস্** বেদনার সাধারণ প্রকৃতি। উপরি উক্ত ত ঙ্গে তরঙ্গে বেদনার আক্রমণ নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িক না হইলে তাহাকে স্নায়বিক বেদনা বলিয়া জানিতে হইবে। ঋতুসন্ধি কালের অথবা অন্যান্য কারণে শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত বেদনাতরঙ্গ নাড়ী স্পন্দনের সহিত সমসাময়িক হইয়া বেদনার শোণিতসঞ্চয়িক প্রকৃতি প্রকাশ করে। শরীরচালনা সহ বেদনাবৃদ্ধির সংস্রব থাকিলেও চালনাকালে তাহার বৃদ্ধি হয় না। ভ্রমণ অথবা স্থান পরিবর্ত্তনান্তর রোগী উপবেশন করিলে বেদনাতরঙ্গ প্রবলতর বেগে উঠিতে থাকে এবং কিছুকাল ঐ ভাবে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ও স্থায়ী তরঙ্গে পুনরাগত হয়। ইহাদিগের সাধারণ শিঃশূল প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আরম্ভ হইয়া কিছুকাল পরে নিবৃত্তি পায়। শিরঃশূল কালে মধ্যে মধ্যে চিন্তার অন্তর্দ্ধান এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিরোঘূর্ণন, বমন ও বিবমিষা উপস্থিত হয়। শিরোঘূর্ণনে রোগী বামদিকে পতনোন্মুখ হয়।

সিঙ্কনা—সর্দ্দি বসিয়া শিরঃশূলে ইহা উপকারী। দমকা বাতাসের সামান্য সংস্পর্শেও বেদনার বৃদ্ধি হয়।

ব্রায়নি এবং পাল্‌স—বসা সর্দ্দির শ্লেষ্মা ঘন ও পীতবর্ণ থাকিলে প্রথম ঔষধে, শ্লেষ্মা সবুজবর্ণ থাকিলে দ্বিতীয় ঔষধে উপকার করে।

জেল্‌স—রোগী নিশ্চল ও আবিল্যগ্রস্ত থাকে এবং স্নায়ুশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে ললাট দেশ ও মুখমণ্ডলে আইসে।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্ট ঝিল্লীপ্রদাহ।—মস্তিষ্কের অতি তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে রোগী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, জিহ্বায় বীজগুড়ি বাজগুড়ি লোহিত প্যাপিলিনিচয় উন্নত হইয়া উঠে এবং জিহ্বা আবৃত করে; শিরোলুণ্ঠন হয় ও রোগী উপাধান মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইবার ন্যায় মস্তক ঘূর্ণিত করে। আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা এবং বিসর্প প্রভৃতির উদ্‌ভেদ সম্যক বাহির না হইয়া অথবা বহিষ্কৃত হইবার পর পুনঃ বসিয়া রোগ জন্মিলে **ল্যাকেসিস্** বিশেষ কার্য্যকারী। প্রথমতঃ রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু থাকে ও হৃৎকম্প হয়, অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে কষ্টে চেতন করা যায়।

বিসর্প, স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বর প্রভৃতির শিরঃশূলে অথবা সন্ন্যাস বা এপপ্লেক্‌সি ঘটিত মস্তিষ্কঝিল্লীপ্রদাহের শিরঃশূলে **বেলাডনা** ও **ল্যাকেসিস্** মধ্যে বেদনার তীক্ষ্ণতার কথঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও যথেষ্ট প্রভেদও আছে। **বেলেডনা** রোগের প্রাথমিক অবস্থার ঔষধ। এ অবস্থায় রোগীর সংজ্ঞাহীনতা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটে না। চমকিয়া উঠা, উচ্চ চীৎকার ও দন্ত কিড়িমিড়ি এবং ভীতি প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠা প্রভৃতি উদ্দীপনার লক্ষণ বর্ত্তমান

থাকিয়া মস্তিষ্কীয় প্রদাহের প্রবলাবস্থা প্রকটীত করে। নাড়ী প্রায়শঃ সবল থাকে, গভীরতর রক্তাধিক্য বশতঃ মুখরক্তিমাদি উজ্জ্বল ও অবস্থা বিশেষে ঘোরাল হয়। স্কালেটিনাদি ঘটিত রোগে উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বহির্গত না হইলেও স্থানে স্থানে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা লোহিত বর্ণ থাকে। **ল্যাকেসিস** রোগীর ন্যায় ইহার রোগীর শোণিতবিকার এবং জীবনীশক্তির অবসাদনিবন্ধন উদ্ভেভেদের নীলাভা ত্বগধঃ কৈশিক ঝিল্লীর স্রাবাল্পতা ও তাহাতে পূয় সঞ্চারের আশঙ্কা অথবা পূঁযের উৎপত্তি এবং অঙ্গসীমার শীতলতা বর্ত্তমান থাকে না। অনেক সময় **বেলাডনা** প্রয়োগের পরেও মস্তিষ্কীয় বলক্ষয়, শোণিতবিকার এবং পক্ষাঘাতের উপক্রমাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ল্যাকেসিস্** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। এ অবস্থাতেও নিদ্রাবস্থায় চীৎকার প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** পূর্ব্বকথিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ; নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বলতর হয়, শরীরে তাপের অসমতা ঘটে, মানসিক অবসাদ ও তন্দ্রাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগাবস্থার পরিবর্ত্তন প্রকটিত করে।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ, অবসাদবায়ু বা চিত্তোদ্বেগ, বিষাদোন্মত্ততা, গুল্মবায়ু, মদাত্যয়, সূতিকোন্মাদ, কামোন্মাদ এবং জলাতঙ্ক প্রভৃত।— **ল্যাকেসিসের** মানসিক ক্রিয়াবিপ্লব এতাদৃশ বিপরীত ভাবাপন্ন ও বৈচিত্রবিশিষ্ট যে অবস্থাবিশেষে এতদ্দ্বারা আমরা সর্ব্ব প্রকার মানসিক রোগেই উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি, ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহার অধিকাংশ মানসিক রোগ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়া থাকে। সর্পবিষের ক্রিয়া যেরূপ দুর্ব্বলতামূলক এবং সহজে পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল, ইহার

উন্মাদাদি মানসিক বিকার লক্ষণও তদনুরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতির। কখন কখন ক্রোধাদি উগ্রলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহা মূলে দুর্ব্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহার মানসিক বিকারোৎপন্ন ভ্রান্তি, আত্মশ্লাঘা, সন্দেহ, ঈর্ষা, অলিক ধর্ম্মভীতি ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি দুর্ব্বল মানসিক বৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করে।

উন্মাদ রোগে রোগী বড়ই আত্মম্ভরী, হিংসা, দ্বেষ, বৈর-নির্য্যাতন এবং নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিরত থাকে। মানসিক শক্তি ক্লান্ত হইয়া কখন কখন লক্ষণাদি মদ্যপায়ীর মত্ততার ভাব ধারণ করে। রোগীর হাবভাব, চালচলন তদনুরূপই হয়। মুখ ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ ও স্ফীত এবং মস্তক তপ্ত থাকে, রোগী চলিতে টলে ও তাহার পদস্খলন হয়। জিহ্বার গুরুত্ব ও কথার জড়তাসহ নানাপ্রকার ভুল কথা বলে এবং বাক্‌প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হওয়ায় রোগী অনবরত গল্প করিতে থাকে; কোন গল্পই শেষ হয় না, গল্পের বিশেষ কোন কথার সংস্রবে অন্য গল্প আরম্ভ করে। ফলতঃ **ল্যাকেসিসের** মানসিক বিকার মাত্রেই উপরি উক্ত বাক্‌পটুতা দেখা যায়। গলনলীর রোধভাব এবং গ্রীবাদেশে অসোয়াস্তির অনুভূতিতে তথায় গাত্র-বস্ত্র সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা এবং অঙ্গসীমান্তের শীতলতাদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় গভীর অচৈতন্য উপস্থিত হয় এবং অধঃচুয়ালের ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ দেখা দেয়।

ল্যাকেসিসের অধিকাংশ রোগের ন্যায় ইহার সর্ব্ববিধ মানসিক রোগও বসন্তকালে, শীতল আব হাওয়ার পর গ্রীষ্মাগমে, বর্ষাকালে, উষ্ণ জলে স্নান করিলে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি পায়।

চিত্তোদ্বেগ, বিষাদোন্মত্ততা ও গুল্মবায়ু রোগ লক্ষণ অধিকাংশ সময়ে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। তাহারা বড় সন্দেহগ্রস্ত হয়, আপনার বয়স্থদিগের প্রতিও নানা বিষয়ে অলীক সন্দেহযুক্ত ও দ্বেষপরবশ থাকে। কখন কখন রোগের অতি বৃদ্ধিতে স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয়ের উপরও সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। সকল ব্যক্তিই যেন তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ চিন্তাভিভূত থাকিয়া যৎপরোনাস্তি মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কল্পনায় নানা প্রকার রোগের আশঙ্কা করে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর কল্পনার ইয়ত্তা থাকে না, মনে করে সে উন্মাদ হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইবে অথবা সত্যই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সৎকারের চেষ্টা হইতেছে।

ল্যাকেসিসের ধর্ম্মোন্মাদ ও **গুল্মবায়ু** প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করে। রোগিনী মনে করে তাহার উপর দৈব দৃষ্টি পড়িয়াছে. সে দৈবাধীনে থাকিয়া দৈবজ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতেছে। বিশ্বাস করে সে দৈবাদেশ শ্রবণ করে, অথবা তাহার স্বপ্নাদেশ হয়। কখন চুরি, ডাকাইতি ও হত্যা করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের আদেশের কথাও প্রকাশ করে। কখন বা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অনেক সময় **ল্যাকেসিস্** রোগীর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীব তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগিনীর নিদ্রা হয় না, সমস্ত দিবা ও রজনী চক্ষু তাকাইয়া জাগত থাকে, সামান্য শব্দ, দূরস্থ ঘড়ি বাজার শব্দ, এমন কি প্রাচীরে মক্ষিকা বিচরণের শব্দ পর্য্যন্তও তাহার অশান্তির কারণ হয়। অনেক রোগীতে উপরি উক্ত মানসিক বিকারসহ কষ্টপ্রদ হৃৎপিণ্ড লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অধিকতর কষ্টের কারণ হয়। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেরই অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। **ল্যাকেসিসের** মানসিক লক্ষণ বহুভাষিতার জন্য প্রসিদ্ধ,

এজন্য ইহার সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেই তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ স্থিরীকরণের প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্ব্বে **ষ্ট্র্যাম, হায়সা** এবং **এগারিকাস** সহ ইহার প্রভেদ দেখাইয়াছি।

একটিয়া রেসিমোসা—ঋতুরোধনিবন্ধন মানসিক বিকার, সূতিকোন্মাদ এবং মদাত্যয় রোগে ইহার বহুভাষিতা লক্ষিত হয়। রোগী নিদ্রাহীন থাকে, কল্পনায় ইন্দুর প্রভৃতি দৃষ্ট করে ও নানা বিষয়ক কথা বলিতে থাকে এবং গল্পের এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায়। রোগী ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্ত্তন করে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর ন্যায় হস্তকম্পন, উদরাময় এবং দুর্ব্বলতা সহ গল্প ও ভ্রমদৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে। •

প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া— রোগিনী অত্যন্ত মানসিক উৎফুল্লতা সহ প্রেম বিষয়ক গল্প করিতে থাকে।

মদাত্যয় রোগে **ওপিয়াম,** ধর্ম্মোন্মাদে দৈব ক্ষমতাধীনে থাকা বিষয়ে **এনাকার্ডিয়াম,** নিদ্রান্তে মানসিক অবসাদের বৃদ্ধিতে **এলুমিনা, পাল্‌স** এবং **সিপিয়া,** এবং কামোন্মাদে ইহা **হায়সা** সহ তুলনীয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব বা রেটিনাল্ এপপ্লেক্‌সি।—**ল্যাকেসিস্** রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় যখন মস্তিষ্কবিকার নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তদবস্থায় হৃৎকম্পসহ রোগীর শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছারভাব, দৃষ্টিলোপ, দৃষ্টিমালিন্য, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপস্থিতি প্রভৃতি দৃষ্টিবিকার জন্মে। চিত্রপত্রের স্রুত রক্ত শোষণেও ইহার খ্যাতি আছে; চিত্রপত্রের এই রোগে ইহা **ক্রটেলাস, ফস্** ও **আর্ণিকা** সহ তুলনীয়।

স্ক্রুফুলাস্ অফ্থাল্মিয়া (গণ্ডমালা ঘটিত চক্ষুপ্রদাহ)।—চক্ষুতে জ্বালাকর এবং সূঁচ ও তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইয়া মস্তক-পার্শ্বের পশ্চাতে এবং উপরিভাগে বিস্তৃত হয়। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মে। চক্ষু এবং চক্ষুপুটের স্পর্শে চুলকণা ও হুলবেধবৎ অনুভূতির এবং অন্য সকল লক্ষণেরই নিদ্রান্তে বৃদ্ধি হয়। দৃষ্টিমালিন্য থাকে এবং চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ কৃষ্ণবর্ণ ছায়া দৃষ্ট হয়।

ক্রুটেলাস্—কনীনিকাপ্রদাহ বা কর্ণিয়াইটিস্ রোগে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রাতঃকালে চক্ষুপুটের স্ফীতি এবং ভ্রূ-শূল প্রভৃতি ঋতুকালে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম:—কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া চালনা করিলে যদি শোর, গুন্‌গুন্ প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ণরব উপশমিত হয়, তাহা হইলে কর্ণের সর্দ্দি, রোগের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ণমল বা খৈল পরিবর্ত্তিত হইয়া কাইয়ের ন্যায় ও দুর্গন্ধযুক্ত। কর্ণপশ্চাতে স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মিয়া দপ্‌দপানি বেদনা। ইহাতে **ল্যাকেসিস্** উপকারী। অবস্থাবিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধও প্রযোজ্য।

হিপার সাল্ফ—কাণ পাকার উপক্রমে দমকা বায়ু সংস্পর্শ বশতঃ বেদনার বৃদ্ধিতে, বেদনার অসহিষ্ণু ভাব জন্মিলে এবং রোগ বিশেষরূপে আরক্ত জ্বরসংস্রবে হইলে **হিপার** উপকারী।

ক্রুটেলাস্—বস্ত্র খণ্ডাদি বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা কাণ রুদ্ধ থাকার ও কাণ হইতে কর্ণমল বাহিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মিলে উপকারী।

কনায়াম—কর্ণরোগে অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ কর্ণমল থাকিয়া যায়।

নাসিকাসর্দ্দি ও পিনাস বা পূতিনস্যরোগ।—নাসিকার তরুণ সর্দ্দিরোগের স্রাব জলবৎ তরল থাকে। **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দির

স্রাবারম্ভের পূর্ব্বে অথবা স্রাব বসিয়া যাইয়া মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার বাম পার্শ্বে ও ললাটদেশে দপ্‌দপানি বেদনা হইলে এবং গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে স্রাবারম্ভে তাহার উপশম হয়। কখন কখন **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দিতে নাসিকা-সান্নিধ্যে রসবিম্বিকা জন্মে, মুখ এবং অক্ষিপুটের রক্তিমা ও স্ফীতি থাকে; গাত্রে শীত হাঁটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয় এবং সমস্ত শরীরের শিথিলতা জন্মে। শারীরিক শিথিলতা-উৎপাদক আবহাওয়াযুক্ত বসন্তকাল **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দির আক্রমণের অনুকূল।

পারদের অপব্যবহার ও পুরাতন উপদংশ ঘটিত পুরাতন পিনাস-রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এরোগে ইহা **ক্যালি বাই, নাই এসি, মার্কুরিয়াস** ও **ল্যাক্ ক্যেনি** সহ তুলনীয়।

ক্যালি বাই—কঠিন, আটা ও টানিলে সূত্রবৎ স্রাব বিশিষ্ট রোগ কখন কখন গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গলরোধ করে।

নাই এসি—নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত এবং দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ স্রাব। কৃষ্ণবর্ণ চাপ মিশ্রিত রক্তস্রাব।

মার্কুরিয়াস—নাসিকা হইতে সবুজাভ ও পুতিগন্ধ পূয় স্রাব। নাসিকাস্থির স্ফীতি।

ল্যাক্ ক্যেনি—উপদংশঘটিত পিনাস রোগে মুখের কোণ ও নাসিকা পক্ষ ফাটা থাকে।

কাসি বা কফ।—ল্যাকেসিসের কাসি শুষ্ক, আক্ষেপিক ও শ্বাসরোধকর এবং রজনীতে শুড়শুড়িযুক্ত। শ্লৈষ্মিকঝিল্লী প্রায় স্রাবহীন ও বোধাধিক্যযুক্ত। স্বরযন্ত্রে চাপ দিলে, এমন কি সামান্য বস্ত্রসংস্পর্শে, মুক্ত বায়ুতে এবং নিদ্রান্তে কাসির বৃদ্ধি। আটাল শ্লেষ্মা স্বরযন্ত্রসহ সংলগ্ন থাকায় উঠাইতে পারা যায় না।

ডাসকামরা—অনেক সময় ধরিয়া আক্ষেপিক কাসি এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালী হইতে সহজেই প্রচুর শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। সিক্ত আব হওয়ায় কাসির বৃদ্ধি।

হাঁপানি বা এজ্‌মা।—নিদ্রান্তে বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইলেই **ল্যাকেসিসের** হাঁপানির বৃদ্ধি। ইহার হাঁপানির ফিটের কালে নাসিকা ও মুখের নিকট বস্ত্রাদি লইলে, স্বরযন্ত্র সামান্য স্পর্শ করিলে এবং হস্ত নাড়িলে রোগ অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে প্রচুর জলীয় শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইয়া কষ্টের শান্তি হয়। বক্ষের সঙ্কোচনানুভূতি ও হৃৎকম্প উপস্থিত থাকায় রোগ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ।—কখন কখন নাসিকার সর্দ্দি অধঃপ্রসারিত হইয়া বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করিলে তাহার গুড়গুড়ি হইয়া অতি উদ্‌বেগকর ও কষ্টপ্রদকাসির উৎপত্তি হয়; নিদ্রা-বেশ হইলেই কাসির উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়া গলার রোধ ঘটে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ইহাতে পূর্ব্ববর্ণিত হাঁপানি রোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত থাকে। গলদেশ, চক্ষু, কর্ণ এবং মস্তকের বেদনা হয়।

নিউমোনিয়া।—**ল্যাকেসিসের** ঔষধগুণ পরীক্ষায় তরুণ নিউমোনিয়ার চিহ্ন স্বরূপ ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য, তন্তুজান বা ফাইব্রিণের সঞ্চয় প্রভৃতি কোন বিকারাবস্থা উৎপন্ন হওয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একারণ প্রকৃত নিউমোনিয়া রোগে ইহার প্রয়োগিতা সম্ভবে না। তবে যে সকল রোগীর বক্ষ পূর্ব্ব হইতে গুটিকা বা টিউবার্কল্ সংস্থিতিনিবন্ধন রুগ্ন থাকার অবস্থায় নিউমোনিয়া হয় অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গকারী নানা প্রকার পুরাতন রোগাক্রমণে যাহাদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত ধাতুগত টিউবার্কল্ বীজ অবয়ব ধারণ ও ফুসফুস

আক্রমণ করিয়া তাহার প্রদাহ উপস্থিত করে, তাহাদিগেরই রোগের শেষাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। রোগের এই অবস্থায় ফুসফুসের ধ্বংস-মূলক পরিবর্ত্তনে তাহার পচনশীল ক্ষত, গ্যাংগ্রিণ, বিশেষতঃ পূয়শোথ প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক রোগ জন্মে ও রোগী টাইফয়েড অবস্থাগ্রস্ত হয়। শ্বাসরোধের উপক্রম হয় ও কাসিতে শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। রক্তময় ও ফেনিল শ্লেষ্মা, পূয় এবং অবস্থা বিশেষে ধ্বংসাবশেষ ফুসফুসাংশপূর্ণ গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয়। প্রশ্বাস বায়ুতে ও মুখে ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধ। রোগের তৃতীয় অবস্থায় ফুসফুসের উপরিউক্ত শোচনীয় অবস্থা, মৃদু ও অস্পষ্ট প্রলাপ, ঘর্ম্ম এবং অবসাদ প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইলে ল্যাকেসিস্ প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। রোগ বাম ফুসফুস আক্রমণ করে।

উপরিউক্ত অবস্থা, অর্থাৎ ফুসফুসে পূয়সঞ্চার প্রভৃতি ও রোগীর টাইফয়েড লক্ষণাদি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সঞ্চিত প্রদাহিক রসাদি শোষণ বলে **সাল্‌ফার** প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও পূয়জননাদি ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ হইলে তাহার প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধিরই সাহায্য করিয়া থাকে। বক্ষরোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন **ইলাপ্‌স্** দ্বারাও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে উভয় ফুসফুসচূড়া আক্রান্ত হইলেও বিশেষ আক্রমণ দক্ষিণ ফুসফুসে হয়। প্রাতঃকালে বেদনার অতিবৃদ্ধিতে রোগী শয্যোত্থিত হইতে পারে না। জলপানান্তর বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভূতি জন্মে। কাসিলে বক্ষমধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের চূড়ায় তীক্ষ্ণ বেদনা হইয়া বোধ হয় যেন তাহা ছিন্ন হইল। কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয়। অনুভূতি জন্মে যেন হৃৎপিণ্ড নিষ্পীড়িত হইতেছে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—টিবার্কুলার বা গুটিকাসংসৃষ্ট থাইসিস্ রোগ নিরাকরণে **ল্যাকেসিস** প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাহীন।

টাইফয়েড জ্বর,নিউমোনিয়া প্রভৃতি দূষিতরোগ কর্ত্তৃক নিশ্চেষ্ট টুবার্কল-বীজের ক্রিয়া স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সাবয়বে ফুসফুস আক্রমণ করিলে নিম্ন প্রদর্শিত সাংঘাতিক লক্ষণে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ফুসফুসের ধ্বংসমূলক ভগ্নাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। বমনের ভাবযুক্ত কাসির জন্য রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয়; রবারের ন্যায় কাঠিন্যযুক্ত, সবুজাভ, পূয়াকার শ্লেষ্মাময় গয়ার, গলরোধকর বমনের ন্যায় চেষ্টা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয়; নিদ্রাকালে বিশেষরূপে রোগীর গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এবং রোগীর নাড়ী ও শরীর দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপস্থিত হয়। ফলতঃ এ অবস্থায় **ল্যাকেসিস** আমাদিগের শেষ ভরসা স্থল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগ বা হার্টডিজিজ্‌।—ইতিপূর্ব্বে হৃৎপিণ্ডে, শোণিতে ও শোণিতসঞ্চলন ক্রিয়ায় সর্পবিষের প্রভূত ক্রিয়া থাকার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। শোণিতসঞ্চলনের অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ায় ইহা মস্তকাভিমুখে শোণিতস্রোতের বৃদ্ধি করে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মস্তকাদি শরীরোর্দ্ধাংশে তাপোচ্ছ্বাস বশতঃ তদ্দেশের তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি এবং পদের শীতলতা উপস্থিত হয়। মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলকর বস্তু। যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডকপাটাদির রোগে ইহার কোন কার্য্য নাই। যান্ত্রিক রোগ জন্যই হউক, সাধারণ দুর্ব্বলতা বশতঃই হউক, আর হৃৎকপাটের যান্ত্রিক বিকৃতি বশতঃ ফুসফুস ও হৃৎবেষ্টমধ্যে রসসঞ্চয় বা শোথের চাপাদি জন্যই হউক, ইহা হৃৎপিণ্ডের বলাধান ও শোথশোষণের সাহায্য করিয়া শ্বাসকষ্টাদি নানা প্রকার যন্ত্রণার উপশম করিতে সক্ষম।

হৃৎকম্প হয় এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি জন্মে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শ্বাসবরোধের ভয়াবহ যন্ত্রণায় রোগী বোবায় ধরার ন্যায় নিদ্রোত্থিত হয়। বক্ষদেশে কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে

না। শ্বাসরোধাদি বক্ষকষ্টের বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী শয়ন করিতে অক্ষম। পুরাতন **এওর্টাইটিস্** বা বৃহদ্ধমনীপ্রদাহে রক্তহীনতা ও শোথের উৎপত্তি হইলে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদ বা "এথারোমা" রোগের ইহা উপশমকারী।

ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম—ইহাতেও নিদ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গে রোগী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য।

গ্র্যাফাইটিস—উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ সহ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শৈত্যানুভূতি জন্মে। শেষোক্ত লক্ষণ **পেট্রোলিয়াম** এবং **নেট্রাম মিউরিয়েটিকামেও** দৃষ্টিগোচর হয়।

ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানাম—হৃৎপিণ্ডকপাটের রোগ নিবন্ধন শুষ্ক কাসি এবং হৃৎপিণ্ডের ভীতিকম্পান্বিত অবস্থার ন্যায় ভাব ইহা দূরীকরণে সমর্থ।

দন্তরোগ।—ধ্বংসিত দন্ত গুঁড়ার আকারে স্খলিত হইলে **ল্যাকেসিস্** তাহার ঔষধ। দন্তবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহ এবং দন্তমূলের পূয়শোথেও ইহা প্রযোজ্য—দন্তমাড়ী স্ফীত, নীলাভ এবং দপদপানি-বেদনাদুক্ত। ইহাতে **মার্ক, হিপার** এবং **সিলিকাও** কার্য্যকারী।

মারকুরিয়াস ও **ল্যাকেসিস্**—দন্তশূলের পক্ষে **ল্যাকেসিসের** সমক্রিয়াশীল ঔষধমধ্যে **মার্কুরিয়াস্** সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী। **ল্যাকেসিসের** ন্যায় দন্তমাড়িপ্রদাহ, দন্তধ্বংস এবং তজ্জনিত দন্তমূলের পূয়শোথ প্রভৃতিরও ইহা উপশমকারী। ডেণ্টাইন (dentine) দন্তোপাদানের রোগেও ইহা কার্য্যকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। **মার্কুরিয়াসের** দন্তে ছিন্নবৎ দিপদিপ

দন্তবেদনা তীরবেগে মুখমণ্ডল ও কর্ণে যায়, **ল্যাকেসিসের** দন্ত মাড়ি স্ফীত, কালচেলোহিত এবং নীলাভ হয়, অথবা এতই টান টান ও তপ্ত থাকে যে দেখিলে বোধ হয় যেন এখনই ফাটিয়া যাইবে। শয্যা-তাপে **মার্কের** দন্তকষ্টের বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে **মার্কের** কার্য্যপূরকরূপে এবং যে স্থলে **মার্কারির** অপব্যবহার রোগের কারণ, তথায় প্রথমেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। **শুভ্র কিনারাযুক্ত সমল দন্তমাড়ি মার্কের প্রদর্শক।**

মুখক্ষত—জাঁড়াঘা, পচা ক্ষত বা ক্যাংক্রাম অরিস্ প্রভৃতি।—সাধারণ মুখক্ষত রোগে জিহ্বা, মুখ, গলগহ্বর এবং তালু প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া ন্যূনাধিক স্ফীতি, লোহিতাভা, বেদনা ও স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক ক্ষুদ্র, বৃহৎ ক্ষত জন্মে। মুখ হইতে লালা নির্গত হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিতে পারে। পরিপাকাবকার, শৈত্যসংস্পর্শ এবং হামাদি রোগ ইহার সাধারণ কারণ। পারদের অপব্যবহারও রোগের অন্যতম কারণ।

এতদপেক্ষা গুরুতর কারণসম্ভূত দূষিত বা পচা ক্ষত দ্বারা দন্তমাড়ি, গণ্ড ও গলদেশ আক্রান্ত হইলে যে বিবর্ণ, পচা ও দুর্গন্ধ ক্ষত জন্মে, তাহাতে আক্রান্ত শরীরস্থানের ন্যূনাধিক অংশ খসিয়া পড়িতে পারে, দন্ত শিথিল ও স্খলিত হয়। প্লীহা প্রভৃতি রোগ ও মার্কারির অপব্যবহার নিবন্ধন শোণিতের অপকৃষ্টতা এবং হীনাবস্থা এইরূপ রোগের কারণ। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধাদি তুলনীয়।

ব্যাপ্টিসিয়া এবং ল্যাকেসিস্—উভয় ঔষধেরই কালচেলোহিত অথবা নীলাভ দন্তমাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। মুখ-লালার বৃদ্ধি ও দুর্গন্ধ হয় এবং পচা উদরাময় জন্মে। যক্ষ্মা রোগের চরম অবস্থার মুখক্ষত প্রশমনে উভয় ঔষধই কার্য্যকারী। পরস্পরের সাধারণ লক্ষণের প্রভেদ না থাকিলেও প্রথম ঔষধে জিহ্বার

মধ্যস্থলের উর্দ্ধাধভাবে হরিদ্রা অথবা কটা কলঙ্ক ও কিনারার উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং দ্বিতীয়ে জিহ্বার, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগের লালবর্ণ, শুষ্কতা ও ঔজ্জ্বল্য এবং কিনারা ও অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার আচ্ছাদন উভয় ঔষধকে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

নাইট্রিক এসিড—উগ্র মুখলালার ক্ষতকর গুণ, মুখে সূক্ষ্মাগ্র শলাকা দ্বারা খোঁচানিবৎ বেদনা, ক্ষতের ও মাড়ির শুভ্রতা এবং মুখের অবদারণযুক্ত স্থানে বেঁধার ন্যায় বেদনা ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

মিউরিয়েটিক এসিড—ইহার ক্ষতনিচয় গভীর, নীলাভ ও কৃষ্ণবর্ণ কিনারাযুক্ত। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে ছাল উঠা থাকে এবং তাহা ক্ষতময় হয়।

আর্সেনিক এবং **ল্যাকেসিস্**—অনেক বিষয়েই উভয় ঔষধ তুল্যলক্ষণযুক্ত। মাড়ির কালচেলোহিতবর্ণ, রক্তস্রাব, জিহ্বাপার্শ্বের ফোস্কাবৎ দৃশ্য এবং অন্ত্রের ক্ষতসহ উদরাময় উভয় ঔষধেই প্রায় সমভাবে থাকে। **আর্সেনিকে** অপর ঔষধাপেক্ষা আক্রান্ত স্থানে অধিকতর জ্বালা থাকে, অস্থিরতাবশতঃ রোগী অস্থির ভাবে চটফট করে এবং অত্যধিক দুর্ব্বল হয়। **দুষিত ক্ষত** বা **ক্যাংক্রাম অরিস্** রোগেও উভয় ঔষধেই পচা, ধসা ক্ষত একই প্রকার নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু **আর্সে** বেদনা ও জ্বালার অধিকতর তীব্রতা থাকায় রোগীর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা জন্মে এবং রোগী মৃত্যু আশঙ্কাযুক্ত ও অধিকতর বলহীন হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ইহার মুখক্ষত নীলাভাযুক্ত লোহিত অথবা কালচেলোহিত। **মার্কারির** অপব্যবহার অথবা উপদংশঘটিত মুখক্ষত হইলে ও অত্যধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মুখ বসিয়া যাইলে এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা পড়িলে ইহা উপকারী।

সালফুরিক এসিড—ইহাতে অত্যধিক দুর্ব্বলতা, ঈষৎ পীতাভ মাড়ি ও গাঢ় পীতবর্ণ ত্বক্ থাকে। রোগী, অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ হয়, দ্রুত কথা বলে এবং কম্প হওয়ায় কষ্ট প্রকাশ করে। কিন্তু কম্পের বহিঃপ্রকাশ হয় না।

স্যালিসিলিক এসিড—বিগলনবিশিষ্ট সাধারণ ক্ষতে জ্বালা ও নিঃশ্বাসে পচাগন্ধ থাকিলে উপকারী।

ল্যাইকপোডিয়াম—লাইক জিহ্বার নিম্নে বল্‌গাবৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা ফ্রিনামের নিকটের ক্ষত, **ল্যাকেসিস্** জিহ্বাগ্রের ক্ষত এবং **নাই এসি, ফাইটল** ও **নেট্রাম হাইপক্লর** গণ্ডাভ্যন্তর ক্ষতের আরোগ্যে প্রশংসিত।

ফাইটলাক্কা—শারীরিক ও ক্ষতের লক্ষণে উভয় ঔষধ মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, দৃষ্টিমালিন্য, মুখের বসাভাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা, মুখের টাটানি বেদনা এবং প্রচুর লালাস্রাব উভয় ঔষধেই ন্যূনাধিক আছে। গলাধঃকরণকালে **ফাইটলের** জিহ্বামূলে অত্যধিক বেদনা **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদক।

হেলিবরাস—ইহার মুখের গলিত ক্ষত হরিদ্রাভ ও উচ্চ কিনারাযুক্ত।

ক্রিয়োজোট—ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তের শূলে মুখের বামপার্শ্বে বেদনা। দন্ত দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় মাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। রক্ত কৃষ্ণ-বর্ণ থাকে। সংসৃষ্ট বেদনা জ্বালাময় এবং রোগী উত্তেজনাপ্রবণ। শিশুদিগের ন্যায় আক্ষেপও হইতে পারে।

থুজা—মাড়ির সংলগ্ন স্থানে দন্ত ক্ষয়িত হয়, দৃশ্যতঃ চুড়া সুস্থ থাকে। দন্তমাড়িতে রেখাকার কাল্‌চেলোহিত কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। পীতবর্ণ দন্ত গুঁড়া হইয়া পড়িতে থাকে।

গলক্ষত—টনসিলগ্রন্থি-প্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্ প্রভৃতি।—গলমধ্যে পিণ্ডের ন্যায় পদার্থের অনুভূতি গেলার চেষ্টা করিলে অধঃ অভিমুখে যায় ও পরেই স্বস্থানে আইসে। গলার সঙ্কোচন নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে নিদ্রাভঙ্গহয়, অথবা নিদ্রার পর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। কঠিন বস্তু অপেক্ষা তরল বস্তু গেলায় অথবা ফাকা গেলার চেষ্টায় অধিকতর কষ্ট, তরলবস্তু নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। গলার বহির্দ্দেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও গলমধ্য নীলাভলোহিত। প্রকৃত রোগেরতুলনায় গলার কষ্টানুভূতি অধিকতর, ফলতঃ গলার প্রকৃত বেদনাপেক্ষা অবক্তব্য অস্বস্তি ভাবই অধিক। ইহা বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট উত্তেজনাপ্রবণ গলক্ষতের পক্ষেও উপকারী। ডাঃ শুলৃচাম বলেন, **ল্যাকেসিস্**রোগে গলা এবং গলনলীর গভীর দেশে এরূপ পুরাতন প্রদাহাক্রান্ত গ্রন্থি দৃষ্ট হয় না, যাহার রোগারোগ্যে **ক্যালি বাই, মার্কুরিয়াস** এবং **হিপারের** প্রয়োজন হইতে পারে।

টন্‌সিলগ্রন্থি প্রদাহ বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলে অথবা বামপার্শ্বের রোগ দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে **ল্যাকেসিস** দ্বারা উপকার হয়। ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ মধ্যে সময়ে সময়ে শ্বাসরোধের উপক্রম, কঠিন অপেক্ষা তরলবস্তু গেলায় অধিকতর কষ্টানুভূতি ও তাহার নাসিকাপথে নিঃসরণ, গলাধঃকরণ কালে গলার বেদনার তীরবেগে বামকর্ণাভ্যন্তরে গমন ও গলার বহির্দ্দেশে অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রধান। ইহাতে স্ফীতির অত্যধিক ঘোরবর্ণ, ও উদ্দীপ্ত ভাব থাকে এবং ইহার পূয় বিকৃত, পাতলা ও দুর্গন্ধ। মুখক্ষত, গলক্ষত এবং টনসিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে যুগপৎ উপস্থিত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সঝিল্লিক দূষিত গলক্ষত।—ইতিপূর্ব্বে সাধারণ গলক্ষত সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে,

ডিফ্‌থিরিয়াতেও তৎসদৃশ লক্ষণই উপস্থিত হয়। প্রভেদ এই যে, বর্ত্তমান রোগের প্রকৃতি যেরূপ দূষিত ও সাঙ্ঘাতিক, লক্ষণ-নিচয়ও তদ্রূপ দূষিত, ধ্বংসাত্মক এবং সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির। অতি দ্রুত পচনশীল (Gangrenous) ও সাঙ্ঘাতিক রোগে সর্পবিষ মাত্রই অতি ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ রোগবিষ ও সর্পবিষ উভয়ের মধ্যে যে অতীব নিকট সাদৃশ্য এবং নিশ্চিত ক্রিয়া-সমতা বর্ত্তমান, কিঞ্চিদনুধাবনেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। ডাং গিল্‌মান বলিয়াছেন, ডিফ্‌থিরিয়া রোগে "ল্যাকেসিস্ অপেক্ষা কোন ঔষধের অধিকতর ব্যবহার হয় না।"

ল্যাকেসিস্ রোগ স্ফীতি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, পচনশীলতা (Gangrene) এবং সাঙ্ঘাতিকতাদি সর্ব্ব বিষয়েই অন্যান্য ঔষধের শীর্ষ-স্থান অধিকার করে। রোগ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গলদেশ নাসিকা-রন্ধ্র পশ্চাৎ, জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্র প্রভৃতির অতি গভীরতর আক্রমণে ইহার ব্যাপকতা প্রকাশিত হয়। গলাভ্যন্তর ও গলবহির্দ্দেশস্থ রসগ্রন্থি প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রান্ত ও স্ফীত হইয়া কখন কখন চিবুক, গলদেশ ও বক্ষ সমতল হইয়া যায়, গলার চিহ্নমাত্র থাকে না। অতি দূষিত, পচনশীলতার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে গলাভ্যন্তরের কৃষ্ণনীলাভলোহিত বর্ণ, পাতলা ক্লেদময়, ক্ষতকর নিঃসরণ, স্ফীত গলদেশের পচা সড়া দৃশ্য, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুতগতি, মুখের ও প্রশ্বাসের পচা দুর্গন্ধ এবং অতি শীঘ্র মস্তিষ্কের অবসন্নতা ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগের ভয়াবহ এবং শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দেয়। "রোগের **বামপার্শ্ব আক্রমণ** অথবা **বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে গতি, গলদেশের অত্যাধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং কঠিন অপেক্ষা তরলতর বস্তু গলাধঃকরণে অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টানুভূতি ও তাহার**

নাসিকাপথে নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ক্রটেলাস্—অধিকতর রক্তস্রাব ইহার প্রদর্শক। মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি সর্ব্বস্থান হইতেই শোণিত ক্ষরণ হয়।

স্প্যাঞ্জা—স্বরযন্ত্র অধিকতর আক্রান্ত হইলে ইহা প্রয়োজ্য। কালচেলোহিত গলদেশ, পুতিগন্ধযুক্ত প্রশ্বাস, খুক খুক গলাভাঙ্গা কাসি, স্বরযন্ত্রের ও শ্বাসনলীর কাঁচা ভাবের (raw) এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ রোগীর গলদেশ চাপিয়া ধরা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ল্যাক্ কেনাইনাম, লাইক এবং **এপিস্**—গলদেশের বাহ্যাভ্যন্তরের স্ফীতি ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে **ল্যাক কেনা, ল্যাকেসিসের** সদৃশ। **লাইকর অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ** এবং ভীত, অসন্তুষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ অবস্থায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ এবং **এপিসের** গলদেশে **শোথবৎ স্ফীতি, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ও জিহ্বাপার্শ্বের রসবিম্বিকা** প্রভৃতি উভয় ঔষধের **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদক।

কার্ব্বলিক এসিড—প্রবল দূষিত প্রকৃতির জ্বর, বেদনার অভাব, অত্যধিক স্রাবসঞ্চয়, মুখের পুতিগন্ধ, শিরঃশূল, সূত্রবৎ নাড়ী, বিবমিষা এবং দুর্ব্বলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। উপরিউক্তরূপ রোগে **কার্ব্বলিক্ এসিডের** আরোগ্যশক্তি দর্শনে ডাঃ ডিউয়ি অনুমান করেন যে **এলিওপ্যাথি মতের এণ্টিটক্সিন্ বা রোগবিষঘ্ন চিকিৎসার সাফল্য এণ্টিটক্সিনের কার্ব্বলিক এসিডের উপর নির্ভর করা অসম্ভব নহে।**

ব্যাপ্‌টিসিয়া—পচনশীল রোগনিবারণ পক্ষে ইহাও একটি ক্ষমতাশালী ঔষধ। দুর্গন্ধ উষ্ণ প্রশ্বাস, কালচেলোহিত বর্ণ গলদেশে গ্রন্থিস্ফীতি, পৃষ্ঠ, অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রভৃতি ও শরীরের থেৎলানবৎ কনকনানি বেদনা, বিষের মাদকতার ন্যায় মুখের কৃষ্ণাভ শোণিতপ্রভা এবং জিহ্বার লোহিতবর্ণ এবং শুষ্কতা প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি প্রতিপাদন করে।

রাস্—**ব্যাপ্‌টিসিয়ার** ন্যায় রোগের পচনশীলতা এবং গ্রন্থির স্ফীতি ও জিহ্বার শুষ্কতা অথবা বিদীর্ণাবস্থা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়া।—পারদ ও কুইনাইনের অপব্যবহারে এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে **ল্যাকেসিসের** অজীর্ণ রোগ জন্মে। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী নিতান্ত সাদা সিদে খাদ্যও পরিপাকে অক্ষম। সামান্য খাদ্য আহার করিলেই আমাশয়ের গুরুত্বানুভূতি জন্মে। অম্লবস্তু আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়ের চর্ব্বণবৎ বেদনা থাকিলে আহারকালে অথবা তাহার অব্যাহিত পরেই তাহার উপশম হয়, কিন্তু গুরু আমাশয়ের টানিয়া নামাইবার ন্যায় অনুভূতি এবং অন্যান্য অজীর্ণ লক্ষণ অচিরাৎ দেখা দেয়। শম্বুক জাতীয় বস্তুতে রোগীর লালসা জন্মে এবং অনেক সময়ে রোগী তাহা পরিপাক করিতে পারে।

যকৃৎরোগ—ন্যাবা, পূয়শোথ।—**ল্যাকেসিসের** যকৃৎ রোগের প্রধান কারণ মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ফলতঃ উল্লিখিত বস্তু ঘটিত অমিতাচারই ইহার সর্ব্বপ্রকার উদররোগের কারণ। সর্পবিষ মাত্রই ন্যাবা লক্ষণ উৎপন্নকারী। মদ্যপায়িদিগের পূযশোথ রোগেও যকৃৎ বৰ্দ্ধিত, চাপে বেদনাযুক্ত হইলে ও তাহাতে দপদপানি বেদনা থাকিলে **ল্যাকেসিস্**

উপশমকারী। পরিহিত বস্ত্র-সংস্পর্শের অসহনীয়তা এস্থলেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

উদরাময়, আমরক্তরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ।—অন্ত্ররোগে **ল্যাকেসিসের** বিশেষ প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সাধারণতঃ মদ্য-পায়িদিগের কোষ্ঠবদ্ধে এবং কখন কখন আমরক্তরোগের অতি চরমাবস্থায় যখন অন্ত্রের পচা অবস্থা উপস্থিত হইয়া বিষ্ঠা মড়ি পচার ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় এবং বিষ্ঠা ক্লেদ, দগ্ধ বিচালিবৎ কৃষ্ণবর্ণ পচা রক্ত ও স্খলিত পচা অন্ত্রাংশ মিশ্রিত থাকিয়া টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ইহার কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠাও অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত। মলদ্বারের **সঙ্কোচন** অথবা **ছিপি আঁটা ভাবের** অনুভূতি জন্মে। নিষ্ফল মলবেগ থাকে। মলনিঃসরণান্তে সরলান্ত্রে **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতবৎ অনুভূতি** ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। অর্শ জন্মে এবং মলবেগে সরলান্ত্র বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়। কখন কখন পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় দেখা দেয়। উদরাময়ের বিষ্ঠা জলবৎ ও অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ পুরাতন উদরাময় প্রত্যেক বসন্তাগমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অথবা বৃদ্ধি পাইলে ইহা মহৌষধ। জিহ্বা মসৃণ ও লোহিতবর্ণ এবং উদর স্ফীত। মদ্য ও অম্ল বস্তু রোগ বৃদ্ধি করে এবং রোগীর কটিদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

হিপার—অনেক লক্ষণে **ল্যাকেসিস্** সদৃশ হইলেও লালসাদ্বারা প্রভেদিত হয়। রোগীর ওয়াইন মদ্যে ও আচারে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আমাশয়ের শিথিলতা নিবন্ধন কষ্টানুভূতি আহারে উপশম হয়, কিন্তু পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই নানা প্রকার উদর-যন্ত্রণা দেখা দেয়। নরম বিষ্ঠাও সহজে নির্গত হয় না।

সিঙ্কনা ও ল্যাকেসিস—সিঙ্কনার পরিপাক-

বিকার আহারান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য উপস্থিত করে। ইহাতে কাফিবীজ খাইতে ইচ্ছা হয়। ফল আহারে ইহার উদরাময় ও উদরে বায়ু জন্মে। আহারান্তে উভয় ঔষধেই উদরের পূর্ণতার অনুভূতি হয়. কিন্তু **সিঙ্কোনায়** যে বেদনা জন্মে উদ্গারে তাহার উপশম হয় না। তিক্তাস্বাদ ও তিক্তোদ্গার উভয় ঔষধে থাকিলেও **ল্যাকেসিস্**রোগী খাদ্যের চর্ব্বণকালে স্বাভাবিক আস্বাদ পায়, কিন্তু গলাধঃকরণের পরে মুখে অপকৃষ্ট আস্বাদ জন্মে।

পীতবর্ণ জলবৎ, অজীর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা এবং বাতকর্ম্ম উভয় ঔষধে থাকিলেও **চায়নার** রজনীতে ও আহারান্তে রোগের বৃদ্ধি অপর ঔষধে নাই এবং **সিঙ্কনায়** রোগীর শক্তির অধিকতর অপচয় ঘটে। আমরক্তরোগে পচা মাংসের দুর্গন্ধযুক্তবিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ ও শরীরের শীতলতা ও প্রভূত দুর্ব্বলতা উভয় ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয়। রোগের কারণ মালেরিয়া হইলে যদিও অনেক সময়ে **সিঙ্কনা** দ্বারাই ফল প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু রোগের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থায় **ল্যাকেসিস্**ও পরিত্যাজ্য নহে। স্নায়বিক স্পর্শাসহিষ্ণুতাও উভয় ঔষধে দৃষ্টতঃ সমপ্রকার বলিয়াই বোধ হয়। কোমল স্পর্শে কষ্টানুভূতি, ঊর্দ্ধোদরের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং পরিহিতবস্ত্র সংস্পর্শেও অস্বস্তিরভাব উভয় ঔষধেই সমান। কিন্তু **সিঙ্কনার** স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা সর্ব্বাঙ্গীন বা সাধারণ, **ল্যাকেসিসের** তাহা কেবল ত্বকের অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুসীমান্তে থাকে. সাধারণ অনুভূতির জড় ভাব দৃষ্ট হয়। যদি কোন প্রবল ও দ্রুত বলক্ষয়কারী প্রবাহে অথবা শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জীবনী শক্তির ক্ষয় প্রযুক্ত টিসুবিশ্লেষনাদি টাইফয়েড লক্ষণের ফলস্বরূপ দুর্গন্ধ উদরাময় জন্মে, বিশেষতঃ যদি প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর উপস্থিত থাকে, তাহাতে **চায়না** অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রসিদ্ধ রক্তহীনতার লক্ষণ

স্বরূপ পাণ্ডুরতা, কর্ণে ঘণ্টা ধ্বনিবৎশব্দ এবং সহজে মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণও বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহা অনেক লক্ষণে **ল্যাকেসিসের** তুল্য হইলেও ইহার ক্ষুধানাশ, জিহ্বালেপ, বিবমিষার কষ্ট, আমাশয়ের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎ স্থানে চাপ দেওয়ায় মৃত্যুকল্প মূর্চ্ছারভাব, আমাশয়ের গুরুত্ব বশতঃ সামান্য আহারেও ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি এবং **ল্যাকেসিসের** আমাশয়োপরি পরিহিত বস্ত্র সংস্পর্শের অসহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে ইহার উভয় কুক্ষি প্রদেশের সমপ্রকার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, পূর্ণতার অনুভূতি এবং উদর হইতে উর্দ্ধদিকে চাপ ও রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নের অক্ষমতা ইহাকে যথেষ্টরূপে অপর হইতে প্রভেদ করে। **মার্কের** চিত্তোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকিলে রোগী সন্দিগ্ধচিত্ত, উৎকণ্ঠান্বিত হয় এবং রজনীতে শোণিতের চাঞ্চল্যোৎপন্ন উত্তেজনায় অস্থির হইয়া পড়ে। শেষোক্ত উত্তেজনা **ল্যাকেসিসের** জড়ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরক্তরোগে **মার্কের** পরে অনেক সময়ে তাহার কুফল সংশোধনার্থ **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিস্—উদররোগে **আর্স** রোগীরও উদর ও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, কিন্তু **আর্সের** মানসিক ও উপাদানগত অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকায় তাহার বহিপ্রকাশ হয় না এবং রোগীও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত এবং অস্থির থাকিয়া এ পাশ ও পাশ করে ও কখন কখন তাহাতে মূর্চ্ছা যায়। **ল্যাকেসিস্** রোগী জীবনীশক্তির ক্ষয়ে অবসন্ন ও জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহাতেও স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা থাকে, কিন্তু তাহা ইহার পেশীর সঙ্কোচনে এবং ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণুতায় প্রকটিত হয়।

প্রথম ঔষধে মুখের আস্বাদের অভাব অথবা তিক্ত, অম্ল এবং পচাটে ভাব থাকে। আমাশয় যেন জলপূর্ণবৎ স্ফীত বোধ হয়। অম্ল ও কাফিতে লালসা জন্মে এবং ল্যাকেসিসের ন্যায় কাফি সহ্য হয়। রোগী জ্বালা বোধ করে। জিহ্বা কর্কশ ও লাল এবং আমাশয়ের মৃদু প্রদাহে আহারান্তে উৎকণ্ঠা ও কষ্ট বোধ। মধ্যে মধ্যে, কখন বা সাময়িক ভাবে (রাত্রি ১২টা) বিবমিষা হইয়া রোগী অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ঔষধের ন্যায় ইহাতেও নানাপ্রকার পদার্থের বমন হয়, কিন্তু ইহার অমাশয়িক উত্তেজনাপ্রবণতা ঘটিত অনিয়মিত ও আক্ষেপিক বমন ইহাকে অপর হইতে প্রভেদিত করে। মদ্যপায়িদিগের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও কম্পনের নিবারণে ল্যাকেসিস্ উপযোগী। ইহার আমাশয়ের আক্ষেপিক সঙ্কোচন আহারে ক্ষণিক নিবৃত্তি পায়; রোগী আম ও পিত্ত বমন করে। আর্সেনিক রোগীর আমাশয়ে সাময়িক জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বিদাহী অম্ল ও ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা থাকায় জলপান মাত্রই বমন হইয়া যায়।

ক্যাড্মিয়াম—ইহাতে বিবমিষা, পীতাভ অথবা কৃষ্ণবর্ণ বমন, পচা ও লবণাক্ত উদ্গার, মুখের শীতল ঘর্ম্ম, আমাশয়ের জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা, নিম্নান্ত্রের কামড়ানি বেদনা এবং বিয়ার মদ্যপানান্তে থল্লী উপস্থিত হয়। উভয় ঔষধেই আমাশয় অথবা উদর স্পর্শে স্পষ্ট স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহনিবন্ধন স্ফীত উদরের স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত টাটানি বেদনা, এবং আমরক্তরোগের ন্যায় দুর্গন্ধ, রক্তময়, কৃষ্ণ বর্ণ অন্ত্রস্রাব ও অন্ত্রের সঙ্কোচন এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। আর্সেনিকের খেদ ও যন্ত্রণা ব্যঞ্জক অবয়ব, বেদনা থাকিলেও অস্থিরতাসহ শরীর চালনার বর্ত্তমানতা, যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া গড়া গড়ি দেওয়া এবং মৃত্যুভীতির উপস্থিতি ইহাকে উভয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

অন্ত্রে ক্ষতের বিগলন ও খসিয়া পড়ার ভাব এবং দুর্গন্ধ, পূয়াকার

ক্লেদের নিঃসরণ ও শোণিতস্রাব **আর্স** ও **ল্যাকেসিস্** উভয় ঔষধেই প্রায় তুল্য এবং উভয় ঔষধেই জীবনীশক্তির অন্তিম দশা, বিদীর্ণ ওষ্ঠ, জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ এবং হস্তপদাদির সীমাংশের শীতলতা উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও উভয় ঔষধই আপন আপন বস্তুগত ধর্ম্মানুবন্ধক্রিয়া প্রকাশে বিরত না হওয়ায় **আর্সেনিকের** মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা এবং **ল্যাকেসিসের** স্পর্শে ও চাপে অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্—ইহা এবং **ল্যাকেসিস্** উভয় ঔষধই মদ্যপায়ীর পরিপাক দুর্ব্বলতায় উপকারী। ইহার উদরস্ফীতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, অন্ননালীর সঙ্কুচিত ভাব, পরিহিত বস্ত্র সংস্পর্শে কটি দেশের অস্বস্তি, পুতিগন্ধ, রক্তময়, পচা ও পূয়াকার বিষ্ঠা এবং সাধারণ পতনাবস্থা বা কোলাপস্ প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** তুল্য।

ইহাতে কাফির আকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু অপরের ন্যায় তাহাতে কষ্টের লাঘব হয় না। দুগ্ধ উভয়েরই সহ্য হয় না, কিন্তু সর্পবিষে তাহা পানের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বসাময় পদার্থ, দূষিত মাংস, অথবা মৎস্য, শম্বুক শ্রেণীর বস্তু, বায়ুজননশীল খাদ্য, বরফ অথবা তৎসংশ্রবীয় বস্তু, ভিনিগার এবং অম্ল ও বাষ্পোৎপাদক শাক সবজি **কার্ব্ব ভেজের** রোগ বৃদ্ধি করে। ইহার উদ্গার অম্লাস্বাদ ও পচা, ঢেকুর উভয় ঔষধেই উদরস্ফীতির উপশমকারী, ইহা **ল্যাকেসিসের** অন্য এক প্রকার অবক্তব্য অশান্তিরও শান্তিবিধায়ী। উদ্গারান্তে উভয়েরই শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে টান টান ও আকৃষ্ট ভাবের অপনোদনে **কার্ব্বের** এবং উদরস্ফীতিনিবন্ধন শ্বাসাবরোধ ভাবের উপশমদ্বারা **ল্যাকেসিসের** এই উদ্গারের উপকারিতা প্রকাশিত হয়।

কার্ব্বভেজে আহারান্তে নিদ্রালুতা এবং পূর্ণতাপ্রযুক্ত উদর হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। ইহাতে আহারান্তে গুরুত্বানুভূতি অতি ব্যাপক; ইহা আমাশয়ে থাকে, মস্তকে সীসক চাপের ন্যায় অনুভূতি দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং গুরু উদর যেন টানিয়া নামায়। আহারান্তে আমাশয়ের জ্বালার বৃদ্ধি হইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিড় বিড় করিয়া উঠিতে থাকে।

ল্যাকেসিসের আমাশয় এবং উদরে পূর্ণতা ও চাপে কোন ভারি বস্তু থাকার অনুভূতি জন্মে।* পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি বশতঃ মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। রোগীর আমাশয় ও অন্ত্রে যেন কোন পিণ্ডাকার বস্তু থাকার অনুভূতি জন্মে। উদরের জ্বালাসহ কঠিন স্ফীতিতে বোধ যেন অধোভিমুখে প্রস্তর খণ্ড নামিতেছে, তজ্জন্য রোগী স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে, অথবা সাবধানের সহিত পাদক্ষেপ করিতে বাধা হয়। ইহা **ল্যাকেসিসের প্রদর্শক সঙ্কোচনানুভূতিরই প্রকার ভেদ** বলিয়া অনুমিত।

কার্ব্বের নিঃসারিত বায়ু অধিকতর পচা ও দুর্গন্ধময় এবং বাহ্যকর্ম্ম হইলে তাহা আর্দ্র ও মলদ্বারের জ্বালাকর। অন্ত্রে অধিকতর বায়ু আটকাইয়া (incarcerated) অধিকতর জ্বালা হয়। ইহার বায়ু মূত্রস্থলীতে ও কটিমধ্যে ঠেল মারে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর আহার কালে আমাশয়ের চর্ব্বনবৎ অনুভূতি ও বেদনার উপশম থাকে; আহারে আমাশয়ের জ্বালা, রোগীকে সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য করে, এরূপ সঙ্কোচনবৎ বেদনা, এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধকারী বেদনা **কার্ব্বে** নিবারিত হয়। ইহার জ্বালা আমাশয় হইতে ঊর্দ্ধে বক্ষ ও অধঃদেশে উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সরলান্ত্রের ক্রিয়ায় **কার্ব্বে** কুন্থন ও **ল্যাকেসিসে** সঙ্কোচন অধিকতর থাকে; বায়ুর চাপজন্য প্রথম ঔষধের সরলান্ত্রের সঙ্কোচন

এবং দ্বিতীয়ের নিষ্ফল মলবেগ উপস্থিত হয়। মদ্য মাংসাদির অমিতাচারে উভয়েরই নীলাভ অর্শগুটিকা বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়। **ল্যাকেসিসের** সঙ্কোচনানুভূতি এবং শিরঃশূলের অধিকতর দপদপানি প্রকৃতি ও **কার্ব্বের** শিরঃশূলের অধিকতর গুরুত্বানুভূতি এবং অন্যাপেক্ষা উদরাময়ের অধিকতর তরলতা উভয়কে বিলক্ষণ প্রভেদিত করে।

কল্‌চিকাম এবং **ল্যাকেসিস**—আমাশয়ের শৈত্যানুভূতি (ইলাপ্‌স্) ও জ্বালা, পরিহিত বস্ত্রের অসহিষ্ণুতা, বমন এবং অতিসার, **মলদ্বারের আক্ষেপ**, মলত্যাগে কুন্থন, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ ও বিষ্ঠা ত্যাগ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অত্যন্ত বলক্ষয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরতা এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে উভয় ঔষধই ন্যূনাধিক সমতা প্রকাশ করে। কিন্তু **কল্‌চিকামে** খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণে বিবমিষার বৃদ্ধি, রোগী স্থির ভাবে থাকিলে বমনের নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়াদির অসহিষ্ণুভাব বশতঃ উজ্জ্বল আলোক, স্পর্শ অথবা উগ্র ঘ্রাণ প্রভৃতিতে রোগীর উত্তেজনাপ্রবণতা, সাংঘাতিক ওলাউঠার ন্যায় অতিসার ও বমন এবং ইহার প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর নিষ্ফল মলবেগসহ গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন ইহাকে অপর হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

ক্যান্সি বাই এবং **ল্যাকেসিস্**—আমরক্তরোগে ইহারা অতি নিকট সমন্ধযুক্ত। উভয়েরই জিহ্বা লোহিতবর্ণ, ফাটা ও মসৃণ এবং বিষ্ঠা কৃষ্ণাভাযুক্ত। রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় লক্ষণানুসারে ইহারা পরস্পর অন্যতরের পরে প্রযোজ্য। প্রথম ঔষধের জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় ও কখন কখন টানিলে সুত্রবৎ শ্লেষ্মাময় বিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ের ভয়াবহ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

ককুলাসের আন্ত্রিক অনুলোম গতির (Peristalsis) স্বল্পতা, মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রের কুন্থনের বর্ত্তমানতা (ইগ্নে) যথেষ্ট প্রভেদক।

কলেরারোগের বিবমিষায় মুখলালার অত্যন্ত বৃদ্ধিসহ সামান্য শরীরচালনাতেই বমনের প্রত্যাবর্ত্তনে **কল্‌চি ল্যাকে-সসের** তুল্য হইলেও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা উভয়কে অতি সহজেই প্রভেদিত করা যায়।

উদরযন্ত্রপ্রদাহ—অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।— এই সকল রোগে **ল্যাকে-সস্, বেল, মার্ক, রাস** এবং **কল্‌চিকাম** প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে কথঞ্চিৎ লক্ষণগত সাদৃশ্য আছে, এ কারণ ইহাদিগকে তুলনা করিলে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগস্থল বোধগম্য হইবে। **বেলের** সহিত ইহার প্রভেদ পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে।

রোগের প্রবল অবস্থায় জ্বরাদি লক্ষণের প্রবলতা থাকিলে **বেলা-ডনার** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়াস্ ও ল্যাকেসিস্—এই সকল রোগে **মার্কের** পরে **ল্যাকেসিসের** অধিকার কাল। প্রথম ঔষধের শান্তিহীন ঘর্ম্ম ও ক্লেদময় বিষ্ঠা (ত্যাগ হউক বা না হউক), অনিবার্য্য কুন্থনের বর্ত্তমানতা, দ্বিতীয়ের ন্যূনাধিক টাইফয়েড লক্ষণের উপস্থিতি, জানু উচ্চ করিয়া চিতভাবে শয়ন এবং বাম পার্শ্বে অবস্থানপরিবর্ত্তনে দক্ষিন পার্শ্ব হইতে তদ্দিকে পিণ্ডবৎ পদার্থ গড়াইয়া যাওয়ার অনুভূতি, উভয়ের প্রভেদক।

সরলান্ত্র এবং **গুহ্যদ্বারে** উভয় ঔষধের ক্রিয়ার প্রভেদ এই যে, মার্কুরিয়াসে অধিকতর লগ্নভাবের কুন্থন থাকে ; দেখিতে প্রদাহযুক্ত ও কৃষ্ণাভ সরলান্ত্রের বহিঃস্খলন হয় বা হালিস জন্মে। **ল্যাকে-সিসের** কুন্থন আক্ষেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া হয়, এবং তাহার সহিত মলদ্বারের সঙ্কোচন বর্ত্তমান থাকিয়া স্খলিত সরলান্ত্রাংশ ফাঁসবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয় ঔষধেই পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম

ঔষধের মলত্যাগে অত্যন্ত কুন্থন থাকে ও বিষ্ঠা আটাবৎ অথবা ঝুরঝুরে হয় এবং মলত্যাগ কালে গাত্রে শীতের ভাব উপস্থিত হয়।

গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচনকারী ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য—

বেল—মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ ও ঠেলামারা বেগ এবং পর্য্যায়ক্রমে গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন; আমরক্তরোগে গুহ্যদ্বারের সঙ্কুচিত অবস্থা।

কষ্টিকাম—মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচনসহ নিষ্ফল মলবেগ, উৎকণ্ঠা ও মুখরক্তিমা।

নাই এসি—সরলান্ত্রে কাষ্ঠখণ্ড ফুটিয়া থাকা এবং সরলান্ত্র ছিন্ন হওয়ার অনুভূতিসহ মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরেও অনেক সময় পর্য্যন্ত মলদ্বারের সঙ্কোচন।

নেট মিউ—মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের সঙ্কোচনের অনুভূতি, বিষ্ঠা ত্যাগে মলদ্বারের বিদারণ, বারম্বার নিষ্ফল মলবেগ এবং গুহ্য দ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

ইগ্নে—সরলান্ত্রের স্নায়ুশূল; সঙ্কোচনসহ কর্ত্তন ও তীরবেধবৎ বেদনা; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন মলত্যাগান্তেও বর্ত্তমান থাকে। ইহার লক্ষণাদি গুল্ম বায়ু লক্ষণের ন্যায় অসামঞ্জস্যীভূত, নিয়মহীন ও খামখেয়ালী ভাবের।

ওপিয়াম—উদরশূলে কোষ্ঠবদ্ধসহ মলদ্বারের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন। **প্লাম্বামেও** এইরূপ।

উপরিলিখিত ঔষধনিচয় হইতে **ল্যাকেসিসকে** প্রভেদ করিতে হইলে ইহার বিশেষ লক্ষণের—সরলান্ত্রের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেগ, কিন্তু তাহার সঙ্কোচনাবস্থা বর্ত্তমান থাকায় বেগ দিতে এতাদৃশ কষ্ট, যে রোগী বেগ দিতে নিরস্ত থাকে—বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। অর্শ বহির্নিক্রান্ত ও সঙ্কুচিত থাকে। **মেজিরিয়ামে**

মলত্যাগের পর বহির্নিষ্ক্রান্ত সরলান্ত্রের সঙ্কোচন ও গুহ্যদ্বারের চাপ।

পূয়সঞ্চার, পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইয়া রোগ দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে প্রধানতঃ যথাক্রমে **রাস** প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ কাল উপস্থিত হয়। তন্দ্রাগ্রস্ত **রাস** রোগীর জ্বর ক্রমে প্রবলতা প্রাপ্ত অথবা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। কটাবর্ণ জিহ্বার শুষ্কত্বকবৎ অবস্থা এবং জিহ্বাগ্রে ত্রিকোণাকার লোহিতবর্ণ স্থান। জলবৎ, পচা, ক্লেদময়, হরিদ্রাবর্ণ এবং রক্তযুক্ত উদরাময় সহ প্রায়শঃ উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ বেদনা; রোগী নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মল ত্যাগ করে—**ল্যাকেসিসে** কটি হইতে উরু পর্য্যন্ত কাঠিণ্য উপস্থিত হয়। **টিফ্লাইটীস** রোগের স্ফীত স্থান চাপিলে **রাস** রোগী উপশম পায়, **ল্যাকেসিস্** রোগীর তাহা স্পর্শাসহিষ্ণু। **সরলান্ত্রসন্নিহিত কৌষিকোপাদানপ্রদাহ** (periproctitis) আঘাত বশতঃ হইলে **রাসই** তাহার ঔষধ, কিন্তু তাহাতে পূযসঞ্চারের পর নিঃসরনের চিহ্ন দেখা না দিয়া সন্নিহিত প্রদেশ নীলকৃষ্ণবর্ণ উপস্থিত করিলে **ল্যাকেসিস্** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উদরের **স্পর্শাসহিষ্ণুতা**, প্রদাহযুক্ত উদরাংশের **সঙ্কোচন** এবং **সূচিবেধানুভূতির কটিদেশ ও উরুর অভিমুখে বিস্তার** এবং জানুসন্ধি উচ্চে রাখিয়া রোগীর চিতভাবে শয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্লাম্বাম—ইহার অধোদরের দক্ষিণ কটিদেশের (ইলিওসিকাল প্রদেশ) টান টান ভাব ও স্ফীতির স্পর্শে ও চালনায় বেদনা। উদর-প্রাচীরের সংহরণ। বিষ্ঠার ঘ্রাণযুক্ত বমন ও উদ্গার।

কল্চিকম ও **ল্যাকেসিস**—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বলহানি, সজ্ঞাহীনতা, উদরের তাপ এবং অঙ্গলীমাদির শীতলতা উপ-

স্থিত হয়; নাড়ী সুত্রবৎ ক্ষীণ হইয়া যায়; রোগীকে উত্তোলন করিলে মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে ও নিম্ন চুয়াল অধঃদিকে ঝুলিয়া পড়ে; মুখ বিকটাকার হয়, রোগী কষ্টে জিহ্বা বাহির করিতে পারে এবং অসাড়ে মলত্যাগ হইতে থাকে। কিন্তু **কল্‌চিরু**—উদরস্ফীতি অন্যাপেক্ষা অধিকতর। শুভ্র আঁইসের ন্যায় অথবা ছিবড়া (Shreddy) পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা; জিহ্বা পুরু কটা লেপযুক্ত অথবা তাহার মূলদেশ সলেপ এবং অবশিষ্টাংশ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং অধোদর স্পর্শাসহিষ্ণু থাকায় ইহা **ল্যাকে** হইতে প্রভেদ প্রদর্শন করে।

আর্ণিকা—লক্ষণ—প্রগাঢ় সুপ্তিভাব ও ফুৎকারসহ শ্বাসপ্রশ্বাস, জিহ্বা শুষ্ক এবং তাহার মধ্যাংশ উর্দ্ধাধভাবে কটাবর্ণ, ও উদর স্ফীত এবং রোগীর অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ। ইহার প্রভেদক লক্ষণ এই যে, রোগীর গাত্রে কালশিরা দেখা দেয় এবং শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনা নিবন্ধন রোগী অস্থির থাকে, কিন্তু শয্যোপকরণ সমান এবং অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে উপশম বোধ করে।

মূত্রযন্ত্র রোগ—লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়া, রক্তমেহ বা হিমেটুরিয়া এবং মূত্রস্থালীপ্রদাহ বা সিষ্টাইটিস।—এস্থলেও প্রকৃত রোগাপেক্ষা রোগীর সাধারণ অবস্থার উপর **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ নির্ভর করে। **এল্‌বুমিনুরিয়া রোগে মূত্রের লক্ষণ অপেক্ষা শ্বাসপ্রশ্বাসবিকার, নিদ্রার পরে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ও শরীরের নীলাভা,** এবং **মূত্রস্থালীপ্রদাহ রোগে** তল্লক্ষণাপেক্ষা **মূত্রের পচিতাবস্থা** (মূত্র মূত্রস্থালী অভ্যন্তরে অধিক কাল থাকার উপর নির্ভর করে না, সর্ব্বাঙ্গীন রসরক্তাদির দূষিত ও পচিতাবস্থা প্রকাশ করে মাত্র) **ল্যাকেসিস** প্রয়োগের উপযুক্ত প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

রক্তমেহ রোগেও ইহার সমশ্রেণীর ও সমকক্ষ **ক্রটে-**

ল্যাসেরূ দূষিত, টাইফয়েড জ্বরাদির ন্যায় শোনিতের পচা শড়া অবস্থা প্রকাশক লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য। একারণ এই রোগে মূত্রের অধঃদেশে বিশ্লেষিত শোণিতকণিকা ও পচিত সুত্রজাল পদার্থ বা ফাইব্রিণের থিতিয়া পড়া এবং মূত্রের দগ্ধবিচালির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অবয়ব ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

জলশোথরোগ বা ড্রপ্‌সি।—আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা উপরিউক্ত লালামেহরোগের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া পরিচিত। আরক্ত জ্বরে লালামেহরোগ উৎপন্ন হইয়া শল্ক স্খলনের বিলম্ব হইলে সর্ব্বাঙ্গীন জলশোথ জন্মে এবং তাহাতে সম্পূর্ণ মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ অংশ থাকে। বহুকাল ধরিয়া অমিত মদ্য পানাশক্ত ভগ্নস্বাস্থ্য রোগিদিগের জলশোথে ল্যাকেসিস্ ফলপ্রদ। শোথিত শরীরস্থানের ত্বক্ নীলকৃষ্ণাভ থাকে।

উপরিউক্ত কৃষ্ণঅংশযুক্ত মূত্র হেলিবরাসেও দেখিতে পাওয়া যায় কল্‌চি, নেট মিউ, এসিড কার্ব্বলিক এবং ডিজিটেলিসেও কৃষ্ণবর্ণ মূত্র দেখা যায়। এপিস, এমন বেনজোয়েট, আর্স, এসিড, বেঞ্জো, আর্ণি, ওপি, কার্ব্ব ভেজ, কেলি কার্ব্ব এবং টেরিবিন্থের মূত্র কৃষ্ণাভ আবিলময়। ল্যাকেসিসের মূত্র বুদবুদ উচ্ছলন বিশিষ্ট। কিন্তু উল্লিখিত অপর কোন মূত্রেই তদ্রূপ হয় না।

হেলিবরাস—ইহার জলশোথে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবসাদ, পেশীর দৌর্ব্বল্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীতি এবং জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় আমযুক্ত বিষ্টার বর্ত্তমানতা প্রভেদক। শয়ানাবস্থায় ইহার রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টের উপশম ল্যাকেসিস্ ও আর্সের বিপরীত।

ডিজিটেলিস্—ইহার কাল্‌চে, ঘোলা ও অপ্রচুর মূত্রসহ হৃৎ-

পিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মুর্চ্ছার ভাব ও নীলাভ মুখ ল্যাকেসিসের লক্ষণে দৃষ্ট হইলেও ল্যাকেসিসের স্বরযন্ত্র ও বক্ষের সঙ্কোচনপ্রযুক্ত কষ্ট এবং ডিজির বক্ষমধ্যে শ্বাসরোধক সঙ্কোচনে যেন বক্ষযন্ত্রাদির একত্র জড়ীভূত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি উভয়কে প্রভেদিত করে। ডিজিট্যালিসে আমাশয়প্রদেশ দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে।

টেরিবিস্থ—ইহার ঘোলা মূত্র ধুমের ন্যায় বর্ণযুক্ত ও কাফিচূর্ণবৎ তলানিবিশিষ্ট। ইহাও আরক্ত জ্বরান্তের জলশোথে উপকারী। শ্বাসকষ্ট বশতঃ রোগীকে ধরিয়া বসাইয়া রাখিতে হয়। জিহ্বা শুষ্ক ও চক্চকে, রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। কিড্‌নিরোগের প্রথম রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা উপযোগী। ল্যাকেসিস্ অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর উদরস্ফীতি, মূত্রত্যাগে জ্বালা ও পৃষ্ঠবেদনা থাকে।

এপিস—ইহাও ল্যাকেসিসের ন্যায় আরক্তজ্বরান্তিক জলশোথে উপকারী। উভয় ঔষধেই লালামেহ, পচা রক্ত মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ অপ্রচুর মূত্র এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে। কিন্তু এপিসে প্রায়শঃ তৃষ্ণাহীনতা, সাদাটে ত্বকের স্থানে স্থানে আমবাতের উদ্‌ভেদ, শোথযুক্ত অঙ্গে লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি অথবা গোলাপী রঙ্গের বিসর্পবৎ আবরণ থাকে। কিড্‌নিরোগ নিবন্ধন এল্‌বুমেনযুক্ত অপ্রচুর মূত্রে শোণিত না থাকিলেও এপিসের সুস্পষ্ট হৃৎবিকার লক্ষণ ও মানসিক অস্থৈর্য্য ইহার নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু উপরিউক্ত মূত্র শোণিতমিশ্রিত থাকিয়া কৃষ্ণবর্ণ, আবিলময় ও কাফিচূর্ণবৎ তলানিযুক্ত হইলে, দণ্ডায়মানাবস্থায় রোগীর পদের শীতলতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে, শ্বাসনালীর প্রতিশ্যায় বশতঃ যে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইয়া তাহা উপশম পাইলে এবং স্বরযন্ত্রের আক্ষেপিক সঙ্কোচন হইলে ইহাকে অন্যান্য ঔষধসহ তুলনা করার আবশ্যক।

আর্সেনিক—মূত্র দেখিতে গোময়মিশ্রিতবৎ হইলে এবং সন্ধ্যাকালে শয়নের চেষ্টায় শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি ও ১২টা রজনীতে তজ্জন্য নিদ্রাভঙ্গ এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইয়া তাহার হ্রাস পাইলে ইহা **এপিস** এবং **ল্যাকেসিস্** হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

ল্যাকেসিস্—নিদ্রাবেশ মাত্র শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি এবং অত্যল্প পরিমাণ ঘন, আটাল ও ঝিল্লীসংলগ্ন শ্লেষ্মা কাসিয়া উঠাইলে তাহার উপশম ইহাকে **এপিস** এবং **আর্স** হইতে প্রভেদিত করে। **আর্স** অপেক্ষা ইহাতে পরিহিত বস্ত্রসংস্পর্শের অসহিষ্ণুতা অধিকতর থাকে। উভয় ঔষধেই দম আটকাইবার ভীতিপ্রযুক্ত ত্বরিত পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিয়া শিথিল করে। অধিকন্তু ত্বগানুভূতির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার বর্ত্তমানতায় **ল্যাকেসিস্** অন্য ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে।

কষ্টিকাম—ইহা আমাশয়, অন্ত্র এবং কিডনীর শৈষ্মিক ঝিল্লীর অতি প্রগাঢ় রক্তাধিক্য উপস্থিত করে। ইহার ঘোলাটে ও এল্‌বুমেনযুক্ত (লালা) মূত্র নিরবচ্ছিন্ন মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। জলশোথ থাকে। কিন্তু ইহার মূত্রস্থালী গ্রীবার সঙ্কোচক পেশীর উত্তেজনার প্রাধান্যসহ মূত্রত্যাগান্তে মূত্রস্থলীর কুন্থন এবং বিশেষতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ তাহার বোধাধিক্য থাকায় গাউটরোগগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে ইহার উপযোগিতা ইহাকে সম্যক প্রকারে **ল্যাকেসিস্** হইতে প্রভেদিত করে।

উপদংশরোগ বা সিফিলিস্।—**মার্কারির** অপব্যয়হারের কুফল সংশোধন করিতে ও ক্ষতের পচা, সড়া অবস্থা থাকিলে তাহা দূর করিতে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ প্রকৃতির গলক্ষত, ক্ষতের চতুর্দ্দিকে নীলাভার বর্ত্তমানতা, রজনীতে অস্থিবেদনার উপস্থিতি, প্রবল শিরঃশূল এবং ক্ষতের গলিত অবস্থা প্রভৃতি **ল্যাকেসিস** প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

অযথা পরিমাণ পারদ সেবনে জঙ্ঘার নীলাভ ত্বক্‌বেষ্টিত অগভীর

ক্ষত, টিবিয়া অস্থির ক্ষত (caries), আক্রান্ত জঙ্ঘা অংশের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং কালচে লোহিত বর্ণ, গলাভ্যন্তরের ক্ষত এবং রজনীতে অস্থিবেদনা প্রভৃতি লক্ষণেও **ল্যাকেসিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** ক্ষতরোগে নিম্নলিখিত প্রকৃতিও প্রকাশ করে।

১। ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ফুস্কুড়ি, ফোস্কা ও পূয়গুটিকা। ২। ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের জ্বালা। ৩। পুতিগন্ধবিশিষ্ট স্রাব। ৪। ক্ষতের অগভীরতা। ৫। কৃষ্ণবর্ণ ক্ষতের গলিতাবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ক্ষত স্পর্শ করিলে অধিকতর জ্বালা হয়; চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ কলঙ্ক থাকে। ইহার জঙ্ঘার ক্ষত অগভীর ও বিস্তৃত এবং তাহা হইতে অত্যল্পস্রাব নির্গত হয়; ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বকে কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা জন্মিলে ত্বক্ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কখন বা ক্ষতের স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইলে রোগীর বুদ্ধির জড়তা ও গাত্রের শীতলতা জন্মে, জঙ্ঘা শোথিত হয় এবং শিরাপ্রদাহের (Phlebitis) চিহ্ন স্বরূপ শিরার গতিপথের সমসূত্রে নীললোহিত স্ফীতি দেখা দেয়। **ল্যাকেসিসের** এই সকল লক্ষণ **আর্স, কার্ব্ব ভেজ, সিকেলি** ও **সিঙ্কনা** সহ তুলনা করা যাইতে পারে। **আর্স** রোগীর প্রভূত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিত অস্থিরতা; **কার্ব্ব ভেজ** দুর্ব্বলতায় শারীরিক শীতলতা ও নিশ্চেষ্টভাব, শীতল ঘর্ম্ম এবং শীতল প্রশ্বাস প্রভৃতি পতন লক্ষণ; **সিকেলি** যন্ত্রণার শৈত্যপ্রয়োগে উপশমন এবং অত্যধিক স্রাব নিবন্ধন জীবনীশক্তির ক্ষয়; শোণিতাপচয় প্রযুক্ত **চায়নার** প্রভূত দুর্ব্বলতা এবং রক্তহীনতার লক্ষণাদি; **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের মড়ি পচা দুর্গন্ধ ও বিশেষ প্রকারের স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি উপরি উক্ত নানাবিধ লক্ষণ, পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

হিপার সল্ফার ও ল্যাকেসিস্—উভয়েই সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদের কুফল সংশোধনেই ইহাদিগের সমগুণবত্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের চতুর্দ্দিকের ন্যূনাধিক নীলাভা এবং **হিপারের** ক্ষতের স্পর্শা-সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসির** ন্যায় জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা **হিপারে** দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিয়াম** সর্প-বিষেরক্রিয়ার সম্পূরণকারী ঔষধ। **লাইকর** কাল্‌চে ধূসরাভ পীত বর্ণের উপদংশঘটিত গলক্ষতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ, ললাটদেশের তাম্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাত্রেরই নিরাময়োত্তেজক শক্তি-হীনতা বশতঃ জড়ভাব, রজনীতে ছিন্নবৎ জ্বালাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং পূয়ের স্বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্ত্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস্** হইতে প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিডও ল্যাকেসিসের** ন্যায় জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের পচা সড়া ও গলিত ক্ষতের ঔষধ। কিন্তু ইহার ক্ষতের কিনারার অসমতা ও ক্ষতের অতিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলক্ষতের খোঁচাবৎ বেদনা ও উর্দ্ধাধঃ ওষ্ঠের সংযোগ কোণের ফাটাভাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মদ্যপানাদি-ঘটিত অমিতাচার **ল্যাকেসিস্** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য। রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না এবং রেতঃস্খলনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন বালিকা সোরাদোষাদি বশতঃ এরূপ হীনস্বাস্থ্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ধাতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অপরন্তু বর্ষীয়সীদিগের বহু সন্তান প্রসবাদি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেষ জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে শোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষীয়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে সকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী ঔষধ। এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ। ভগ্নস্বাস্থ্য বর্ষীয়সীদিগের মধ্যেই **ল্যাকেসিস্** রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কম্পান্বিত নাড়ী, দপ্ দপানি শিরঃশূল, মস্তকাভিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাঃ ডিয়ুই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন।

ষ্ট্রন্সিয়ানা কার্ব্বনিকা।—বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—বঃয়সন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল।

ক্যালাডিয়াম—বর্ষীয়সীর ঋতুরোধ কালের যোনিকণ্ডুয়ন।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ **একনাইটের** প্রসিদ্ধলক্ষণের আবির্ভাবে উপযোগী। ডাঃ হিউজ এস্থলে লক্ষণানুসারে **গ্লনইন** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাঃ ডিয়ুই ইহাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন।

হিপার সলফার ও ল্যাকেসিস্—উভয়েই সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদের কুফল সংশোধনেই ইহাদিগের সমগুণবত্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের চতুর্দ্দিকের ন্যূনাধিক নীলাভা এবং **হিপারের** ক্ষতের স্পর্শা-সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসির** ন্যায় জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা **হিপারে** দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিয়াম** সর্প-বিষেরক্রিয়ার সম্পূরণকারী ঔষধ। **লাইকর** কালচে ধূসরাভ পীত বর্ণের উপদংশঘটিত গলক্ষতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ, ললাটদেশের তাম্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাত্রেরই নিরাময়োত্তেজক শক্তি-হীনতা বশতঃ জড়ভাব, রজনীতে ছিন্নবৎ জ্বালাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং পূয়ের স্বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্ত্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস্** হইতে প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিডও ল্যাকেসিসের** ন্যায় জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের পচা সড়া ও গলিত ক্ষতের ঔষধ। কিন্তু ইহার ক্ষতের কিনারার অসমতা ও ক্ষতের অতিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলক্ষতের খোঁচাবৎ বেদনা ও ঊর্দ্ধাধঃ ওষ্ঠের সংযোগ কোণের ফাটাভাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মদ্যপানাদি-ঘটিত অমিতাচার **ল্যাকেসিস্** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য। রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না এবং রেতঃস্খলনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন বালিকা সোরাদোষাদি বশতঃ এরূপ হীনস্বাস্থ্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ধাতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অপরন্ত বর্ষীয়সীদিগের বহু সন্তান প্রসবাদি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেষ জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে শোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষীয়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে সকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী ঔষধ। এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ। ভগ্নস্বাস্থ্য বর্ষীয়সীদিগের মধ্যেই **ল্যাকেসিস্** রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কম্পান্বিত নাড়ী, দপ্‌দপানি শিরঃশূল, মস্তকাভিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন।

ষ্ট্রন্‌সিয়ানা কার্ব্বনিকা।—বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল।

ক্যালাডিয়াম—বর্ষীয়সীর ঋতুরোধ কালের যোনিকণ্ডুয়ন।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ **একনাইটের** প্রসিদ্ধলক্ষণের আবির্ভাবে উপযোগী। ডাং হিউজ এস্থলে লক্ষণানুসারে **গ্লনইন** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন।

অণ্ডাধার বা ওভারিরোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভারাইটিস্ এবং অণ্ডাধারের অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার।— বাম অণ্ডাধারের রোগে **ল্যাকেসিসের** বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ইহা তাহার প্রদাহ ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগারোগ্য করিতে সক্ষম। রোগ দক্ষিণ অণ্ডাধার অক্রমণ করিলেও বামযন্ত্রে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ যন্ত্রে যায়। অণ্ডাধারের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ, পূযসঞ্চার, সাধারণ-বিবৃদ্ধি, অর্ব্বুদরোগ এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতি যে কোন রোগে আক্রান্ত ওভারিপ্রদেশে বস্ত্রাদির স্পর্শে অসহিষ্ণুতা এবং জরায়ুস্রাবে বেদনার উপশম প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** প্রসিদ্ধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অপ্রচুর,কৃষ্ণবর্ণ,চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের ক্ষীণভাবে নির্গমণ, হিপ বা বঙ্খন সন্ধির বেদনা এবং বাম ওভারির অধোভাগে ঠেল মারার অনুভূতি প্রভৃতি ইহার রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

জিঙ্কাম—বাম অণ্ডাধারে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা, ঋতুস্রাবে এবং স্বল্পচাপে উপশম; পদের অস্থীর ভাবে চালনা ইহার অন্যতম লক্ষণ।

গ্র্যাফাইটীস্—ইহাতে বাম অণ্ডাধারের স্ফীতি ও কাঠিন্য এবং ঋতুস্রাবের বিলম্বে অথবা অপ্রচুরতায় দক্ষিণ অণ্ডাধারেরও বেদনা হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাম মেট—বাম ওভারির ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং অনুভূতি যেন ওভারি বর্দ্ধিত হইতেছে।

ন্যাজা—বাম ওভারির প্রবল খল্লীবৎ বেদনা।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাত জ্বরবিকার।—এই জ্বরের শেষভাগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায় **ল্যাকেসিস্** প্রযুক্ত হয়। রোগী অজ্ঞানাভিভূত থাকে, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে এবং মৃদুমন্দ স্বরে অসংলগ্ন প্রলাপ কথন অথবা বহুভাষিতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এই সমুদয় লক্ষণ রোগীর মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতের উপক্রমাবস্থা সূচিত করে। অতি

অসহনীয় পুতিগন্ধময় উদরাময় থাকে। **এপিসের** ন্যায় কম্পমান ও শুষ্ক জিহ্বা বাহির করিতে দন্তের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়। **এপিস্মেও** মস্তিষ্কের অবশতার সূচনা হইয়া নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, কিন্তু এই অবস্থায় ঘোরলোহিতবর্ণ মুখশ্রী এবং নাসিকাধ্বনি বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে। পেশীআবর্ত্তনে **হায়সায়ামাসের** স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। রক্তস্রাবের প্রধান্যবিশিষ্ট রোগের **ল্যাকেসিস** প্রধান ঔষধ; অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হয়; ফলতঃ প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতেই রক্তস্রাব হইতে পারে, স্পর্শাসহিষ্ণুতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহা ইহার নিশ্চিত প্রদর্শক মধ্যে গণ্য।

পীতজ্বর বা ইয়াল ফিবার।—ইহা অতি সংঘাতিক প্রকৃতির রোগ। ইহার চিকিৎসায় **ল্যাকেসিস** বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বমন, উদরের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, কটাবর্ণ জিহ্বা, প্রলাপে ধীরে ধীরে কথাবলা, বিবমিষা, দুর্গন্ধ অতিসারাদি শারীরিক নিঃস্রব এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভৃতি এবং বিষক্রিয়া প্রযুক্ত দুষিত স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক।

সালফুরিক এসিড—কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, অত্যধিক ঘর্ম্ম বশতঃ বলক্ষয়, পচা গন্ধযুক্ত উদারাময় এবং মূত্রের অপ্রচুরতা দ্বারা ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

আর্জেণ্টাম নাই—ইহাও পীতজ্বরের অন্যতম প্রশংসনীয় ঔষধ। বমন ইহার প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ। বিশেষতঃ বমন অতি সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতি ধারণ করিয়া রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত করিলে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।

সবিরামজ্বর।—শরৎকালের কুইনাইন আবদ্ধ সবিরাম জ্বর বসন্ত কালে পুনরাবর্ত্তন করিলে **ল্যাকেসিস** দ্বারা উপকার হয়। অপরাহ্ন ১টা অথবা ২টার সময় শীতকম্পের আক্রমণ। শীতের সময় রোগী

গাত্রে উপর্য্যুপরি বহু শীতবস্ত্রের চাপা দিতে কহে। ফলতঃ শীত নিবারণ করা অপেক্ষা কম্পের ঝাঁকি হইতে শরীর স্থির রাখাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং **ল্যাকেসিস্** নির্ব্বাচনের প্রদর্শক। (**জেল্‌সিমিয়ামও** এই উদ্দেশ্যে শরীর চাপিয়া রাখিতে বলে।) জ্বরের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে জ্বালার তীব্রতা, ও হৃৎপিণ্ডের কষ্টানুভূতি এবং তন্দ্রা অথবা বহুভাষিতা প্রধান।

কার্ব্ব ভেজ—ইহার জ্বরও বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং **ল্যাকের** ন্যায় তাপকালে বহুভাষিতা, তৃষ্ণাহীনতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকে। **কুইনাইনের** অপব্যবহার বশতঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও দুর্ব্বল রোগীর শীতের অবস্থায় তৃষ্ণার আধিক্য এবং অনেক সময় শীতল প্রশ্বাস ও জানুর শীতলতা থাকে। সন্ধ্যাকালের আক্রমণে তৃষ্ণার অভাব ও জ্বালাযুক্ত তাপোচ্ছ্বাস হয়। উদরস্ফীতি, একতর পার্শ্বের—সাধারণতঃ বামপার্শ্বের—শীত ও অধিকতর পতন বা কোলাপস্ লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

মিনিয়াস্থিস ও **ল্যাকেসিস্**—শরীরসীমাদির শীতলতায় প্রায় উভয়েই সমতুল্য। কিন্তু **ল্যাকেসিস** নীললোহিত ত্বক্, সূত্রবৎ নাড়ী ও প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা দ্বারা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয়।

ভেরেট্রাম এল্‌বাম—ইহার শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, ত্বকের নীলাভা, শীতলতা ও স্থিতিস্থাপকতার অভাব, হস্তের নীলাভা এবং মুখ, মুখগহ্বর ও জিহ্বার শীতলতা, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং ললাটদেশে শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহাকে **ল্যাকে** হইতে প্রভেদিত করে। তাপ প্রয়োগে ইহার কোন লক্ষণের উপশম হয় না।

আর্সেনিক—তাপের বহিঃপ্রয়োগে রোগোপশম, মুখ ও জিহ্বার শীতলতা, মুখমণ্ডলের নীলাভা এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ

অংশের নীলবর্ণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক। প্রভূত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রোগী উৎকণ্ঠাসহ অস্থির থাকে এবং গাত্রে শীতল চটচটে ঘর্ম্ম হয়। মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতে থাকে।

ক্যাম্ফর—ত্বক্ বরফবৎ শীতল হইলেও অভ্যন্তরীণ তাপ থাকায় রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। মুখ মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর, অঙ্গাদি নীলাভ এবং সাধারণতঃ প্রশ্বাস বায়ু তপ্ত থাকে। আক্ষেপ হয়, স্বর বসিয়া যায় এবং অবশেষে সংজ্ঞালোপ ঘটে।

লাইকপোডিয়াম—**ল্যাকেসিসের** পরে ইহার প্রয়োগ। যে সময় রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত অথবা হতভম্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং বরফোপরি শয়নের ন্যায় গাত্রের শীতলতা জন্মে তখন ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। **একপদ উষ্ণ ও অপর পদ শীতল থাকা** ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগী বোধ করে যেন তাহার শোণিত সঞ্চলনক্রিয়ার রোধ হইতেছে।

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনা।—মারাত্মক আরক্ত জ্বরের পক্ষে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী ঔষধ। পীড়কার অসম্পূর্ণ ও ধীর উদ্‌ভেদে শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত হয়। পীড়কা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় উদ্‌ভেদ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা সমল ও পীতাভ, গলদেশ প্রদাহযুক্ত এবং গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত। **রাস** অপেক্ষা ইহার রোগী অধিকতর দুর্ব্বল এবং রোগ মারাত্মক প্রকৃতির। রোগ অতি সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতি ধারণ করিলে অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** ও **রাস** অপেক্ষা কখন কখন **হাইড্রসাইয়ানিক এসিড** ও অধিকাংশ সময়ে **মিউরিয়েটিক এসিড** অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। **মিউ এসিডে** পীড়কা বিরল থাকে এবং তাহাদিগের ব্যবধান স্থানে কালশিরা অথবা নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মে এবং অস্থির শিশু গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে।

ত্বক্ নীল লোহিতাভ হইয়া যায়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, নাসিকার বিদাহী স্রাব, রক্তস্রাব ও বেদনাযুক্ত মুখক্ষত প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। **আর্সেনিক** রোগীর পীড়কার অসম্পূর্ণ উদ্ভেদ বশতঃ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইয়া পরে সংজ্ঞানাশ ঘটে।

হামজ্বর (মিজল্‌স্)।—দূষিত, সাংঘাতিক প্রকৃতির রক্তস্রাবী অথবা কাল হামজ্বরে সাধারণতঃ **ল্যাকেসিস্**, **ক্রটেলাস্**, এবং **আর্সেনিক** সাহায্যকারী। শক্তির অত্যধিক অপচয়ে দুর্ব্বলীকৃত অপিচ অস্থির রোগীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও অধিকতর দুর্ব্বলতা উৎপাদক উদরাময়, কালশিরা এবং অন্যান্য টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **আর্স**; কালা হামরোগে **ক্রটেলাস** এবং পূর্ব্ববর্ণিত প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণের প্রকাশ হইলে **ল্যাকেসিস্** প্রযোজিত হয়। ডাঃ গড়ি **আর্সেনিককে** অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার প্রতিষেধক এবং নিরাময়িক উভয়বিধ গুণই স্বীকার করেন। দেশব্যাপক ও অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির হাম রোগের পূর্ব্বরূপাবস্থার অস্পষ্ট লক্ষণাদিও ইহাতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত প্রকৃতির টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে বসন্ত রোগেও **ল্যাকে**, **আর্স** এবং **ক্রটেলাস্** প্রযোজ্য। ইহাতে **ব্যাপ্টিসিয়ার** লক্ষণও উপস্থিত হইতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবসহ আক্রান্ত স্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনায় **হেমামেলিস্** দ্বারা কার্য্য হইতে পারে।

বিসর্পরোগ (ইরিসিপেলাস্)।—**ল্যাকেসিস্** রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

আক্রান্ত শরীরস্থান প্রথমে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকিয়া পরে নীললোহিত হইয়া যায়। কৌষিক উপাদান (সেলুলার টিস্যু) বিশেষরূপে আক্রান্ত ও প্রদাহিক রসপূর্ণ হয়। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে, প্রলাপে বহুভাষিতা থাকিতে পারে এবং আক্রান্ত শরীরাংশের ত্বরিত পচা সড়া অবস্থায় পরিণতি (গ্যাংগ্রীণ) হইবার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

ষ্ট্র্যামনিয়াম—প্রচণ্ড প্রলাপ লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

আর্সেনিকাম—হঠাৎ আক্রমণশীল ও দ্রুত বর্দ্ধিষ্ণু রোগ। গভীর শারীরিক লক্ষণ—শোথ, অস্থিরতা, বমন এবং উদরাময়—উৎপন্ন করিলে ইহা প্রযোজ্য। রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল।

সাল্‌ফার—কালব্যাপী ও স্থান পরিবর্ত্তনশীল রোগ। অনেক স্থলে ইহাকে মধ্যগামীরূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—কোষিকোপাদানের অতি প্রবল ও তরুণ প্রদাহের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দাহিকা (পৃষ্ঠব্রণ, কার্ব্বাঙ্কল)।—এ রোগে **ল্যাকেসিস্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। আক্রান্ত স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ত্বক্ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে ও অতি ধীর গতিতে অল্প অল্প পূয় জন্মে। স্ফীতির নীলাভলোহিত বর্ণ প্রভৃতি রক্তদোষের লক্ষণ দেখা দেয়। রুগ্ন স্থান শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে জ্বালার উপশম হয়। ক্ষতস্থানের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি ইহার বিশেষ প্রদর্শক। পচা, ধসা ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট পৃষ্ঠব্রণের অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** অথবা **কার্ব্ব ভেজেল** প্রয়োজন হয়। পচা, ধসা পৃষ্ঠাঘাতের রোগীর চরম দুর্ব্বলাবস্থার-ভয়াবহ বেদনা নিবারণে **টেরেণ্টুলা কুবেন্‌সিস্**, মহোপকারী ঔষধ। স্ফীতির কেন্দ্রস্থানে শীঘ্র কালা **বীজ** অর্থাৎ **শাঁসের** উৎপত্তি ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

কর্কটিকা বা ক্যান্সার।—**ল্যাকেসিস** রোগে রুগ্ন শরীরাংশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান স্ফীত ও নীললোহিতাভ হয় এবং ক্ষত হইতে অত্যল্প পূয়স্রাব হইতে থাকে। ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচনে সাহায্যকারী।

মারাত্মক ব্রণ (ম্যালিগন্যাণ্ট পাশ্চুল)।—ইহাতেও শোণিতের উপরিলিখিত বিষদূষিত অবস্থা ও তদানুসঙ্গিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হয়। ডাং ডান্‌হাম ইহার সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেন। ডাং ক্যারিংটনও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন।

পূয়শোথ (এব্‌সেস)।—পূয়শোথের অতি দূষিত ও জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, উগ্র, ক্লেদযুক্ত এবং দুর্গন্ধ স্রাব হইলে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। শোথযুক্ত স্থান ঈষৎ নীললোহিতাভ হয়। কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিতরসাদি দেহোপাদান বিকৃত করিলে যে রোগ জন্মে তন্নিরাকরণে ইহা উপযোগী। অধিক কাল ব্যাপী দূষিত পূয়স্রাব নিবন্ধন প্রলেপক জ্বরের (হেক্‌ট্রিক) চিকিৎসায় **কার্ব্ব ভেজ** হইতে উপকার প্রত্যাশা করা যায়। পেরটিড গ্রন্থি ও কক্ষতলস্থ গ্রন্থির পূয়শোথ রোগে রক্তরঞ্জিত জলীয় পূয়স্রাব হইলে **রাস টক্সে** উপকার হয়। বিষদূষিত শোণিতের বর্ত্তমানতা এবং পূয়শোথের দদ্রুব্রণবৎ (Carbunculous) প্রকৃতি **রাস্** প্রয়োগের বিশেষ প্রদর্শক। **ল্যাকেসিসে** পাতলা ও উগ্র ক্লেদময় পূয় স্রাব হয়। উপরিউক্ত দূষিত, ও আরোগ্যচিহ্নরহিত পূয়শোথের অন্যতম ঔষধ **আর্সেনিকাম্**। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, জলীয় ও উগ্র ক্লেদযুক্ত পূয়স্রাব, আক্রান্ত শরীরাংশের পচা, শড়া ও গলিত (Gangrenous) অবস্থাপ্রাপ্তির উপক্রম এবং অসহনীয় জ্বালাময় বেদনার বর্ত্তমানতা অবিলম্বে **আর্সেনিক** প্রদর্শন করে।

লেক্‌চার ৩৬ (LECTURE XXXVI) ।

জেল্‌সিমিয়াম্ (gelsemium) ।

প্রতিনাম ।—জেলসিমিয়াম্ সেম্পার্ভাইরেনস্ ।

সাধারণ নাম ।—ইয়াল জেসামাইন্ ।

জাতি ।—লগেনিয়েসি ।

জন্মস্থান ।—আমেরিকার দক্ষিন প্রদেশোৎপন্ন লতাবিশেষ ।

প্রয়োগরূপ ।—টাট্‌কা মূলের অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় ঘণ্টা ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ও ১x প্রভৃতি নিম্ন ক্রমে, ১০০০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং হইন—ভদ্র মহিলা, বয়স ৫৫, ভ্রান্তি বশতঃ বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন থাকা বিশ্বাসে ঝটিকার সময় বাতায়নের নিকটস্থ হইত না ও কল্পনায় সর্ব্বদা মনুষ্যের কথা শুনিত ; ক্ষুধা ও নিদ্রার হ্রাস হইয়াছিল ; ৬. উপশম ; ডাং মর্গ্যাণ—ভ্রাতার মৃত্যুতে হৃৎস্পন্দন, মানসিক অবসাদ ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি ; হৃতপিণ্ডে টানাটানির অনুভূতি, কান্দিতে পারিত না ; ১০০০, আরোগ্য । ডাং স্মল—ভদ্র মহিলার শিরোঘূর্ণনসহ দৃষ্টিমালিন্য এবং জ্বরকালে মত্তবৎ হইত ; ৩, আরোগ্য । ডাং মর্টন—স্ত্রীলোক, বয়স ৬৫ ; ২০ দিন স্থায়ী মস্তক পশ্চাতের জ্বালাযুক্ত মৃদু বেদনা পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত হইয়া চলিতে কষ্ট হইত; একৈক পেশীর আনর্ত্তন ; নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা ; পরে দ্বিত্বদৃষ্টি ঘটিয়া অক্‌সিপাট এদেশের জ্বালাঙ্কুর বেদনা । গ্রীবায় কোন বস্ত্রাদি কশা থাকিলে বৃদ্ধি ; মূর্দ্ধায় চাপ দিলে হ্রাস,৩০, আরোগ্য ।

উপচয়।—আর্দ্র আবহাওয়ায়, বিদ্যুৎময় ঝটিকার পূর্ব্বে, কুসংবাদে, বিশ্রামে, ধূম পানে, আত্ম রোগ বিষয়ক চিন্তায়, রোগীর যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে এরূপ বিষয় বলিলে, চালনায় বা স্পর্শে, তরল পদার্থে ভীতি থাকায় তাহার উল্লেখে।

উপশম।—মুক্ত ও শীতল বাতাসে।

সম্বন্ধ।—জেল্‌সিমিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা, কফিয়া, সল্ট বা লবণ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, ইগ্নে, নাক্‌স্ ভ, আর্জ্জে নাই, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রায়, কষ্টি, সিমিসি, কনা, সিঙ্ক, ওপি, রাস, ষ্ট্র্যাম, ভেরেট্র ভি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—উত্তেজনাপ্রবণ, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং অসহনশীল ব্যক্তি, হস্তমৈথুনরত স্ত্রী পুরুষ (কেলি ফস্), শিশু, অল্পবয়স্ক ব্যক্তি ও বাত্যাচ্ছন্ন গুল্মবায়ুধাতুর (ক্রকাস্, ইগ্নে) স্ত্রালোক।

রোগিনী চুপ করিয়া ও একা থাকিতে ভালবাসে, কথা শুনিতে ভাল বাসে না, কিম্বা কোন কথা না কহিলেও (ইগ্নে) তাহার নিকটে কাহারও থাকা ইচ্ছা করে না।

মৃত্যুভীতি (আর্স), রোগী সম্পূর্ণ সাহসহীন।

সমুদয় শরীরের, জিহ্বার, হস্তের এবং পদের **দুর্ব্বলতা ও কম্প**।

ডাং বায়ুই—কোন বিধবা স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধ হওয়ার অনুভূতিতে দুই প্রহর রজনীতে নিদ্রোত্থিত হইয়া পাইচারি করিতে বাধ্য হইত; ২০, আরোগ্য। ডাং, পেজ—৩৪ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের প্রথম প্রসবকালে ভয়াবহ কন্‌ভালসন; জরায়ুমুখ অত্যন্ত কঠিন; জরায়ুতে অধিক এমনিয়াম রস ছিল; ১, প্রসব। ডাং পেজ—১৬ বৎসরের বালিকার প্রথম প্রসবকালে জরায়ুমুখ ও যোনিদ্বারাদি সঙ্কুচিত ও কঠিন; ১, প্রসব।

মনশ্চাঞ্চল্যকর অথবা অমঙ্গলসূচক সংবাদ (আনন্দ বিহ্বলতা, কফিয়া), ও আকস্মিক ভাবোত্তেজনা নিবন্ধন রোগ, অসাধারণ আসন্ন বিপদচিন্তায় উদরাময়, রঙ্গভূমিতে ভীতি, সভাস্থলে উপস্থিত হইলে ভীতি ও শঙ্কা (আর্জে নাই), সূর্য্যতাপ অথবা গ্রীষ্মতাপ বশতঃ অবসাদ।

শিরোঘূর্ণন—মস্তক পশ্চাৎ হইতে বিস্তৃত (সিলিক), তাহতে দ্বিত্বদৃষ্টি, দৃষ্টিমালিন্য ও দৃষ্টিলোপ ; গাত্রচালনার চেষ্টায় মত্ত ভাবের অনুভূতি।

পতিত হইবার ভীতি প্রযুক্ত শিশু রক্ষয়িত্রীকে ধারণ করে অথবা শয্যা আঁকড়াইয়া ধরে (বরাক্‌স্, স্যানি)।

পেশীপরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ার অভাব (কেলি ব্র); মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত ও বিশৃঙ্খল, মস্তকের পেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় না।

গ্রীবা-মেরুদণ্ডে আরম্ভ শিরঃশূল বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুগোলক ও ললাট ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, (স্যাঙ্গু, সিলিক ও উপরিউক্ত রূপে আরম্ভ, কিন্তু অর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত); শিরঃশূলের পূর্ব্বে অন্ধত্ব (আইরিল্, কেলি বাই, ল্যাক ডি); ধূমপানে বেদনার বৃদ্ধি এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে নিবৃত্তি।

চক্ষুর ঊর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া পটি জড়ান থাকার অনুভূতি (কার্ব্বলিক এসি, প্লাটি, সাল্‌ফ); মস্তকত্বকের টাটানি। বৃদ্ধ বয়সে নাড়ী ধীরগতি।

চক্ষুপুটের অত্যন্ত গুরুত্ব, চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায় না (কষ্টি, গ্র্যাফা, সিপি)।

শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে বলিয়া ভীতি।

রোগকারণ।—মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, কুসংবাদ বা মানসিক অস্বস্তি উৎপাদক সংবাদ ইহার রোগের সাধারণ ও সাক্ষাৎ কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মেরু-মজ্জার মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ গতিদ স্নায়ুমণ্ডলে জেলসের প্রবল ক্রিয়ার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, সাধারণ বলহানি এবং ইচ্ছানুবর্ত্তী ও স্বাধীন সর্ব্ব-প্রকার পেশীরই পক্ষাঘাত ঘটে; অবশেষে শ্বাসযন্ত্র পেশীর পক্ষাঘাত হয়। জেলসের ক্রিয়ায় শোণিত সঞ্চলনের বৃদ্ধি এবং মানসিক শক্তির অবসাদ ঘটে। ইহা যাবতীয় শ্লৈষ্মিকঝিল্লীরই উত্তেজনা ও প্রদাহ উপস্থিত করিলে শরীরের যে অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা স্বল্পবিরাম ও প্রাতিশায়িক বা ক্যাটারেল জ্বরের সদৃশ। রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতাঘটিত নিদ্রালুতা, অবসাদ, স্থিরভাবে থাকার প্রবৃত্তি এবং স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব দ্বারা জেলসের ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি প্রকটিত হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—জেলসিমিয়াম একটি প্রভূত স্নায়বিক দুর্ব্বলতাকর বস্তু। কি বিষক্রিয়া, কি ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন ক্রিয়া সর্ব্ব স্থলেই ইহাতে প্রথমে এবং প্রধানতঃ প্রগাঢ় স্নায়বিক শক্তিহানির ফলস্বরূপ পেশীমণ্ডলীর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়। মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জার মৃদু শোণিতাধিক্যই এই স্নায়বিক শক্তিহানির মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। এই শোণিতাধিক্য কখন প্রদাহে পরিণত হয় না বা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্কের জ্ঞান-স্থানেও কোন গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে না, মৃদু শোণিতাধিক্য ও প্রভূত দুর্ব্বলতানিবন্ধন মৃদু প্রলাপাদি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শোণিতের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা শরীরোপাদানের কোন টাইফয়েড বিকারও উৎপন্ন করে না। ফলতঃ সম্পূর্ণ রূপেই ইহা একটি প্রভূত ক্রিয়াবিকারী বস্তু। উপরিউক্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতার গৌণক্রিয়া ফলেই ইহার অন্যান্য রোগলক্ষণ জন্মে। ইহার বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণে চক্ষুপুট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারে না এবং কনীনিকার বিস্তৃতি ঘটে। রেক্টাস্

পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিয়া দ্বিত্বদৃষ্টি ও দৃষ্টি মালিন্য প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ফলতঃ ক্রমশঃ রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা ঘটে। সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সহনশীলতার অভাব হয় এবং স্নায়ুকেন্দ্রের সামান্য আগন্তুক উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া পেশীআনর্ত্তন এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন করে। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার ধীরতা নিবন্ধন মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্রে ধমণী বা শিরাশোণিতের আধিক্য ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঘটে, রোগী নিশ্চেষ্ট ও তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে। মুখমণ্ডল ঘোর লোহিত ও নিষ্ক্রিয়ভাব ব্যঞ্জক। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মূলক শিথিলতা ঘটিলে জলবৎ শ্লেষ্মার ক্ষরণ হইয়া মৃদু প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ রোগেই এই শ্লৈষ্মিক বিকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা কখন পূয়াকার ধারণ করে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত যন্ত্রগতরোগ লক্ষণে জেলসিমিয়ামের উপরিউক্ত ক্রিয়া প্রকৃতি সম্যক পরিস্ফুটিত ভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।

মস্তিষ্ক বিকার বশতঃ রোগী চিন্তা করিতে কিম্বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অক্ষম। মানসিক বৃত্তি সকলের অবসাদ ঘটে এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হয়। রোগী বড় উত্তেজনাপ্রবণ এবং অসহ্য প্রকৃতির হওয়ায় একা থাকিতে ইচ্ছা করে। অচৈতন্য, নিদ্রিতাবস্থায় প্রলাপ এবং অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা। সজ্ঞানাবস্থায় স্নায়বিক ক্রিয়া স্তব্ধ (catalepsy) হইয়া শরীরের অনমনীয়তা এবং মুদ্রিত চক্ষুর কনীণিকার বিস্তৃতি। বর্ত্তমান অবস্থাবিষয়ক উদ্বেগ, মৃত্যুভীতি।

মস্তক ঘূর্ণনে দৃষ্টিমালিন্য। মস্তকের শূন্য ভাব ও ঘূর্ণন, হঠাৎ মস্তক চালনায় এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় শেষ রজনীতে অস্থির ভাবের নিদ্রা; মধ্য রজনীর পর অশান্তিময় স্বপ্ন। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা হয় না। রোগী অলস ও নিদ্রালু থাকে। কিন্তু মন স্থির করিতে না পারায় নিদ্রা আসে না।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকার বশতঃ শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা। আকস্মিক তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট তীরবেধবৎ অনুভূতি; আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে স্নায়ুপথ বাহিয়া তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার বিশেষ বৃদ্ধি।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিপ্লব ঘটায় প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ার উত্তেজনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন এবং এক পদের আক্ষেপ; ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ; হনুস্তম্ভ। শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং কম্প, নিষ্ক্রিয়তা এবং অবসাদ; সহজেই শরীরের, বিশেষতঃ অধঃঅঙ্গের ক্লান্তিভাব। পেশী মাত্রেরই সম্পূর্ণ শিথিলতা, বলক্ষয় এবং গতিশক্তির অবশতা ঘটে।

মস্তকের গুরুত্ব, প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম। মস্তকে ভারি চাপা থাকার ও চাপের অনুভূতি। মস্তকের পুর্ণভাব সহ মুখের তাপ ও শৈত্যানুভূতি।

মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ। মস্তকপশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গ্রীবার উর্দ্ধে মৃদুভাবের আকৃষ্টবৎ বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রজনীতে মস্তক পশ্চাতে বেদনা হইয়া কখন কখন ললাট প্রদেশে যায়। কর্ণের উর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া পটি আটা থাকার অনুভূতি; কেরটিড ধমনীর স্পন্দন; কথার গুরুত্ব; মস্তিষ্কের ঘৃষ্টভাব; চালনায় চক্ষু-গোলকের টাটানি; মূর্দ্ধাদেশের চাপ এতাদৃশ অধিক যে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তার করে; মস্তকের অত্যন্ত গুরুত্বানুভূতি।

মুখমণ্ডলের মত্তবৎ দৃশ্য; শোণিতাভাবিশিষ্ট এবং স্পর্শে উষ্ণ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলপেশীর কাঠিন্যানুভূতি।

চক্ষুপুটের গুরুত্বানুভূতি, তাহা ঝুলিয়া পড়ে, কদাচিৎ উন্মুক্ত

করিতে বা উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায়। কনীণিকা বিস্তৃত থাকে। দৃষ্টি ও শিরোঘূর্ণন। চক্ষুর ঊর্দ্ধে বেদনা প্রযুক্ত চক্ষুর সম্মুখে ধুম্রাকার দৃশ্য। দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা; অন্ধত্ব, বিষম দৃষ্টি (Astigmatism)। স্কন্ধাভিমুখে মস্তক নত করিলে দ্বিত্ব দৃষ্টি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে রোগী তাহা নিবারণ রাখিতে পারে। চক্ষুর ব্যবহার কালে চক্ষুগোলক পাশাপাশি ভাবে দুলিতে থাকে।

কর্ণমধ্যে প্রবল রব এবং হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রবণাভাব। গলদেশ হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত সর্দ্দিজ বধিরতা।

নাসারন্ধ্রের উত্তেজনা বশতঃ হাঁচি, চনচনি, ও সর্দ্দি। নাসিকা মূলে পূর্ণতা, তাহার বেদনা গ্রীবা ও ক্লাভিকল অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

গলদেশ শুষ্ক ও কর্কশ, মধ্যে মধ্যে স্বরভঙ্গের আক্রমণ; বক্ষে কাঁচা ভাবের অনুভূতি এবং প্রতিশ্যায়। স্বরযন্ত্র দ্বারের পক্ষাঘাত। গলাখাঁকর দিলে রক্তযুক্ত জল উঠে।

বক্ষে রক্তাধিক্য; শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীস্পন্দন ধীরতর; শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর। কর্কশ স্বরবিশিষ্ট শ্বাসগ্রহণ এবং বেগের সহিত প্রশ্বাস ত্যাগ। নাসিকার সর্দ্দি ও বায়ুনলীর প্রতিশ্যায় বশতঃ বক্ষের কাঁচাভাব, ঘৃষ্টবৎ বেদনাসহ গলদেশের কর্কশতা এবং শুড়শুড়ি হইয়া কাসি ও স্বরভঙ্গ।

গভীর শ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশে ক্ষণস্থায়ী বেদনার আক্রমণ। নাড়ী ধীর এবং পূর্ণ।

হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খলিত স্পন্দন। রোগিনীর অনুভূতি জন্মে যেন সে চলাফেরা না করিলে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইবে। বোধ যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম হয় না, প্রত্যেক বার নাড়ীর লোপ ঘটে; শয়নে, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে

চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল, ধীর ও অবসাদ-গ্রস্ত; হস্ত এবং পদ শীতল।

নাড়ী দ্রুত, কোমল, দুর্ব্বল, প্রায় অবোধ্য, কখন ধীর এবং পূর্ণ।

পরিপাকযন্ত্র রোগে ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত।

দন্তশূল; দন্তের বেদনা ললাটপার্শ্বে যায়। মুখে রক্তবর্ণ লালা থাকে ও স্বাদ বিকৃত ও তিক্ত হয়। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় ক্লেদবৎ স্বাদ। জিহ্বা পীতাভশুভ্র এবং প্রশ্বাস পচাগন্ধযুক্ত; পুরু, কটা লেপাবৃত; কখন জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে, কখন তাহার কিনারা লাল ও মধ্যভাগ শুভ্র হয়। মস্তিষ্কের অধোভাগেব রক্তাধিক্য প্রযুক্ত জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রদ্বার আংশিকরূপে পক্ষাঘাতযুক্ত হওয়ায় কথা মদ্য-পায়ীর ন্যায় ভার। জিহ্বার কম্পন বশতঃ কষ্টে বাহির করা যায়; জিহ্বা লোহিতবর্ণ, বেদনা ও টাটানিযুক্ত এবং তাহার মধ্যভাগ প্রদাহযুক্ত থাকে।

গলাধঃকরণক্রিয়োপযোগী যন্ত্রসমূহের পক্ষাঘাত বশতঃ গলাধঃকরণ-ক্ষমতার লোপ, এবং গলাধঃকরণে কর্ণমধ্যে বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। গলার আক্ষেপ ও শল্যবৎ বেদনা। অন্ননালীতে পিণ্ড থাকার ন্যায় বেদনা।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাব থাকিলেও রোগী আহার বা পান করিতে পারে। ওয়াইন মদ্য কষ্টের, বিশেষতঃ শিরঃশূল ও চক্ষুরোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি করে। তৃষ্ণা থাকে না বা সামান্য থাকে। অম্লোদ্গার, বিবমিষা, শিরো-ঘূর্ণন এবং শিরঃশূল।

আমাশয় এবং অন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও শূন্য বোধ। আমাশয়ের কষ্ট ও পূর্ণবৎ অনুভূতি পরিহিত বস্ত্রের চাপে বৃদ্ধি। আমাশয়ের পূর্ণভাব। যকৃতের মৃদু রক্তাধিক্যবশতঃ শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিমালিন্য এবং মস্তকের পূর্ণতার অনুভূতি।

উদরোর্দ্ধ ভাগের হঠাৎ আক্ষেপিক বেদনার পর সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি থাকিয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিয়া উঠে। উদরের পাশাপাশী ভাবে অবস্থিত বা ট্র্যানস্‌ভার্স কোলন-অন্ত্রে চর্ব্বণবৎ বেদনা। বায়ুর সঞ্চয়নিবন্ধন চিমটিকাটার ন্যায় উদরশূল স্থানে স্থানে চলা ফেরা করে, ঋজুভাবে বসিলে উপশম হয়। প্রচুর পিত্তময় মলত্যাগে অধোদরের কামড়ানি দূর হয়। পেট ডাকিয়া উর্দ্ধাধঃপথে বায়ুনিঃসরণ। উদরপ্রাচীরে টাটানি।

আকস্মিক মানসিক উত্তেজনা, দুঃখ, ভীতি, দুঃসংবাদ এবং ভবিষ্যৎ কোন অসাধারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রযুক্ত উদরাময়। ভাবোত্তেজক সংবাদ শ্রবণ নিবন্ধন মলবেগ হওয়ায় লেইর ন্যায় ঘোর পীতবর্ণ মল-ত্যাগ। বিষ্ঠা কখন পীতবর্ণ, মলসংযুক্ত, দুগ্ধের সরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কখন কর্দ্দম বর্ণ এবং কখন বা সবুজাভ।

প্রচুর পরিমাণ, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মূত্রত্যাগে শিরঃশূলের উপশম। বাতপ্রকৃতির শিশুদিগের মূত্রস্থলীগ্রীবার পক্ষাঘাত বশতঃ অবাধ মূত্রক্ষরণ। মূত্রত্যাগকালে অনুভূত যেন কথঞ্চিত শেষ থাকিয়া যায়, মূত্রস্রোত সবিরাম ভাবের। মূত্রস্থলীর কুন্থন। মূত্রস্থলীর আক্ষেপ বশতঃ পর্য্যায়ক্রমিক মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাধিক্য।

পুংজননেন্দ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ ও দুর্ব্বল; লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন। মলত্যাগকালে রেতঃস্খলন। জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল এবং অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

জরায়ুপ্রদেশের তীক্ষ্ণ এবং প্রবল প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা পৃষ্ঠ এবং হিপসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আক্ষেপিক অথবা স্নায়ুশূল ঘটিত রজোকৃচ্ছ্র। জরায়ু সম্মুখে বক্র থাকায় হস্ত দ্বারা চাপিত

করার ন্যায় বেদনা। বিশেষ প্রকারের শিরঃশূল সহ অণ্ডাধারে উদ্দীপনা। ঋতুরোধবশতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখে এবং মস্তকে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ ও আবর্ত্তনবৎ বেদনা এবং প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন। রজঃকৃচ্ছের পূর্ব্বে বিবমিষা, শিরঃশূল বমন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রগাঢ় মুখরক্তিমা, এবং উদরে ঠেল মারার উপস্থিতি। শুভ্র শ্বেতপ্রদর স্রাবকালে পৃষ্ঠের অধঃঅংশের পাশাপাশি ভাবে কনকনানি ; জরায়ুদেশের গুরুত্বসহ পূর্ণভাব জন্মে এবং ঋতুবন্ধ থাকে।

গ্রীবাদেশের পেশীর, বিশেষতঃ ষ্টার্ণক্লিড পেশীর এবং প্যারটিড গ্রন্থির পশ্চাৎপার্শ্বের পেশীর শূল। মেরুদণ্ড হইতে স্কন্ধ এবং মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা। মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতা, অবসাদ এবং পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি ; পেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় না। কটি ও ত্রিকাস্থি প্রদেশে মৃদু কনকনানি, রোগী চলা ফেরা করিতে পারে না, পেশী রোগীর ইচ্ছামত কার্য্য করে না।

উভয় বাহুর পেশীর গভীর দেশে বেদনা। করতল উষ্ণ ও শুষ্ক ; মণিবন্ধ ও করের শীতলতা, বাহুদ্বয় দুর্ব্বল এবং অসাড়।

অল্প শ্রমেই অধঃঅঙ্গের ক্লান্তিবোধ। জঙ্ঘাপেশীর বলহানি, তাহা ইচ্ছাশক্তির অনুগামী হয় না ; রোগী দোলায়মান ভাবে চলে। মধ্যে মধ্যে অঙ্গে তীরবেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘায় ও উরু হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্থানে আকৃষ্টবৎ ও খল্লীর ন্যায় বেদনার চালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি।

অঙ্গাদির শীতলতাসহ কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস এবং হস্তপদের শীতল ভাব।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন প্রায় সকল অঙ্গ এবং সন্ধিরই গভীর দেশের কনকনানিতে চলৎশক্তির অভাব।

ত্বকে, বিশেষতঃ মুখের ত্বকে হামের ন্যায় উদ্ভেদ। মুখের রক্তিমা ৮

প্রদর্শক লক্ষণ।

মস্তিষ্কাদি সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলের মৃদু রক্তাধিক্য এবং বিশেষতঃ প্রভূত দুর্ব্বলতাই জেল্‌সিমিয়ামের একমাত্র মৌলিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কীয় অবসাদনিবন্ধন নিদ্রালুতা প্রভৃতি এবং পেশীর বলহানি প্রযুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন এবং বিশেষ বিশেষ শরীরস্থানের পক্ষাতিক দুর্ব্বলতা জন্মে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল অবিকৃত থাকে। ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখ যোগ্য কোন প্রকার টিস্যুপরিবর্ত্তন ঘটে না। এ কারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহারাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ঐ সকল মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের যুগপৎ উপস্থিতি দ্বারাই ইহার প্রদর্শক লক্ষণাদি স্পষ্টীকৃত হয়।

মুখমণ্ডলের ন্যূনাধিক ঘোর রক্তিমা ও নিমীলিত চক্ষুসহ মানসিক অবসাদ, নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীনভাব, কথা বলিবার অথবা লোকসহবাসের অনিচ্ছা।— জেল্‌সিমিয়াম্‌ ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মৃদু রক্তাধিক্য থাকিলেও মস্তিষ্কটিস্যুর প্রভূত শক্তিহীনতাই উপরিলিখিত মানসিক অবসাদাদির কারণ। ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য জ্ঞান বিপর্য্যয় ঘটে না, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ মানসিক বৃত্তি সকল অবসাদিত ও ম্রিয়মান হইয়া যায়। রোগী ঘোর সংজ্ঞাহীনবৎ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার জ্ঞানের লোপ ঘটে না, তাহাকে প্রশ্ন করিলে আলস্যবশতঃ চক্ষুপত্র টানিয়া তুলিয়া তাকাইতে, কিম্বা কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, বিরক্তি বোধ করে। ইহাই **জেল্‌স্‌মানসিক** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং এই জন্যই উপরিউক্ত মস্তিষ্কীয় ও মানসিক অবস্থা ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

শারীরিক ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, শয়ান থাকিবার অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি।—দুর্ব্বলকর বস্তুমাত্রেরই বিষক্রিয়ায় ন্যূনাধিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন আমরা **জেল্‌সের** প্রভূত দুর্ব্বলতায় **আর্স** প্রভৃতি ঔষধের দুর্ব্বলতার কারণীভূত শারীরিক রস, রক্ত ও টিস্যু প্রভৃতির কোন প্রকার দূষিত পরিবর্ত্তনের অভাব দেখিতে পাই তখনই উপলব্ধি করিতে পারি যে **জেল্‌সের** দুর্ব্বলতা কেবল অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ। এজন্য আমরা ইহার এই দুর্ব্বলতাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়া প্রদর্শকরূপে গণ্য করি। উপরি উক্ত সাধারণ দুর্ব্বলতাসহ কতিপয় স্থানিক ও বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক শক্তিহানির চিহ্ন উপস্থিত থাকে; এই সকল স্থানিক দুর্ব্বলতাকে আমরা অন্যান্য ঔষধের দৌর্ব্বল্য হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করি, তৎবিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

ক। রোগীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পেশীমণ্ডলীর কার্য্য না করা।—পেশীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অঙ্গাদি যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অবস্থাবশতঃ শীর্ণাবস্থাদি পরিবর্ত্তন না ঘটে তাবৎকাল অন্যান্য ঔষধের রোগী ইচ্ছা করিলে ন্যূনাধিক অঙ্গচালনা করিতেসক্ষম থাকে। কিন্তু **জেল্‌স্** ক্রিয়ায় অঙ্গাদির পুষ্টিহানি ও পক্ষাঘাত উৎপন্ন না হইলেও স্নায়ু শক্তি দুর্ব্বল থাকায় স্নায়ু দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বাহিত হয় না এবং অঙ্গেরও গতি হয় না। ইহাই ইহার বিশেষ প্রকৃতি।

খ। চক্ষুপুটের পতন ও চক্ষুর নিমীলিত অবস্থা।—**কষ্টিকাম** প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহা স্থানিক পক্ষাঘাতের ফল নহে, **জেল্‌সের** সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার স্থানিক প্রকাশ মাত্র। **জেল্‌সের** প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকা ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শকরূপে পরিগণিত।

গ। হস্ত উত্তোলন করিতে হস্তের, দণ্ডায়মান হইতে বা পদ উত্তোলনে জঙ্ঘার এবং জিহ্বা বাহির করিতে জিহ্বার কম্প।—এই সকল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকাশক লক্ষণ টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী অন্যান্য ঔষধের "সাবসান্টাস টেণ্ডিনাম" প্রকৃতির নহে। ইহা সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফল, এজন্য অন্যান্য লক্ষণসহ ইহাও জেল্‌সের প্রদর্শকস্থানীয়।

তৃষ্ণাহীনতা।—জেল্‌সের অধিকাংশ রোগে তৃষ্ণার অভাব থাকায় তৃষ্ণাহীনতাও ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অন্যান্য ঔষধ মধ্যে এপিস্‌ এবং পাল্‌স তৃষ্ণাহীনতার জন্য খ্যাত। কিন্তু এপিসের তন্দ্রা অজ্ঞানতামূলক হওয়ায় এবং তাহার সহিত কর্কশ চীৎকার থাকায় এবং পাল্‌সের লক্ষণের সাধারণ বিভিন্নতা ও তন্দ্রাদির অভাব পরস্পর সম্যকৃরূপে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মস্তিষ্কের মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ জেল্‌সিমিয়ামের শিরঃশূল জন্মে। ক্ষুদ্রাক্ষরের গ্রন্থপাঠ এবং সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যে অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত ব্যক্তিদিগের চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহার নিবন্ধন সাধারণতঃ জেল্‌সের শিরঃশূল জন্মে। শিরঃপশ্চাতে বা অকৃসিপাট প্রদেশে অতি প্রচণ্ড বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে হাতুড়ির আঘাত হইতেছে; প্রত্যেক নাড়ি স্পন্দনে যেন মস্তিষ্কের তলদেশে হাতুড়ির আঘাত পড়িতেছে। বেদনার প্রাবল্য বশতঃ রোগী বলহীন ও প্রায় হতজ্ঞান হইয়া যায়। মস্তক বা গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে শিরোপরি বিস্তৃত বেদনা চক্ষু আক্রমণ করে। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ এবং কনীণিকা বিস্তৃত, মস্তক তপ্ত ও উর্দ্ধাধঃ অঙ্গ শীতল। কর্ণের উর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া

ফিতা জড়ান থাকার অনুভূতি। বেদনার তীব্রতায় রোগী দাঁড়াইতে পারে না, উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া স্থির থাকিতে বাধ্য। শিরঃশূলের প্রথম হইতেই অন্ধত্ব জন্মে এবং প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি এবং প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হইয়া থাকে। ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূলে মস্তক পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লওয়ার ন্যায় মৃদু বেদনা হয়। এস্থলে ইহা **কক্কুলাস** সহ তুলনীয়।

প্রচুর মূত্রত্যাগান্তে শিরঃশূলের উপশম, দ্বিত্বদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এবং দৃষ্টি মালিন্যাদি **দৃষ্টিবিকারসহ রোগের সংস্রব জেলস্‌ রোগের** বিশেষ প্রদর্শক। নিদ্রায় ইহার শিরঃশূলের শান্তি। ইহার রোগসহ শিরোঘূর্ণন থাকিতে পারে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা জড়ান থাকার অনুভূতি থাকায় ইহা "তাম্রকুট" সেবন প্রযুক্ত শিরঃশূল আরোগ্যে সক্ষম।

চক্ষুর অতিপরিশ্রম প্রযুক্ত শিরঃশূলে **জেলস্‌, ওস্‌মণ্ডিয়াম** সহ অতুলনীয়। ইহার মৃদু কনকনানি শিরঃশূল গ্রীবাপৃষ্ঠ অথবা তাহার এক পার্শ্ব, সাধারণতঃ বাম পার্শ্ব বাহিয়া অধঃ অভিমুখে যায়, আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুতে আকৃষ্ট ভাবের কাঠিন্যের অনুভূতি জন্মে। **কেলি বাইক্রেও** অন্ধত্বসহ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া মস্তকের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে এবং তাহার অতি তীক্ষ্ণাবস্থায় অন্ধত্ব অন্তর্হিত হয়। **সাঙ্গুইনেরিয়ার** শিরঃশূল **জেলসের** ন্যায় গ্রীবাপশ্চাৎ বা অকৃসিপাট প্রদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তক বাহিয়া চক্ষুতে স্থায়ী হয়।

আতপাঘাত বা সান্‌স্ট্রোক।—মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য, প্রলাপ, শিরঃশূল, প্রবল তাপ এবং সংজ্ঞাহীনতার উপক্রম হইলে এ রোগে **জেলসের** প্রয়োগ হয়। **বেলাডনায়** এতদপেক্ষা সুপ্রবলতর রক্তাধিক্য, তন্দ্রালুতা, সংজ্ঞাহানি, বামকর্ণে সোঁ সোঁ

শব্দ এবং বক্ষের সঙ্কোচন জন্মে। ইহা অনেকাংশে গ্লনইনের সমান। জেল্‌সের মুখরক্তিমা ঘোরতর, গ্লনর উজ্জ্বলতর।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা গুল্মবায়ুরোগে জেল্‌সিমিয়াম প্রদর্শিত হয়। স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপসহ গুল্মবায়ুঘটীত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শোণিতসঞ্চলনের অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মিলে রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত অসহিষ্ণু-ভাব ধারণ করে এবং রোগী অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন, অলস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রোগী গলমধ্যে পিণ্ড থাকার ন্যায় বোধ করে, কিন্তু গলাধঃ করিতে পারে না, এবং বাতিকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় প্রচুর, জলবৎ মূত্রত্যাগ করে। স্ত্রী, পুং উভয়েরই, বিশেষতঃ পুরুষ দিগের হস্ত মৈথুনপ্রযুক্ত গুল্মবায়ুরোগে ইহা প্রযুক্ত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাবিশিষ্ট স্ত্রীলোক-দিগের গুল্মবায়ুঘটিত জরায়ুমুখের (os) কাঠিন্য এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা এবং ভীতি ও আতঙ্ক বর্ত্তমান থাকিতে পারে; অলসতা এবং সাধারণ অশান্তি ইহার চিরসঙ্গীও বলা যায়। আক্ষেপের অবসানকালে স্যাল্‌ফারে রোগী জলবৎ মূত্রত্যাগ করে; গুল্ম বায়ুরোগীর মূত্রস্থালীর উত্তেজনাবশতঃ অবিশ্রান্ত মূত্রবেগের জেল্‌স অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

অনিদ্রা বা স্লিপলেস্‌নেস্।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রমনিবন্ধন নিদ্রাহীনতার পক্ষে জেল্‌সিমিয়াম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্যবসায় ইত্যাদি কার্য্যলিপ্ত ব্যক্তি, যাহারা সর্ব্বদা কার্য্যচিন্তারত থাকায় রজনীতে ভাল নিদ্রা হয় না এবং প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গেই কার্য্য চিন্তায় মানসিক স্থৈর্য্যহীন থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। পর্য্যায় ক্রমিক মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ অনিদ্রার কারণ হইলেও ইহা দ্বারা

উপকার পাওয়া যায়। মানসিক অশান্তি এবং প্রথম রজনীতে সভা, সমিতিতে যোগদান অনিদ্রার কারণ হইলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রায়নিয়া—দিবসের কার্য্য সংস্পৃষ্ট মানসিক অশান্তি, অনিদ্রার কারণ হইলে!

এম্ব্রাগ্রিসয়া—কার্য্যে ব্যতিব্যস্ততা জন্য অনিদ্রায় ইহাও উপযোগী। রোগী ক্লান্ত অবস্থায় শয়ন করে, নিদ্রা হয় না। ইহা বাত প্রকৃতির পাতলা ও একহারা ব্যক্তি, যাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বায়ুর কম্প হয় তাহাদিগের ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্—দ্বিত্বদৃষ্টি বা ডিপ্লপাইয়া; চক্ষুপুটপতন বা টসিস্; ডিস্ফেজাইয়া বা গলাধঃকরণকষ্ট; **স্বরলোপ বা এফনাইয়া; পোষ্টডিপ্থিরিটিক পক্ষাঘাত; শিশু-পক্ষাঘাত বা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস্; জিহ্বার পক্ষাঘাত; এবং মানসিক উত্তেজনাঘটিত পক্ষাঘাত।**—গতিদ স্নায়ুর উপরিলিখিত বিবিধ প্রকার ক্রিয়াগত পক্ষাঘাত রোগে **জেল্‌সিমিয়াম** উপকারী। ডাং ফ্যারিংটন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহা কখনই স্নায়ু কেন্দ্রের অথবা স্নায়ুর বিশ্লেষণাদি উপাদানগত পরিবর্ত্তনবশতঃ পক্ষাঘাতরোগে কার্য্যকারী নহে এবং ইহা অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর শক্তিনাশেও উপকার করে না।

চক্ষুপেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ায় **দ্বিত্বদৃষ্টি** জন্মিলে **জেল্‌স্** উপকার করে।

চক্ষুপুট-পতনরোগে কথা জড়িত ও ভার এবং মুখমণ্ডল শোণিত-পূর্ণ ও আরক্ত হইলে **জেল্‌স্** উপকারী।

গলাধঃকরণ সংস্পৃষ্ট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতায় **গেলার কষ্ট বা ডিস্‌ফেজাইয়া রোগ জেল্‌স্** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্বরযন্ত্রপেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বরলোপ হইলে **জেল্‌স্‌** প্রয়োজ্য। গুল্মবায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের মানসিক ভাববিকার বশতঃ স্বরলোপ, বিশেষতঃ বিকার অবসাদকর হইলে ইহা উপকারী। ক্রোধবশতঃ স্বরলোপে **নেট মিউ** ফলপ্রদ।

কনাইয়াম—স্নায়ুর কেন্দ্রগতবিকারঘটিত পক্ষাঘাত রোগের ইহা ঔষধ। অনুভূতিশক্তি নির্ব্বিকার থাকে। রোগের গতি অধঃ হইতে উর্দ্ধাভিমুখীন হয়। তরুণ উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতেও ইহা উপকারী। বৃদ্ধদিগের রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—ইহা ডিফ্‌থিরিয়ার পরিণাম পক্ষাঘাতের ও শরীরাধঃ অর্দ্ধের পক্ষাঘাতের পক্ষে উপযোগী।

নাক্স্‌ ভমিকা—অধঃ অঙ্গের পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত অঙ্গে সঙ্কোচন ও গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে ইহা উপকার করে। বৃদ্ধদিগের মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতেও ইহা প্রযোজ্য।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—**জেল্‌সের** সবিরাম স্নায়ুশূল মুখের একতর পার্শ্ব আক্রমণ করে। ইহাতে সপ্তম স্নায়ুযুগ্ম আক্রান্ত হয় ও রোগী নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুর নানাবিধ রোগে **জেল্‌সিমিয়াম** দ্বারা আমরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা চক্ষুর নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক রোগৎপন্ন করে। **দ্বিত্বদৃষ্টি ও চক্ষুপুটপতন** প্রভৃতি পক্ষাঘাতিক রোগে চক্ষুগোলকে টাটানি, মুখের ঘোর লোহিতবর্ণ এবং ঔষধের অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। শিরোঘূর্ণন ও চক্ষুগোলকের বেদনা থাকিলে দ্বিত্বদৃষ্টি রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহরোগে রসস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর মৃদু বেদনা, দ্বিত্বদৃষ্টি এবং শিরোঘূর্ণন জন্মিলে **জেল্‌স্‌** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসস্রাবী উপতারাপ্রদাহ বা **সিরাস আইরাইটিস** এবং **করভাইটিস্** বা রক্তনাড়ীময় ঝিল্লীপ্রদাহ—যাহাতে ধীরে ধীরে দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য ও চক্ষুপুটের গুরুত্ব জন্মিতে থাকে, ইহা দ্বারা উপকার হয়। **অসামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়া** (defective accommodation) **বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট** ঘটিলেও ইহা উপকার করে। **চিত্রপত্রের** (Retina) **স্খলন, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য এবং বিষমদৃষ্টি** বা এষ্টিগ্ ম্যাটিজ ম্ প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকার করিয়াছে। পেশীর দুর্ব্বলতানিবন্ধন বিষমদৃষ্টিও ইহার প্রদর্শক ; **ডিফ্থিরিয়া** রোগে এরূপ ঘটিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গ্লকমা বা অস্বচ্ছদৃষ্টিরোগের তীক্ষ্ণ বেদনার উপশম করিয়া ইহা যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করে।

নাসিকার সর্দ্দি বা ক্যাটার ;—তরুণ নাসিকাসর্দ্দির পক্ষে **জেল্সিমিয়াম্** অতি উৎকৃষ্ট অন্যতম উপকারী ঔষধ হইলেও তদুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। **একনাইটের** ন্যায় শীতকালের তীক্ষ্ণ শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের কারণ নহে। বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আর্দ্রোষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শে ও শরীরের শিথিলতা বা অবসাদ উৎপাদক এবং পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ার সময় ইহার রোগ জন্মে। মস্তকের পূর্ণতা, সর্দ্দি আক্রমণের পূর্ব্বলক্ষণবৎ শরীরে শীত শীত ভাব, গাত্রবেদনা এবং শরীরের শুষ্ক তাপ থাকিলে ইহা দ্বারা সর্দ্দি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে। সর্দ্দি পরিস্ফুট হইলে রোগী নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পৃষ্ঠের উর্দ্ধাধভাবে শীত সঞ্চরণ করে, মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয় এবং নাসিকা হইতে জলবৎ, বিদাহী অথবা কখন কখন অত্যুগ্র স্রাব নির্গত হইয়া অবস্থানুসারে নাসিকাপক্ষের অবদারণ ও টাটানি উৎপন্ন করে। রোগী অগ্নির নিকট থাকিতে ভালবাসে। কোন কোন দেশব্যাপী সর্দ্দিরোগের ইহা সাময়িক ঔষধ। জ্বরযুক্ত

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের ইহা ঔষধ। ইহার সর্দ্দিসহ ন্যূনাধিক গলক্ষত, গলাধঃকরণের কষ্ট, টন্‌সিলের লোহিতাভা এবং গুড়্‌গুড়ি-যুক্ত, বিরক্তিকর ও শুষ্ক কাসি থাকে।

ল্যাকেসিস্‌—গলার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে বসন্ত-কালের সর্দ্দি-কাসির পক্ষে ইহা উপকারী।

কুইলারিয়া—সর্দ্দির উপক্রম কালে অত্যধিক গলার বেদনা থাকিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সিপিয়া—ঋতু হইবার উপক্রমে সর্দ্দি হইলে উপকারী।

একনাইট—ইহাও **জেল্‌সের** ন্যায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথমাবস্থার ঔষধ। **একন** কখন কখন শিশুদিগের রোগের উৎকৃষ্টতর ঔষধ হইলেও পরিস্ফুট রোগে ইহার বিশেষ কোন কার্য্য নাই। অনেক সময়ে ইহা পরিস্ফুট রোগের যন্ত্রণার কথঞ্চিত লাঘব করে মাত্র।

ব্যাপ্টিসিয়া—উদরবিকারযুক্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে, বিশে-ষতঃ উদরাময়ের বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিলে ইহা উপকারী। ডাং ক্লার্ক ইহাকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের একমাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ৩০ ক্রমের ঔষধের পক্ষপাতী।

একিউট ব্রঙ্কাইটিস্‌ বা তরুণ নলৌষ।— রোগের প্রথমাবস্থায় স্থলবিশেষে **জেলস্‌, একনাইটের** পদাভি-ষিক্ত হয়। ডাং পোপ বলেন, **একন** তরুণ ব্রঙ্কাইটিসের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া থাকে। **একনের** অস্থিরতা এবং পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ ও লম্ফমান নাড়ীর স্থলে রোগীর আলস্য, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং মেজ-মেজেভাব ও পূর্ণ, প্রশান্ত স্রোতবিশিষ্ট নাড়ী এবং মৃদু ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর রক্তাধিক্য থাকিলে **জেলস্‌** প্রযোজ্য। কখন কখন এই দুই ঔষধের মধ্যে কোনটির সহিতই রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য বোধগম্য হয় না; সেস্থলে **ফেরাম ফস্‌** স্মরণপথে আইসে। বিশেষত

শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় ইহা এ রোগে অগ্রগণ্য। ইহা **একন** এবং **জেলসের** মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে একদিকে **একনের** অস্থিরতা, নাড়ীর পূর্ণতা এবং লম্ফমান গতি, অপরদিকে **জেলসের** অবসাদ, নিদ্রালুতা ও নাড়ীর প্রশান্তপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। যেস্থলে সামান্য শৈত্যসংস্রবেই কষ্টের বৃদ্ধি, শুষ্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি, ফুসফুসের কাঁচাভাব ও টাটানি এবং কথঞ্চিৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপযোগী। উপরিউক্ত অবস্থায় নিউমোনিয়া রোগেও **জেলস্ একনের** স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে।

ভেরেট্রাম ভি—অতি প্রবল রোগে প্রবল জ্বর, এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত থাকিলে প্রযোজ্য। ইহাতে **একনের** ন্যায় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার অভাব থাকে।

হৃদ্রোগে বা হার্টডিজিজ।—**জেল্সিমিয়ামের** হৃদ্রোগে নিদ্রাবেশ হইবামাত্র হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ হইবার অনুভূতি বশতঃ রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। রোগী বোধ করে সে শরীর চালনা না করিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে। হৃৎপিণ্ডপেশী দুর্ব্বল থাকায় রোগীর যেন স্বতঃ অনুভূতি জন্মে যে শরীরের চালনা দ্বারা তাহাকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজিত রাখিতে হইবে।

ডিজিট্যালিস—রোগী মনে করে সে গাত্র চালনা করিলেই তাহার হৃদপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।

গ্রিণ্ডেলিয়া রোবা—ইহাতে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুস্ দুর্ব্বল থাকে। রোগীর নিদ্রাবেশ হইলেই শ্বাস প্রশ্বাস রোধবৎ অনুভূতি হওয়ায় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া রোগী উঠিয়া বইসে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—মানসিক উত্তেজনা, বিশেষতঃ ও আকস্মিক আশঙ্কা বশতঃ উদরাময়ে **জেলস্** উপকারী।

রোগী হঠাৎ প্রভূত পরিমাণ, পীতবর্ণ ও থলথলে মলত্যাগ করে। জিহ্বালেপ শুভ্র এবং পীতাভ থাকে। আমি একটি ভদ্র লোককে জানিতাম, তিনি গৃহের নিম্নতলে থাকিলে উপরতল হইতে তাঁহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির জ্বরাদি রোগ হওয়ার সংবাদ আসিলেই চিকিৎসক ডাকিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি পাইখানায় দৌড়াইতেন, কখন কখন পাইখানা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও পারিতেন না, অসামাল হইতেন। কখন বা তিনি বমনও করিতেন। আমি তাঁহাকে জেলস্‌ দিতাম, আর বিরেচন হইত না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

ওপিয়াম।—হঠাৎ ভীতিচকিত হওয়ায় উদরাময় জন্মে।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—ভীতিপ্রযুক্ত উদরাময়ে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম।

আর্জেণ্ট নাই—অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ কল্পনার আতিশয্য বশতঃ তাহা ঘটিলে, যে উদরাময় হয় তাহাতে উপকারী। পাল্‌সেটিলা—ভীতিনিবন্ধন উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজাভ পীত এবং ক্লেদযুক্ত অথবা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল।

পূয়মেহ বা গনরিয়া।—রোগের প্রথমবস্থায় জেলসি-মিয়াম উপকারী। একনাইটও রোগের প্রথম প্রদাহিক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু উভয়ের উপযোগিতা বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়। জেল্‌সিমিয়ামে মূত্রনালীর টাটানি এবং মূত্র নালীর মুখের ও মূত্রপথের জ্বালা হয় এবং স্রাব অল্প ও শ্লেষ্মাময় থাকে, পূযে পরিবর্ত্তিত হয় না। একনাইটরোগ অত্যন্ত প্রবলতর। মূত্র তপ্ত, জ্বালাকর ও অত্যল্প এবং ত্যাগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ। মূত্রনালীমুখ স্ফীত ও লোহিতবর্ণ এবং মূত্রপথ শুষ্ক ও শুড়শুড়িযুক্ত। রোগী ন্যূনাধিক উৎকণ্ঠাযুক্ত। এই অবস্থায় ইহা কর্ডি বা লিঙ্গ কাঠিন্যের পক্ষেও উপকারী।

এলপ্যাথিক মতের পিচকারী প্রয়োগে স্রাবের বসিয়া যাওয়া অথবা শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন **উপকোষপ্রদাহ** (Epididymitis) এবং পূয়-মেহসংসৃষ্ট বা গনরিয়াল রসবাতরোগ জন্মিলেও **জেলস্** উপকারী। ডাং হেলমাথ্ উপকোষপ্রদাহরোগে ইহার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

ডাং ডিয়ুয়ি গনরিয়ায় **একনাইটিন** প্রয়োগেও উপকার পাইয়াছেন, কিন্তু তদপেক্ষা তিনি **একনাইটকেই** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। গনরিয়াঘটিত মূত্রপথের প্রদাহে অনেক চিকিৎসক **এট্রোপিনের** বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

শুক্রমেহরোগ বা স্পার্ম্যাটরিয়া।—শুক্রমেহ রোগের অতি শোচনীয় অবস্থায় **জেল্‌সিমিয়াম** প্রদত্ত হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন বশতঃ রোগেই ইহার বিশেষ প্রযোগিতা দৃষ্ট হয়। রোগীর শরীর, বিশেষতঃ তাহার জননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় ও কখন কখন জননেন্দ্রিয়দেশে শীতল ঘর্ম্ম থাকে। ইহার লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, কামবিষয়ক কোনপ্রকার স্বপ্ন না হইয়াই শুক্রস্খলন হয়। রজনীতে সামান্য শ্রম এবং উত্তেজনাতেই অনৈচ্ছিক রেতঃপাত ঘটে! ফলতঃ রোগ প্রায় ধ্বজভঙ্গের প্রকৃতি ধারণ করে।

ডায়স্করিয়া—ইহাতে দুর্ব্বল ভাবে রেতস্খলন হয়, জননেন্দ্রিয়ের অতি নিস্তেজাবস্থা থাকে এবং রজনীতে দুই তিন বার স্বপ্ন হইয়া শুক্র স্খলন নিবন্ধন পর দিবস রোগী শারীরিক, বিশেষতঃ জানুসন্ধির দুর্ব্বলতা বোধ করে। ডাং ক্যারিংটন প্রথমে ১২ ক্রমে ও পরে ৩০ ক্রমে ইহার প্রয়োগ করিতে বলেন।

ডিজিট্যালিস্—ইহাতেও স্বপ্ন না হইয়া রজনীতে নিদ্রাবস্থায় অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ডাং বেয়ার বলেন ইহার ট্রিটুরেষণ অধিকাংশ স্থলে সুফল-প্রদ। ইহা প্রাতঃকালে সেবন বিধেয়। ডাং ডিকিন্‌সন অন্যান্য

সর্ব্বপ্রকার ঔষধাপেক্ষা ইহাকে অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ক্যালাডিয়াম্‌ সিগুইনাম—কামবিষয়ক যথেচ্ছাচারের কুফল সংশোধনে ইহা উপকারী। ইহাতে কোন কামচিন্তা অথবা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ব্যতীত স্বপ্ন দোষ ঘটে।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস্‌—পুরাতন অত্যাচারীর ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া, রজোকৃচ্ছ্র, বাধক বেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া।—**জেল্‌সিমিয়ামের** ঋতুরোধরোগে রোগিণী নিদ্রালু ও উদাসীন থাকে এবং তাহার মস্তকে ও মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল জন্মে।

রজোকৃচ্ছ্র বা বাধক বেদনায় জরায়ু সম্মুখ দিকে বক্র হওয়ায় হস্ত দ্বারা চাপিত করার ন্যায় বেদনা হয়। ললাট দেশের বেদনা ও দৃষ্টিমালিন্য ইহার সঙ্গীরূপে বর্ত্তমান থাকে। মস্তক অত্যন্ত বর্দ্ধিত এবং উৎকট গোলমেলে ভাবযুক্ত বলিয়া বোধ। এই সকল লক্ষণ এবং হিপসন্ধি, পৃষ্ঠ, এমন কি উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রসববেদনাবৎ জরায়ুর বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে উপস্থিত হইতে থাকে। জরায়ুর স্নায়ুশূল ও রক্তাধিক্য নিবন্ধন রজোকৃচ্ছ্ররোগেও **জেল্‌স্‌** উপকারী।

কলফাইলাম—ইহা **জেল্‌স্‌** সহ সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। **জেল্‌সের** পরে প্রযোজ্য।

এক্টিয়া রেসি—জরায়ুর সমবেদনা বশতঃ শিরঃশূল।

প্রসববেদনা বা লেবরপেন্‌স্‌।—প্রসববেদনা অনেক কাল স্থায়ী হইয়াও যে স্থলে প্রসব না হয়, অবস্থানুসারে তাহাতে **জেল্‌সিমিয়াম্‌** বিশেষ উপকারী ঔষধ। জরায়ুপেশীর দুর্ব্বল, শিথিল ভাবই ইহার কারণ, জরায়ু মোটেই সঙ্কুচিত হয় না বলিয়া জরায়ুমুখ খোলে না। যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যন্তরূপে প্রত্যেক প্রসবই

বিলম্বে হয়, জরায়ুর বলকারকরূপে কার্য্য করিয়া **জেল্‌স্‌** তাহাদিগের ভবিষ্যৎ প্রসবের সাহায্যকরণে সক্ষম। ইহার বিলম্বিত প্রসবে বেদনা ঊর্দ্ধে পৃষ্ঠে অথবা বক্ষে যায়, কিন্তু তাহাতে প্রসবের কোন সাহায্য হয় না। ডাং জর্জ রয়াল অযথা স্থলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন, কেননা তাহাতে ইহা প্রসবের বিলম্ব ঘটাইতে, এমন কি অস্ত্র দ্বারা প্রসবের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত করিতে পারে।

জরায়ুর ও তাহার গ্রীবাদির সম্পূর্ণ শিথিলতা ও কোমল থস্ থসে ভাব বর্ত্তমান থাকায় জরায়ুর সঙ্কোচনের সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ কখন কখন প্রসবের বিলম্ব ঘটিলেও ইহা দ্বারা প্রসবের সাহায্য হয়।

উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রসূতির প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্‌টার পেন্‌স্‌বশতঃ নিদ্রা না হইলে ও অস্থিরতা থাকিলে ইহা শান্তি আনয়ন করে।

পায়ুর্পিরাল কন্‌ভাল্‌সন বা সূতিকাক্ষেপ।—সূতিকাক্ষেপের উপক্রম কালে **জেল্‌সিমিয়াম্‌** প্রদত্ত হইলে অবস্থানুসারে আক্ষেপ নিবারণে সক্ষম। প্রসবের কষ্ট ও বিলম্বই ইহার আশু কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। রোগিণীর এল্বুমিনুরিয়া থাকিতে পারে। রোগিণী প্রায়শঃ তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে এবং শরীরের স্থানে স্থানে পেশী আনর্ত্তন বা টুইচিংস্‌ হয়। জরায়ুর মুখ কঠিন অথবা পূর্ব্বকথিতরূপ জরায়ুর সর্ব্বাংশই শিথিল ও নিশ্চেষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ, স্থূল কিন্তু কোমল থাকে। তীক্ষ্ণ কৃর্ত্তনবৎ বেদনা হয় ও তাহা জরায়ুগ্রীবা হইতে ঊর্দ্ধে আমাশয় ভেদ করিয়া পশ্চাৎদিকে যায়। বেদনাকালে মুখমণ্ডলের রক্তিমা জন্মে। ইহাই **জেল্‌স্‌** প্রয়োগের উপযুক্ত অবস্থা।

হামজ্বর বা মিজল্‌স্‌।—হামজ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় একন অপেক্ষা **জেলস্‌** উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহার ব্যবহারও অধিকতর স্থানে হইয়া থাকে।

ইহার জ্বরের তাপই প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ শীত মিশ্রিত থাকে। শিশুর অতি বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত ও নির্লিপ্ত অবস্থা হয়, সে কাহারও সংশ্রব ভাল বাসে না। জলবৎ ও বিদাহী সর্দ্দি স্রাবে নাসিকা এবং উর্দ্ধোষ্ঠ হাজিয়া যায়। বক্ষের টাটানি এবং স্বরভঙ্গ হইয়া কর্কশ, খ্যাক খ্যাক ও ক্রুপশব্দ বিশিষ্ট কাসি হয়। **জেল্‌সের** ঔষধগুণ পরীক্ষায় চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ গাত্রে, হামের ন্যায় একরূপ উদ্ভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এজন্য রোগের অবস্থাবিশেষে উদ্ভেদ বাহির হইলেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে; লোহিত বর্ণ ত্বকের হাম সদৃশ উদ্ভেদে এবং অঙ্গাদির কনকনানিতে ইহার সহিত **ডাল্কামার** কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় ঔষধ মধ্যে ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কেননা **জেল্‌সের** অধিকতর সর্দ্দি এবং **ডাল্কার** অধিকতর কনকনানি পরস্পরকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। উদ্ভেদের অপরিস্ফুট অবস্থায় উভয় ঔষধই উপযোগী। মস্তিষ্কের তলদেশের (Base of the brain) বেদনা, প্রবল জ্বর এবং মৃদু মস্তিষ্ক লক্ষণের বর্ত্তমানতা **জেল্‌সের**, আর্দ্র ও শীতল বায়ু এবং বর্ষণযুক্ত আবহাওয়া অথবা বাতাসের আকস্মিক পরিবর্ত্তন **ডাল্কার** রোগের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ের প্রয়োগস্থলের ভিন্নতা প্রদর্শন করে।

মস্তিষ্কের প্রবলতর লক্ষণ এবং প্রবল জ্বরকালে মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্মের উৎপত্তি গলক্ষতরোগে **বেলাডনার** উপযোগিতার নির্দ্দেশক। জ্বরের উপস্থিতকালে **পাল্‌স্‌** নিষিদ্ধ।

বসন্তজ্বরের প্রথমাবস্থাতেও **একনাইট** অপেক্ষা **জেল্‌সেরই** অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমের প্রবল জ্বরসহ অত্যধিক তৃষ্ণা ও অস্থিরতা অপেক্ষা দ্বিতীয়ের পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যাঙ্গদির কনকনানি, মস্তক বেড়িয়া ফিতা আটার অনুভূতি এবং অবসাদ ও ঔদাস্যই এ রোগের সাধারণ লক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ডাং

কিলার বসন্ত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় **একনাইটের** ব্যবহারে বিফলমনোরথ হইয়া **জেল্‌স্** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেট ফিবার।—আরক্ত জ্বরের প্রথমাবস্থায় **একন** এবং **বেলের** প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন না হইয়া রোগী স্থির, অলস, দুর্ব্বল ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইলে এবং নাড়ী কোমল অথচ অধিকতর দ্রুত থাকিলে **জেল্‌সের** উপযোগী। সাধারণতঃ পুষ্টিহীন শিশুদিগের মধ্যে প্রথম হইতেই রোগের এইরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি দেখা যায় ও এইজন্য তাহাদিগের চিকিৎসাতেই অধিকাংশ সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। ফলতঃ টাইফয়েড প্রভৃতি কোন দূষিত লক্ষণ উৎপন্ন হইলে আর ইহার উপযোগিতা থাকে না।

জ্বররোগ।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **জেল্‌সের** ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া বোধগম্য করিয়াছি যে ইহা একটি মৃদুরক্তাধিক্যোৎপাদক ও প্রভূত স্নায়বিক বলহানিকর বস্তু। ইহার এই উভয়, বিশেষতঃ স্নায়বিক শক্তি-নাশক ক্রিয়া যতই প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হউক না, তাহা কখন উপাদান-বিশ্লেষণ বা টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন করে না। এজন্য এতদ্দ্বারা যে কোন প্রকার জ্বর চিকিৎসা হউক, টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিতির সূচনা মাত্র কার্য্যকারিতার অভাব ঘটে, তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। **জেল্‌সের** লক্ষণে উপরিউক্ত রক্তাধিক্য এবং প্রভূত স্নায়বিক অবসাদাদি বর্ত্তমান থাকায় স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট এবং সন্নিপাতিক বিকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরেরই প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহাদ্বারা কার্য্য না হইলে অচিরাৎ ইহা পরিত্যাজ্য। সবিরাম জ্বরে ইহার প্রয়োগ অতি বিরল।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।— **জেল্‌স্** ম্যালেরিয়া জ্বরের অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইলেও সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া দোষহীন সহজ সবিরাম জ্বরেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অবস্থানুসারে কুইনাইনরুদ্ধ জ্বরেও ইহা ফলপ্রদ। শিশুদিগের ম্যালেরিয়া-ঘটিত সবিরাম জ্বরচিকিৎসাতেই ইহা কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এস্থলে ইহাকে আর্সের প্রতিযোগী ঔষধ বলা যাইতে পারে, কেন না ইহারাই অধিকাংশ শিশুরোগে ব্যবহৃত হয়।

জেল্‌স্‌ সবিরামজ্বর অপরাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে। পদ হইতে পৃষ্ঠ বাহিয়া শীত উর্দ্ধে যাইতে থাকে। শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়, এবং কম্প নিবারণ জন্য শিশু তাহাকে চাপিয়া রাখিতে বলে। শীতাবস্থায় কখন কখন শিশু অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ করে। তাপকালে মুখের রক্তিমা জন্মে। তন্দ্রা, শিরোঘূর্ণন এবং অবসন্নতা ইহার প্রদর্শক। ইহার জ্বর যকৃৎ ও উদরের বিশেষ কোন উপসর্গ উৎপন্ন করে না। তৃষ্ণা থাকে না, থাকিলে তাহা কেবল ঘর্ম্মকালে দৃষ্ট হয়।

জেল্‌সের জ্বরের নিয়মিত কালে আক্রমণ, তৃষ্ণার অভাব, অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা, এবং আর্সের অনির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরাক্রমণ, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা, উভয়কে যথেষ্ট প্রভেদিত করে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বা বিলিয়াস্‌ রেমিটেণ্ট ফিবার।—জেল্‌সিমিয়াম শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার অতিশয় মন্থরতা উৎপন্ন করায় যকৃতের রক্তাধিক্য হয় ও পিত্তস্রাবক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য পিত্তপ্রধান স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। এ জ্বরেও স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে। সম্পূর্ণ পেশীদুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কীয় মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ রোগী অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট, তাহার মুখ ঘোর রক্তিমাবিশিষ্ট, চক্ষু নিমীলিত এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। রজনীতে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতঃকালে হ্রাস। দৃষ্টিমালিন্য, ক্ষুধাহীনতা, মুখের তিক্তাস্বাদ

এবং প্রচুর পরিমাণ পিত্তসংযুক্ত মলত্যাগ ইহার জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড ফিবার।—জেলসিমিয়াম টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃত টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সহজ প্রকৃতির জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহার পূর্ব্বকথিত স্নায়বিক ও মস্তিস্কলক্ষণে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। *সম্পূর্ণ শরীর-টাটায় এবং ঘৃষ্টবৎ অনুভূতিতে রোগী বোধ করে যেন সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী কিঞ্চিন্মাত্রও শরীরচালনা করিতে ভীত হয়। শিরঃশূল, নিদ্রালুতা এবং স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্যই ইহার প্রদর্শক। রোগী অবসন্ন ও নির্লিপ্ত থাকে এবং তাহার মুখাবয়ব দেখিলে বোধ হয় যেন সে বমন করিবে। শীতভাব লগ্ন থাকে ও পূর্ণ এবং কোমল নাড়ীর নির্ব্বাধ স্রোত বহিয়া যায়। ব্যাপ্টিসিয়ার পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় এবং ইহার লক্ষণ অনেকাংশে তাহার তুল্য হইলেও অপেক্ষাকৃত উগ্রতাহীন ও মৃদুতর থাকে।

পীত জ্বর বা ইয়লো ফিবার।—পীতজ্বরেরও প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন রোগী অবসাদগ্রস্ত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন থাকে তখনই জেল্‌স্‌ আমাদিগের সাহায্যকারী। জ্বরের এই প্রথমাবস্থায় যখন রোগ টিস্যুপরিবর্ত্তনাদি কোন গভীরতা প্রাপ্ত না হয়, তদবস্থার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে একন্‌, বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর এবং ইপিকা বিবেচ্য। প্রবল জ্বর, শীতভাব, শুষ্ক ত্বক্‌ এবং লম্ফমান কঠিন নাড়ী একনের, প্রবল জ্বর, কঠিন, লম্ফমান নাড়ী এবং প্রবল মস্তিষ্কীয় বিকার বেলের, স্থিরভাব কিন্তু জেল্‌সের তন্দ্রা ও অবসন্নতাদির অভাব ব্রায়ির, শরীরের শীতলতা ও কলাপ্সের অভিমুখীন গতি ক্যাম্ফরের, এবং বমন ও বিবমিষা ইপিকার—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান প্রক্রিয়া তাহাদিগের প্রয়োগস্থল সুনিশ্চিত করে।

লেক্‌চার ৩৭ (LECTURE XXXVII)।

সিলিসিয়া (Silicea)।

প্রতিনাম।—এসিডাম্ সিলিকাম্। সিলেক্স্।

সাধারণনাম।—ফ্লিন্ট, সিলিকা।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে অবিমিশ্র সিলিকার ট্রিটুরেষন; উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—প্রায়শঃ ৩০ হইতে ২০০ ক্রম, উচ্চ ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ গুলন—মস্তকত্বকের শোণিতার্ব্বুদ বা সিফ্যালহিমাটমা দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ প্যারাইটাল অস্থি আবৃত, অর্ব্বুদ কোমল ও চাপে স্থিতিস্থাপক, ৩০, আরোগ্য; ডাঃ পোপ—রোগীর বয়স ২৫, অনেক দিনের শিরঃশূল, কনকনানি বেদনা ও চক্ষুতে চাপের অনুভূতি, ললাটের নিম্নার্দ্ধ ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঘন ও হরিদ্রাভ নাসিকাস্রাবে ও শয়নে বেদনার উপশম, ৬, আরোগ্য। ডাঃ এলেন্—কোন যুবতীর এক প্রকার স্নায়ুশূলে বোধ হইত যেন তাহার গদির ন্যায় মস্তকে কোন ব্যক্তি আল্‌পিনের অনুসন্ধানে দুইটী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইতেছে, মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্যুৎ-ঝলক হইয়া যেন দৃষ্টি-মালিন্য উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় বোধ হইত; শীতল আবহাওয়ায় অথবা দমকা বাতাসে ইহার বৃদ্ধি ও বস্ত্র জড়িত করিয়া মস্তক উষ্ণ রাখিলে উপশম হইত ৭২০০০(72 m). এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ ষ্টেন্স্—চক্ষুপুটের এক বৎসর স্থায়ী কোষগর্ভঅর্ব্বুদ, ৩০, এক মাত্রায় ১৪ দিনে আরোগ্য। ডাঃ চেম্বার্লেন—আরক্ত জরান্তে দক্ষিণ কর্ণ হইতে অবিশ্রান্ত জলবৎ, ছানা ছানা ভাবের বিদাহী স্রাব নির্গত হইয়া বধিরতা, সর্দ্দি না

উপচয়।—পূর্ণিমাযোগে (কষ্টি); গাত্রচালনায়; রজনীতে; প্রাতঃকালে; মস্তক অনাবৃত করিলে; মুক্ত বায়ুতে; শৈত্যে এবং আর্দ্রতায়; বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে; ওয়াইন মদ্যপানে ও ঋতুস্রাবকালে।

উপশম।—মস্তক আবৃত করিলে; তাপে ও গৃহমধ্যে।

সম্বন্ধ।—সিলিসিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ফ্লুয়রিক এসিড ও হিপার সালফ।

*সিলিসিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সাল্‌ফার।

মার্কারির অপব্যবহারের দোষ নষ্ট করে, কিন্তু শক্তিতে-পরিণত মার্কারির পরে ব্যবহার সুফলপ্রদ নহে।

কার্য্যপূরক।—থুজা এবং স্যানিকিউলার।

সিলিসিয়ার পরে প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, ফ্লুয়রিক এসিড ও হিপার। পাল্‌স্‌ যে রোগের তরুণাবস্থায় প্রযোজ্য, তাহারই পুরাতন অবস্থায় সিলিসিয়া উপযোগী।

তুলনায় ঔষধ।—আর্ণি, বেল, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভেজ,

হইলে বেদনা থাকে না, ৬০০০ আরোগ্য। ডাং গুলন—২০ বৎসরের যুবতীর মুখের এক পার্শ্বের কোষময় ঝিল্লীর দড়কচড়াভাব হইয়াছিল, ৩, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—একটি বালকের তিন দিনের মধ্যে একটি স্ফীতি গ্রীবার সম্মুখের বাম পার্শ্বে জন্মিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্যারটিড গ্রন্থি পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ১০০০০০ (cm) আরোগ্য। ডাং ষ্টেন—একজন প্রস্তরকর্ত্তনব্যবসায়ীর সর্দ্দির ক্রমবিস্তার হওয়ায়, ফুসফুসে কতিপয় গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রচুর গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইত ও রোগীর গাত্রে জল লাগিয়াছিল, প্রথমে ২০, পরে ২০৭, আরোগ্য। ডাং ষ্টো—কটিদেশে আঘাতবৎ ও দপ্‌দপানি বেদনা হইয়া মধ্যে মধ্যে জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্ফীত ও রক্তযুক্ত পূয়স্রাব হইত; মলত্যাগ করিতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠা সরলান্ত্রে ফিরিয়া যাইত, ৫০০০ (5m) আরোগ্য। ডাং বেল্‌—৭০ বৎসরের বৃদ্ধার দক্ষিণ স্তনের স্কিরাস্‌ ক্যান্সারে "স্ফীত গ্রন্থির অতিশয় চুলকণা", এই লক্ষণ অনুসরণে সিলিসিয়া প্রদত্ত হয়। প্রথমে ২০০, পরে ৬০০০, অনেক উপশম।

ক্লুয়রিক এ, গ্র্যাফা, হিপার, হাইপার, কেলি কা, ল্যাকে, লাইক, মার্ক, মিউ এ, নাই এ, নাক্স ভ, ফস্, ফস্ এ, পিক্রি এ, পালস, রাস্, রুটা, সিপি, সালফার ও থুজা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শোণিত ও বায়ুপ্রধান এবং উত্তেজনাপ্রবণ গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

যে সকল ব্যক্তি পুষ্টিকর বস্তু আহার করিয়াও সমীকরণাভাবে পুষ্টিহানি নিবন্ধন কষ্ট পায় (ব্যারা কা, ক্যাল্কে); মানসিক ও শারিরীক অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

বৃহৎ মস্তক ও উদর, ফণ্টানেলি বা মস্তকোপরিস্থ উন্মুক্ত স্থানের অসম্পূর্ণতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম, শীতল মস্তক উষ্ণ রাখিবার জন্য আবৃত করিবার প্রয়োজনীয়তাবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর অস্থিঃরোগাক্রান্ত শিশু, জানুর দুর্ব্বলতা বশতঃ যাহারা বিলম্বে হাটিতে শিখে।

ফেকাসে বর্ণ, সুন্দর এবং শুষ্কত্বক্, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও শিথিল-পেশীবিশিষ্ট দুর্ব্বল ব্যক্তি।

পদের ঘর্ম্মরোধ, মস্তক অথবা পৃষ্ঠে সামান্য দমকা বায়ুসংস্পর্শ এবং ভ্যাক্সিনেষণ (গো-বীজের টিকা) ঘটিত রোগ; প্রস্তরকর্ত্তন-কারিদিগের সম্পূর্ণ শক্তিহানিকর বক্ষরোগ।

জৈবতাপহীনতা এবং অবিশ্রান্ত শীত ভাব; ব্যায়াম কালেও তদ্রূপ থাকে (লিডাম, সিপিয়া)।

শ্রমসাধ্য কার্য্য করায়, এবং সঙ্কীর্ণ স্থানে অবরুদ্ধ থাকায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনার ভাবসহ বলক্ষয়; ক্লান্তি বশতঃ শয়নের প্রবৃত্তি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দমন করিতে পারে।

পূয়সঞ্চারের দমনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ইচ্ছানুসারে ইহা দ্বারা ব্রণশোথ পাকাইতে অথবা তাহাতে অধিক পূয় জন্মাইতে

হ্রাস করিতে পারা যায় (প্রধানতঃ কোমলোপাদান আক্রান্ত হইলে, ক্যালাণ্ডুলা, হিপার)।

শিশুগণ একগুয়ে ও খামখেয়ালি, ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে (এন্টি টা, স্ক্যানি, আয়ডি)।

অস্থির ও চঞ্চল ব্যক্তি, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে। উৎকণ্ঠাযুক্ত, নম্র এবং দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তি। মানসিক শ্রম করা অতি কঠিন; পাঠ করায় ও লেখায় অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মে, রোগী চিন্তা ক। সহ্য করিতে পারে না।

মেরুমজ্জা হইতে উত্থিত শিরোঘূর্ণন গ্রীবাপশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকে যায় ও রোগী সম্মুখে পতনোন্মুখ হয়; ঊর্দ্ধাভিমুখে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন (পালস্—নিম্নদিকে তাকাইলে কাল্মিয়া, স্পাইজি, সোরি)

যৌবন কালের কোন কঠিন পীড়া বশতঃ (সোরি) বমনযুক্ত পুরাতন শিরঃশূল বা সিক্‌হেডেক গ্রীবা হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধাদেশে যাওয়ার বোধ যেন তাহা মেরুদণ্ড হইতে আসিয়া অন্যতর, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে (স্পাইজি, বাম) স্থায়ী হয় এবং দমকা বায়ু সংস্পর্শে ও মস্তক অনাবৃত করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং মস্তক চাপিলে, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিলে (ম্যাগ্নে মিউ, ষ্ট্রন্) ও প্রচুর মূত্রত্যাগ হইলে উপশম।

সকল ঋতুস্রাবেরই পূর্ব্বে ও সময়ে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে (উদরাময়, এমন কা, বোরাক্স্); সরলান্ত্রের ক্রিয়াবসাদ হওয়ায় মলত্যাগের কষ্ট ও সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ যেন অত্যন্ত কোথানি, মল অনেক সময় সরলান্ত্রে থাকে, আংশিক রূপে বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া যায় (থুজা)।

শিশু স্তন্য পান করিলেই প্রসূতির যোনিদ্বার হইতে রক্ত নিঃসারিত হয় (ক্রটন টি তুলনীয়)।

স্তনের বোঁট অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হওয়ায় স্তনাগ্রে গর্ত্ত হইয়া যায় (সার্সা)।

নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ; নিদ্রাবস্থায় গাত্রোত্থান এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং পুনঃ শয়ন (কেলি ব্র)।

অসুস্থত্বক্; সামান্য আঘাতেই পূয় সঞ্চার (গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক)। হস্ত ও পদের নখ কোঁকড়াইয়া ও বিদীর্ণ হইয়া যায় (এণ্টি ক্রু)। পদে শৈত্য সংস্পর্শে সর্দ্দির আক্রমণ (কোনা, কুপ্রা)। হস্তে, পদাঙ্গুলিতে পদে এবং কক্ষদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম ব্যতীতই প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে পদের অসহনীয়, অম্ল ও পচা শবের ন্যায় দুর্গন্ধ।

শরীরে ম্যাগ্নেটিকশক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা ফস্ফরাস সেবনে বিদূরিত।

ইহা শরীরোপাদন হইতে আগন্তুক বস্তু, যথা মাছের কাঁটা, সূচি, অস্থিটুকরা প্রভৃতি. বিদূরিত করাইবার সাহায্য করে।

রোগকারণ।—কামবিষয়ক অমিতাচার ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ইহার প্রধান রোগকারণ; প্রস্তরকর্ত্তনব্যবসায়িদিগের শ্বাসবায়ুসহ ফুসফুসে প্রস্তর গুড়িকা প্রবেশ করায় উদ্দীপনা জন্মে এবং তাহাই এই সকল ব্যক্তির বক্ষরোগের কারণ; মানসিক শ্রম, আমাশয়-বিকার, জৈবরসাপচয়, অভ্যন্তররূপে মদ্য পান, অভ্যাসগত স্রাব এবং ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্প্রবেশ, সত্যসংস্পর্শ এবং আঘাত ইহার সাধারণ রোগের কারণ; হস্তমৈথুন এবং শকটারোহণেও ইহার বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিলিসিয়ার ক্রিয়ায় টিস্যুর পুনরুৎপাদিকা শক্তি অতি প্রগাঢ়রূপে বিচলিত হয়। ইহা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিউপাদান, অস্থি এবং সন্ধিনিচয়ের বিশেষ বিকারোৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ায় পোষণবিকার বশতঃ শরীরের যে সাধারণ রোগজ অবস্থা

উৎপন্ন হয়, তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা এবং রেকাইটিস্ বা অস্থিবৈকারিক ধাতুদোষের তুল্য। **সিলিসিয়ার** ক্রিয়া উপরিউক্ত দুই রোগের, ন্যায় ধীর, গভীর ও বহুকাল স্থায়ী। কোমলোপাদান, অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি অথবা অস্থিতে পূয়োৎপাদনে ইহার প্রচুর ক্ষমতা। সিলিসিয়ার গৌণ রোগোৎপাদক ক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলের বৈকারিক পরিবর্ত্তন নিবন্ধন দুর্ব্বলতামিশ্রিত উত্তেজনার সূত্রপাত হয়, এবং মেরুমজ্জার উদ্দীপনা ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং পরে অবসাদ ও পক্ষাঘাতে পর্য্যবসিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সোরিক ঔষধের মধ্যে **সিলিসিয়া** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। ইহার কার্য্য অতীব গভীর, ব্যাপক এবং ধীর। পুনরুৎপাদিকাশক্তিমূলে আঘাত করিয়া ইহা মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার বিকারগ্রস্ত পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৈকারিক ক্রিয়াফলে মনুষ্যশরীরের রসাদি পুষ্টিকর বস্তুর রোগজ পরিবর্ত্তন বশতঃ স্বাস্থ্যের যে অপকৃষ্টতা সংঘটিত হয় তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা এবং রেকাইটীস্ বা অস্থিবিকার বলিয়া খ্যাত। শৈশবের প্রথমাবস্থাতেই উপরিউক্ত রুগ্নাবস্থা শিশুর গঠনাদিতে অতীব নিগূঢ় পরিবর্ত্তন সাধিত করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না থাকিলেও পরিপাকবিকার ও সমীকরণাভাবে (Want of assimilation) শিশু শীর্ণ হইতে থাকে। সর্ব্বশরীরের পুষ্টির পরিবর্ত্তে তাহার মস্তক ও উদর যেন অধিকতর পুষ্ট ও বৃহত্তর হয়। ফলতঃ মস্তকাস্থির পুষ্টিহীনতা বশতঃ যথাকালে অস্থিপরম্পরার দৃঢ় সংযোগ হয় না, বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র বা এন্টিরিয়র ফন্টানেলি অসম্পূর্ণ থাকে। মস্তকাস্থিপরম্পরার শিথিলতর সংযোগ থাকায় মস্তিষ্কের চাপে মস্তক বৃহত্তর হয়; উদরস্থ লসীকাগ্রন্থি বা মিসেন্টারিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি নিবন্ধন ও যন্ত্রাদির চাপে স্বভাবতঃ শিথিল উদর বৃহত্তর হইয়া পড়ে।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃৎবর্ণ অথবা পীতাভ থাকে এবং শিথিল পেশী ও ত্বক্ লোল হওয়ায় শিশু অকালবার্দ্ধক্যের অবয়ব প্রাপ্ত হয়। গণ্ডমালার অন্যান্য লক্ষণ স্বরূপ মস্তকে অম্লগন্ধ কখন বা পদে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং পুষ্টি-হীন কোমল অস্থির বক্রতাদি জন্মে ও অঙ্গাদির গঠনবিকার উপস্থিত হয়। **ক্যাল্কেরিয়া** শিশুর সহিত অনেক বিষয়ে ইহার মূলতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও শরীরাবয়বে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। **ক্যাল্কেরিয়া** শিশু অলীক স্বাস্থ্যের এবং **সিলিস্যা** রোগজীর্ণ শিশুর অকালবৃদ্ধত্বের পরিচয় দেয়।

সিলিসিয়া শরীরোপাদাননির্ব্বিশেষে গভীরতম পোষণবিকার এবং রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিলেও তন্তুবিধান বা ফাইব্রাস্ টিসু ও কোষময় ঝিল্লী বা সেলুলার টিসুই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় উপরিউক্ত টিসুর মৃদু প্রদাহ, স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মে এবং অবশেষে তাহাতে পূয়সঞ্চার হইয়া ধ্বংস সংঘটন হয়। শরীরের সম্পূর্ণ তন্তুবিধানেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ হইলেও বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি পায়। জানুসন্ধির বন্ধনী প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি আক্রমণ করিলে ইহা তাহাদিগের স্ফীতি উপস্থিত করে এবং অবশেষে তাহাতে বিবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ ক্লেদবৎ পূয়সঞ্চার এবং একাধিক নালীক্ষত হওয়ায় সন্ধি কদাকার, অকর্ম্মণ্য ও সাংঘাতিক ভাব ধারণ করে। এইরূপে পুরাতন ক্ষতাঙ্কের, ত্বকের, এবং ফুসফুসের গুটিকা বা টুবার্কল সংসৃষ্ট তন্তু ও কোষময় উপাদানের উদ্দীপনা, স্ফীতি ও পূয়সঞ্চার করিয়া ইহাতাহাদিগের বিগলিত অবস্থা উৎপন্ন এবং ফুসফু-সের ধ্বংস সাধন করে; লসীকাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বিবৃদ্ধ হইয়া পাকিয়া উঠে। ফলতঃ বিকৃত ও ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ পূযোৎপাদন ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীপথের মৃদু প্রদাহ জন্মিলে পূয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। কোষময় উপাদানে ইহার প্রাদাহিক

ক্রিয়া থাকায় স্ফোটক, পূয়শোথ এবং নানাবিধ ক্ষতের দুর্গন্ধ ক্লেদময় পুয়সঞ্চার হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মল, মূত্র, পূয় প্রভৃতি যাবতীয় স্রাবেরই বিকার এবং দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে। গৌণ ভাবে ইহা স্নায়ুমণ্ডলের রোগজ পরিবর্ত্তন ঘটাইলে তাহার দুর্ব্বলতা মূলক উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়াদির এবং অনুভূতিদ ও গতিদ স্নায়ুর অসহিষ্ণুতা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয়চৈতন্য এবং গতিক্রিয়া প্রভৃতি ও অন্যান্য শরীর-যন্ত্রের এবং উপাদানের উপাদানগত ও ক্রিয়াগত যে সকল বৈকারিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটায় রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে; অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় সামান্য শব্দেই রোগী চমকিয়া উঠে ও উৎকণ্ঠান্বিত হয়। রোগী হতাশ, বিমর্ষ এবং জীবনে ক্লান্ত বোধ করে ও অশ্রুপূর্ণ থাকে। উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। সহজেই রক্ত গরম হইয়া প্রচণ্ড চীৎকার করে। সামান্য বিষয়েই অনুতাপ উপস্থিত হয়। জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে। ঔদাস্য জন্মে।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিবিকার বশতঃ শিরোঘূর্ণন পৃষ্ঠ হইতে গ্রীবা বাহিয়া মস্তকে যাওয়ায় বিবমিষা ও সম্মুখে পতনের উপক্রম, মস্তকচালনায়, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে, চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রমে, যানারোহণে এবং অত্যাধক চা পানে তাহার বৃদ্ধি। মস্তক নত করিয়া কার্য্য করিলে দিবসের যে কোন সময়ে এই শিরোঘূর্ণন হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্ষণিক অন্ধত্ব জন্মে। পাঠকালে অক্ষর সকল পরস্পর মিলিত ও ফেকাসে হইয়া যায়; দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্যুৎবৎ আলোকপ্রভা উপস্থিত হইয়া কোন বস্তু

দ্বারা দৃষ্টিরোধের অনুভূতি জন্মে। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে কলঙ্কচিহ্নের বর্ত্তমানতায় ঘোরদৃষ্টি উপস্থিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঘণ্টাধ্বনি অথবা উচ্চ শব্দ, ছিন্ন পটহবিশিষ্ট কর্ণে হুস্ হুস্ শব্দ, শ্রবণ রোধ হইয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চ ধ্বনি, পূর্ণিমা যোগে, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর শ্রবণে কষ্ট ও ঘ্রাণশক্তির লোপ, প্রাতঃ-কালে শোণিতাস্বাদ, অনেক সময় পচা অণ্ডের এবং স্থল বিশেষে সাবানের ফেনার ন্যায় স্বাদ অথবা গলমধ্যে ঘন শ্লেষা জমিয়া তিক্তাস্বাদ, আস্বাদ এবং ক্ষুধার অভাব ঘটে।

নিদ্রাবিকারে আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত নিদ্রালুতা। হাই উঠে। সমস্ত দিবাসই নিদ্রালুতা। শান্তিহীন নিদ্রা, ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠায় সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে। রজনী দুইটার পর নিদ্রালু অবস্থায় মস্তিষ্কে বেগের সহিত বহু চিন্তার সমাগম। যৌবন কালের ভূতপূর্ব্ব ঘটনার ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলতা এবং প্রেমবিষয়ক স্বপ্নে শুক্রস্খলন।

অনুভূতিদস্নায়ুর বিকার বশতঃ স্ত্রীরোগীর অনুভূতি যেন সে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, এবং শরীরের বামার্দ্ধ যেন তাহার নহে। রোগী স্নায়বিক উত্তেজনা এবং ম্যাগ্নেটিজম্ প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। সঞ্চরণশীল বেদনা; অকস্মাৎ বেদনা হইয়া ত্বরিৎ শরীর বাহিয়া যায়। শরীরের নানাস্থানে সূচিবেধসহ চন্‌চনি।

গতিদ স্নায়ুরোগে রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে এবং সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে। সম্পূর্ণ অঙ্গের, বিশেষতঃ হস্তের কম্প, কখন কখন স্ত্রীরোগী চা'র বাটি তুলিতে অশক্ত। গুল্মবায়ু লক্ষণ, পক্ষাঘাত এবং অদম্য স্নায়ুশূল। রজনীতে অথবা পূর্ণিমাযোগে প্রথমে শরীরের বামপার্শ্ব শীতল এবং বামহস্তের কম্প ও মোচড়ানি পরে মৃগীবৎ তড়কার আক্ষেপ উদরের সোলারস্নায়ুজাল হইতে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হইতে থাকে।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করায় শয়ন করিবার আবশ্যকতা। কশেরুকামজ্জার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষয়।

মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মুখের রক্তিমা ও জ্বালা। মস্তক ঋজু রাখা যায় না। মস্তকের তাপ। মস্তকের চাপ ও বিদারণবৎ বেদনায় বোধ যেন চক্ষু এবং মস্তিষ্ক বেগে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শিরঃশূল গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধাদেশে যায়। প্রচণ্ড শিরঃশূলে চিন্তাশক্তি ও সংজ্ঞার লোপ। রজনীতে শিরংশূল হইয়া মানসিক বিশৃঙ্খলা। বেগে পদ নিক্ষেপ করিলে এবং হুচট খাইলে মস্তিষ্কে গর্জ্জন ও মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি। প্রাতঃকালে বিবমিষা ও শীতের অনুভূতি। চাপবৎ ভয়াবহ শিরঃশূল। অনেক সময়েই মস্তকের একতর পার্শ্বে প্রচণ্ড, ছিন্নবৎ শিরঃশূল মস্তক পশ্চাতের উচ্চস্থানে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে এবং সম্মুখে বিস্তৃত। শিরঃশূলে চক্ষুর ঊর্দ্ধে ঘৃষ্টবৎ বেদনা হওয়ায় রোগী কচিৎ চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে। ঝাঁকির ন্যায় শিরঃশূল মস্তিষ্কের গভীর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দপদপানি এবং শীত-ভাবসহ মূর্দ্ধার ছিন্নবৎ বেদনায় বিদীর্ণ হওয়ায় ন্যায় অনুভূতি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া বিস্তৃত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে এবং শয্যায় ছটফট করিতে বাধ্য, মস্তক কসিয়া বাঁধিলে উপশম। ললাটে ও ললাটপার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। চক্ষুতে ভারি বস্তুর চাপ বোধ। ললাটমধ্যদেশের ঝাঁকি সহ বেদনা হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে, নত হইলে ও কথা কহিলে পুনরাবৃত্ত। মস্তকপশ্চাতে চাপবৎ বেদনা। মানসিক শ্রমে, মস্তক চালনায়, গোলমেলে শব্দে, শব্দকম্পে, আলোকে, মস্তক নত করিলে ও শীতল বায়ুসংস্পর্শে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং মস্তক কসিয়া বাঁধিলে, বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে, উষ্ণ বস্ত্রের চাপ দিলে এবং উষ্ণ গৃহে থাকিলে তাহার উপশম। রজনীতে মস্তক প্রচুররূপে ঘর্ম্মসিক্ত হওয়ায় আবৃত রাখার ইচ্ছা।

মস্তকত্বক্ অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, টুপিও অসহ্য। মস্তকপশ্চাতে আর্দ্র, শুষ্ক অথবা দুর্গন্ধ উদ্ভেদে মামড়ি জন্মে, তাহা জ্বালা করে, চুলকায় এবং তাহা হইতে পুঁজ পড়ে। মস্তকত্বকের কণ্ডু চুলকাইলে বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায়। মস্তকত্বক এবং গ্রীবাপশ্চাতের পূয়গুটিকা বস্ত্র জড়াইয়া গরম রাখিলে উপশম।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের যন্ত্রণাব্যঞ্জক দৃশ্য। মুখের ত্বক্ বিদারণযুক্ত। মুখের দড়কচড়া ভাব। ললাটে বয়োব্রণ। চুয়ালসন্ধিতে আক্ষেপের অনুভূতি।

চক্ষুপ্রদাহে চক্ষুর লোহিতবর্ণ, চনচনি, জ্বালা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব। রজনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। প্রাতঃকালে বালুকাপূর্ণ থাকার ন্যায় বেদনাযুক্ত শুষ্কতা। চক্ষুদ্বয় পরস্পরের দিকে চাপিত করিলে তীরবেধবৎ ছিন্নকরার অনুভূতি। চক্ষুর দুর্ব্বলতা। চক্ষুর তাপ ও আনর্ত্তন। দক্ষিণ চক্ষুর অশ্রুস্থালীর (Lachrymal Sac) স্ফীতি এবং সন্নিহিত ত্বকের প্রদাহ। চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার ক্ষত, কলঙ্ক এবং অস্বচ্ছতা।

বহিষ্কর্ণের স্ফীতি ও কর্ণরন্ধ্র হইতে পাতলা স্রাব হওয়ায় কর্ণে হুস হুস শব্দ। আকৃষ্টবৎ ও সূচিবেধের ন্যায় কর্ণশূল। গিলিবার সময় প্রায়ই কর্ণরন্ধ্র চুলকায়। কর্ণ উচ্চশব্দে অসহিষ্ণু।

শ্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি অথবা নিষ্ফল হাঁচির চেষ্টা। নাসিকা হইতে উগ্র ও বিদাহী স্রাব। সর্দ্দি ব্যতীতই নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকার সম্পূর্ণ অবরোধ। পর্য্যায়ক্রমিক স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দ্দি। নাসারন্ধ্র বিভাজক উপাস্থির অধঃঅংশে বেদনা এবং টাটানিযুক্ত স্থানাদি স্পর্শে খোঁচার অনুভূতি। নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক, বেদনাযুক্ত, ছালওঠা এবং মামড়ি আবৃত। নাসিকামূল ও দক্ষিণ গণ্ডাস্থিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। নাসিকার রক্তস্রাব।

সন্ধ্যাকালে নাসিকাসন্নিহিত স্থানে সুখবোধক চুলকনা। আঘাত লাগার ন্যায় নাসিকাস্থির টাটানি।

স্বরযন্ত্রের কর্কশভাব এবং স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকালে গলাভাঙ্গার বৃদ্ধি।

হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে অথবা বেগে চলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে রোগী হাঁপাইতে থাকে। কাসিলে, দৌড়াইলে অথবা তাহার পরে নত হইলে এবং চীৎভাবে শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে। বক্ষের কষ্টে রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে অক্ষম।

বক্ষের টাটানি ও শুড়শুড়ি নিবন্ধন গলার ঔত্তেজনায় শুষ্ক, খ্যাক খ্যাকে ও গলাভাঙ্গা কাসি। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে, রজনীতে এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কাসি।

ঘন, হরিদ্রাভ এবং থানা থানা, পূয়াকার, আঠা শ্লেষ্মাময়, সবুজাভ, প্রচুর নিষ্ঠীবণ।

উপবেশনাবস্থায় হৃৎকম্প এবং সম্পূর্ণ শরীরে দপদপানি। প্রত্যেক শরীর চালনাতেই প্রবল হৃৎকম্প।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত; অনেক সময় অনিয়মিত, কখন ধীরগতি।

গলক্ষত গলাধকরণকালে, বিশেষতঃ গলার বামপার্শ্বে, বোধ যেন কোন পিণ্ডের অথবা হাজাস্থানের উপর দিয়া বস্তু যাইতেছে। উপজিহ্বার স্ফীতি। গলাধঃকরণে গলায় খোঁচা লাগে ও সংস্পর্শ নিবন্ধন গলা বেদনা। গলাধঃকরণে গলায় চাপবৎ বেদনা অথবা কাঁটা বেঁধার অনুভূতি। গলদেশের পক্ষাঘাত বশতঃ খাদ্য বস্তু নাসিকারন্ধ্র-পথদ্বারা নিক্ষিপ্ত।

স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অস্বাভাবিক ক্ষুধা। ক্ষুধার অভাব; তৃষ্ণার বৃদ্ধি। রোগী রন্ধন করা গরম বস্তু ভালবাসে না

কেবল শীতল বস্তু চাহে, মাংসে বিতৃষ্ণা জন্মে। সামান্য ওয়াইন মদ্য পানেও রক্ত গরম ও তৃষ্ণা।

আমাশয় বিকার বশতঃ আহারান্তে গলার জ্বালা, অম্লোদ্গার। জল বিস্বাদ, পানান্তে বমন। ভাল ক্ষুধা ও বস্তুর স্বাভাবিক আস্বাদ থাকিলেও বিবমিষা। আহারান্তে আমাশয়ের চাপ ও গুরুত্ব। আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালা, আমাশয়োর্দ্ধের অধঃদেশে চাপ দিলে বেদনা। আমাশয়োর্দ্ধের অধঃদেশে নিষ্পীড়ন ও খামচানিবৎ অনুভূতি, বিশেষতঃ আহারান্তে তাহার বৃদ্ধি।

শরীরচালনায়, ভ্রমণে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে যকৃতের আঘাতবৎ টাটানির বৃদ্ধি। স্পর্শে এবং ভ্রমণে যকৃতপ্রদেশের দপদপানি ও ক্ষতকর বেদনার বৃদ্ধি। যকৃতের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি।

উদর স্ফীত, কঠিন এবং টান টান। উদরে বায়ু সঞ্চারবৎ গড় গড় ডাক। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায় উদরে কর্ত্তনবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা। প্রদাহ বশতঃ কুঁচকির গ্রন্থি মটরের ন্যায় বর্দ্ধিত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

সরলান্ত্রে কর্ত্তন ও হুলবেধনবৎ বেদনা। মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে জ্বালা অথবা হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা। মলদ্বার রসসিক্ত, বিশেষতঃ শুষ্ক ও কঠিন মলত্যাগের পর মলদ্বারের জ্বালা। মলত্যাগ কালে মলদ্বারের সঙ্কোচন। অবিশ্রান্ত কিন্তু নিষ্ফল মলবেগ। বিষ্ঠা অনেক সময় পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে থাকে। কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠা সাদাটে, অত্যল্প অথবা কঠিন পিণ্ডাকার; যেন সরলান্ত্রের ক্রিয়া না থাকায় মল ত্যাগ করা কঠিন; বিষ্ঠা আংশিকরূপে বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া যায়। মলত্যাগ কালে বেদনাযুক্ত অর্শের বহির্নিঃসরণ। উদরাময়ের বিষ্ঠা ভয়াবহ দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও লেইর ন্যায় নরম।

মূত্রযন্ত্র রোগে মূত্রস্থালীগ্রীবার উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাকর

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস; সঙ্গমশক্তির দৌর্ব্বল্য কিন্তু কামেচ্ছার বৃদ্ধি; অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বারম্বার বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের ঈষৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিষ্পীড়িতবৎ বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনাযুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট; অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের ঘর্ম্ম।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বারম্বার শীতের আক্রমণ। আর্ত্তবাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি নিস্তেজ, কখন অতি শীঘ্রাগত ও অত্যল্প, কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর; কখন অনিয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রঘ্রাণবিশিষ্ট। পদের ঘর্ম্ম রোধ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর ব্যবধানকালে রক্তস্রাব। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও তীব্র, ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ প্রদর। যোনিতে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা; স্ত্রী-অঙ্গস্পর্শে বেদনাযুক্ত। বহিস্থজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীত এবং কড়কচড়া ভাব। শিরঃশূল ও গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা এবং অঙ্গাদির পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পারে না। শরীর উষ্ণ হইলে এবং [illegible] ভ্রমণ করিলে পৃষ্ঠের জ্বালা। কটি ও ত্রিকাস্থিদেশে [illegible]র অনুভূতি, জ্বালা এবং দপদপানি। উভয় সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাস্থির [illegible]দেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে কটির কাঠিন্য ও বেদনা। কটি এবং

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেকক্ষণ শকটারোহণের ন্যায় মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং হুলবেধবৎ অনুভূতি ; তাহা চাপিলে বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের উৰ্দ্ধে মামড়িবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুৰ্ব্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প। গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে (ball of the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে ঝিন্ ঝিনি। বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রমেই হস্তের খল্লীবৎ বেদনা ও খঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ম্ম। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে। হস্তের নখ কৰ্কশ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক পেশীর কণ্ডরা সঙ্কোচন ; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়তা নিবন্ধন বোধ যেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্লান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও হুল বেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা। হিপসন্ধিতে পূয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট-বৎ বেদনা। জানুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জানুর ছিন্নবৎ অনুভূতি চালনায় অন্তর্দ্ধান করে। জঙ্ঘাপশ্চাতের পেশীর খল্লীবৎ আতত ভাব ও সঙ্কোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিমা। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের ঘর্ম্ম ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদ-তলের খল্লী গুল্‌ফের চুলকানিযুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা। পদাঙ্গুলিতে চুলকনামুক্ত ও পূয়জনক মামড়ি। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনখের কাণি দাবিয়া দুর্গন্ধ স্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns) সূচিবেধবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস; সঙ্গমশক্তির দৌর্ব্বল্য কিন্তু কামেচ্ছার বৃদ্ধি; অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বারম্বার বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের ঈষৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিষ্পীড়িতবৎ বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনাযুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট; অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের ঘর্ম্ম।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বারম্বার শীতের আক্রমণ। আর্ত্তবাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি নিস্তেজ, কখন অতি শীঘ্রাগত ও অত্যল্প; কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর; কখন অনিয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রঘ্রাণবিশিষ্ট। পদের ঘর্ম্ম রোধ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর ব্যাবধানকালে রক্তস্রাব। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও তীব্র, ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ প্রদর। যোনিতে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা; স্ত্রী-অঙ্গস্পর্শে বেদনাযুক্ত। বহিস্থজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি এবং কড়কচড়া ভাব। শিরঃশূল ও গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা এবং অঙ্গাদির পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পারে না। শরীর উষ্ণ হইলে এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে পৃষ্ঠের জ্বালা। কটি ও ত্রিকাস্থিদেশে কনকনানি, তীব্র বেঁধার অনুভূতি, জ্বালা এবং দপদপানি। উভয় স্কন্ধসন্ধির ব্যবধান স্থানে সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও তাহার অধঃদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে অথবা প্রাতঃকালে শয্যোত্থিত হইতে কটির কাঠিন্য ও বেদনা। কটি এবং

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেকক্ষণ শকটারোহণের ন্যায় মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং হুলবেধবৎ অনুভূতি; তাহা চাপিলে বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের ঊর্দ্ধে মামড়িবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প। গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে (ball of the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে ঝিন্ ঝিনি। বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রমেই হস্তের খল্লীবৎ বেদনা ও খঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ম্ম। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে। হস্তের নখ কর্কশ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক-পেশীর কণ্ডরা সঙ্কোচন; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়তা নিবন্ধন বোধ যেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্লান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও হুল বেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা। হিপসন্ধিতে পূয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জানুর ছিন্নবৎ অনুভূতি চালনায় অন্তর্দ্ধান করে। জঙ্ঘাপশ্চাতের পেশীর খল্লীবৎ আতত ভাব ও সঙ্কোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিমা। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের ঘর্ম্ম ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদতলের খল্লী গুল্‌ফের চুলকানিযুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা। পদাঙ্গুলিতে চুলকনাযুক্ত ও পূয়জনক মামড়ি। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনখের কাণি দাবিয়া দুর্গন্ধ স্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns) সূচিবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী কচিৎ ভ্রমণ করিতে পারে। সহজেই অঙ্গানির ঝিন্ ঝিনি ধরে। জঙ্ঘা এবং পদ বরফবৎ শীতল অঙ্গের টাটানি ও খঞ্জভাব। দিবা রজনী অঙ্গের আনর্ত্তন।

নখ সমল ও পীতবর্ণ, বক্রতা নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য ও ভঙ্গুর।

পামা অথবা রসবিম্বিকার উদ্ভেদ। সামান্য ক্ষতও কষ্টে আরোগ্য হয়। প্রচুর পূয় জন্মে। ললাটে, মস্তকপশ্চাতে, ষ্টার্ণাম্‌অস্থিতে, এবং মেরুদণ্ডে বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকার উদ্ভেদ জন্মিয়া অবশেষে পূয়স্রাবী ক্ষতে পরিণত হয়। বিস্ফোটকজননপ্রবণতাবিশিষ্ট ত্বকের নানা স্থানের স্ফোটকস্পর্শে হুলবেঁধাবৎ বেদনা। ক্ষতাদিতে হুল বেঁধার ন্যায়, খোচার ন্যায় এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং মাংসস্ফাতি নিবন্ধন কলৃতানির নিঃস্রব। ত্বকের নানা স্থানের চুলকনার রজরাতে বৃদ্ধি, এবং খোঁচার ন্যায় বেদনা। বেদনাহীন ও স্ফাত গ্রন্থি কখন কখন পাকে। নালীক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব এবং তাহার মুখের চতুর্দ্দিক স্ফাত ও নীললোহিত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সিলিসিয়ার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণের তাদৃশ প্রচুর্য্য না থাকিলেও মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিলে ইহার সাধারণ প্রকৃতি এবং ক্রিয়া ও লক্ষণের এরূপ বিশেষ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় যে রোগ বিশেষে ঔষধ নির্ব্বাচন পক্ষে তদ্দ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাই। ঔষধের সাধারণ প্রকৃতি এবং লক্ষণবিশেষের বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা ইহা যে যে রোগে প্রযোজিত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মস্তক এবং উদরের বৃহদায়তন, অপর শরীরাংশের শীর্ণতা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা এবং মস্তকের প্রচুর অম্ল ঘর্ম্ম।—গণ্ডমালারোগ, অজীর্ণ ও পোষণরসের সম্যক সমীকরণাভবই উপাদানাদির বিশেষপ্রকৃতির বৈকারিক পুনরুৎপাদন, জনন ও গঠনের কারণ। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত শিশুজীবনের প্রথম হইতেই উপরিউক্ত

গঠনবিকারাদির স্থত্রপাত হওয়ায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নানাপ্রকার রোগের আকর হয়। এজন্য শৈশবাবস্থাতেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতুদোষ সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। অধিক বয়সে সম্যক্ পরিস্ফুট গণ্ডমালা ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগারোগ্য এবং ধাতুসংশোধন অধিকাংশ স্থলে একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। শিশু-কালের গণ্ডমালাসংসৃষ্ট রোগ চিকিৎসার ঔষধ মধ্যে **সিলিসিয়া** ও **ক্যাল্কেরিয়া** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। গণ্ডমালীয় শিশুর এই সময়ের শারীরিক যে বিশেষপ্রকৃতি লক্ষিত হয় তাহা ঔষধ নির্ব্বা-চনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যকারী। ইতিপূর্ব্বে আমরা **ক্যাল্কেরিয়ার** গণ্ডমালাধাতুর শিশুর গঠনাদির যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে **সিলিসিয়া**সহ **ক্যাল্কেরিয়ার** প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা যাইতেছে। মস্তক এবং উদরের আয়তনের অসামঞ্জস্যীভূত বৃদ্ধি, মস্তকের ঘর্ম্ম এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা উভয় ঔষধেই বর্ত্তমান। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্কে-রিয়া** রোগীর উপরিউক্ত লক্ষণ সহ অপরিপক্ক ও ক্ষণভঙ্গুর উপাদান কর্ত্তৃক অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মিথ্যা পুষ্টিলাভে শিশু স্থূলতা লাভ করে; সিলিসিয়া-শিশু পুষ্টিহানি বশতঃ শীর্ণকায়, লোলচর্ম্ম ও অকালবৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্যাল্কেরিয়ার শিরোঘর্ম্ম রজনীতে, নিদ্রাকালে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দিকে অধিকতর; সিলিসিয়ার অল্প ঘর্ম্ম মস্তকের সর্ব্বস্থানব্যাপী। ইহা ললাটের শীতলতা উৎপাদন করিলেও আবরণে তাপের অনুভূতি জন্মে। সাধারণতঃ ক্যাল্কেরিয়া উদরাময়প্রধান, সিলি-সিয়া কোষ্ঠবদ্ধ প্রধান ঔষধ। ইহাতে উদরাময় থাকিলে বিষ্ঠা পরিবর্ত্তনশীল, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ মল সংযুক্ত। উভয় ঔষধের শিশুরই

মানসিক অবস্থার ও শরীর গঠনের তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বয়সবৃদ্ধির সহিত শিশুসুলভ প্রকৃতির আভাস থাকিয়া যায়। **সিলিসয়াশিশু** এক গুঁয়ে এবং উগ্রস্বভাব, **ক্যাল্কেরিয়া শিশুর** মানসিক বৃত্তি দুর্ব্বল ও অবসাদিত।

জৈবতাপাল্পতা ও মস্তক আবৃত রাখা।—**সিলিসিয়া-রোগী** বড়ই শারীরিক তাপের অভাব বোধ করে, তাহার গাত্রে যেন শীত লাগিয়াই থাকে, কোন প্রকার শৈত্যই সে সহ্য করিতে পারে না এবং স্পর্শেও গাত্র শীতল বোধ হয়। **বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিলে শরীরের তাপরক্ষা হওয়ায় অল্পেই মস্তক উষ্ণ হইয়া উঠে এবং রোগী শীতেরও উপশম বোধ করে।** স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই উপরিউক্ত তাপহীনতার কারণ। গাত্রে, বিশেষতঃ মস্তকে শৈত্যের অনুভূতি এবং তাপরক্ষা প্রযুক্ত **মস্তক আবৃত রাখার প্রবৃত্তি অথবা তদ্রূপ রাখা সিলিসিয়াধাতুর** এবং তাহার বিশেষ বিশেষ রোগের প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। **হিপারসালফার** রোগীও অত্যন্ত শীতক্লিষ্ট, সর্ব্বগাত্র বস্ত্রাবৃত রাখে; নিকটস্থগৃহের বাতায়নও উন্মুক্ত রাখা সহ্য করিতে পারে না। **পাল্‌স্ রোগীও** বড় শীতভীত, জ্বরতাপ, বেদনা প্রভৃতি ইহার অনেক লক্ষণই শীতযুক্ত, রোগী বস্ত্রাবৃত হইয়া মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণ করিলে শীতের উপশম হয়। ফলতঃ **পাল্‌স্‌সহ সিলিকের** অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। যে রোগের তরুণাবস্থায় **পাল্‌স্** তাহার পুরাতনাবস্থায় **সিলিক** উপযোগী। **ম্যাগ্নে মিউ** শিরঃশূলের উপশমার্থ মস্তক আবৃত করে।

পদের দুর্গন্ধ ও শীতল ঘর্ম্ম এবং তাহা বসিয়া যাওয়া।—পদে দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতায় **সিলিসিয়াধাতু প্রদর্শিত হয়।** এই ঘর্ম্ম নির্ব্বাধরূপে বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর স্পষ্টতঃ কোন রোগ থাকে

না। কিন্তু পদে শৈত্যসংস্পর্শাদি ঘটিলেই অতি সহজে ঐ ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ায়, **সাল্‌ফার** প্রভৃতি সোরিক ঔষধের স্বগুচ্ছেদ বসিয়া যাইয়া যেরূপ কঠিন কঠিন রোগ হয়, তদ্রূপ ইহার রোগীরও আক্ষেপ, মেরুদণ্ড রোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ জন্মে। অতএব অনেক রোগে অভ্যস্ত পদঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া **সিলিস্থার** প্রদর্শক। **গ্র্যাফাইটিস্, স্যানি, সোরি** প্রভৃতি অনেক ঔষধের পদঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা এবং তাহার হঠাৎ লোপে রোগের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এই সকল ঔষধের **সিলিস্কা** হইতে অধিকাংশ বিষয়েই প্রভেদ থাকায় কোন প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। **ব্যারাইটা কার্ব্ব** মস্তকের আপেক্ষিক বৃহদায়তন প্রভৃতি নানা বিষয়ে **সিলিসিয়ার** সমান হইলেও **সিলিতে** পদ ও মস্তক উভয় শরীরাংশের ঘর্ম্ম, **ব্যারাইটাতে** কেবল পদের ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠার আংশিক বহিরাগমনের পর পুনঃ সরলান্ত্রে প্রবেশ।—গণ্ডমালাশিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয় কুন্থনের পর কঠিন বিষ্ঠা মলদ্বার বহির্দ্দেশে কথঞ্চিৎ নির্গত হওয়ার পর হঠাৎ সরলান্ত্রে প্রবেশ উপরিউক্ত শিশু এবং বয়স্থদিগেরও চিকিৎসায় **সিলিসিয়ার** প্রয়োগিতার নিশ্চিত প্রদর্শক। **থুজার** কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ঠাপিণ্ড এবং **স্যানিকুলার** অতি কঠিন ও বৃহদাকার বিষ্ঠা (যাহা অঙ্গুলি প্রভৃতির অস্বাভাবিক সাহায্য ব্যতীত নির্গত হয় না) আংশিকরূপে বাহির হইয়া সরলান্ত্রে ফিরিয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে **সিলিসিয়াসহ** ইহাদিগের কোন সাদৃশ্য নাই।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—স্নায়বিক শিরঃশূলে **সিলিসিয়া** উপকারী। ইহার রোগ তাদৃশ সাধারণ নহে। অতিরিক্ত

মানসিক শ্রম ইহার কারণ। শিরঃশূলের রোগী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মস্তক জড়িত করিয়া রাখিলে **সিলিসিয়া** আমাদের স্মরণ পথে আইসে। কিন্তু বস্ত্রের চাপ ইহার যন্ত্রণার উপশম করিতে পারে না, ঐ প্রকারে মস্তকের তাপরক্ষা ইহার উপশমের কারণ। চক্ষুর বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধে অধিকতর শিরঃশূল হয়। কোন প্রকারে মস্তক চালনা এবং গোলমালে বেদনা বৃদ্ধি পায়। ছিন্নবৎ বেদনা মেরুদণ্ড হইতে মস্তকে যায়। বেদনার অতি বৃদ্ধির সময় বিবমিষা ও বমন হইতে পারে।

মিনিয়াস্থিস্—ইহার শিরঃশূলও কোন কোন লক্ষণে **সিলিসিয়ার** তুল্য, কিন্তু মস্তকবন্ধন জন্য তাপে উপশম ইহার প্রভেদক। ইহাতে উপর তলায় উঠিতে মুর্দ্ধাদেশে চাপ থাকার ন্যায় অনুভূতি জন্মে।

সিলিসিয়া, ইগ্নেসিয়া এবং **জেলসিমিয়ামের** শিরঃশূল প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশমিত হয়। মস্তকত্বকের অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা **সিলিসিয়ার** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ষ্ট্রন্সিয়াম কার্ব্ব—ইহার রোগ সহ **সিলিসিয়া** রোগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার বেদনা ধীর গতিতে বৃদ্ধির চরম সীমায় উঠিয়া হ্রাস হইতে থাকে।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফলিয়া—গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে বেদনা উঠে এবং অনুভূতি হয় যেন মস্তক অতি বৃহৎ হইয়াছে।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস।—স্থলবিশেষে এ রোগে **সিলিসিয়া** দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। মস্তক বৃহত্তর এবং সম্পূর্ণ মস্তকে দুর্গন্ধ ও অম্ল ঘর্ম্ম। রোগী নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠে। অম্লোদ্গার, মুখমণ্ডলের রক্তিমা এবং হস্তপদের শীতলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—বৃহৎমস্তক, শীর্ণ ও খর্ব্ব গ্রীবাবিশিষ্ট গণ্ডমালাধাতুর শিশুর গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে। ইহারা শিশুসুলভ ক্রীড়াদিতে বিরত থাকে, খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া কাসে এবং শীর্ণ হইয়া যায়।

মৃগী রোগ বা এপিলেপ্‌সি।—গণ্ডমালা এবং অস্থিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মৃগীর পক্ষে **সিলিসিয়া** অন্যতম উপকারী ঔষধ। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা উত্তেজনা রোগাক্রমণের আশু কারণ বলিয়া অনুমিত। অমাবস্যার অব্যবহিত পরেই ইহার রোগের অধিকতর আক্রমণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। **বাফো** এবং **কাক্‌স-ভমিকার** ন্যায় ইহার "অরা" বা রোগোৎপত্তির স্থান উদরস্থ সোলার প্লেক্‌সাস্ বা স্নায়ুজালবিশেষ। আক্রমণের পূর্ব্বে শৈত্যানুভূতি এবং রজনীতে রোগাক্রমণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ফিট শেষ হইলে তপ্ত ঘর্ম্ম হয়। ইহা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের ঔষধ এবং সাধারণতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়ার** পর সুফলপ্রদ। **আক্রমণের পূর্ব্বে শরীরের বামপার্শ্বের শীতলতা** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত।

নিউরিস্থ্যানিয়া বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।—স্নায়বিক বল-ক্ষয় বশতঃ রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিতে ভীত। কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারিলে সে কার্য্য করিয়া যায়। রোগীর স্নায়ুশক্তি দুর্ব্বল হইলেও অসহিষ্ণু ভাব থাকে। **সিলিসিয়ার** বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধের বর্ত্তমানতা এবং পৃষ্ঠ ও হস্তপদাঙ্গুলির অসাড়তা যথাক্রমে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির হীনতা প্রকাশ করে। কোন কারণে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিলে যে সকল ব্যক্তি কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কিন্তু তাহার অভাব ঘটিলেই বিষাদিত ও অবসাদগ্রস্ত হয় তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপযোগী বলিয়া গণ্য।

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকমাজ্জেয় ক্ষয়-

রোগ।—**সিলিসিয়া** মূল স্নায়ু পদার্থের আধার সৌত্রিক ও কোষময় উপাদানের রোগজ বিবৃদ্ধি ও পরে সংকোচন ঘটাইলে স্নায়ুর মূল পদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ স্বরূপ পদপেশীর বেদনা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকে না। দুর্ব্বল স্নায়ুশক্তির অসহিষ্ণুভাব জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় উপাদানধ্বংসপ্রবণতা থাকায় আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পদনখসন্নিহিত স্থানে বিশেষ প্রকৃতির ক্ষত বর্ত্তমান থাকে। রোগারোগ্যে কালব্যাপী ঔষধ সেবনের প্রয়োজন।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—পক্ষাঘাত রোগের প্রারম্ভাবস্থায় অথবা পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতায় **সিলিসিয়া** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। কেননা ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা উভয় স্নায়ু পদার্থেরই পুষ্টিহানি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডরোগে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। এইরূপ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ অনেক সময়ে **সিলিসিয়ার** বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত থাকিয়া সরলান্ত্রসহ রোগের সংসৃষ্টতা প্রকাশ করে। ইহাতে আগন্তুক উত্তেজনায় স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে এবং ইন্দ্রিয়শক্তির রোগজ তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগী মস্তক ও মেরুদণ্ডের সামান্য চালনাও সহ্য করিতে পারে না। চাপে গাত্র বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। রোগ শৈত্যসংস্রবে বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কর্ণিয়াইটিস্, কিরাটাইটিস্ বা কনীণিকা প্রদাহ—কর্ণিয়াল আল্‌সার বা কনীণিকা ক্ষত।—**সিলিসিয়ার** কর্ণিয়া প্রদাহে কর্ণিয়ার বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের উপর পচলা বা বিগলনশীল (sloughing) ক্ষত জন্মে এবং অতি শীঘ্র কর্ণিয়ার ছিদ্র নিবন্ধন হাইপপিয়ন (কনীণিকার পশ্চাতে ও অধঃদেশে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পূয় সঞ্চয়) দেখা দেয়। ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদানে প্রাদাহিক স্রাব ক্ষরিত হয়। চক্ষুপুট স্ফীত এবং পূযস্রাবী অক্ষিনিকা দ্বারা আচ্ছাদিত।

কর্ণপ্রদাহ বা অটাইটিস্—কাণপাকা বা অট-রিয়া।—কাণ পাকিয়া কর্ণপটাহের ছিদ্র এবং কর্ণ হইতে পাতলা, বিদাহী এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে **সিলিসিয়া** অতি উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কর্ণাস্থির ধ্বংসনিবন্ধন স্রাবসহ খোইলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ ও অস্থিখণ্ড নির্গত হইলে ইহা আমাদিগের একমাত্র ভরসা স্থল। গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালীর সন্নিহিত স্থানের চুলকনা ও চন্‌চনি ইহার বিশেষ লক্ষণ। কর্ণ ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা, প্রচুর ঘর্ম্ম, হঠাৎ হাঁচি এবং কর্ণমধ্যে পট্‌কার স্ফুটনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দও ইহার প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—নাসিকাসর্দ্দিতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত হইয়া পাতলা, রক্তযুক্ত, তীব্র ও হাজাকর স্রাব জন্মিলে, অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা নিবন্ধন নাসারন্ধ্রের বিরক্তিকর অনুভূতি নিবারণে **সিলিসিয়া** উপকারী। সর্দ্দি নাসিকা হইতে বিস্তৃত হইয়া গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালী আক্রমণ করিলে যে চুলকণা ও চন্‌চনি উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা ফলপ্রদ।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর।—**সিলিসিয়ার** রোগে সর্দ্দির গলাভ্যন্তরে বিস্তৃতি বশতঃ ইউষ্টেকিয়ান প্রণালীমুখ, সন্নিকটস্থ গলদেশ ও নাসিকারন্ধ্রে চনচনি ও চুলকানি এবং ভয়ানক হাঁচি হইতে থাকে। নাসিকা হইতে তীব্র হাজাকর স্রাবের ক্ষরণ।

কাসি বা কফ।—**সিলিসিয়ার** কাসিতে ষ্টার্ণাম অস্থি উর্দ্ধ কোটরে (Suprasternal fossa) বা স্বরযন্ত্রের অংশ বিশেষে শুড়্‌শুড়ি হইয়া কাসি হয়; স্বরযন্ত্র শুষ্ক ও কর্কশ থাকে এবং স্বরভঙ্গ জন্মে। **রুমেক্স** কাসিও সুপ্রা ষ্টার্ণাল্ ফসায় শুড়্‌শুড়ির ফল। গলদেশ, স্বরযন্ত্র অথবা শ্বাসনালীতে কেশ থাকার অনুভূতি জন্মে। ইহাতেও **রুমেক্সের** ন্যায় শীতল পানীয় পানে এবং ফস্‌ফ,

রুমেক্স এবং **সাইকুর** ন্যায় কথা কহিলে কাসি হয়। কখন কখন বমন হইয়া কাসির শেষ হয়।

যক্ষ্মাকাসি বা টুবার্কুলার থাইসস্।—ফুসফুসের উপাদান ধ্বংস নিবন্ধন পূয জন্মিলে অবস্থানুসারে **সিলিসিয়া** দ্বারা উপকার হয়। রোগীর জৈব তাপের হ্রাস হয়, সে কিছুতেই শরীর উষ্ণ রাখিতে পারে না। ইহা অতি ধীরক্রিয়াশীল ঔষধ। বৃদ্ধদিগের অতি দীর্ঘকালের পুরাতন কাসি বা থাইসিস্-মিউকসা রোগে ধাতুসংশোধন দ্বারা ইহা উপকার করিয়া থাকে। প্রথমে শুষ্ক কাসি হইয়া বক্ষ ভগ্ন হওয়ার ন্যায় কষ্ট, পরে শ্লেষ্মার স্খলন; বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে এবং দুর্গন্ধ পূয়মিশ্রিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয়। ফলতঃ বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাসিতে বায়ুনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা ও পূয় সঞ্চিত হইলে রোগী তাহা সহজে নির্গত করিতে পারে না, পচিয়া দুর্গন্ধ জন্মে। অতি প্রবল থাইসিস রোগে ফুসফুসের ধ্বংসোৎপন্ন গহ্বর পূয়কোষে পরিণত হয়। বহু চেষ্টায় অধিকতর গয়ার নিষ্ঠূত হয়। ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের বর্ত্তমানতা, প্রচুর রজনীঘর্ম্ম এবং প্রলেপক জ্বর ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্‌সিকাম—ইহাও বৃদ্ধদিগের থাইসিস মিউকসারোগে উপকারী। ইহারও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌রোগে শ্বাসনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া পচিয়া উঠে। ইহার প্রশ্বাসবায়ুতে সাধারণতঃ দুর্গন্ধ থাকে না। কিন্তু ফুসফুসের গভীর দেশ হইতে কষ্টের সহিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিলে স্পষ্ট দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার রোগী শিথিলশরীর।

ফেলাণ্ড্রিয়াম—ইহার থাইসিসের গয়ার ভয়াবহ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট। **সিলিসিয়ায়** অধিকতর পূয থাকে।

আয়ডিন—গণ্ডমালা রোগের পরিণাম ফল স্বরূপ গুটিকোৎ-

পাত্ত নিবন্ধন থাইসিস রোগে পূয় জন্মিলে ইহা অধিকতর উপযোগী। উদরাময় উপস্থিত থাকিলে তাদৃশ ফলকারী নহে।

প্রস্তরকর্ত্তন ও ঘর্ষণকারীর ক্ষয়কাস রোগে প্রভূত রজনীঘর্ম্ম ও দেহের পাণ্ডুরতা থাকিলে **সিলিসিয়া** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ ইহারও বিশেষ লক্ষণ। **ড্রসিরার** ন্যায় ইহাতে আক্ষেপিক কাসি থাকিলেও ইহার কাসির উত্তেজনার স্থান স্বরযন্ত্র ও সুপ্রা ষ্টার্ণাল ফসা; কিন্তু **ড্রসিরার** তাহা স্বরযন্ত্রের ঊর্দ্ধ ভাগে ও গলায় থাকে, ইহাই প্রভেদক। ডাং জসেট ৩০ ক্রম ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন।

দন্তরোগ দন্তমূলপূয়শোথ বা এব্‌সেস্ এবং দন্তের নালীক্ষত বা ফিশ্চুলা।—এই সকল রোগে **সিলিসিয়া** বিশেষ উপকারী ঔষধ। দন্তের মূলদেশের এব্‌সেসের পূয নির্গত হইয়া তথায় নালীক্ষত থাকিয়া যায়। উষ্ণ খাদ্য আহারে, মুখে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশে এবং রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি; রোগী দন্ত শিথিল বোধ করে।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়রিকা—ইহা দন্তের কর্কশতা এবং তাহার উপরের কঠিন আবরণ বা এনেমেলের ধ্বংস উৎপন্ন করে। ডাং কপল্যাণ্ড এই ঔষধ দ্বারা কোন রোগীর মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট রোগ চিকিৎসাকালে তাহার দন্তের এইরূপ অবস্থা জন্মিতে দেখিয়াছিলেন।

টন্‌সিলাইটিস্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি-প্রদাহ।—টন্‌সিল গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার হইলে **হিপার** দ্বারা পূয় নিষ্ক্রান্ত করার পর পূয স্রাব বন্ধ না হইয়া পাতলা, তীব্র ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে **সিলিসিয়া** তাহা আরোগ্য করে। অস্থিরোগপ্রবণ শিশুদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপকারী।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**সিলিসিয়া** ধাতুর পরিস্ফুট শারীরিকগঠন ও ত্বক্‌রোগবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশুর আনুসঙ্গিক লক্ষণরূপে এই উদরাময় থাকে।

সিলিসিয়ার উদরাময়ের বিষ্ঠা অজীর্ণপদার্থমিশ্রিত ও দুর্গন্ধময়; বেদনা থাকে; ভুক্ত বস্তুর বমন হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌স্‌টিপেসন।—সরলান্ত্রের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ বিষ্ঠা অধিককাল সরলান্ত্রে থাকায় শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়। অতি কষ্টকর বেগের পর বিষ্ঠার ন্যাড় মলদ্বারের কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিলে বেগ অন্তর্দ্ধান করে এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ আংশিকরূপে নির্গত বিষ্ঠা পুনঃ সরলান্ত্র প্রবেশ করে। ইহাই **সিলিক**-কোষ্ঠবদ্ধের প্রদর্শক।

কষ্টিকামের কোষ্ঠবদ্ধের কারণও সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা। রোগী প্রায়ই দণ্ডায়মান অবস্থায় মলত্যাগে বাধ্য। ইহাতে **সিলিসিয়ার** ন্যায় মলদ্বারের সঙ্কোচন থাকে না। **সিলিসিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিসের** মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি ও রসস্রাব থাকে, কিন্তু প্রথমের বিষ্ঠার সরলান্ত্রে ফিরিয়া যাওয়া দ্বিতীয়ে থাকে না।

ফিসার অব দি এনাস বা মলদ্বার বিদারণ।—ফাটা মলদ্বারের বড়ই উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মে এবং তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকায় আংশিক রূপে বহির্নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠা মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ করে। ইহাই এ রোগে **সিলিসিয়ার** বিশেষ প্রদর্শক। ইহাতে মলত্যাগের অর্দ্ধঘণ্টা পরে মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকে।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রফুলা।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থির স্ফীতি ও তাহাতে পুয় সঞ্চার, উপযুক্ত আহারের অভাব ব্যতীতও সমীকরণ দোষে (Malassimilation)

পুষ্টিহানি, মস্তকের ও পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং স্ফোটক, উপাদানাদির দড়কচড়াভাব (Induration), নাহিকা ও অস্থিরোগপ্রবণতা প্রভৃতি পক্ষে **সিলিসিয়া** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ—পদঘর্ম্ম, যকৃৎবিবৃদ্ধি এবং স্তণ্ডস্তেদ রোগে **সিলিসিয়া** অপেক্ষা ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে কেবল পদঘর্ম্মের, কিন্তু **সিলিসিয়ায়** পদ ও মস্তক উভয় স্থানের ঘর্ম্মেরই দুর্গন্ধ থাকে।

ব্রমিন—কঠিন ও দড়কচড়াভাবযুক্ত গ্রন্থির পূয়জননপ্রবণতায়।

আয়ডিন—অবসন্ন ও আলস্যপরতন্ত্র রোগী অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ সর্ব্বদাই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ রসগ্রন্থিমণ্ডলই রোগাক্রান্ত হওয়ায় আরোগ্যোপযুক্ত উত্তেজনা-বিহীন, স্ফাত ও কাঠিন্যবিশিষ্ট।

আয়ডফর্ম্—ডাং সি, এস, রসগ্রন্থির স্ফীতি নিবারণে ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। হাতুড়ে নিয়মে ইহার ব্যবহার করিয়া তিনি বহুতর রোগীর উপকার করিয়াছেন।

গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেজ্ অব্ দি গ্ল্যাণ্ডস্।

—লসীকা-গ্রন্থি, স্তন ও ত্বকের রসস্রাবী গ্রন্থি প্রভৃতির পূযসঞ্চারক প্রদাহের অবস্থাবিশেষে **সিলিসিয়া** মহৌষধ। গ্রন্থিসংসৃষ্ট নালীক্ষতের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অস্থিরোগ—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস্, অস্থিক্ষত বা কেরিজ্, অস্থিধ্বংস বা নিক্রসিস্।

—অস্থির পুষ্টিহীনতা, অস্থিক্ষত এবং অস্থির ন্যূনাধিক অংশের ধ্বংস প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্থি-রোগের **সিলিসিয়া** অতি প্রধান ঔষধ। মূলতঃ যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও সমীকরণাভাবে শিশুর অস্থির এবং পেশীমণ্ডলীর পুষ্টিহানি ও দুর্ব্বলতা ঘটিয়া শিশু সহজে এবং শীঘ্র হাঁটিতে পারে না। সন্ধ্যাদির,

বিশেষতঃ জানুসন্ধির তান্তবোপাদান বা কাইব্রাস টিস্যুর প্রদাহ ও স্ফীতি জন্মিয়া সন্ধি বৃহত্তর এবং কদাকার হইয়া যায়। অনেক স্থলে মেরুদণ্ডের ন্যূনাধিক বক্রতা জন্মে। এই সকল শিশুরোগে পূর্ব্ব-বর্ণিত গঠনবিকার ও ঘর্ম্মাদি প্রদর্শক লক্ষণের অতি পরিস্ফুট অবস্থার বর্ত্তমানতা শিশুর গণ্ডমালা রোগের অতি প্রকৃষ্ট পরিচয়। কশেরুকাস্থির ক্ষত, কর্ণের ম্যাষ্টইড প্রসেস্ বা চুচুক-প্রবর্দ্ধন এবং হিপসন্ধি ও জানুসন্ধি প্রভৃতির অস্থির ক্ষত ও ধ্বংস বা নিক্রসিস্ ও নালীক্ষতের ইহা অন্যতম মহৌষধ। আক্রান্ত শরীরাংশের অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা শৈত্যসংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়। সিলিসিয়া অতীব ধীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইহা দ্বারা রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ধৈর্য্যাবলম্বনের প্রয়োজন।

ক্যাল্কে কার্ব্ব—ডাঃ বেয়ার মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষতরোগে ইহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। মেরুদণ্ডের বক্রতা, অস্থিবিকার এবং অম্ল ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

ফস্ এসি—হিপ সন্ধিরোগ ও অস্থিক্ষতরোগে ইহা উপকারী। অনুভূতি জন্মে যেন আক্রান্ত অস্থি ছুরিকা দ্বারা চাঁছা হইতেছে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ অস্থিবিকার বা রিকেট রোগের ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসবাত রোগ বা রুম্যাটিজম্।—পুরাতন বংশগত রস-বাত রোগে **সিলিসিয়া** আমাদিগের অন্যতম নির্ভরস্থল। স্কন্ধের এবং সন্ধিনিচয়ের বেদনায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়; রজনীতে এবং আক্রান্ত স্থান অনাবৃত করিলে বেদনার বৃদ্ধি ও তাপে উপশম হয়। **লিডাম্মের** বেদনার প্রকৃতি ইহার বিপরীত, বেদনার স্থান আবৃত করিলে বৃদ্ধি। রোগ পদ হইতে উর্দ্ধে যায়।

ভ্যাক্সিনেষণ (গো-বীজের টিকা) বশতঃ রোগ।—অতি নির্দ্দোষ বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া হইলেও অনেক সময়ে তাহার

কুফল স্বরূপ বিসর্পাদি স্বগুভেদ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও উদরাময় প্রভৃতি রোগোৎপন্ন হয়। এই সকল অবস্থায় **সিলিসিয়া** রোগীর ধাতু দোষ প্রশমন দ্বারা উপরিউক্ত রোগ নিবারণে সক্ষম। ফ্রান্সের প্যারি নগরে কোন সময়ে প্রায় ৩০ কি ৪০ হাজার বালককে টিকা দিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা করিয়া **সাল্‌ফার্‌** সেবন করান হইয়াছিল। টিকা দেওয়ার পর এই সকল বালকের কোন প্রকার রোগ জন্মে নাই।

থুজা—ইহা **সিলিসিয়ার** কার্য্য সম্পূরক। টিকার পরের উদরাময়ে এবং জ্বরতাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ডাং গ্রভলের মতে হাইড্রজিনইড (রসোৎপাদক) ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে টিকা অতিশয় অনিষ্টকারী। **সিলিসিয়া** ইহার প্রায় সকল প্রকার কুফল সংশোধনেই সমর্থ। **থুজা** উদরাময়ের আরোগ্য দ্বারা ইহার কার্য্যের পূরণকরে। **থুজার** ক্রিয়ায় বৃহৎ পূযগুটিকা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। এজন্য অত্যধিক পূয সঞ্চয়বশতঃ টিকা বৃহদাকার ধারণ করিলে ইহা উপকারী। বসন্ত গুটিকায় অত্যধিক পূয জন্মিয়া বৃহদায়তন হইলে ডাং বনিংহসেন থুজা ব্যবস্থা করেন।

ত্বকরোগ।—**সিলিসিয়া** শরীরস্থ সম্পূর্ণ কৌষিকোপাদান বা সেলুলার টিস্যু আক্রমণ করিয়া প্রদাহ, কাঠিন্য, দড়কচড়া ভাব ও পূয উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার এই ক্রিয়া ত্বক্‌সংস্পৃষ্ট কৌষিকোপাদানে বিশেষ প্রকাশ পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত রোগোৎপন্ন হয়। **আঙ্গুলহাড়া** ইহার অন্যতম কষ্টপ্রদরোগ। **সিলিসিয়া** ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ফোটক বা বইল্‌স্‌।—**সিলিসিয়া** যোজকোপাদান বা কনেক্টিভ টিস্যুর প্রদাহ, স্ফীতি, দড়কচড়াভাব ও পূয উৎপাদক বস্তু। সেলুলার টিস্যু বা কোষময় উপাদানের প্রদাহ, স্ফীতি ও কাঠিন্যই

স্ফোটকের প্রারম্ভিক অবস্থা, একারণ এই অবস্থায় **সিলিসিয়া** প্রদত্ত হইলে পূয়জনন নিবারণ দ্বারা ইহা স্ফোটক আরোগ্য করিতে সক্ষম। স্ফোটক পাকিলেও যদি তাহা হইতে পাতলা জলবৎ, এমন কি কল্‌তানির ন্যায় এবং দুর্গন্ধ অথবা ঘন পূযও স্রাব হয় এবং তাহা সহজে আরোগ্য না হয়, **সিলিসিয়া** তাহার আরোগ্য বিধানে সক্ষম। ইহার স্ফোটক দলে দলে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ **হিপারের** পরে ইহা প্রযোজ্য।

ক্যাল্‌কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা—স্ফোটকের স্ফীতি দূর করিতে সক্ষম। **আর্সেনিক** এবং **কার্ব্ব ভেজ** পচনশীল দুর্ব্বলকর (Adynamic) স্ফোটকে উপকারী।

পূয়কোষ বা এব্‌সেস্‌।—সহজে আরোগ্য না হইয়া ক্রমাগত পাতলা, জলবৎ পূয নিঃসরণ করিতে থাকিলে **সিলিক** প্রযোজ্য। ফলতঃ ঔষধ যদ্রূপ ধীরক্রিয়াশীল, ইহার রোগও তদ্রূপ নিরাময়িক উত্তেজনাবিহীন ও মন্থরগতি। ইহার ক্রিয়ায় ক্ষতের সুস্থভাব হয় এবং সুজাত (Laudable) পূয ও সুস্থ মাংসাঙ্কুর জন্মে। এরূপ ক্রিয়ার উপস্থিতিতে ঔষধ বন্ধ করা উচিত, অন্যথা উপকারের অন্তর্দ্ধানে ব্যাধির পুনরাবর্ত্তন হয়। ইহার প্রতিবেধকল্পে **ফ্লুয়র এসিড** উপকারী। **সিলিক** রোগে তাপের প্রয়োগ শান্তিপ্রদ। রুগ্নস্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ কোষময় উপাদানে পূয প্রবেশ করায় একাধিক নালীক্ষত জন্মিলেও ইহা উপকারী। সরলান্ত্রের নালীক্ষতে, বিশেষতঃ রোগীর যদি স্নায়বিক উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, ইহা বিশেষ উপকারী। **সিলিকার** স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। গণ্ডমালীয় ও টুবার্কুলার এব্‌সেস্‌রোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

গ্রীবা রসগ্রন্থির গণ্ডমালাঘটিত পূযশোথ রোগে **ক্যাল্কে কার্ব্ব** এবং **ক্যাল্কে আয়ড** উপকারী। **এসাফি** ও **ক্যালেণ্ডু**

অভিঘাতজ পূযসঞ্চারের ঔষধ। **ক্যালেণ্ডু** রোগে প্রবল প্রদাহ হয় না এবং ঘন ও হরিদ্রাভ পূয থাকে। যাহাদিগের ত্বক্ এতদূর দুরবস্থ যে সামান্য ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না ও পূয জন্মে, **হিপার, সিলিক, ক্যাল্‌কে কা** এবং **গ্র্যাফা** এব্‌সেস্ আরোগ্য করে। পূয সঞ্চার এবং শোষণ নিবন্ধন পূয-বিষ-জ্বরে ডাঃ গ্রভেল **আর্ণিকার** প্রশংসা করিয়াছেন।

কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা।—উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানের কার্ব্বাঙ্কল বা পৃষ্ঠাঘাতে **সিলিক** প্রযোজ্য। রুগ্নস্থানের পচা সড়া ও মৃত উপাদান দূর করিয়া ইহা সুজাত পূয এবং সুস্থ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন করে। **নাই এসিড** এবং **ফাইটল**ও এ রোগে উপযোগী; ডাং গ্রভেল **আর্ণিকার** প্রশংসা করিয়াছেন।

টেরাণ্টুলা কুবেন্‌স—দাহিকার একটী বিশেষ উপকারী ঔষধ। অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উদারাময় যুক্ত সবিরাম জ্বরের সন্ধ্যাকালে আক্রমণ হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। রোগের অতি ভয়াবহ বেদনার নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। ইহার বেদনা **ল্যাকেসিস্, এন্থ্রাসিনাম** এবং **সিলিসিয়া** বেদনাসহ তুলনীয়।

ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্‌স্ প্রভৃতি।—স্ফোটক, পূযশোথ প্রভৃতির আরোগ্যান্তে অনেক সময়েই ত্বকে অথবা যন্ত্রাদির গঠনোপাদানে কাঠিন্য, দড়কচড়া ভাব অথবা কদাকার ও কখন কখন অসুবিধাজনক ক্ষতাঙ্ক থাকিয়া যায়। **সিলিসিয়া** তাহার নিরাকরণে সমর্থ। এস্থলে ইহা **গ্র্যাফাইটিস**সহ তুলনীয়। ক্ষতাঙ্কের বিলোপ করিতে পারে বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। **ফাইট-লক্কা**ও এই ক্ষমতা আছে বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধির বিষয় শ্রুত হয়য়া যায়। উপরি-উক্ত দড়কচড়াভাব (Induration) দূরীকরণে **সিলিসিয়া** অক্ষম হইলে মধ্যগামী রূপে **সালফার** প্রয়োগে ফলের আশা করা যায়।

লেক্‌চার ৩৮ (LECTURE XXXVIII).

ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম (Veratrum Album)।

প্রতিনাম।—হেলিবরাস এল্‌বাস।

সাধারণনাম।—হোয়াইট হেলিবর। য়ুরোপিয়ান হেলিবর।

জাতি।—মেলান্থেসি। (লিলিএসি)।

জন্মস্থান।—মধ্য য়ুরোপ হইতে আসিয়া খণ্ডের রুসিয়া দেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতময় ভূমিতে শাক জাতীয় বাৎসরিক উদ্ভেদ।

প্রয়োগরূপ।—শুষ্কীকৃত মূলের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় সপ্তাহ

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—অধিকাংশ সময়ে—১, ৩০ ও ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ হইতে ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়াথাকে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাঃ ব্যারোজ—পুরাতন শিরঃশূল; অপরাহ্নে আক্রমণের আরম্ভ ও রাত্রি পর্য্যন্ত স্থিতি; উভয় বাহুতে আকৃষ্টবৎ বেদনা; বারম্বার মূত্রত্যাগ; প্রাতঃকালে বেদনার উপশম; ৪০০, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—স্তন্যপায়ী শিশুর উষ্ণ গাত্র ও কাসিবার সময় ললাটে শীতল ঘর্ম্ম হইত এবং নিদ্রাকালে তাহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত থাকিত; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ লিপি—১৮ মাসের শিশু পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় ভয়ানক কাসিতে অবিশ্রান্ত শ্লেষ্মা বমন হইয়া নিদ্রোত্থিত হইত; ললাট এবং মুখমণ্ডল শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকিত; মুখমণ্ডল দেখিতে ও চাপিলে শ্বেত বর্ণ প্রতীয়মান হইত; হস্ত ও পদ শীতল থাকিত; এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মিত; ৩৪০০০ (34 m.), আরোগ্য।

উপচয়।—সামান্য শরীরচালনায়; গাত্রোত্থানে; জলপানে; মলত্যাগকালে ও তৎপূর্ব্বে; ঋতুস্রাব কালে ও তৎপূর্ব্বে; ঘর্ম্মাবস্থায়; হঠাৎ ভীতিগ্রস্থ হইলে।

উপশম।—উপবিষ্ট ও শয়নাবস্থায় (দুর্ব্বলতার পক্ষে নহে)।

সম্বন্ধ।—ভিরেট্রাম এল্বামের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন্, ক্যাম্ফর, ও কফিয়া ক্রু।

ভিরেট্রাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, সিঙ্ক, ফেরাম্, ওপিয়াম্ ও টেবেকাম।

ভিরেট্রাম যাহার পরে প্রয়োজ্য—আর্স, সিঙ্ক, কুপ্রাম, ইপিকা ও কস্ এসি।

ভিরেট্রামের পরে যাহা প্রযোজ্য—আর্ণি, সিঙ্ক, কুপ্রাম ও ইপিকা।

ভিরেট্রামের সমক্রিয় ঔষধ—কুপ্রাম (শীতল জল পানে কুপ্রাম

ডাং বেরিজ—পুরুষ রোগী; এক সপ্তাহ হইতে অংশফলকাস্থি দ্বারা আবৃত শরীরস্থানের বেদনা; দৃষ্টিহানি ও শিরোঘূর্ণন; ক্যালমেল ও রুবার্ব সেবনে উপরিউক্ত লক্ষণ তিরোহিত হইয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—ত্যাগ কালে মূত্র ঘোরবর্ণ, কখন প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; কখন শীতল ঘর্ম্ম; খাদ্য আস্বাদহীন; তাম্রকূট সেবনে গলা শুষ্ক হয় ও রোগীর তাম্রকূট ভাল লাগে না—৭ দিবস এই লক্ষণ ছিল। এক দিবস আহারে ইচ্ছা জন্মে; আহার করিতে বিবমিষা হওয়ায় বমনের বেগ ব্যতীত তাহা গলাধঃ করিতে পারে না; জিহ্বা শুভ্র, ২০০, আরোগ্য। ডাং বেজ—৫৪ বৎসর বয়সের রোগী; এক বৎসর হইতে আমাশয় প্রদেশে বেদনা ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া প্রথমে আমাশয় দেশে থাকে, পরে তথা হইতে দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া পৃষ্ঠের অংশফলকাস্থির নিম্নতম সীমা পর্য্যন্ত যায়; বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা প্রদান করে, পরে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে; বেদনার আরম্ভ হইতেই রোগিণী শীতে কাঁপিতে থাকে এবং হস্ত ও পদ শীতল হয়; ৩, আরোগ্য। ডাং চামার্স—৫৫ বৎসর বয়সের রোগী; জলসিক্ত হইবার পর রজনীতে ৪ বার মলত্যাগ হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের বেদনা, ডাক ও শীতকম্প ছিল; কোলন অন্ত্রের আধ্মান ও স্পর্শে সামান্য বেদনা; নাড়ী স্পন্দন ১০৮ কিন্তু ক্ষুদ্র;

কাশির উপশম; ইহাতে অধিকতর খল্লী এবং উদরাময় ও বমনাদি স্বল্পতর); ব্রায় (কোষ্ঠবদ্ধ); জ্যাট্রফা কার্ক (শ্বেতলালাবৎ বমন; জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ; খল্লীতে উদর ও পায়ের ডিম চেপ্টা); রিসিনাস্ কমু (বমন ও বিরেচন থাকার অবস্থাতেই পতন লক্ষণ)।

ভিরেট্রামের কর্য্যকারিতার স্থল—অবস্থাবিশেষে সুরাসারঘটিত সংজ্ঞাহীনতা; **সিঙ্কনার** অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ; বা **কপার**-বিষক্রিয়া প্রযুক্ত উদরশূল; **অহিফেন** ও **তাম্রকুট** সেবন নিবন্ধন কুফলজাত রোগ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এণ্টিম টার্ট, আর্ণি, আর্স, সিঙ্ক, কল্‌চি, কফিয়া, কুপ্রাম, ডিজিট, ড্রসিরা, ফেরাম, ইপিকা, আইরিস, ওপি, ফস্ এসি, রাসটক্স, সিকে ক ও জিঙ্ক।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি একা থাকা সহ্য করিতে পারে না তথাপি কাহারও সহিত কথা কহিতে অস্বীকার করে, তহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

জিহ্বা কটাসে ও শুষ্ক; বিষ্ঠা সবুজাভ কটা; পদ শীতল; পায়ের ডিম অসাড়; সামান্য বিবমিষা; ১, আরোগ্য। ডাঃ পেইন—রোগীর বয়ঃক্রম ৩৭; ভোরে বমন ও বিরেচন, তণ্ডুল ধৌত জলের ন্যায় বিষ্ঠা; বমন প্রচুর ও জলবৎ; দুর্ব্বলতায় উঠিয়া মলত্যাগ করিতে অশক্ত, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। বেদনাহীন; রোগী উদাসভাবযুক্ত ও মৌন; চক্ষু বসা; নাড়ী ধীর, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস; হস্ত নীলাভ ও চটচটে ঘর্ম্মযুক্ত, প্রথমে ক্যাম্ফর পরে ভিরেট ৩০ আরোগ্য করে। ডাঃ সেণ্টিন—জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ, ৩ মাসের রোগ; অত্যন্ত দুর্ব্বল; মুখ পাণ্ডুর; চক্ষু বসা; অঙ্গসীমাস্থ শীতল, জরায়ুর প্রচণ্ড বেদনা ও গুরুত্বানুভূতি এবং বিশেষরূপে তাহার পশ্চাৎপ্রাচীরে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা; জরায়ু বর্দ্ধিতায়তন, কঠিন এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; জরায়ুগ্রীবায় রক্তাধিক্য; সামান্য চাপ দিলে রোগিণী চীৎকার করিয়া উঠে; বেদনা প্রযুক্ত রোগী গাত্রোত্থান করিতে অশক্ত; সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা; ক্লেদযুক্ত অতিসার; শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদায় অত্যন্ত শীতল; ৬, আরোগ্য।

যে সকল রোগে **ত্বরিত জীবনীশক্তির অবসাদ** ঘটে, **সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় এবং পতন** বা **কলাপ্স্** অবস্থা জন্মে।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই **ললাট দেশে শীতল ঘর্ম্ম** (সর্ব্বশরীর ময় ঘর্ম্মে টেবেক)।

রোগিণী মনে করে সে গর্ভিণী অথবা সে শীঘ্র প্রসব করিবে। অশ্লীলতা, লাম্পট্য এবং কামবিষয়ক জল্পনা; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় (হায়, সিলি. ষ্ট্রাম) উন্মাদ রোগে রোগী সকল বস্তুই, বিশেষতঃ বস্ত্র ছিন্ন ও কর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে।

সামান্য শ্রমেই (কার্ব্ব ভেজ. সাল্ফার) মূর্চ্ছারভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

রক্তস্রাব কালে শক্তিহানির (মূর্চ্ছারভাব, ট্রিলি,) অনুভূতি।

মূর্দ্ধাদেশে এক চাপ বরফ থাকার অনুভূতি হইয়া শীতের ভাব (সিপিয়া, ভ্যালে); মস্তকোপরি যেন যুগপৎ তাপ ও শৈত্যানুভূতিবৎ বোধ; যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে।

মুখ পাণ্ডুর, নীল ও কল্যাপ্স্ বা হিমাঙ্গলক্ষণযুক্ত; মুখাকৃতি বসা ও মৃতের ন্যায়; শায়িতাবস্থায় আরক্ত, উত্থানে মুখ পাণ্ডুর হইয়া যায় (একন)।

তীক্ষ্ণ ও অতর্পনীয় পিপাসায় রোগী অধিক পরিমাণে অত্যধিক শীতল জল ও অম্লরস পানীয় পান করিতে চাহে; রোগী প্রত্যেক বস্তুই শীতল করিয়া দিতে বলে।

অম্ল অথবা শ্রমাপনোদনকারী বস্তুতে (ফস্ এ) ইচ্ছা।

মুখমণ্ডল, নাসিকাগ্র, পদ, জঙ্ঘা, বাহু এবং অন্যান্য অনেক শরীরাংশ **বরফবৎ শীতল**। উদরাভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি (কল্চি, টেবে)। **প্রবল বমন সহ প্রভূত বিরেচন।**

অত্যধিক বিবমিষা ও বলক্ষয়কারী বমন জলপানে (আর্স

সামান্য গাত্র চালনায়—টেবে) বর্দ্ধিত হয় এবং বমনান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

কলেরা রোগে এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত (ওপি, একন) বমন এবং প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণে রোগীর দুর্ব্বলতা।

দুগ্ধপোষ্য বালক ও শিশুদিগের সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধে মলত্যাগের উদ্রেক হয় না ; বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন (ব্রায়, সাল্‌ফ) অথবা গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ড পিণ্ড (চেলি, ওপি, প্লাম্ব) থাকে ও ঊর্দ্ধোদরে (ইগ্নে—সরলান্ত্রে, নাক্‌স) পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেচ্ছার অনুভূতি জন্মে। পূর্ব্বোক্তরূপ কষ্টপ্রদ কোষ্টবদ্ধে প্রথমে **লাইক** ও **নাক্‌স** ব্যবহারের পর প্রয়োজ্য।

রজোকৃচ্ছ্র রোগের প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বমন, বিরেচন অথবা দুর্ব্বলকর উদরাময় ও শীতল ঘর্ম্ম (এমন কার্ব্ব, বভি) হইয়া রোগিণী এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে পরে দুই দিবসের মধ্যে সে প্রায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না (কার্ব্ব এ, কক্কু)।

অহিফেনসেবন এবং তাম্রকুট চর্ব্বণের কুফল। আর্দ্রবায়ু প্রবহণ কালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা, শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত ভ্রমণে হ্রাস।

রোগকারণ।

অপরিমিত শারীরিক শ্রম, বিশেষতঃ ভ্রমণ বশতঃ ক্লান্তি ; শুক্রাপচয় ও শোণিতস্রাব প্রভৃতি জৈবরসহানি এবং মানসিক ভাববৈপরীত্য প্রভৃতি কারণে **ভিরেট্রাম্ের** সাধারণ রোগ জন্মে। স্থলবিশেষে আমাশয়বিকার, শৈত্যসংস্পর্শ এবং মদ্যের অমিতাচার প্রভৃতিও ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং তদুৎপন্ন স্নায়ু-মণ্ডল আক্রমণ করিয়া ভিরেট্রাম প্রধানতঃ পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়া-বিভ্রাট ঘটায় এবং পোষণ ও পুরুষৎপদিকা প্রক্রিয়ার বিকার উপস্থিত করে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লেষণ প্রযুক্ত উপাদান পরস্পরা মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং শোণিতসঞ্চলনের বাধা জন্মে—ফলস্বরূপ টিস্থুর পুনরুৎপাদিকা শক্তিমূলক জনন, বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অবসাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া প্রকৃত কলেরার ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন ও উদরাময়, আক্ষেপিক উদরশূল, খল্লী, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, পেশীমণ্ডলীর কঠিন সঙ্কোচন, প্রচুর শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম, বরফবৎ শীতলতা এবং ভয়াবহ দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোলাপ্স্ বা পতন লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কীয় জ্ঞানস্থানের স্বল্পতর আক্রমণে ইহা প্রলাপ ও উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত করে। স্নায়বিক শক্তির অপচয়, এমন কি সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটাইয়া ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত আনায়ন করিতে পারে। উপরি উক্ত কলেরাবৎ অবস্থা উৎপাদনেই ভিরেট্রামের বিশেষ এবং প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অরিফিলাপ্রমুখ বিষবিজ্ঞানবিৎ বহুদর্শী মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, **ভিরেট্রাম এল্বাম্** সর্ব্বপ্রকার জীব দেহেই সাংঘাতিক বিষক্রিয়া উৎপাদন করে। ইঁহারা **ভিরে-ট্রাম** বিষক্রিয়ার যে সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এবং ঔষধ গুণ পরীক্ষাদি হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ইহার গুড়িকা নাসিকারন্ধ্রের সংস্পর্শে আসিলে ভয়ঙ্কর হাঁচি এবং ইহার অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিষমাত্রায় অতি সত্বর জীবনী-শক্তির প্রতিক্রিয়াশক্তির অবসাদ ঘটিলে শরীরের শীতলতা, নাড়ীর লোপ প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং উদরশূল, প্রভূত পরিমাণ অনৈচ্ছিক মলত্যাগ, বমন, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য এবং শ্বাসরোধের লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

ইহার শবচ্ছেদে পরিপাকযন্ত্রপথের প্রভূত রক্তাধিক্য ব্যতীত প্রকৃত প্রদাহ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভিরেট্রাম্বের বিষলক্ষণ মাদকোগ্র এবং উত্তেজক বিষক্রিয়ার পরিচয় দেয়। ইহার গভীর বিষক্রিয়ার ত্বরিত আক্রমণে মূলতঃ স্নায়ুশক্তির, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা ও সম্ভবতঃ বক্ষ ও উদরস্থ সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক (স্প্ল্যাংক্লিক) স্নায়ুগ্রন্থির এবং স্নায়ুজালের প্রভূত দুর্ব্বলতা ঘটে। শোণিতসঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলের ভয়াবহ বলক্ষয়ে কৈশিক শোণিতবহানাড়ীর শিথিলতা এবং উগ্র বিষের স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ প্রায় সর্ব্ববিধ ঝিল্লী হইতে, বিশেষতঃ মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তাম্বু বা সিরাম ক্ষরিত হওয়ায় বমন, বিরেচন প্রভৃতি কলেরা সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘর্ম্ম, বমন, বিরেচন প্রভৃতির আতিশয্যই ইহার ভয়াবহ কোলাপ্স্ এবং প্রভূত দুর্ব্বলতার পরোক্ষ কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাধাপ্রাপ্ত, ধীর শোণিতসঞ্চলনের ফলরূপ মস্তিষ্কাদি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলের শোণিতাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কলক্ষণে সংজ্ঞাহানি ও প্রচণ্ড বা মৃদু নানাবিধ প্রলাপ লক্ষণ এবং অন্যান্য যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার জড়ত্ব ও বৈপরীত্য উপস্থিত হয়। ত্বকের পাণ্ডুরতা, নীলিমা, সঙ্কোচন, শীতলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি পতন লক্ষণ দেখা দেয়। এক দিকে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পেশীমণ্ডলের শিথিলতা ও প্রগাঢ় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগীর শয্যাগত অবস্থা, মস্তিষ্কীয় অবসন্নতা, সংজ্ঞাহীনতা ও উদরাময়াদি প্রভূত রসস্রাব এবং অপরদিকে পেশীর ক্ষুদ্র বৃহৎ আক্ষেপ, প্রচণ্ড প্রলাপ এবং অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অতি বিপরীত ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টি করিলে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণনিচয়কে প্রাথমিক বা প্রাইমেরি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লক্ষণাদিকে গৌণ বা রিএক্সন সম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ কৃতবিদ্য চিকিৎসকমণ্ডলীই

দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন উপরিউক্ত উভয় প্রকার লক্ষণকেই ভিরে-ট্রামের বিষক্রিয়োৎপন্ন প্রাথমিক পর্য্যায়ক্রমিক (Alternate) লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে হেতু পূর্ব্ববর্ণিত আক্ষেপ এবং প্রচণ্ড প্রলাপাদি লক্ষণের উপস্থিতি কালেও রোগীর শীতল ঘর্ম্ম ও শারীরিক শীতলতাদি এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগেও তাহার শীতল ঘর্ম্মাদি ন্যূনাধিক দুর্ব্বল লক্ষণ জীবনীশক্তির ভয়াবহ অবসন্নতামূলক প্রাথমিক ক্রিয়াফলই প্রদান করে। প্রাথমিক স্নায়বিক অবসন্নতা ও জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকার ঘটিয়া পরোক্ষভাবে পরিপাকবিকার নিবন্ধন দূষিত পোষণরসের আধিক্য জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা, রক্তহীনতা, শিরাশোণিতাধিক্য এবং পুষ্টিহানি প্রভৃতি যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তহা যথাযথরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর ন্যায় বুদ্ধির হতভম্ব ভাব জন্মে। রোগী কখন সত্য কথা বলে না এবং কি বলিতেছে তাহা স্বয়ংই বুঝিতে পারে না; আপনাকে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে এবং অর্থের অপব্যয় করে, অপিচ সংজ্ঞাহীন প্রগাঢ় তন্দ্রাবেশে প্রলাপ কহে। অস্থিরতা, তৃষ্ণা, পদের খল্লী, শীতল ঘর্ম্ম, চন্‌চনি এবং শৃঙ্খলাহীন নাড়ীস্পন্দন থাকে। সকলবস্তুই, বিশেষতঃ পরিচ্ছদাদি কর্ত্তন ও ছিন্ন করার প্রবৃত্তিযুক্ত উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত কালে রোগী লম্পটের ন্যায় ব্যবহার করে ও অশ্লীল কথা কহে। বাগ্মিতার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দ্রুত কথা বলে। রোগী ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা বলে, ভজনা করে। কুৎসা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে অথবা রোগী মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু উত্যক্ত হইলে ভর্ৎসনা করে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে। রোগী ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে সকলকে চুম্বন দেয়; সূতিকাবস্থায় উদ্ধত ও নির্লজ্জব্যবহার করে; সকল রজনী অভিসম্পাত করে এবং মস্তিষ্কের জড়তানুভূতিসহ শিরঃশূল ও লালাস্রাব হয়। প্রলাপাবস্থায় ব্যতীত কথা কহিতে অনিচ্ছুক রোগী

একা থাকিতে পারে না। ভীতিপ্রযুক্ত রোগী চমকিয়া উঠিয়া দৌড়াদৌড়ি ও শোর গোল করে। উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থির রোগী সহজে ভীতিগ্রস্ত হয়, বিলাপ স্বরে প্যান প্যান ও ক্রন্দন করে। ঔদাস্যব্যঞ্জক প্রলাপ ও মুখের নীলিমা। কোন গর্হিত কার্য্য করার ন্যায় ব্যাকুলতার সন্ধ্যাকালে ও রজনীর আহারান্তে বৃদ্ধি। সামাজিকপদমর্য্যাদা সম্বন্ধে ভগ্নাশ রোগী আপনাকে দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করে। স্ত্রীরোগীর ঋতুরোধ কালে মুক্তিবিষয়ক নৈরাশ্য। ভীতিচকিত রোগী ভীত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে, শরীর শীতল হইয়া যায়, মুর্চ্ছারভাব জন্মে, এবং অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হয়।

অনুভূতিবিকার নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন কালে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, দৃষ্টি-লোপ এবং হঠাৎ মুর্চ্ছার ভাব (অহিফেন, তাম্রকুট অথবা মদ্যের অমিতাচার বশতঃ)। মস্তকের গুরুত্ব বশতঃ বস্তু সকল চক্রাকারে ঘূর্ণিত হওয়ার অনুভূতি (টাইফয়েড)। সামান্য পরিশ্রম করিলে, সামান্য ক্ষত এবং অত্যুগ্র বেদনা হইলে ও শারীরিক বসাপচয় ঘটিলে উৎকণ্ঠা, বিবমিষা এবং আক্ষেপিক পেশী-আনর্ত্তন হইয়া রোগী মূর্চ্ছা যায়।

নত করিলে মস্তকে রক্তোচ্ছাস ঘটে। মস্তকের তাপ, মধ্যে মধ্যে বেদনার আবেশ ও গুরুত্ব জন্মিলে বোধ যেন মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট অথবা ছিন্ন হইতেছে। শিরঃশূল কালে সবুজ শ্লেষ্মার বমন। মূর্দ্ধার মৃদু চাপ মস্তকচালনায় দপদপানিতে পরিণত। মূর্দ্ধাদেশের শীতলতায় বোধ যেন তথায় বরফের চাপ রহিয়াছে। কেশে বেদনার অনুভূতি। মস্তকের বিড়বিড়ি ও কেশ কণ্টকিতবৎ অনুভূতিতে কেশে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রদত্ত হওয়ার ন্যায় বোধ।

অনিয়মিতকালে নিদ্রালুতা। নিদ্রাবেশে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার ন্যায় চমকিয়া উঠায় নিদ্রার ব্যাঘাত। নিদ্রাকালে মস্তকোর্দ্ধে বাহুর

বিস্তৃতি ও ফোঁকানি। জলমগ্ন হওয়ার, কুকুর দংশন হইতে পলায়নের ক্ষমতাহীনতার, কেহ পশ্চাদ্ধাবিত হওয়ার এবং দস্যু বিষয়ক স্বপ্নের ভীতি প্রযুক্ত জাগরিত হইয়া রোগী স্বপ্ন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকারে দ্বিত্বদৃষ্টি উপস্থিত হইলে চক্ষুর সম্মুখে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অথবা কলঙ্ক দৃষ্টির শয্যা অথবা চেয়ার হইতে উত্থানকালে বৃদ্ধি। চক্ষুর আলোকসহিষ্ণুতা। রাত্র্যান্ধতা। শ্রবণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ায় বধিরতা জন্মিয়া কর্ণ রুদ্ধ থাকায় অনুভূতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ধূম অথবা জমির সারের ন্যায় ঘ্রাণ। জিহ্বায় পিপারমেণ্টের ন্যায় তিক্ত, প্রভেদ হীন অথবা মিষ্ট মিষ্ট, এবং পচাটে স্বাদ। •

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে মাংসল শরীরাংশে চাপ ও ঘৃষ্টানুভূতি। বেদনায় রোগী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে অথবা প্রলাপ কহে।

গতিদ স্নায়ুবিকারে শরীরের কম্প ও ঝাঁকি। হঠাৎ শক্তিলোপ। প্রাতঃকালীন কম্প বশতঃ রোগীর গভীরতর দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত পুরাতন দুর্ব্বলতা। আক্ষেপ কালে অঙ্গাদির চালনা। খল্লীসহ বিরেচন ও বমন। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ কালে উৎকণ্ঠা, মুখের পাণ্ডুরতা ও ললাট দেশের শীতল ঘর্ম্ম; আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে কাসি। কখন কখন আক্ষেপান্তে সংজ্ঞাহীনতা ও প্রগাঢ় তন্দ্রা। পক্ষাঘাত।

মুখমণ্ডলের অস্থিরভাব ও প্রচণ্ডতাব্যঞ্জক দৃশ্য; মুখ কখন পাণ্ডুর, বিকৃত ও বসা, কখন পাণ্ডুর, নীলিমাবিশিষ্ট, সীসকবর্ণ ও কুঞ্চিত; নীল বা সবুজ মণ্ডলবেষ্টিত চক্ষু, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা; শায়িতাবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্ত, গাত্রোত্থানে পাণ্ডুরতাপ্রাপ্ত; মুখমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমিক পাণ্ডুরতা ও লোহিতাভনীলিমা; পাণ্ডুর ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুযুক্ত মুখমণ্ডলের আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ স্নায়ুশূল প্রযুক্ত রোগী শয্যাগত

বিশেষতঃ রক্তহীন রোগী তাপ এবং রক্তিমার সহিত ললাটপার্শ্ব, গণ্ড এবং চক্ষুর ছিন্নবৎ বেদনায় ক্ষিপ্তপ্রায়। চর্ব্বণ কালে মুখ পেশীর আক্ষেপ। হনুস্তম্ভ। রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে এবং সিক্ত বাতাসে বৃদ্ধিপায়। পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মুখমণ্ডলের হাস্যভাব (Risus Sardonicus.)। হনুস্তম্ভ।

চক্ষু কখন বড় বড় ও কদাকার, কখন স্থির, বসা এবং জ্যোতিহীন. কখন নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত। আরক্ত চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুপুটের অত্যন্ত শুষ্কতা ও কাঠিন্য ; চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। ঊর্দ্ধ চক্ষু পুটের অধঃদেশে লবণ থাকার ন্যায় অনুভূতি। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, অবস্থানুসারে বিস্তৃত।

শীতল ও বসা মুখমণ্ডলের সহিত নাসিকা সঙ্কুচিত এবং নাসাগ্র সূক্ষ্মতর, নাসিকায় তুলা প্রবেশবৎ শুষ্কতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকায় অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা। স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপ। থাকিয়া থাকিয়া স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসরোধের আক্রমণে চক্ষুর বহির্নিষ্ক্রমণ। সামান্য সর্দ্দির আক্রমণেই স্বরযন্ত্রের অত্যধিক দুর্ব্বলতা। ফাঁপা ও ভঙ্গ স্বর।

কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষের কসা ও সঙ্কুচিত ভাব। বায়ুনলীর অধঃ অংশের শুড় শুড়িতে কাসির উদ্রেক হওয়ায় সামান্য কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে। বক্ষাভ্যন্তরে ও সম্মুখবক্ষে বা বক্ষের ষ্টার্ণাম প্রদেশে চাপানুভূতি। সামান্য শরীর চালনায় শ্বাসাল্পতা ঘটে বা রোগী হাঁপাইতে থাকে। আবেশকালে* গভীর ফাঁপা শব্দের কাসি। কাসিলে মুখের নীলিমা. অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব এবং প্রচুর নিষ্ঠীবন। শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহ প্রবেশে কাসির উদ্রেক।

বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু কিছুই উঠে না ; মস্তকে চটচটে ঘর্ম্ম ; রোগী দুর্ব্বল এবং নাড়ী দ্রুত ও বিশৃঙ্খল ;

বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড়ি; শ্বাসরোধের আশংকা জন্মে; মুখের নীলিমা; এবং জলবৎ ফেনিল নিষ্ঠীবন। বক্ষপার্শ্বে সুচিবেধবৎ বেদনা।

প্রবল হৃৎকম্প, উৎকণ্ঠা এবং মূর্চ্ছার ভাব। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের হৃৎস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং যকৃতে স্বল্পতর বাধা প্রাপ্ত শোণিত সঞ্চালন। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎকম্পে মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা, পদের শীতলতা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে বিশ্রামে বা শয়নাবস্থায় উপশম।

নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র এবং কঠিনস্পর্শ; কখন ধীর, কোমল এবং ক্ষণ-লোপবিশিষ্ট, কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও ধীরতর।

পরিপাকযন্ত্রবিকার লক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং প্রলম্বিত; রোগী মুখ ও নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে; কখন ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায়।

ভয়ানক দপদপানি দন্তশূলে মুখমণ্ডল স্ফীত এবং ললাটে শীতল ঘর্ম্ম। বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি দন্তশূলে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। দন্তের সীসকপূর্ণবৎ গুরুত্বানুভূতি। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে।

জিহ্বা কখন শীতল ও শীর্ণ, স্ফীত, শুষ্ক ও বিদীর্ণ এবং অতি লোহিত; কখন শুভ্র জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লোহিতবর্ণ; জিহ্বা হরিদ্রাভকপিশ লেপযুক্ত এবং পশ্চাদংশ কৃষ্ণবর্ণ। কথা অস্পষ্ট ও তোতলা থাকায় বোধ যেন জিহ্বার গুরুত্ব জন্মিয়াছে।

আক্ষেপ কালে মুখে ফেন উঠে। মুখলালার হ্রাসে মুখ শুষ্ক থাকে। মুখের এবং গলাভ্যন্তরের জ্বালা, জলোদ্‌গারের ন্যায় অবিশ্রান্ত মুখলালার স্রাব।

গলমধ্যের শুষ্কতা জলপানেও দূর হয় না। গলার চাঁছাবৎ অথবা কর্কশ ভাবের অনুভূতি। গলমধ্যে ধুলী থাকার ন্যায় বোধ। গলায় সঙ্কোচন বোধ। ইসফেগাস বা অন্ননালীর পুরাতন প্রতিশ্যায়। গলধঃদেশের বিস্তৃতির অনুভূতি।

ফল, রসাল বস্তু অথবা লবণাক্ত বস্তুর লালসা। রোগী পেটুকের ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত। বমনের ব্যবধান কালে অতি ক্ষুধা বা সহজ ক্ষুধা। অতিশয় তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলে। উষ্ণ খাদ্যে ঘৃণা। মুখ শ্লেষ্মাজড়িত থাকার ন্যায় বোধ এবং ক্ষুধার হ্রাস; আস্বাদাদির প্রভেদক শক্তির অভাব অথবা আস্বাদ মিষ্ট মিষ্ট বোধ।

প্রচণ্ড শূন্যোদ্গার। হিক্কা। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং ভয়ঙ্কর বমন নিবন্ধন বলক্ষয়ে রোগী শয়ন করিতে চাহে। বিবমিষার আক্রমণে প্রচুর লালা স্রাব ও ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা। যখনই রোগী শরীর চালনা অথবা জলপান করে, তখনই অতি বেগের সহিত ভয়ঙ্কর বমন হওয়ায় অত্যধিক পরিমাণভুক্ত বস্তু, রক্ত, সবুজ শ্লেষ্মা এবং ক্লেদবৎ তরল ও অম্লাস্বাদ বস্তুর উদ্গীরণ এবং শীতল ঘর্ম্ম। আমাশয়োর্দ্ধদেশে বেদনাযুক্ত স্ফীতি। আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশের প্রবল চাপ ষ্টার্ণামঅস্থি, কুক্ষি এবং আমাশয়ের অধঃপ্রদেশে বিস্তৃত। আমাশয়ে এবং তদুপরিস্থদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। আমাশয়োর্দ্ধের উৎকণ্ঠাজনক যন্ত্রণা।

উদর স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। উদরাধ্মান। কর্ত্তনবৎ, কামড়ানি এবং মোচড়ানির ন্যায় উদরশূলের, বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে, মলত্যাগে উপশম; বায়ু কর্ত্তৃক উদরশূলে বোধ যেন মোচড়ানি হইয়া অন্ত্রে গিটবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে শীতল ঘর্ম্ম, এবং আহারে তাহার বৃদ্ধি।

গ্রীষ্মকালের রজনীতে হঠাৎ অন্ত্রের প্রতিশ্যায় ঘটিত বমন ও বিরেচন—বিষ্ঠা জলবৎ, সবুজাভ ও ছিবড়া ছিবড়া বস্তু মিশ্রিত; প্রভূত পরিমাণের তণ্ডুলধৌত জলের ন্যায় বিষ্ঠার অতি বেগে নিঃসরণ বশতঃ হস্ত ও পদের প্রবল খল্লী সম্পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত। উদরাময়ে মুখ বসিয়া যায় এবং প্রায় মৃতের ন্যায় আকৃতি হয়। বিষ্ঠা কখন এসিয়াটিক

কলেরার ন্যায়, কখন জলবৎ ও গন্ধহীন, কখন ছিবড়া ছিবড়া বস্তু-মিশ্রিত ও জলবৎ, কখন পাতলা কাদার ন্যায় ও আমযুক্ত থাকে এবং কখন বা আতঙ্ক বশতঃ বেগের সহিত সবুজ বর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। বায়ুর নিঃসরণে অজ্ঞাতভাবে পাতলা মলের নিঃসরণ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন; অথবা প্রথমাংশ স্থূলতর ও শেষাংশ ক্ষুদ্রতর। কাল কাল গোলাকার পিণ্ডের ন্যায় বিষ্ঠার ত্যাগ। ফুসফুস অথবা ফুসফুসবেষ্টের রোগসহ অর্শ জন্মে; বেদনাহীন চাপ চাপ রক্তাতিসারে শরীরের অবসন্নতা।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগে ভয়ানক তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। মূত্র অত্যল্প পরিমাণে, লোহিতাভকপিশ, অথবা মূত্রাঘাত (Suppression of urine)। কখন বা মূত্র সবুজাভ। কাসিলে অনৈচ্ছিক মূত্র ত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিপ্লব ঘটিয়া ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সূতিকাবস্থায় কামোন্মাদ জন্মে। জরায়ুপ্রদাহে থাকিয়া থাকিয়া বমনের আক্রমণ, প্রলাপ এবং উৎকণ্ঠা; কখন বমন ও উদরাময়। শরীর তপ্ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল; অতি শীঘ্রাগত ও অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব, ঋতুরোধ ঘটায় অবস্থাবিশেষে আত্মার উদ্ধার বিষয়ে নৈরাশ্য; কখন কখন রক্তযুক্ত থুথুর নিষ্ঠীবন। আর্ত্তবাভাবপ্রযুক্ত শিরঃশূল, সীসকবর্ণ মুখ, বিবমিষা, বমন এবং উদরাময়। কষ্টরজঃরোগে জরায়ু স্খলন হইয়া বমন, বিরেচন ও বলক্ষয় জন্মে। স্খলিত যোনি ফাঁসবদ্ধ হইলে শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর বমন ও উদরাময়।

গ্রীবা এতাদৃশ দুর্ব্বল যে শিশু, বিশেষতঃ তাহার হুপশব্দক কাসি থাকিলে, ঋজুভাবে রাখিতে পারে না। গ্রীবার রসবাতজ

বেদনা কটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাজায় এবং পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা।

বাহুর সন্নিহিত ব্রেকিয়াল স্নায়ুজালের বেদনায় বোধ যেন তাহা আহত অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে। বাহুর উত্তোলনে শৈত্যানুভূতি এবং রোগী তাহার পূর্ণতা ও স্ফীতি বোধ করে। বাহুর অবশকর ও ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা। কোন বস্তু ধারণ করিলে হস্তের কম্প। হস্তের ও হস্তাঙ্গুলির চন্‌চনিতে উৎকণ্ঠা জন্মে। হস্ত বরফবৎ শীতল ও নীলবর্ণ।

ভ্রমণে কষ্ট হইলে প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম হিপসন্ধির অবশভাব ও পায়ের ডিমের খল্লী। নত হইতে জানুসন্ধির অধস্থ অস্থি ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় অঙ্গুষ্ঠমধ্যে হুল বেঁধার ন্যায় বোধ।

ঊর্দ্ধাধঃ অঙ্গের বেদনাযুক্ত ও অবশভাবের দুর্ব্বলতা। অঙ্গাদির ঝিন্‌ঝিনি, শায়িতাবস্থাতেও ঐরূপ। অঙ্গাদির ঘৃষ্টবৎ বেদনা আর্দ্র শীতল বায়ুতে এবং শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও উচ্চ এবং নিম্নস্থানে চলাফেরা করিলে হ্রাস।

ত্বক্ কুঞ্চিত এবং অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে ত্বক্ চাপিত করিলে ভাঁজ কিয়ৎকাল থাকিয়া যায়। ত্বক্ নীলবর্ণ, নীললোহিত এবং শীতল। কচ্ছুবৎ শুষ্ক ত্বগুদ্ভেদ।

জ্বরাক্রমণে সর্ব্ব শরীর শীতল এবং হাঁটিতে ও দৌড়াইতে মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি; রোগী জল পান করে। গাত্রের বাহির্ভাগ শীতল এবং অভ্যন্তর উষ্ণ। সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা।—ভিরেট্রাম এল্‌বামের রোগমাত্রেই প্রায় ললাটদেশের ও মুখ-

মণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম অব্যর্থ ও অতি প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য। উদরাময়, কলেরা, নিউমনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড রোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক তাহাতে অতি ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও পতন বা কোলাপ্‌স্‌ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও সেই পতনাবস্থার প্রধান লক্ষণ স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী শীতল ললাটঘর্ম্ম বর্ত্তমান না থাকিলে **ভিরেট্রাম** তাহার ঔষধ হইতে পারে না। ফলতঃ যে রোগে পূর্ব্বকথিত প্রগাঢ় পতনলক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে, তাহাতেও শরীরের ন্যূনাধিক শীতলতাসহ ললাটে শীতল ঘর্ম্ম থাকিয়া **ভিরেট্রামের** উপযোগিতা প্রদর্শন করে।

প্রগাঢ় পতন বা কোলাপ্‌স লক্ষণ—জীবনী শক্তির ত্বরিত নিমজ্জন; সম্পূর্ণবলহানি; শীতল গাত্র ও প্রশ্বাস-বায়ু; নীল, নীলাভলোহিত, শীতল, কুঞ্চিত এবং স্থিতি-স্থাপকতাহীন ত্বক, মৃতেরন্যায় মুখাকৃতি, সুক্ষ্মাগ্র নাসিকা এবং সর্ব্বশরীরের বরফবৎ শীতলতা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা।

—কলেরা প্রভৃতি কোন প্রকার তরুণ ও প্রবল রোগে উপরিউক্ত গভীর পতনলক্ষণ, অতি ত্বরিত গতিতে উপস্থিত হইলে তাহার অতি অল্প সংখ্যক ঔষধ মধ্যে আমাদিগের নিকট **ভিরেট্রাম** সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত। কলেরা রোগে জীবনীশক্তির উল্লিখিত ত্বরিত হ্রাস ও পতনলক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ হানিমান **ক্যাম্ফর**, **ভিরেট্রাম** ও **কুপ্রাম**, এই তিন ঔষধকে কলেরায় অমোঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হানিমানের পরে কলেরা চিকিৎসায় **আর্সেনিক** এবং **একনাইটের** অপরিবর্জ্জনীয়তার আবিষ্কারেও **ভিরেট্রামাদির** আধিপত্য

অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আকস্মিক পতনলক্ষণ নিবারণ জন্য উপরিউক্ত তিন ঔষধই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পতনলক্ষণসম্বন্ধে তিন ঔষধের সাধারণ সাদৃশ্য থাকিলেও **ভিরেট্রামের ললাটদেশের ও মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম, ক্যাম্ফরের বমন ও বিরেচনের অভাব বা অকিঞ্চিৎকরতা এবং কুপ্রামের ভয়াবহ খল্লীর বর্ত্তমানতা** ইহাদিগকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্স্যানিটি—উন্মত্ততা বা একিউট মেনিয়া।—**ভিরেট্রামের** উন্মাদ রোগের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, লক্ষণের প্রচণ্ডতা ও প্রবলতা বিষয়ে ইহা **বেলাডনা** এবং **ষ্ট্রামোনিয়াম** প্রভৃতি ঔষধের ভয়াবহ চীৎকার ও প্রহার প্রভৃতি প্রবলতর ঔদ্ধত্যবিশিষ্ট লক্ষণের তুল্য হইলেও উল্লিখিত ঔষধাদির ন্যায় ইহাতে শোণিতের, শোণিতসঞ্চলনের, তাপের এবং শারীরিক শক্তির প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মূলতঃ রোগী দুর্ব্বল থাকে ও তাহার সকল লক্ষণেই তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং শারীরিক তাপাল্পতা ইহার প্রকৃতিগত ধর্ম্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। **ভিরেট্রামের** সকল লক্ষণই শীতলতা প্রধান—শরীর শীতল, ঘর্ম্ম শীতল এবং মল, মূত্র প্রভৃতি স্রাবাদিও শীতল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের প্রবলতর প্রোজ্জ্বলনের ন্যায় ইহার প্রবলতা দুর্ব্বলাত্মক সবলতা মাত্র। প্রগাঢ় দুঃখ, গভীরতম নৈরাশ্য এবং অসহনীয় অবমাননা প্রভৃতি অনেক সময় ইহার ভয়াবহ উন্মত্ততার কারণ। রোগী প্রচণ্ডরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভয়াবহ ব্যবহার করে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল স্ফীত, বহির্নিষ্ক্রান্ত,

বৃহদায়তন ও ঘূর্ণিত চক্ষুর কট মট চাহনি; রোগী যাহা পায় তাহাই, বিশেষতঃ বস্ত্র কর্ত্তন ও ছিন্ন করে; প্রহার করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত রোগী ভয়াবহ গর্জ্জন ও চীৎকার করিতে থাকে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাসহ বেগে ভ্রমণ করে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু রোধ ঘটিলে যে উন্মত্ততা জন্মে তাহা কামোন্মাদপ্রকৃতি ধারণ করে।

কামোন্মাদ বা নিম্ফমেনিয়া।—জননেন্দ্রিয়ের অসহনীয় উত্তেজনা বশতঃ রোগিণী প্রবলতররূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শয্যা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া যাহাকে তাহাকে চুম্বন করিতে যায় এবং কথায় ও কার্য্যে অশ্লিলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকে।

ধর্ম্মোন্মাদ বা রিলিজাস্ মেনিয়া।—কখন কখন রোগী ধর্ম্ম-বিষয়ক উন্মত্ততা প্রকাশ করে, আপনাকে ক্রাইষ্ট্ বা কৃষ্ণাদি ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে, চীৎকার করিয়া ভজনা করিতে করিতে তখনই কঠিন সপথ করিতে থাকে। **ভিরেট্রাম**-রোগীর সর্ব্ববিধ প্রবলতর উন্মত্ততাসহই বাগাড়ম্বর বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন প্রবল উত্তেজনাবস্থায় কন্‌ভাল্‌সন হয়।

বিষণ্ণবায়ু।—**ভিরেট্রাম**রোগী মূলে দুর্ব্বলজীবনীশক্তি-বিশিষ্ট, একারণ তাহার প্রচণ্ডতা অবিশ্রান্ত ভাবে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগী ন্যূনাধিক কাল পরেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে অথবা পর্য্যায়ক্রমে প্রচণ্ড ও মৃদু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় রোগী বড় বিষণ্ণতাগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রোগী উৎকণ্ঠাগ্রস্ত থাকে, হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন করে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা রোগিনীর গর্ভসঞ্চারের ভ্রান্তিবশতঃ ভীতি জন্মে এবং কখন কখন রোগিনী আত্মার উদ্ধার বিষয়ে সন্দীহান ও ভরসাহীন হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কখন বা রোগী বহু সময় অবিশ্রান্তভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে।

ভিরেট্রামরোগী একটি "বহুরূপী" বিশেষ; প্রায় সর্ব্বপ্রকার

মানসিক বিকারই ইহা দ্বারা অনুকৃত হয়। **হিষ্টিরিয়া** বা **গুল্ম-বায়ুরোগের** বহু লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা **সূতিকোন্মাদ** ও তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপও আরোগ্য হইয়াছে। ইহার রোগের অপেক্ষাকৃত মৃদু অবস্থায় রোগী চৌর্য্যপরায়ণ হয়, সকল অবস্থাতেই অধিক কথা কহে, বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কখন বা বহু সময় ব্যাপিয়া মৌনী ভাব ধারণ করে। **ভিরেট্রাম** বহুতর উন্মাদরোগ আরোগ্য করিয়াছে, ইহাই প্রবাদ। এজন্য ইহার লক্ষণ কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইল।

প্রচণ্ডতায় ইহা **বেল, ষ্ট্র্যাম** ও **কুপ্রাম** সহ, কামোন্মত্ততায় **ষ্ট্র্যাম, হায়সা, ক্যাম্ফা** ও **প্ল্যাটিন**সহ, এবং ধর্ম্মোন্মাদে **ষ্ট্র্যাম, হায়সা** ও **ল্যাকে**সহ তুলনীয়। কিন্তু **মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় নীলিমা, শীতল শরীরের শীতল ঘর্ম্ম,** বিশেষতঃ **ললাটদেশে তাহার আধিক্য** এবং অবস্থাবিশেষে **প্রভূত পরিমাণ উদরাময়ের বর্ত্তমানতায়** ইহা কাহারই সহিত তুলনীয় নহে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা **বহুব্যাপক প্রতিশ্যায় রোগ**।—কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে সামান্য সর্দ্দির আক্রমণ হইলেও যদি রোগী অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে **ভিরেট্রাম** তাহার ঔষধ।

ব্রঙ্কাইটিস বা **নলৌষ**।—বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে অত্যধিক পরিমাণ গয়ার নিষ্ঠুত হইলে অথবা বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়াও রোগীর শক্তিহীনতা বশতঃ নিষ্ঠুত না হইলে যদি মুখমণ্ডলের নীলিমা, শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটদেশে তাহার আধিক্য এবং অনৈচ্ছিক মূত্রনিঃসরণ প্রভৃতি প্রভূত শক্তিহানি বা কল্যাপস্ লক্ষণ উপস্থিত হয় সে স্থলে **ভিরেট্রাম** দ্বারা ফললাভ হইতে পারে। এস্থলে ইহা **এলুমিনা, কষ্টিকাম** এবং **কল্‌চিকাম**সহ তুলনীয়।

হুপ শব্দক কাসি বা হুপিং কাফ।—ইহার আক্ষেপিক কাসিতে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শীতল মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশে কাসির বৃদ্ধি হইলে ভিরেট্রাম উপকারী। ব্রায়নসহ এস্থলে ইহা তুলনীয় হইলেও ইহার অত্যধিক বলক্ষয়-প্রযুক্ত শয্যাগত ভাব ও শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ তাহাতে থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা কার্ডিয়াক্ ডিবিলিটি।—কোন তরুণ ও প্রবল রোগের পরিণামফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা আরোগ্য করিতে ডাঃ ফ্যারিংটন ভিরেট্রাম এল্‌বামকে ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্ব্বলতা, নাড়ীর সূত্রবৎ ক্ষীণতা, শরীর চালনা বশতঃ মূর্চ্ছা, শয়নাবস্থায় মুখমণ্ডলের রক্তিমা, উঠিয়া বসিলে তাহার মৃতেরন্যায় পাণ্ডুরতা, এবং অনেক সময়ে হস্তের চটচটে শীতলভাবকে তিনি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—ভিরেট্রাম অতি প্রবলতর, প্রায় কলেরা সদৃশ উদরাময়ের ঔষধ। লক্ষণ নিচয়ের গুরুত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য উভয় রোগকে প্রভেদ করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুতে কাঁচা ফল প্রভৃতি দুষ্পাচ্য বস্তুর আহার বশতঃ অপাকে ইহার রোগ জন্মে। হঠাৎ ত্রাসও ইহার রোগের একটি বিশেষ কারণ। ভীতি বশতঃ উদরাময়ে ইহা জেল্‌স্, ওপি ও পাল্‌স্ প্রভৃতি ঔষধসহ তুলনীয়। লক্ষণাদির গুরুত্বে, তীক্ষ্নতায় এবং প্রকৃতির বিশেষতায় ইহা আর্সেনিকের উদরাময় হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। একারণ সাধারণ উদরাময় ও কলেরা উভয় রোগেই ঔষধ নির্ব্বাচনে নব্য চিকিৎসকগণ প্রায়শঃ ভুল করিয়া থাকেন। প্রভূত পরিমাণ রেচন, উদরশূল, রেচনান্তর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটের, এবং শরীরের নীলাভা প্রভৃতি

ভিরেট্রাম উদরাময়ের বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে, রোগী অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করে। ইহার বিষ্ঠা কলেরার প্রসিদ্ধ "রাইস ওয়াটারের" বিষ্ঠার ন্যায় বা ভাতের ফ্যানের আকারবিশিষ্ট ও আঁইসের ন্যায় বস্তুপূর্ণ থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত চিমটিকাটার ন্যায় উদরশূল। বিবমিষা ইহার প্রায় চিরসঙ্গী, জঙ্ঘা এবং পদের খল্লীও নিতান্ত বিরল নহে। নিম্নক্রমের ঔষধে হঠাৎ রেচন বন্ধের কুফলাশঙ্কা করিয়া ডাং ডিয়ুই ১২, ৩০ প্রভৃতি ক্রমের ঔষধ ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করেন।

জ্যাট্রফা—ইহাতেও **ভিরেট্রামের** ন্যায় সবেগে প্রভূত পরিমাণ মলত্যাগ হয় এবং রোগীর গাত্র শীতল থাকে। প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ ইহার প্রভেদক।

কুপ্রাম—ইহাও অনেকাংশে **ভিরেট্রের** উদরাময়ের তুল্য হইলেও অতি ভয়াবহ খল্লীর বক্ষঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি এবং শীতল ঘর্ম্মের অনুপস্থিতি, অপর হইতে ইহার বিশেষ প্রকৃতি স্থাপন করে।

কলেরা বা ওলাওঠা।—সাংঘাতিক লক্ষণযুক্ত কলেরার পূর্ণ, পরিস্ফুট অবস্থায় **ক্যাম্ফর, একনাইট, আর্সেনিক, ভিরেট্রাম** ও **কুপ্রাম** প্রভৃতি ঔষধের প্রতি সাধারণতঃ প্রথমেই আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ উপরিউক্ত ঔষধপঞ্চ দ্বারাই কলেরা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি যশোলাভ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর শরীরে কলেরা "মায়াজম" বা বিষবাষ্পের ভিন্ন প্রণালীতে ক্রিয়া হওয়ায় রোগ লক্ষণ নিচয়ের মৌলিক ঐক্যতা থাকিলেও বিশেষ প্রকারের বিভিন্নতাও দৃষ্টিগোচর হয়। উপরিউক্ত ক্রিয়াপ্রণালী এবং লক্ষণবিভিন্নতার তারতম্যানুসারে কলেরা চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের আবশ্যকতা জন্মে।

তন্মধ্যে উপরিলিখিত পাঁচটি ঔষধই প্রধান। এই সকল ঔষধ প্রায়ই সমলক্ষণযুক্ত ও সমক্রিয়। বিশেষ বিশেষ রোগে লক্ষণের কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক তারতম্যসহ ইহারা প্রায় সমলক্ষণযুক্ত। এই সকল ঔষধ পরস্পরা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। যেমন **ভিরেট্রাম** সদৃশলক্ষণযুক্ত কলেরা রোগের "উদরাময়ের সহিত প্রভূত বায়ু নিঃসরণ" থাকিলে তাহার প্রায় সমক্রিয় **জ্যাট্রফার** প্রয়োগ হয়; **আর্সেনিক** সদৃশ কলেরা-রোগের যন্ত্রণাদি তাপপ্রয়োগে ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে উপশম না হইলে, তাহার প্রায় সমক্রিয় ঔষধ **সিকেলির** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফরের ক্রিয়া অনেকাংশে **একনাইটের** তুল্য, কেন না শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ উভয় ঔষধের রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ। কৈশিক রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে শোণিত্যাধিক্য নিবন্ধন উভয় ঔষধেই বহিঃশরীর বা ত্বক্‌ আকুঞ্চিত ও শীতল হইয়া যায় এবং উভয়ই প্রদাহের পূর্ব্বের রক্তাধিক্যে উপকারী বলিয়া গণ্য। এতাবৎ উভয় ঔষধ মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্যেরই অনুমান করা যায়। কিন্তু তথাপি অতি গুরুতর প্রভেদ এই যে, **ক্যাম্ফর** লক্ষণে অতি সংঘাতিক কলেরা বিষের অকস্মাৎ ও প্রবল আক্রমণে জীবনীশক্তি অভিভূত হওয়ায় দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াশক্তি স্তব্ধপ্রায় হইয়া যায় এবং তদবস্থায় উপযুক্ত ঔষধাভাবে যন্ত্রাদির ক্রিয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হওয়ায় রোগী অচিরাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যান্ত্রিক ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় রোগীর বমন, বিবেচন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব থাকে না, তথাপি গভীরতর হিমাঙ্গ, ত্বকের নীলাভা, ভয়াবহ দুর্ব্বলতা, স্বরলোপ, শ্বাসকষ্ট এবং নাড়ীর লুপ্তপ্রায় বা লোপাবস্থা বর্ত্তমান থাকিয়া রোগের সাংঘাতিকতা প্রকটিত করে।

একনাইট—ক্যাম্ফরের ন্যায় ইহাতে শরীরের শীতলতাদি ন্যূনাধিক কোলাপ্‌স্‌ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও যান্ত্রিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ

অপলাপ ঘটে না। বমন, অতিসার প্রভৃতি কলেরা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ভিরেট্রামের ন্যায় তাহা, কিম্বা আর্সেনিকের ন্যায় শরীরোপাদানের পচন বা ধ্বংশ রোগীর মৃত্যুর কারণ হয় না। হৃৎপিণ্ডের প্রবল আক্রমণে উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভয়ে আকুল একনাইটরোগী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবসাদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

আর্সেনিক—ইহা শরীরোপাদানের বা টিস্যুর ধ্বংশকর বস্তু। কলেরা রোগে বিরেচন, বমন ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাবাধিক্য অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডাদি কোন যন্ত্রবিশেষের ক্রিয়ানাশ কিম্বা যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার হঠাৎ অবসাদ ইহার রোগীর সাংঘাতিক ও ভয়াবহ যন্ত্রণাকর লক্ষণের অথবা মৃত্যুর কারণ হয় না। ইহার লক্ষণে অতিসার, বমনাদির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর। অল্প পরিমাণ চট চটে ঘর্ম্ম গাত্রে সংলগ্ন থাকে অথবা আদৌ ঘর্ম্ম হয় না। উপরিউক্ত স্রাবাল্পতা এবং উপাদানের ধ্বংশাত্মিকা রাসায়ণিক ক্রিয়োদ্ভূত তাপের বর্ত্তমানতা বশতঃ কখন কখন অতি সাংঘাতিক অবস্থাতেও রোগীবিশেষের শরীরে স্বাভাবিক অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর তাপ উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়; ফলতঃ এরূপ লক্ষণযুক্ত রোগ, অধিকাংশ সময়ে আমরা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচনা করি।

ভিরেট্রাম্ এল্বাম্—স্রাবাধিক্য নিবন্ধন ইহার রোগের সাংঘাতিকতা জন্মে। ইহাতে অধিকতর রেচন, বমন ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। শরীরস্থ রসধাতু যেন এককালীন নিঃশেষিত হইয়া যায়। শোণিত গাঢ়তর হওয়ায় সবাধ সঞ্চালন বশতঃ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে মৃদু শিরাশোণিতাধিক্য জন্মে। তপ্ত ধমনীশোণিতের অপচয় ও তাপহীন সমল শিরাশোণিতের প্রাধান্য নিবন্ধন ত্বক্ শীতল, নীলাভ, কুঞ্চিত ও শীতল ঘর্ম্মযুক্ত হয়। উপরিউক্ত কারণ বশতঃ প্রভূত সর্ব্বাঙ্গীন বলক্ষয় ইহার মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

ঔষধ নির্ব্বাচনে অনেক স্থলেই **আর্সেনিক** সহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। ফলতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ লক্ষণাদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে এরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিরল ঃ—

১। প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল বিষ্ঠাসহ কখন কখন ছিব্‌ড়া ছিব্‌ড়া পদার্থের বিদ্যমানতা এবং সবেগ মলনিঃসরণ।

২। মলত্যাগের পুর্ব্ব হইতে তাহায় শেষ পর্য্যন্ত খোচানি বা কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ উদরশূল। এই শূলের অভাবে ইহার উপযোগিতা সন্দেহজনক।

৩। মলত্যাগের ন্যূনাধিক সমসাময়িকরূপে প্রচুর পরিমাণ বমন। অধিকাংশ সময়ে ন্যূনাধিক খল্লীর বর্ত্তমানতা।

৪। ভেদ ও বমনের পর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছার ভাব।

৫। শীতল এবং নীলাভ শরীরে, বিশেষতঃ অধিকতর রূপে ললাটদেশে প্রচুর শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা। শরীরাভ্যন্তরে ন্যূনাধিক জ্বালার অনুভূতি।

৬। উদরাময়ের রজনীতে বৃদ্ধি। রোগী অতি শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যায়। অত্যন্ত তৃষ্ণায় শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জল পান।

শিশুদিগের কলেরা রোগে ইহা অত্যাজ্য ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বপ্রথম স্মরণীয় ঔষধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পডফিলাম্‌—ইহার অধিকাংশ লক্ষণ **ভিরেট্রের** সদৃশ। উদরশূলের অনুপস্থিতি ইহার প্রভেদক। মধ্যরজনীর পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি।

জ্যাট্রফা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদরাময়ের বিষ্টা ও ঘর্ম্মাদির প্রচুরতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা **ভিরেট্রামের** তুল্য। বিশেষ এই যে, বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয় ও বমনে দড়ি দড়ি শ্বেত লালা বা এল্‌ব্যুমনবৎ পদার্থ থাকে।

গ্রীষ্মকালীন শিশুকলেরা রোগে **আইরিস, ক্রটন, ইলেটেরিয়াম, পালস্** এবং **পড** হইতেও **ভিরেট্** শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত। সমগ্র অন্ত্রপথের, বিশেষতঃ মলদ্বারের জ্বালা ও অবদারণ, অত্যধিক গ্রীষ্মতাপে রোগের আক্রমণ, ২।৩টা রজনীতে উদরাময়ের বৃদ্ধি, বিষ্ঠাসহ পিত্তের বর্ত্তমানতায় পীতাভসবুজ বর্ণ এবং অম্লাস্বাদ পিত্তযুক্ত বমন প্রভৃতি **আইরিসের**—জলবৎ পীতবর্ণ বিষ্ঠার তীরবেগে নিঃসরণ, আহার ও পানান্তেই রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি **ক্রটনের**—প্রচুর জলবৎ বিষ্ঠার জলপাইয়ের ন্যায় সবুজ বর্ণ **ইলেটেরিয়ামের**—এবংপিষ্টক, শুকরমাংস, চর্ব্বিময় পদার্থ ও কুলপী বরফ প্রভৃতি বিজাতীয় খাদ্যের একযোগে আহার নিবন্ধন মধ্য- রজনীর পরের উদ্ব:ামর **পাল্‌সেটীলার** রোগের বিশেষপ্রকৃতি সূচিত করে।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেসন।—সাধারণ স্নায়বিক বা জীবনীশক্তির নিস্তেজাবস্থায় শিশুদিগের মধ্যেই অধিকতর সময়ে **ভিরেট্রাম এলবামের** কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে পরিপাক শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। জড়বৎ, নিশ্চেষ্ট অন্ত্রাভ্যন্তরে বিষ্ঠা অধিক কাল সঞ্চিত থাকায় রসভাগ বিদূরিত হয় এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুক ও কঠিন অথবা শুষ্ক, কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ গুট্‌লের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টামাত্রও হয় না। ক্রমাগত বিষ্ঠার সঞ্চয় বশতঃ শরীরের, বিশেষতঃ উদরের অস্বস্তি নিবন্ধন মলত্যাগের চেষ্টা করিলেও তাহার বেগ আইসে না। বহু চেষ্টাতেও মলত্যাগ হয় না এবং তন্নিবন্ধন শ্রান্ত ও পূর্ব্ব হইতেই তাপাল্পতাবিশিষ্ট রোগীর শরীর, বিশেষতঃ ললাট হইতে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয় এবং শরীর বরফবৎ শীতল হইয়া যায়।

সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ **ব্রায়ো** রোগীরও মলত্যাগের চেষ্টা থা:ক

না এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক, কঠিন ও দগ্ধবৎ কালচে হয়। মলত্যাগে কখন কখন মলদ্বার ফাটিয়া বিষ্ঠা শোণিতরেখাঙ্কিত হয়। অন্ত্রের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতায় **ওপিয়াম** রোগীর অন্ত্রে সঞ্চিত বিষ্ঠা কাল ও কঠিন বলের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টা মাত্র থাকে না এবং উদরে বায়ুর সঞ্চয় বশতঃ বক্ষে চাপ হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়ায় রোগী কোন প্রকার কষ্টানুভব করে না, কেবল অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে। **এলুমিনার** কোষ্ঠবদ্ধও সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও ক্রিয়াহীনতার ফল। কোমল বিষ্ঠাও বহু চেষ্টায় নির্গত হয়। অসামঞ্জস্যীভূত বা অনিয়মিত আক্ষেপিক অন্ত্রক্রিয়া, **নাক্স ভমিকা** কোষ্ঠবদ্ধের কারণ। পুনঃ পুনঃ নিস্ফল মলবেগ থাকে কিন্তু মলত্যাগ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ--পুরাতন জরায়ুপ্রদাহ বা ক্রনিক মেট্রাইটীস্; আর্ত্তবাধিক্য; কষ্টরজ; আর্ত্তবাভাব ও আর্ত্তবাঘাত বা সাপ্রেসড মেন্‌সেস প্রভৃতি।—**ভিরেট্রামের** স্ত্রীরোগ সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি অতীব পরিস্ফুট। ইহার **জরায়ুপ্রদাহে** ইহারই ন্যায় প্রলাপ, উৎকণ্ঠা এবং অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। **আর্ত্তবাধিক্যে** রজঃস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও পরিমাণে অত্যধিক হয় এবং স্রাবের পূর্ব্বে রাত্র্যান্ধতা জন্মে। **আর্ত্তবাভাব** ও **আর্ত্তবাঘাত** রোগে স্নায়বিক শিরঃশূল এবং আত্মোদ্ধারবিষয়ক ভরসাহীনতা উপস্থিত হয়। এই সকল বিশেষ বিশেষ রোগে স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ব্যতীতও জরায়ুর সর্ব্ববিধ রোগেই **ভিরেট্রামের** অতি সুপরিচিত বিবমিষা, প্রভূত পরিমাণ বমন এবং অতিসার, শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটে তাহার আধিক্য, শরীরের, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ও মুখমণ্ডলের নীলিমাদি উপস্থিত থাকিয়া এই সকল রোগে নিশ্চয়তা সহ **ভিরেট্রাম** প্রদর্শন করে।

লেক্চার ৩৯ (LECTURE X X XIX)

নাইট্রিকাম্ এসিডাম্—(Nitricum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রজেন নাইট্রেট। একুয়া ফর্টিস্।

সাধারণ নাম।—নাইট্রিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক অংশ নাইট্রিক এসিডের সহিত ১৪২ গ্রেণ স্পিঃ ও নয় অংশ জলের সংযোগে ১ শক্তি; পরিস্রুত জলে ২x; ডাইলিউট এলকহল দ্বারা ৩x এবং তৎপরবর্ত্তী শক্তি নিচয় কেবল এলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—অধিকতর সময় অতি নিম্ন ১x, ৩x, ৬x শক্তির, কখন তদূর্দ্ধ, এমন কি ১০০০০০ (cm) শক্তিরও প্রয়োগ হয়।

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ হেম্পল্—উপদংশজ চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষু অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালাযুক্ত; হরিদ্রাভ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে উৎক্ষিপ্ত; চক্ষু অস্বচ্ছ এবং পীতবর্ণ স্রাবপূর্ণ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ফুট—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪০; অনেক দিনের গলক্ষত, দন্তে রবারের পাত ব্যবহারের পর হইতে বৃদ্ধি হইয়াছিল; দুই বৎসর স্থায়ী রোগ; বাম টন্সিল গ্রন্থির টাটানিযুক্ত ক্ষত; সম্পূর্ণ গল-দেশ লোহিতবর্ণ এবং প্রদাহিত। ৫০০০(5m), আরোগ্য। ডাঃ মেরিট—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩৩; ডিফ্‌থিরিয়ার ঝিল্লী দূরীভূত হওয়ার পর রোগীর বৈকারিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ থাকে তদ্রূপ গলার স্থানান্তরিত ঝিল্লীর ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ; জলসহ ৩।৪ বিন্দু মূল এসিডের ৩ ঘণ্টান্তর সেবনে আরোগ্য। ডাঃ ফুল্‌গ্রাফ—এক বৎসর স্থায়ী অন্ত্রের প্রতিশ্যায় রোগে প্রচণ্ড কামড়ানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বারম্বার ক্লেদবৎ বিরেচন, ৩

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে; তাপ অথবা আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তনে; ভ্রমণ কালে; জাগরিত হইলে; উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান কালে; শয়নে।

উপশম।—শকটারোহণে; উদ্‌গারে।

সম্বন্ধ।—নাইট্রিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাল্কে কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, হিপার, মার্ক, মিজি, সাল্‌ফ। বিষমাত্রায় ক্ষার, সাবান ও ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি।

নাট্রিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাল্কে কার্ব্ব, ডিজি ও মার্কারি।

নাইট্রিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—ক্যাল্কে কার্ব্ব, পাল্‌স্ ও সাল্‌ফার।

আরোগ্য। ডাঃ পেরি—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩৩; প্রসবের পর হইতে ৫ মাস যাবত মলদ্বারের বেদনা; মলত্যাগ কালে ভয়ানক কর্ত্তনবৎ ও চন্‌চনি বেদনা হইয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত; ২৪, আরোগ্য। ডাঃ জেসার—দুই সপ্তাহের শিশু, ৪৮ ঘণ্টা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় মূত্রত্যাগ করায় বস্ত্রে রক্তের কাল্সবর্ণ দাগ লাগিয়াছিল; ৩, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ্—মেঢ্রত্বকের বল্‌গাকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বাম পার্শ্বে চুলকনা; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ হুর্শ—পূয়মেহ রোগী। গনরিয়ার পিচকারির ঔষধ ও পারদ সেবনান্তর রোগীর মৃত্যুকল্প অবস্থা এবং বাগি; ক্ষুধানাশ, রজনী ঘর্ম্ম, রজনীতে অস্থিরতা ও শীর্ণতা প্রভৃতি; ৩, আরোগ্য। ডাঃ এড্‌মণ্ডসন—অনেক দিনের উপদংশ ও গলক্ষত, জিহ্বামূলের নিকট গভীর ও নীলবর্ণ কিনারাবিশিষ্ট ক্ষত; টন্‌সিল এককালীন পচিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, মুখে দুর্গন্ধ; ৬, আরোগ্য। ডাঃ ফুট্—১৯ বৎসর বয়সের রোগী; ৬ মাস পূর্ব্বে উপদংশ রোগ হয়; মেঢ্রত্বক ফাটা; মুদা; অনেকদিন এলপ্যাথিক মতে মার্কারি ব্যবহার করিয়াছিল; ৫০০০ (5m), আরোগ্য। ডাঃ লাড্‌লাম্—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৬; অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋতুর পর হইতে রক্তস্রাব; রোগী বলহীন ও উত্তেজনাপ্রবণ; নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা পাণ্ডুর; মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার ভাব, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি; ২× আরোগ্য।

নাইট্রিক এসিড যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্কে কার্ব্ব, হিপার, কেলি কার্ব্ব, নেট কার্ব্ব, পাল্‌স্‌, সাল্‌ফার ও থুজা।

কার্য্যপূরক।—ক্যালাডিয়ামের।

প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত ঔষধ—ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে বা পরে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অনেক সময়েই ইহাকে মার্কারি হইতে প্রভেদ করা সুকঠিন; কৃষ্ণকেশ ব্যক্তির পক্ষে নাই এসি এবং পাতলাকেশ ব্যক্তির পক্ষে মার্কারি উপযোগী, ইহাই প্রভেদ।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যাল্কে কার্ব্ব, গ্রাফা, হিপার, আয়ড, কেলি বাই, কেলি আয়ড, লাইক, মার্ক, মিজি, মিউ এসি ও থুজা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শীর্ণকায় ও কঠিনদেহ, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু এবং বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। উত্তেজনাপ্রবণ, একগুঁয়ে, প্রতিহিংসাপরায়ন এবং বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও যাহারা নমনীয় হয় না।

যে সকল পুরাতন রোগগ্রস্ত রোগীর সহজে সর্দ্দি ও উদরাময় হয়; যাহাদিগের কদাচিৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। উদরাময়যুক্ত ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি। অত্যধিক শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ খণ্ড বেঁধার ও তাহার খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা—বেদনা হঠাৎ হয় হঠাৎই যায়; তাপের অথবা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বেদনা জন্মে; নিদ্রাকালে বেদনার উপস্থিতি; শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষতের ন্যায়, চর্ব্বণবৎ অনুভূতিসহ বেদনা।

পারদ, উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগ প্রভৃতির বিষের অথবা অন্য কোন

তীব্র বিষের ক্রিয়ায় জীর্ণস্বাস্থ্য এবং ঘৃণাশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের রোগ।

অনেক কাল ব্যাপী অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠা; রোগী শুশ্রূষায় (ককু) অপরিমিত মানসিক এবং শারীরিক শ্রম; প্রিয়তম বন্ধুর বিরহনিবন্ধন ব্যাকুলতা (ইগ্নে)।

মস্তকের এবং অস্থির (কার্ব্বল এসি, সাল্ফ) চতুর্দ্দিকে পটিআঁটা থাকার অনুভূতি; ক্ষতে, অর্শে এবং গলদেশে এবং কানিদাবা নখযুক্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি শরীরের রুগ্ন স্থানে কাষ্ঠাদির সরু খণ্ড বা টুক্‌রা থাকার অনুভূতি নিবন্ধন সামান্য স্পর্শেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

অনেক সময় নিজের ব্যাধির জন্য ব্যাকুলতা জন্মে; রোগী সর্ব্বদাই বিগত কষ্টের বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা করে; চিন্তাশক্তি দুর্ব্বলীভূত ও বিভ্রান্ত; কলেরাবিষয়ক দুশ্চিন্তা।

পীনাস্ রোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে সবুজ মামড়ির নির্গমন।

উদরাময়ে কুন্থন সহ অত্যল্প মাত্র বিষ্ঠার নির্গমনে বোধ যেন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা থাকিয়া যায়, কিন্তু নির্গত করা যায় না (এলুমিনা); বেদনায় বোধ যেন সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে (নেট); মলত্যাগের পরে বহু সময় পর্য্যন্ত ভয়ানক কর্ত্তনবৎ বেদনা (রেটানি, সাল্ফ)।

পাকা রাস্তায় শকটের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে অত্যধিক অসহিষ্ণুতা।

অশ্বের মূত্রের ন্যায় ঘোর কটা এবং উগ্র ঘ্রাণবিশিষ্ট মূত্র, আপেলের মদ্যের পিপার তলানিবৎ অল্প পরিমাণ মূত্র, ত্যাগকালে শীতল বোধ।

পূয়মেহ অথবা উপদংশ হইতে বড় বড়, অসম ও সবৃন্ত এবং সিক্ত ও স্রাবী চর্ম্মকীল (Warts) এবং শ্লেষ্মাগুটিকাতে (Condylomata)

খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা (ষ্ট্যাফি, থুজা.) এবং ধৌত করিলে সহজেই তাহা হইতে রক্ত স্রাব।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয় কারণোদ্ভূত, সহজে রক্তস্রাবী, বেঁধাবং বেদনাযুক্ত ও অসমান কিনারা বিশিষ্ট ক্ষতে প্রচুর মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং তলদেশ কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায়।

টাইফয়েড অথবা টাইফাস্ জ্বরে অন্ত্র হইতে (ক্রটে, মিউ এসি) এবং প্রসবের বা গর্ভপাতের পরে জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জ্বল অথবা কালচে-লোহিত রক্তস্রাব। অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমেও রক্তস্রাব হয়।

মুখ, নাসিকা, সরলান্ত্র, গুহ্যদ্বার, মূত্রনালী এবং যোনি (মিউ এসি) প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বারাদি অর্থাৎ ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান, ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগকারণ।—অন্তঃপ্রবিষ্ট বা বসিয়া যাওয়া পুরাতন উপদংশ ও পূয়মেহ বিষ; অপরিমিত স্নান, প্রভূত শৈত্যসংস্পর্শে শরীরের বরফবৎ জমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ইহার রোগের সাধারণ কারণ এবং মানসিক ভাবাবেশ, মাদকতা, আঘাত এবং শীতলতা ইহার রোগের গৌণ কারণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—শোণিত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিমণ্ডলী, বিশেষতঃ মুখ, সরলান্ত্র, গুহ্যদ্বার এবং যোনি প্রভৃতি—ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান—শরীরবহির্দ্বারে নাইট্রিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় অতি তীক্ষ্ণ উত্তেজনা প্রদাহে পর্য্যবসিত হওয়ায় আক্রান্ত শরীরাংশের ধ্বংসাত্মক ক্ষত, এমন কি পচা অবস্থা বা গ্যাংগ্রিণ উৎপন্ন হয়। নাইট্রিক এসিডের সমবায় ক্রিয়া উপদংশ, গণ্ডমালা অথবা পারদবিষবাষ্প ঘটিত শারীরিক অবস্থার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—নাইট্রিক এসিড একটি প্রবল দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু। ত্বক্, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতি যে কোন শরীরোপাদান সহ ইহার সংস্পর্শ হউক তাহাতেই ইহা ভয়াবহ টিস্যু-ধ্বংসকর ক্ষমতা প্রকাশ করে। এসিডসংস্পৃষ্ট স্থান পীতাভ ও শুভ্র ঝিল্লী বৎ বস্তু দ্বারা আবৃত এবং তদবস্থ উপাদান যথাক্রমে কাঠিন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তথায় ন্যূনাধিক গভীর ও অসমপার্শ্ব ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহার এই ক্রিয়ামূলে, চর্ম্মকীল, ক্ষতের অতিবিবৃদ্ধ মাংসাঙ্কুর ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি বিদূরিত করিতে ইহার এলোপ্যাথিমতে প্রয়োগ হইয়া থাকে। **নাইট্রিক এসিডের** এই ধ্বংসকর স্থানিক ক্রিয়া প্রধানতঃ শরীরোপাদানসহ ইহার রসায়নিক সংযোগ দ্বারা সংঘটিত হইলেও কেবল তাহাতেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে না। জান্তব উপাদান, বিশেষতঃ মনুষ্য-শরীরোপাদানসহ বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ বশতঃ ইহার সাক্ষাৎ দাহিকাশক্তিহীন দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারেও ইহা ন্যূনাধিক ধ্বংসকর ও তীব্রগুণ প্রকাশক লক্ষণ উৎপন্ন করে।

শোণিত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি, ত্বক, বিশেষতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগপ্রদেশ—মুখ, নাসিকা, মলদ্বার, যোনি প্রভৃতি শরীর বহির্দ্বারেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। শোণিত এবং স্রাব মাত্রই ইহার ক্রিয়ায় বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্রুত শোণিত অধিকাংশ স্থলে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, কখন কখন কৃষ্ণাভ থাকে। স্রাবাদি তরলতর, তীব্র, বিদাহী ও দুর্গন্ধ এবং পূযাকার ধারণ করিলে সমল পীতাভসবুজ ও ক্লেদবৎ দেখায়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় সর্ব্ববিধ দেহোপাদানের পচা, শড়া অবস্থা, এমন কি অস্থিক্ষত এবং গ্রন্থিমণ্ডলীর প্রদাহ, স্ফীতি ও তাহাতে পূয সঞ্চার হয়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে তদুপরি অলীক ঝিল্লী জন্মে, পরে মূল ও অলীক উভয়বিধ ঝিল্লীই ধ্বংস

প্রাপ্ত হওয়ায় আক্রান্ত স্থানে পচা, গভীর ও অসমান ক্ষত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা বিদাহী, ক্ষতকর, সমল ও দুর্গন্ধযুক্ত। ফলতঃ ইহা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা উপদংশ ও গণরিয়ারোগ-বিষ-বাষ্পোৎপন্ন পুরাতন রোগের লক্ষণের ও গণ্ডমালার সমান। উপরিউক্ত উপদংশ এবং গণরিয়া ঘটিত পুরাতন রোগারোগ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম "এণ্টি সিফিলিটিক" ও "এণ্টি সাইকোটিক" নামের উচ্চাধিকারী না হইলেও **মার্কারি** এবং **থুজার** পরেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। **মার্কারির** অপব্যবহারের প্রতিষেধক গুণে ইহা **হিপারের** নিম্ন স্থান অধিকার করিলেও **মার্কারি** এবং পারদোপদংশ-বিষের ক্রিয়ার কুফল বিনষ্ট করিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ইহার ভয়াবহ দাহিকাগুণসম্ভূত উত্তেজনা ও ধ্বংসক্রিয়ার আভাস স্বরূপ দুর্ব্বলতা এবং ভীতি প্রকাশক লক্ষণ ব্যতীত মস্তিষ্কে ইহা কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হয় ও মানসিক শ্রমে প্রবৃত্তি থাকে না। রোগী মৌনাবলম্বন করে। দুঃখ এবং অবসাদ জন্মে। আপনার রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, মৃত্যুভীতি ও কলেরার আশঙ্কা হয়। প্রতিহিংসাপরবস রোগী মধ্যে মধ্যে ক্রোধান্বিত হয়, কুবাক্য বলে ও শাপ দেয়। রোগী বাতিকগ্রস্ত ও উত্তেজিত ; বিশেষতঃ পারদ সেবনান্তে এরূপ হয়।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারবশতঃ রোগী শিরো ঘূর্ণন এবং অবসাদ ও বুদ্ধিশক্তিহীনতা বোধ করে। প্রাতঃকালে শিরঃশূল হইলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরে শিরঃশূলের, গাত্রোত্থানে অন্তর্দ্ধান। মস্তকের আতত ভাব। শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক কসিয়া বাঁধা। মস্তক যেন সাঁড়াসি আবদ্ধ। মস্তকে, বিশেষতঃ ললাট

এবং চক্ষুতে পূর্ণতা ও চাপের অনুভূতি। ললাটপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ ও সূচিবেধের অনুভূতি, ললাটের বাম পার্শ্বে, এমন কি দন্তে ও কর্ণকুহরে চাপ বোধ এবং আকৃষ্টবৎ অস্থিবেদনা।

অত্যধিক কেশস্খলন। মস্তকত্বকে আর্দ্র, কণ্ডূয়নবিশিষ্ট এবং মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ। মস্তকের ত্বকে দুর্গন্ধ খুস্কি। ললাটত্বকের আতত অবস্থা। অসহিষ্ণুতাবশতঃ মস্তকত্বকে টুপির চাপেও বেদনা হয়।

দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নিদ্রাবিকারে সমস্ত দিনই শিরোঘূর্ণনসহ নিদ্রালুতা। কষ্টে নিদ্রা হয়। নিদ্রাবেশ হইলে রোগী চমকিয়া উঠে। নিদ্রাকালে বেদনা বোধ। রজনীর শেষ ভাগে ভাল নিদ্রা হয় না। নিদ্রাভঙ্গে রোগী বোধ করে যেন তাহার যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়। দ্বিত্বদৃষ্টি; নিকটদৃষ্টি। কর্ণে নিজের কথারই প্রতিধ্বনী। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ এবং আঘাত। চর্ব্বণকালে কর্ণ মধ্যে বিদারণবৎ শব্দ। পারদসেবনে টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য নিবন্ধন বধিরতা। শ্বাস-গ্রহণে বিরক্তিকর গন্ধ পাওয়া যায়। আহারান্তে রসনেন্দ্রিয়ের তিক্তা-স্বাদ এবং গলমধ্যে জ্বালাসহ অম্লাস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার নিবন্ধন কাঁটা বা কাষ্ঠখণ্ড ফোটার অনুভূতি। শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তি হওয়ার ন্যায় চর্ব্বণবৎ বেদনা।

গতিদস্নায়ুলক্ষণে অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা। গুল্মবায়ুবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আনর্ত্তন হইতে থাকে। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, কম্প এবং নিদ্রাবেশকালে চমকিয়া উঠা। পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু। পীতবর্ণ চক্ষুপার্শ্ব এবং আরক্ত গণ্ডদেশ।

উপদংশ রোগে মুখে পূয়সঞ্চারপ্রবণ, লোহিতবর্ণ ও বিস্তৃতপার্শ্ববিশিষ্ট গুটিকায় মামড়ি জন্মে। মুখের অস্থিনিচয় বেদনাযুক্ত। চর্ব্বণ ও

আহার কালে চুয়ালাস্থির করকর শব্দ। মুখে কুস্কুড়ি জন্মে, মুখমণ্ডলে চিত্র বিচিত্র কলঙ্ক।

উপদংশ রোগ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহ। অবিরত আবর্ত্তনশীল উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্; পারদের অপ-ব্যবহার ঘটিত পুরাতন রোগও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে। চক্ষুতে চাপ ও হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা। কর্ণিয়ায় বা চক্ষুর কালক্ষেত্রে কলঙ্ক। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। চক্ষুতে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা ও কামড়ানি। চক্ষুর জলস্রাব।

বামকর্ণের পশ্চাৎ ও অগস্থ গ্রন্থির স্ফীতি বশতঃ সূচিবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণমধ্যে বিস্তৃত। কর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত পূয়বৎ স্রাব। কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা ও কর্ণরব। চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে করকর শব্দ।

শ্বাসযন্ত্র রোগ বশতঃ প্রাতঃকালে এবং ক্রন্দনে নাসিকা হইতে তীব্র কাল ও জমাট রক্তস্রাব। নিদ্রাকালে হাঁচি। দিবসের সর্দ্দিতে নাসিকার রোধ অথবা রুদ্ধ নাসিকা হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ স্রাব। নাসিকা স্ফীত এবং জ্বালাযুক্ত। নাসিকা হইতে পূতিগন্ধ হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পীনাস্ রোগে ক্ষত জন্মে। নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাব। নাসিকায় কাঁটা বেঁধার ন্যায় বেঁধা বোধ। নাসাগ্র লাল ও ছালওটা। নাসিকায় শ্লেষ্মাগুটিকা বা কুণ্ডিলমেটা। নাসিকাপুটে বৃহৎ ও কোমল গণ্ড (Protubereuce) মামড়িযুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে সবুজবর্ণ মামড়ির নিঃসরণ।

অধিককাল কথা কহিলে এবং সর্দ্দি হইলে স্বরভঙ্গ ও গলায় চুলকনা এবং হুলবেঁধার অনুভূতি। স্বরযন্ত্রে বৃহৎ ও প্রশস্ত শ্লেষ্মা-গুটিকার উৎপত্তি।

শ্বাসযন্ত্রের সর্ব্বস্থান শ্লেষ্মাক্রান্ত হওয়ায় রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ, শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী

শ্বাসহীন হইয়া পড়ে এবং কথা বলিতে পারে না। সবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাস। কোন কার্য্য করিলে রোগী হাঁপাইতে থাকে।

স্বরযন্ত্রে ও আমাশয়োর্দ্ধ গহ্বরে শুড শুড়ির সহিত শুষ্ক ও খ্যাক্ খ্যাকে কাসির রজনীতে এবং শয়ন করিলে ও দিবসেও বৃদ্ধি। কাসি শুষ্ক হওয়ায় গয়ার উঠাইতে কষ্ট এবং প্রাতঃকালে কাসিতে কাসিতে বায়ু কোষের ছাঁচের (casts) ন্যায় সবুজাভ শুভ্র খণ্ড খণ্ড গয়ার নিষ্ঠ্যুত। গয়ার পীতবর্ণ, তীব্র ও তিক্তাস্বাদ এবং তাহাতে অম্লঘ্রাণ ও দুর্গন্ধ।

বক্ষের অস্বস্তি। বক্ষে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা, তাপ এবং হৃৎকম্প জন্মে। বক্ষে শল্লীবৎ বেদনা। দক্ষিণ বক্ষে সূচিবেধ বোধ। শ্বাস প্রশ্বাসে ও কাসিতে বক্ষের টাটানি।

পরিপাক যন্ত্র রোগে ওষ্ঠ স্ফীত। অধঃ ওষ্ঠ ফাটে। মুখের ধার ক্ষত এবং ফোস্কা দ্বারা আবৃত। মুখের কোণে ক্ষত। চুয়ালঅধস্থ গ্রন্থি বা সাব্ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

দন্ত দীর্ঘতর বলিয়া বোধ। দন্ত হরিদ্রাভ অথবা শিথিল। গর্ত্তযুক্ত দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি শুভ্র, স্ফীত ও রক্তস্রাবযুক্ত। সন্ধ্যাকালে শয়নান্তর ও রজনীতে দন্তে স্পন্দন ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

জিহ্বার অসহিষ্ণুতায় অতি অনুগ্র খাদ্য সংস্পর্শেও জ্বালাসহ চনচনি; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক থাকে; লালাস্রাবসহ সবুজলেপযুক্ত জিহ্বা; জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা। জিহ্বার ধারে গভীর ও অসমান আকারের ক্ষত। জিহ্বার ক্ষতে দড়ি দড়ি ও চিমসে শ্লেষ্মা। শুভ্রজিহ্বার স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা।

গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বের স্থানে স্থানে ক্ষত। মুখে পচা মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ। মুখলালা দুর্গন্ধ, তীব্র ও ওষ্ঠের ক্ষতোৎপাদক। রক্তযুক্ত

মুখলালা। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত এবং ক্ষত ও খোঁচানিযুক্ত। মুখের অর্ব্বুদ নিবন্ধন গ্রীবার অধঃবাহী রেখাকার কলঙ্ক।

শুষ্ক গলদেশের তাপ, গলদেশের পশ্চাতে প্রচুর শ্লেষ্মা। গলাধঃকরণক্রিয়াতে গলার টাটানিতে বোধ যেন গলা অবদারযুক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট। টন্‌সিল গ্রন্থি, উপজিহ্বা ও কণ্ঠা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। গলদেশের কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনার গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় বৃদ্ধি। গলদেশ এবং কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগে সূচিবেধের ন্যায় বোধ। টন্‌সিলে এবং কণ্ঠনালীর উর্দ্ধে ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ঝিল্লী মুখে, ওষ্ঠে এবং নাসিকায় বিস্তৃত। অন্ননালীর উর্দ্ধভাগে সঙ্কোচনের ন্যায় বোধ হওয়ায় গলাধঃকরণ ক্রিয়ার কষ্ট।

রোগীর বসা, হেরিং মৎস্য, চা-খড়ি, চুণ এবং মৃত্তিকা আহারের স্পৃহা জন্মে। মাংস এবং রুটিতে ঘৃণা। ক্ষুধা থাকে না। প্রাতঃকালে ভয়ানক তৃষ্ণা।

আহারকালে ও আহারান্তে ঘর্ম্ম। আহার কালে শ্বাস রোধ ঘটে। আহারান্তে আমাশয়ের পূর্ণতা, সামান্য শ্রমে দৌর্ব্বল্য, তাপ এবং হৃৎকম্প। আহারান্তে আমাশয়ের গুরুত্ব। বসাময় খাদ্যে বিবমিষা ও অম্ল জন্মে। দুগ্ধ সহ্য হয় না।

অত্যন্ত বিবমিষা থাকায় রোগী আহার করিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে বমন করে। বিবমিষা ও আমাশয়ের তাপানুভূতি গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শরীর চালনা করিলে ও গাড়ীতে ভ্রমণে বিবমিষার উপশম। অত্যন্ত উদ্‌গারসহ তিক্ত ও অম্ল বমন। রোগী পীতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন করে।

আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরস্থানে সূচিবেধানুভূতি। খাদ্য বস্তু গলাধঃকরিতে আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডসীমারন্ধ্রে বেদনা। আমাশয়ে জ্বালাকর যন্ত্রণা।

যকৃতের পুরাতন বিবৃদ্ধি ; ন্যাবা রোগ। যকৃতের অত্যধিক বৃদ্ধি ; কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা। শীতজ্বরান্তে প্লীহার বৃদ্ধি।

বায়ু স্ফীত উদরের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। যকৃদ্দেশের সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। উদরের বাম পার্শ্বে চাপ। উদরের ডাকের অনুভূতি। রজনীতে, প্রাতঃকালে শয়নাবস্থায় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় উদরবেদনা। প্রাতঃ কালে ও সন্ধ্যাকালে উদরে অধিকতর বায়ুর অবরোধ। শিশুদিগেরও কুচকির অন্ত্রবৃদ্ধি। কুচকিগ্রন্থিতে পূয জন্মে।

মলত্যাগের প্রবৃত্তি, কিন্তু সামান্যই মলত্যাগ ; বোধ যেন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা আছে, কিন্তু রোগী মলত্যাগ করিতে অশক্ত। নিষ্ফল মলবেগ ও উদরশূল। অত্যন্ত চাপ সহ কঠিন বিষ্ঠা, পরে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ডিফ্থিরিয়ার ন্যায় ঝিল্লীর উৎপাদক আমরক্তরোগে সরলান্ত্র হইতে পেরিণিয়াম পর্য্যন্ত জ্বালা, নিষ্ফল মলবেগ ও কুন্থন, মলের নিঃসরণ হয় না। অত্যন্ত কুন্থনসহ রস ও ঝিল্লী নির্গত করিতে হয়। কুন্থন সহ রক্তযুক্ত উদরাময় ; কখন আম কখন বা পচা শ্লেষ্মার রেচন ; উদর ডাকিয়া পাতলা মলত্যাগ ; অজীর্ণ ; অথবা হরিদ্রাভশুভ্র ও তরল মলত্যাগ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে পাতলা বিষ্ঠার ত্যাগ ; সবুজ, ক্লেদবৎ ও উগ্র মলের রেচন। অন্ত্রের ইলিয়সিক্যাল প্রদেশের ক্ষত হইতে উজ্জ্বল লোহিত ও অসংবত শোণিত স্রাব নিবন্ধন সামান্য গাত্র চালনাতেই মূর্চ্ছা। পুরাতন, প্রলম্বিত অর্শ হইতে শোণিতস্রাবের রোধেও স্পর্শে তাহা বেদনাযুক্ত এবং বেদনার যন্ত্রণা উষ্ণ আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত ; প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর বিদীর্ণ ও ক্লেদযুক্ত অর্শ হইতে রক্তস্রাব। সরলান্ত্রের বিদারণ প্রযুক্ত মল ত্যাগ কালে আক্ষেপিক লক্ষণ এবং পরে, এমন কি নরম মলত্যাগেও কর্ত্তনবৎ বেদনার উপস্থিতি। গুহ্যদ্বার চতুঃপার্শ্ব আর্দ্র।

মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরে মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, চনচনি এবং জ্বালা। মূত্রনালী হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা ও পূয় এবং কষ্টকর মলত্যাগান্তে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ। মূত্রনালীমুখ ঘোর লোহিত ও স্ফীত। মূত্রনালীমুখে সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনা। রজনীতে বারম্বার মূত্রবেগ ও অত্যল্প মূত্রত্যাগ। ত্যাগকালে মূত্র শীতল। মূত্রনালীর সঙ্কোচন থাকার ন্যায় সূক্ষ্ম ধারে মূত্রত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও ঘোর এবং কটাবর্ণ; মূত্র অশ্বের মূত্রের ন্যায় অসহনীয় উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, ঘোলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডত্বকে উপদংশ ক্ষতের ন্যায় অগভীর ক্ষত, দেখিতে পরিষ্কার, কিন্তু তাহা হইতে দুর্গন্ধ রসের ক্ষরণ। কখন কখন ক্ষত গভীর, নালীবিশিষ্ট, অসমান ও ছিন্ন ভিন্ন, সীসকবর্ণ ও উন্নত পার্শ্বযুক্ত এবং স্পর্শে সহজেই রক্তস্রাবযুক্ত। অতি বিবৃদ্ধ মাংসাঙ্কুরযুক্ত (Granulations) ক্ষত। জননেন্দ্রিয়ে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা; লিঙ্গের মুদা। লিঙ্গমুণ্ডে পুরাতন (Sycotic) পূয়মেহ ঘটিত রসস্রাবী উপমাংস স্পর্শে রক্তস্রাবযুক্ত এবং লিঙ্গমণিবেষ্টত্বকের রসবিম্বিকা শুষ্ক মামড়ি আবৃত। লিঙ্গমণিবেষ্টত্বকে সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা। লিঙ্গ-মুণ্ডবেষ্টত্বক এবং অণ্ডকোষবেষ্টত্বকের চুলকনা। রজনীতে প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান। রমণেচ্ছা অতি প্রবল অথবা অনুপস্থিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় চুলকনাযুক্ত। যোনিক্ষতের জ্বালা, চুলকনা এবং তাহাতে পীতাভ পূযের আচ্ছাদন। ঋতুর পর দুর্গন্ধ, সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিত অথবা মাংসবর্ণের প্রদর। জরায়ুগ্রীবায় উপমাংস (Excrescences)।

অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূচিবেধের অনুভূতি। গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। কটিদেশের আকৃষ্টতায় তাহা যেন অনমনীয় বলিয়া অনুভূতি। পৃষ্ঠ এবং কটিদেশের বেদনা। গ্রীবা এবং

কক্ষ-তলগ্রন্থির স্ফীতি। অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থ শরীরাংশে বেদনা।

বাহুদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধে চাপবৎ বেদনা। হস্তের শীতলতা। কক্ষতলের দুর্গন্ধ। হস্তের ঝিন্‌ঝিনি।

অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ার ন্যায় অধঃঅঙ্গের ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অধঃ-অঙ্গের পেশী এবং অস্থিতে খুনন ও চর্ব্বণের ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ হিপ্-সন্ধিতে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা। অধঃ অঙ্গে, বিশেষতঃ রজনীতে, ছিন্নবৎ বেদনা। রজনীতে জঙ্ঘাপশ্চাতে ভয়ানক খল্লী। পদাঙ্গুলীতে শীত-স্ফোটক বা পাঁকুই। পদের প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম নিবন্ধন টাটানিসহ বেঁধাবৎ বেদনায় রোগী বোধ করে যেন সে আলপিনের উপর দিয়া হাঁটিতেছে। পদ সর্ব্বদাই শীতল। জানুসন্ধিতে কাঠিন্য এবং সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে গুল্‌ফসন্ধির কর করাণি। সন্ধ্যাকালে অঙ্গাদির অস্থিরতা।

ত্বক্ শুষ্ক এবং শল্কবিশিষ্ট; তাহার পীতাভা। ত্বকের গভীর বিদারণ হইতে রক্তস্রাব। ত্বকে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক। ত্বকের হুলবেঁধা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ক্ষতে অত্যধিক মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং তাহার ধার অসমান থাকে। ত্বকে আর্দ্র, ফুল কফির ফুলের ন্যায়, কঠিন, বিদীর্ণ, অথবা সূক্ষ্ম বৃন্তযুক্ত শ্লেষ্মাগুটি বা কণ্ডিলমেটা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ খণ্ডের খোঁচা বেধার অথবা কণ্টক বা সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতিসহ বেদনা।—উপরিউক্ত বিশেষ প্রকৃতির অনুভূতি কথঞ্চিত তারতম্যসহ অন্যান্য কতিপয় ঔষধেরও এক বা ততোধিক রোগে অথবা রোগাক্রান্ত শরীরস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু নাইট্রিক এসিডের এই অনুভূতি গলদেশ, মলদ্বার,

পদাঙ্গুলি ও গাত্রের বহুতর স্থানে যথাক্রমে গলক্ষত, অর্শ, নখের কানিদাবা এবং গাত্রের ক্ষত রোগে উপস্থিতি প্রযুক্ত অধিকতর ব্যাপকতা প্রকাশিত করে; ইহার হঠাৎ উপস্থিতি ও হঠাৎই অন্তর্দ্ধান, তাপের এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নিদ্রাবস্থায় ইহার বৃদ্ধি এবং ইহার সহিত স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তিসূচক চর্ব্বণবৎ বেদনা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা ইহাকে যে বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করে তাহাতে এই প্রকৃতির লক্ষণই নাইট্রিক এসিডের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

মূত্রের অশ্বমূত্রের ন্যায় ঘোর কটাবর্ণ এবং তীব্র দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা।—ইহাও নাইট্রিক এসিডের একটি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। যে হেতু এরূপ অসহনীয় তীব্র দুর্গন্ধ অধিকতর ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার মূত্রের সহিত বেঞ্জইক এসিড এবং সিপিয়ার মূত্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমের মূত্রের ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বাভাবিক ঘ্রাণেরই অধিকতর প্রবলতা ও তীব্রতা এবং দ্বিতীয়ের মূত্রের অম্লঘ্রাণ ও অসহীয় দুর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকায় নাইট্রিক এসিডের মূত্রের বিশেষপ্রকৃতি এবং প্রদর্শকত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে অর্থাৎ শরীর-বহির্দ্বারি সমূহে ক্ষতাদি রোগলক্ষণের উৎপত্তি।—উপদংশ, পারদ অথবা পারদোপদংশ বিষ প্রভৃতি ঘটিত পুরাতন ক্ষতাদি রোগে সূচিবেধ ও খোচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং বিদারণ প্রভৃতি রোগলক্ষণের উপস্থিতি এবং বিশেষতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে উপরিউক্ত ক্ষতাদির আক্রমণ নাইট্রিক এসিডের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

শরীরের যাবতীয় বহির্দ্বার হইতেই শোণিতস্রাব এবং স্রুত শোণিতের ঔজ্জ্বল্য।—নাইট্রিক এসিড বড়ই শোণিতস্রাব প্রবণতাবিশিষ্ট বস্তু। ইহার টাইফয়েড জ্বর ও অর্শ অতিরিক্ত শোণিত স্রাবের জন্য প্রসিদ্ধ। সামান্য স্পর্শেই ইহার ক্ষত হইতে প্রভূতরক্তস্রাব হয়। শিথিল ও স্ফীত দন্তমাড়ি এবং ওষ্ঠ, মুখকোণ ও মলদ্বারের গভীর বিদারণের সামান্য প্রসারণেই প্রচুর শোণিতস্রাব। প্রায় সমুদয় পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক বস্তুই ন্যূনাধিক শোণিতস্রাবোৎপন্ন করে এবং শোণিতের পচা অবস্থাবশতঃ স্রুত শোণিত কৃষ্ণাদি বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু **নাইট্রিক এসিড** টাইফয়েড পরিবর্ত্তক হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহার স্রুত শোণিত উজ্জ্বল লোহিত থাকিয়া ইহার বিশেষপ্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটি।—**নাই এসিড়** উন্মাদ রোগ অনেক সময়েই বিষাদোন্মত্ততার প্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাঃ ট্যালকট **নাই এসিডের** উন্মাদরোগে রোগীর গুলি করিয়া আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। **এণ্টিম ক্রুডেরও** এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিতে দেখা যায়। ইহার রোগীর সাধারণ লক্ষণ মধ্যে শপথ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি, তাহার প্রতি ভূতযোনির দৃষ্টি হওয়ার ধারণা, তাহার দেহ এবং মন যেন স্বতন্ত্র হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস এবং আত্ম সন্তানই তাহার নহে এইরূপ চিন্তা প্রভৃতি প্রধান। ডাঃ ফ্যারিংটন **মার্কারির** অপব্যবহার প্রযুক্ত মানসিক বিকারে শপথ করার প্রবৃত্তি হওয়ায় ইহাদ্বারা উপকার পাইয়াছেন; তিনি এতদতিরিক্তস্থলে ইহার কোন ক্রিয়া দৃষ্ট করেন নাই। সাধারণতঃ **এনাকার্ডিয়াম** ইহার শ্রেষ্ঠতর ঔষধ; ইহাতে দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্ত্তমানতা অতীব স্পষ্টতর থাকে।

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকমজ্জেয় ক্ষয়-রোগ।—উপদংশ রোগঘটিত স্নায়বিক মৃদু উদ্দীপনায় স্নায়ুপদার্থের ঘনত্ব ও সঙ্কোচন বশতঃ রোগ জন্মিলে **নাই এসিড** দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং ডিউয়ি ইহার উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে বলেন; ইহা মস্তিষ্কপদার্থেরও ক্ষয়োৎপন্ন করে। তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, মস্তকের কশাভাব, দৃষ্টিহানি, মানসিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতা এবং মধ্যে মধ্যে অধঃ অঙ্গের হঠাৎ ও ক্ষণস্থায়ী তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। **নাই এসি** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেলি হাইড্রিয়ডিকাম—উপদংশ ঘটিত মস্তিষ্কক্ষয় রোগে ইহাও বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ডাং হাল্বার্ট ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস।—যক্ষ্মাকাস রোগে ফুসফুস ধ্বংসের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ তাহার উপাদানের ক্ষতের আরম্ভাবস্থায় অবস্থানুসারে **নাই এসি** বিশেষ ক্ষমতাশীল ঔষধ। ফুসফুসে হঠাৎ শোণিতোচ্ছ্বাস, পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিতাভ শোণিতস্রাব, প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, রজনীতে ও প্রাতঃকালে অত্যধিক ঘর্ম্ম, এবং প্রাতঃ-কালে উদরাময় নিবন্ধন প্রভূত দুর্ব্বলতা, প্রাতঃকালে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ বক্ষভেদ করিয়া অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা ইহার প্রধান প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রাতঃ-কালে গাত্র শীতল থাকে। সমস্ত রজনী গুড়গুড়িযুক্ত শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি রোগীর নিদ্রার বাধা দেয়। কাসি কখন শুষ্ক কখন বা তরল ও উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত; রোগী দুর্গন্ধ, সমল, সবুজ, রক্তযুক্ত ও সুস্পষ্ট পূয়াকার গয়ার নিষ্ঠীবন করে।

লাইকপোডিয়াম এবং **পালসেটিলার** গয়ার সুজাত ও হরিদ্রাভ সবুজ।

কাসরোগলক্ষণে **নাই এসিড** ও **ক্যাল্‌কেরিয়া** মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় নিম্নে ইহাদিগের বিশেষপ্রকৃতি প্রদর্শিত হইল।

নাই এসিড—রোগী পাতলা, একহারা, কৃষ্ণকেশ এবং কৃষ্ণচক্ষু। প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি। সাধারণতঃ কাসি শুষ্ক। উষ্ণ বাতাসে রোগের বৃদ্ধি। উষ্ণ দিনে রোগের বৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া—রোগী স্থূলকায়, কটাকেশ ও নীলচক্ষু অপরাহ্ণে উদরাময়ের বৃদ্ধি। কাসি সাধারণতঃ সরস থাকে। শীতল দিনে রোগের বৃদ্ধি। উষ্ণ বায়ুতে উপশম।

মুখক্ষত বা সোর মাউথ।—ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি, জিহ্বা, গণ্ডস্থল, ও গলার অভ্যন্তরপ্রদেশ প্রভৃতি এবং মুখ ও তৎসংসৃষ্ট সর্ব্বস্থানের ক্ষতরোগে, বিশেষতঃ তাহা যদি পারদের অপব্যবহার হইতে জন্মিয়া অথবা তদ্দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে, **নাই এসি** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ফলতঃ **মার্কারির** ও ইহার মুখক্ষত অনেকাংশেই তুল্য। ওষ্ঠে অতি প্রবল ক্ষত জন্মে। ওষ্ঠময় ফোস্কা এবং রসবিম্বিকা, কখন বা তাহাতে বিদারণ দৃষ্ট হয়। মুখ হইতে (বিশেষতঃ রোগে পারদের অপব্যবহার হইয়া থাকিলে) প্রচুর ও তীব্র লালাস্রাব। দন্তমাড়িসাদাটে ও শিথিল এবং রক্তস্রাবযুক্ত। ক্ষতস্থানে চোঁচ থাকার ও খোঁচার ন্যায় বেদনা।

মিউ এসি—ইহাতে মুখে নীলাভ ও গভীর ক্ষত জন্মে। ক্ষতপার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ থাকে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক্ বা উপরিস্থ আবরণ উঠিয়া যায়। লালাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

ডিফ্থিরিয়া এবং স্কার্লেটিনা সংসৃষ্ট মারাত্মক গলক্ষত।—অবস্থাবিশেষে ডিফ্থিরিয়া রোগের, বিশেষতঃ নাসিকা যদি রোগের

প্রধান আক্রমণ স্থান হয়, **নাই এসিড** অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। নাসিকা হইতে জলবৎ, অতিশয় দুর্গন্ধ, তীব্র ও ক্ষতকর রস এবং রক্তস্রাব; আক্রান্ত স্থানে মাছের কাঁটা, কাচখণ্ড ও খোঁচ বিদ্ধ থাকার অনুভূতি এবং নাড়ী স্পন্দনের ক্ষণিক লোপ প্রভৃতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। নাসিকারন্ধ্র ও গলাভ্যন্তর আক্রান্ত হইলে শুভ্র ঝিল্লী দৃষ্টিগোচর হয় এবং মুখে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ থাকে। **এরাম ট্রাইতেও নাই এসিডের** ন্যায় নাসিকা হইতে বিদাহী রসনিঃসৃত হওয়ায় ওষ্ঠ হাজিয়া যায়, মুখের কোণ ফাটে এবং শিশু মুখ খুলিতে পারে না। **মিউ এসিডেও** নাসিকা হইতে ক্ষতকর এবং তীব্র স্রাব নির্গত হয় ও নাড়ীস্পন্দনের ক্ষণলোপ ঘটে।

উদরাময় ও আমরক্ত রোগ।—সাধারণতঃ এই সকল রোগে **নাই এসিডের** বিশেষ কোন খ্যাতি দৃষ্ট হয় না। তথাপি অতিরিক্ত পারদ সেবনে শিশুদিগের অথবা উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানের উদরাময়ে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বিষ্ঠা সবুজবর্ণ ও আমযুক্ত। অন্ত্রে ডিফ্থিরায়াবৎ ঝিল্লী জন্মিলে টাইফয়েড প্রকৃতির আমরক্তরোগের চিকিৎসাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার রোগ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত রোগের চিকিৎসায় **হিপার সাল্ফেরই** বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। **মিজিরিয়াম** ইহার অন্যতম ঔষধ।

ফিসার অব্ দি এনাস্ বা গুহ্যদ্বার বিদারণ।—শরীরের বহির্দ্বারসহ **নাইট্রিক এসিডের** ক্রিয়ার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ গুহ্যদ্বারপার্শ্বস্থ বিদারণরোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। মলদ্বারে সুক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড ফুটিয়া থাকার অনুভূতি ইহার প্রদর্শক।

অত্যন্ত কুন্থন, মলদ্বারের অনেককাল স্থায়ী সঙ্কোচন এবং আক্রান্ত স্থানের অবদারণ, জ্বালা এবং চন্‌চনি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

রেটানিয়া—বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের মলদ্বার বিদীর্ণ হইলে ইহা উপকারী। মলদ্বার শুষ্ক থাকে ও তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। মলদ্বার সঙ্কুচিত এবং মলত্যাগান্তে অনেক সময় পর্য্যন্ত বেদনা ও জ্বালা; এবং সরলান্ত্রে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট—সরলান্ত্রে উত্তেজনাবিশিষ্ট চুলকণা ও জ্বালা।

গ্লীট বা পুরাতন পূযমেহ।—পিচকারীদ্বারা এলপ্যাথিকউগ্র ঔষধাদির স্থানিক প্রয়োগ প্রযুক্ত পূয়মেহ বসিয়া যাইলে **নাই এসিডের** লক্ষণ উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের চতুঃপার্শ্বে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা জন্মে। অণ্ডকোষে ভয়াবহ বেদনা, স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। রোগী অতি কষ্টে দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে। **থুযার** পরেই প্রায় ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়।

কেলি আয়ডেটাম—ডাং ফ্র্যাংক্লিন গ্লিট রোগে ইহার ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন।

নাক্স্ ভমিকা—নক্সধাতুবিশিষ্ট অথবা মদ্য পান্ ভোজনের অমিতাচারী ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগে ইহা ফলদ।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—উপদংশ ও পূয়মেহরোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের রোগে **নাই এসিড** উপকারী। ঋতুস্রাবের পর অতি উগ্র ও বিদাহী এবং দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ অথবা দড়ি দড়ি, সবুজ কিম্বা কটা বর্ণের স্রাবে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ জননেন্দ্রিয়ে ভয়ানক চাপ ও কটিতে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া যাইবে। জননেন্দ্রিয়-প্রদেশে শ্লেষ্মা

গুটিকার বর্ত্তমানতা ইহার বিশেষ প্রদর্শক। ডাং জার এ রোগে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

উপদংশ বা সিফিলিস।—অবস্থাবিশেষে উপদংশজ অথবা পারদের অপব্যবহারঘটিত বিকৃতিপ্রাপ্ত উপদংশ ক্ষত এবং উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয়ের যৌগিক বিষের ক্রিয়াজীর্ণ শরীরের ক্ষতরোগ আরোগ্যার্থে **নাই এসিড** অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ক্ষতাদি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিত। ক্ষত অতি গভীর এবং উৎক্ষিপ্ত ও অসমপার্শ্বযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সমল ও ক্লেদবৎ, পাতলা পূয়স্রাবী; অসমতল এবং স্ফীত মাংসাঙ্কুরপরিপূর্ণ ক্ষত হইতে সামান্য স্পর্শে, এমন কি ঔষধ প্রয়োগ করিতেও প্রচুর রক্তস্রাব ঘটে এবং কণ্টক অথবা **সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড বেঁধার ন্যায় বেদনার** বর্ত্তমানতা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে **নাইট্রিক এসিড** প্রদর্শিত করে। বাঘিতে (Bubo) পূযসঞ্চারের উপক্রম। গাত্র এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের বেদনার আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি। গলদেশের অসমতল ও অসমপার্শ্ব ক্ষতাদিতেও খোঁচাবৎ বেদনা। এবং ত্বকে পীতাভকটা অথবা তাম্রবর্ণ কলঙ্ক। গণ্ডমালাসংসৃষ্ট ক্ষতে ইহা **সাল্‌ফারের** পরে প্রযোজ্য।

লাইকপোডিয়ম—গলদেশের ক্ষত, ললাটের ধূসরাভ-তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ এবং জড়ভাবাপন্ন ক্ষত আরোগ্যে ডাং জার ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্রের ক্ষত আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণে **নাই এসিডের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল। সবুজ, ক্লেদযুক্ত, দুর্গন্ধ, কখন কখন ক্ষতনিঃসৃত পূয়ের আকার বিশিষ্ট বিষ্ঠার ত্যাগ। **প্রচুর উজ্জ্বললোহিতবর্ণ শোণিতস্রাব** নিবন্ধন সামান্য

শরীর চালনায় মূর্চ্ছা। শুভ্র জিহ্বার স্থানে স্থানে রসবিম্বিকা কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, কখন বা জিহ্বা কটাসে ও শুষ্ক। অনেক সময়ে রোগ সহ উপসর্গরূপে নিউমোনিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটাও নিতান্ত বিরল নহে।

আর্সেনিক—অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ, জলবৎ রক্তস্রাবসহ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রভৃতি বর্তমান থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পারদঘটিত বিকার বা ইল্ এফেক্‌টস্ অব মার্কারি।—পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগারোগ্যে অথবা পারদ ঘটিত জীর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কারে **নাইট্রিক এসিড** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, অস্থির এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত। উত্তেজনা বশতঃ রোগী শাপ দিতে ও শপথ করিতে থাকে। অস্থিবেষ্ঠের বেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, **কর্ণিয়া** ভেদকারী ক্ষত, য়ুষ্টেকিয়ান্ টিউব ও কর্ণের প্রতিশ্যায় নিবন্ধন বধিরতা, লালাস্রাব, গলক্ষত, সাধারণ অস্থিরতা, বিশেষতঃ কর্ণের ম্যাষ্টইড প্রসেস বা চুচুকপ্রবর্দ্ধন-অস্থির ক্ষত এবং আমরক্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী অতি শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হয়।

পূযশোথ বা এব্‌সেস।—উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিসন্নিহিত, বিশেষতঃ কক্ষতল ও কুচকির গ্রন্থির চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদানের পূযশোথ রোগে পূয দুর্গন্ধ, বিদাহী এবং সমল ও পীতবর্ণ থাকিলে **নাই এসিড** তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কেলি আয়ডেটাম—উপদংশ রোগগ্রস্ত ও গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের পূযশোথ রোগে ইহাও অন্যতম উপকারী ঔষধ।

ফস্‌ফরাস্—ইহা অস্থ্যপাদানের পূযশোথ রোগের ঔষধ। **অরাম, এসাফিটীডা, পাল্‌সেটীলা, ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা, ক্যাল্কেরিয়া আয়ডিকা** এবং **ম্যাঙ্গ্যানাম** প্রভৃতিও ইহার বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লেক্‌চার ৪০ (LECTURE XL.)

মিউরিএটিকাম্ এসিডাম্ (Muriaticum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রক্লরিক এসিড। হাইড্রজেন ক্লরাইড।

সাধারণনাম।—মিউরিএটিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক ভাগ এসিড ও দুইভাগ পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করিলে ১x ক্রম প্রস্তুত হয়। ২x ক্রমও পরিস্রুত জলে এবং ৩X ক্রম হইতে, তদূর্দ্ধ যাবতীয় ক্রম আলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—৩x, ৩০ এবং ২০০ ইত্যাদি ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্ন ও উচ্চ ক্রমেও প্রয়োগ হইতে পারে!

সম্বন্ধ।—মিউরিএটিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর। বিষমাত্রায় কার্ব্বনেট অব্ সোডা, লাইম বা চূর্ণ অথবা ম্যাগ্নেসিয়া ও স্যাপ মেডিসিনেলিস্।

মিউরিএটিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি।

মিউরিএটিক এসিড যাহার পরে সুফলপ্রদ—ব্রায়, রাস্।

অহিফেন ও তাম্রকূটের অমিতব্যবহার প্রযুক্ত পেশীদুর্ব্বলতা মিউ-রিএটিক এসিড আরোগ্য করে।

তুলনীয় ঔষধ।—এমন কার্ব্ব, আর্স, এরাম ট্রাই, ব্যাপ্টি, ক্যাল্কে কার্ব্ব, কার্ব্বলিক এসি, লাইক, নাই এসি, ফস্, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, সাল্‌ফ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপচিায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

উত্তেজনাপ্রবণ, সহজে ক্রোধনশীল এবং অসন্তুষ্ট (নাক্‌স্) ব্যক্তি; যাহারা অস্থির থাকে এবং যাহাদিগের শীরঘূর্ণন হয়।

অত্যধিক দুর্ব্বলকর রোগ, রোগী কেঁকায়, বিরক্ত হয় ও অচেতন থাকে।

অন্ত্রপথের ক্ষতে ভেকের ছাতির ন্যায় মাংস বৃদ্ধি এবং অন্ত্রে অলীক ঝিল্লীর সংস্থিতি।

অত্যধিক্ দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উঠিয়া বসিলেই চক্ষু মুদ্রিত হয়; শয্যার উপধানের বিপরিত পার্শ্বে হড়কাইয়া যায়.; এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

রোগীর মুখ এবং মলদ্বারই বিশেষরূপে আক্রান্ত; জিহ্বা ও মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা।

ডিফ্‌থিরিয়া. স্কালে টিনাক্ষত, ক্যানসার বা কর্কট প্রভৃতি মুখের উৎকট রোগে, মুখ গভীর, ছিদ্রকারী এবং কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত ক্ষত দ্বারা আবৃত; রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল ও নিঃশ্বাস ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

রোগীর পক্ষে মাংসের বিষয় মনে উদয় হওয়া অথবা তাহার দৃশ্য অসহনীয় (নাই এসি)।

অর্শের বর্ত্তমানতা বা অভাব যে কোন অবস্থাতেই মলদ্বার স্পর্শাসহিষ্ণু; ঋতুস্রাব কালে মলদ্বারের টাটানি।

অর্শের বলী স্ফীত ও নীলাভ এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত। শিশুদিগের হঠাৎ অর্শ জন্মে। অর্শ এতই টাটানিযুক্ত যে সামান্য স্পর্শ, এমন কি গাত্রবস্ত্রসংস্পর্শও অসহনীয়। মত্রত্যাগ করিতে অর্শের বলীর স্খলন (ব্যারা কা)।

উদরাময়ে মূত্রত্যাগ করিতে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে (এলোজ) অনৈচ্ছিক মলত্যাগ; মলত্যাগ ব্যতীত মূত্রত্যাগে অশক্তা (এলুমি)।

মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর ধীরে মূত্র নিঃসরণ ; উদরে চাপ দিলে মূত্র ত্যাগ এবং মলদ্বার বহির্নিক্রান্ত হয়।

জননেন্দ্রিয়ে **সামান্য স্পর্শ**, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও রোগী সহ্য করিতে পারে না (মার, প্ল্যাটি)। মুখে হৃৎকম্পের অনুভূতি। শরীরে চিত্র বিচিত্র দাগ ; সূর্য্যতাপ নিবন্ধন পামা রোগ জন্মে।

রোগকারণ।—সোরাদূষিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ আহার্য্যাদির ব্যভিচারপ্রযুক্ত পরিপাক বিকার ও অভ্যস্ত স্রাব এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—মিউরিএটিক এসিড মূলতঃ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া তদ্দ্বারা গৌণভাবে শোণিত, ত্বক্, এবং পরিপাক যন্ত্রপথ, বিশেষতঃ মুখ ও মলদ্বারাংশের রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। ইহা শোণিতের যে রুগ্নাবস্থা উপস্থিত করে তাহাতে সংযামকতার (coagulability) বৃদ্ধি এবং বিশ্লেষণপ্রবণতা উৎপন্ন হয়। পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহা প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্রিয়ায় তাহাতে একরূপ ধূসরাভশুভ্র নির্য্যাস সংস্থাপিত হয়। জীবনীশক্তির অবসাদকর, পচনযুক্ত বা টাইফয়েড জ্বরাদির ন্যায় দুর্ব্বল লক্ষণাদি উৎপন্ন করা ইহার ক্রিয়ার প্রকৃতিগত।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—**নাইট্রিক** এবং **সাল্‌ফ্যুরিক** প্রভৃতি খনিজ এসিডের ন্যায় **মিউরিয়েটিক এসিডও** অমিশ্র অবস্থায় জান্তব-উপাদানের ধ্বংস সাধন করে। সদৃশমতের চিকিৎসাসহ বস্তু বিশেষের স্থানিক প্রয়োগোৎপন্ন ক্রিয়ার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও ঔষধ পরীক্ষার্থ স্থানিক দাহিকাশক্তিহীন এসিডের দ্রব স্বল্প মাত্রায় সেবনের ফলেও আমরা ত্বকে এবং পরিপাক যন্ত্রপথে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর ও মলদ্বারাংশের শ্লৈষ্মিক

ঝিল্লীতে ইহার টিস্যুধ্বংসকর কার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রদাহচিহ্ন ও ক্ষত দেখিতে পাই। **মিউরিএট্রিক এসিড** টিস্যু ও রক্ত-রসাদির অতি গভীর পচনকর বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী বস্তু। টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির অতি শোচনীয় অবস্থায় ইহার উপকারিতায় আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। জিহ্বার কর্কট বা ক্যান্সার রোগের অবস্থা-বিশেষে এতদ্বারা উপকার হওয়ায় ইহার ক্রিয়ার সাংঘাতিকতা বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার ক্ষতাদির কৃষ্ণবর্ণ ও বিকট দৃশ্য, স্রাবাদির বিবর্ণ, অধিকতর তরলতা এবং উগ্র, বিদাহী গুণ এবং শোণিতের পচনশীলতা ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতিও উপরি উক্ত টাইফয়েড ও পচনক্রিয়া এবং সাংঘাতিকতার পরিচয় প্রদান করে। স্নায়ুমণ্ডলে ইহা দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রাথমিক ক্রিয়াফলে রোগীর মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা ও খিটখিটে ভাব হয়, ইন্দ্রিয়াদি আগন্তুকবিষয়ে অসহিষ্ণু ভাব ধারণ করে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্ত-নাদি দ্বারা রোগী শারীরিক অস্বস্তি প্রকাশ করে। মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক অসহিষ্ণুভাবসহ প্রভূত দুর্ব্বলতাই (দুর্ব্বলাত্মক সবলতা) **মিউরিয়েট্রিক এসিড** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। **মিউ এসিডের** নিম্নলিখিত যান্ত্রিক লক্ষণাদির প্রকৃতিতে আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। ইহার ক্রিয়ার শেষাবস্থায় রোগীর সংজ্ঞানাশ হয় এবং তাহার শারীরিক শোচনীয় দুর্ব্বলতাসহ জিহ্বা ও মলদ্বাররক্ষক সঙ্কোচনী পেশী প্রভৃতির অবশতা জন্মে।

মানসিক বিকার বশতঃ অসহিষ্ণুতা, ক্রোধপ্রবণতা এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখ জন্মে। রোগী খিট খিটে হয় এবং শারীরিক অশান্তি বশতঃ অনবরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত কখন বা দুঃখিত ও মৌনী রোগী স্থির ভাবে বসিয়া থাকে। মৌনভাব। রোগী মস্তক নত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। অচৈতন্য। কোঁকানী।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শিরোঘূর্ণন হইয়া রোগী হাঁটিতে টলে. ভ্রমণে ইহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে শিরঃশূলের উপশম হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা চিৎভাবে শয়ন করিলে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষার বৃদ্ধি। গ্রন্থিস্ফীতিসহ মস্তক পশ্চাতের গুরুত্ব জন্মিলে ঝাপসাদৃষ্টি, কিছু দেখার চেষ্টায় বর্দ্ধিত।

শিরঃশূল নিবন্ধন বোধ যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে। মস্তকপশ্চাতের গুরুত্ব। মস্তকের অসাড়তা এবং নিদ্রার অনুভূতি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার ঘটায় বস্তুর লম্বভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি। মস্তক-পশ্চাতে বেদনা হওয়ায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। কর্ণ মলহীন ও শুষ্ক শল্কের স্খলনযুক্ত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, রজনীতে কর্ণে বিদারণবৎ কড় কড় শব্দ; দক্ষিণ কর্ণে রোগ অধিকতর। রসনেন্দ্রিয়-বিকার বশতঃ সকল বস্তুতেই মিষ্টাস্বাদ। মুখলালার স্রাব বৃদ্ধিসহ মুখে পচা ডিম্বের ন্যায় উগ্র ও পচা আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত শরীরের স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজনাপ্রবণতার অভাব। সমস্ত শরীরে ছিন্নবৎ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধিনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

গতিদ স্নায়ুর বলক্ষয় নিবন্ধন রোগীর শয্যাগত অবস্থা। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উপবেশন করিলেই চক্ষু নিমীলিত হয়, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে এবং শয্যার পদপ্রান্তে গড়াইয়া যায়। শরীর গুটাইয়া থাকে। অঙ্গসীমার শীতলতা। জিহ্বা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা।

মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ; মুখ, ললাট এবং ললাটপার্শ্বের ফুসকুড়িতে মামড়ি জন্মে। মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে মুখমণ্ডলে তাপ এবং গণ্ডে উজ্জ্বল রক্তিমা, পিপাসা থাকে না। অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর অভ্যন্তরকোণের চন্ চনি ও চুলকানি। ক্ষুপত্র লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। চক্ষুর বাহিরে সূচিবেধের অনুভূতি।

কর্ণশূল ও কর্ণের চাপবৎ বেদনা। চন্‌চনি, বিড়বিড়ি ও শীতলতাসহ বেদনার কর্ণ হইতে মূর্দ্ধায় প্রধাবন এবং ললাটপার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। কর্ণে কৃষ্ণবর্ণ খোইল ও গুণ গুণ শব্দ।

নাসিকা হইতে উগ্র সর্দ্দির স্রাবে নাসিকার চুলকানি, সর্‌সরি ও হাঁচি। নাসিকার অনেককাল স্থায়ী রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্রের সর্দ্দি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ ও বক্ষের অবদারণ ভাব।

গোঁ গোঁ করিয়া কোঁকানি শব্দযুক্ত গভীর শ্বাস প্রশ্বাস ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস। বোধ যেন শ্বাসপ্রশ্বাস আমাশয় হইতে আসিতেছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সঙ্কোচন।

মুখমণ্ডল উষ্ণ, বক্ষের ঘড় ঘড়িসহ কর্কশ কাসি ও পরে আমাশয়ের খল্লী। হুপশব্দক কাসি।

অত্যধিক শরীরচালনায় এবং দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বক্ষের এবং হৃৎপিণ্ডের সূচিবেধবৎ বেদনা, ফুসফুসে জ্বালাযুক্ত সূচিবেধানুভূতি। ষ্টার্ণাম্ অস্থিতে আততভাব ও বেদনা। তাহাতে বিদ্ধ করার ন্যায় এবং আঘাতিত হওয়ায় ন্যায় বেদনা।

মুখমণ্ডলে হৃৎকম্পের অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডে সূচিবেধবৎ বেদনা।

নাড়ী ধীরগতি, দুর্ব্বল এবং সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট; দিবসে ধীর গতি, রজনীতে অধিকতর দ্রুত।

পরিপাক যন্ত্ররোগ বশতঃ ওষ্ঠের পার্শ্বের অবদারণ ভাব। মুখপার্শ্বের ফুস্কুড়িতে মামড়ি। নিম্নোষ্ঠ স্ফীত, তাহাতে গুরুত্ব ও জ্বালা বোধ। শীতল পানীয়ে দন্তশূল এবং দন্তশূলসহ কর্ণের বেদনা। তাপে দন্তের চন্‌চনি বেদনার হ্রাস। স্ফীত দন্তমাড়ী, রক্তস্রাবযুক্ত দন্তক্ষত। দন্তাধার-কোটর হইতে দন্ত উচ্চ হইয়া উঠে।

জিহ্বার সীসকবৎ গুরুত্ব বশতঃ কথা বলার ব্যাঘাত ; জিহ্বা হাজাযুক্ত ও শক্তিহীন বোধ। জিহ্বা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। বেদনাযুক্ত এবং নীলাভ জিহ্বায় কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত গভীর ক্ষত এবং জ্বালাময় রস-বিম্বিকা।

ওষ্ঠ এবং মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত, লোহিতবর্ণ, ক্ষতবৎ-বেদনাবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদাটে বিন্দুদ্বারা আবৃত ; প্রশ্বাসবায়ু দুর্গন্ধবিশিষ্ট। লালাগ্রন্থি স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

গলদেশের ও গল-গহ্বরের (Fauces) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাভলোহিত ও স্ফীত এবং জ্বালাযুক্ত ; তাহাতে অবদারণ ভাব এবং জ্বালাসহ চনচনি ; তাহা ধুসরাভশুভ্র ও ডিফথিরিয়ারৎ আগন্তুক ঝিল্লী আবৃত। উপজিহ্বা ও টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি। গলমধ্যে অনেক লালা সঞ্চয়ে রোগীরা গলাধঃকরণে বাধ্য। গলাধঃকরণের চেষ্টায় গলার ভয়ানক আক্ষেপ ও গলরোধসহ নিঃশ্বাসের অবরোধ।

অত্যধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। মাংসে অনিচ্ছ। সুরাসারযুক্ত পানীয়ে অস্বাভাবিক স্পৃহা।

পচা ও তিক্ত উদ্‌গার। কাসি ও উদ্‌গারসহ বমন ; অনিচ্ছা সত্বেও গেলা আইসে ; আমাশয়স্থ বস্তুর অন্ননালী পথে উদ্‌গীরণ ও কখন কখন আমাশয়ে পুনঃ প্রবেশ।

ক্ষুধাহীনতা। আমাশয় ও অন্ননালীর শূন্যভাব আহারে নিবৃত্ত হয় না।

কুক্ষিদেশের আতত ভাব ও চাপ লাগার অনুভূতি। অল্লাহারেই উদরের পূর্ণতা ও বিস্তৃতি ; উদরের ডাক এবং শূন্যভাব। উদরের খল্লী।

মূত্রত্যাগকালে গুদ-ভ্রংশ। জ্বালা এবং টাটানিযুক্ত, স্ফীত, নীলবর্ণ এবং আঙ্গুরের গুচ্ছবৎ অর্শ নিজ্ক্রান্ত। কোমল বিষ্ঠাত্যাগেও সরলান্ত্রে এবং গুহ্যদ্বারে চনচনি। অন্ত্রের শক্তিহ্রাস বশতঃই যেন মলত্যাগে

কষ্ট ; মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক পাতলা ও জলবৎ বিরেচন, পরে মলদ্বারে চনচনি ও জ্বালা।

অবস্থা বিশেষে পুনঃ পুনঃ অধিক অথবা অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ। মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর ধীরে মূত্র নিঃসরণ, মূত্রস্থলীতে চাপের সহিত মূত্র নির্গত করিতে মলদ্বারের বহির্নিষ্ক্রমণ। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। মূত্র লোহিতবর্ণ, উগ্র ও দুগ্ধবৎ। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, পরে মূত্রনালীর কুঞ্চন।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ধ্বজভঙ্গ। জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও শিথিল। জলবৎ ও রক্তযুক্ত পুরাতন পূয়মেহ। অণ্ডকোষবেষ্টের চুলকনা, চুলকাইলে উপশম হয় না। লিঙ্গমুণ্ডত্বক্ ক্ষতযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন ঋতু হইবে। ঋতু অতি শীঘ্রাগত ও প্রচুর হওয়ায় রোগিনী হতাশ ও মৌনী, যেন শীঘ্র মৃত্যু ঘটিবে ; উদরশূল এবং টাটানিযুক্ত অর্শ। তাহা হইতে পচা স্রাব হয় এবং রোগিনীর সাধারণ দুর্ব্বলতা ঘটে। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও সহ্য হয় না। পৃষ্ঠবেদনা, মলদ্বার এবং অর্শের বেদনাসহ শ্বেতপ্রদর।

মোচড় লাগার ন্যায় অথবা অনেক সময় নত হইয়া থাকার ন্যায় গ্রীবাতে চাপবৎ বেদনা। কটিদেশে চাপ ও আকৃষ্টবৎ এবং ক্লান্ত হওয়ার ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডের অধঃসীমার অস্থির (Os Coccyx) বেদনা।

হস্তের, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠাংশের গুরুত্ব। হস্ত এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠে মামড়িবৎ উদ্ভেদ। রজনীতে অঙ্গুলির অসাড়তা, শীতলতা এবং ঝিন্ঝিনিরভাব। অঙ্গুলিসীমার স্ফীতি এবং জ্বালা। করতলের কণ্ডুয়ন।

বিশ্রামকালে অঙ্গনিচয়ের জ্বালা। চালনায় সমুদয় সন্ধিরই ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি। বাহুর এবং জানুসন্ধির চাপবৎ আকৃষ্টতা।

উরুর দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী চলিতে টলে। মলদ্বারের চুলকনাসহ দক্ষিণ উরুর বেদনা। অধঃঅঙ্গের শোথ ও বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা। অধঃঅঙ্গাদির অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। অধঃঅঙ্গাদির পচাক্ষতের পার্শ্বেরজ্বালা, পদদ্বয়ের শীতলতা; পদ নীলবর্ণ। পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্ফীত, লোহিতবর্ণ ও জ্বালাযুক্ত।

ত্বকে শল্কযুক্ত বা খুস্কিবিশিষ্ট উদ্ভেদ। জড্যাত্মক বেদনাযুক্ত ও তাহাতে পচা ক্ষত, ক্ষতের চতুর্দ্দিকের জ্বালা। ত্বকে গভীর, পচনশীল, মৃতমাংসাবৃত এবং বেদনাযুক্ত ক্ষত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা।—প্রভূত দুর্ব্বলতাপ্রধান ঔষধের মধ্যে **মিউরিয়েটিক এসিড** অতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। গভীর দুর্ব্বলতায় ইহা **কার্ব্ব ভেজ**সহ তুলনীয় হইলেও টাইফয়েড অবস্থাপন্ন রোগের সংজ্ঞাহীনতা ও অস্থিরতা প্রভৃতি মস্তিস্ক লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রধানতঃ প্রভেদিত হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় গভীর দুর্ব্বলতামূলক বিশেষ লক্ষণ দ্বারা **মিউ এসিডের** শক্তিহীনতা পরিস্ফুট হয় এবং তদ্দ্বারাই ইহা রোগচিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে বলিয়া উপরিউক্ত বিশেষ দুর্ব্বলতা **মিউ এসিডের** প্রদর্শক স্থানীয়। **আর্সেনিক, কলচিকাম** প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধদুর্ব্বলকর ঔষধ হইতেও ইহা এতদ্দ্বারা প্রভেদিত। **মিউরিয়েটীক এসিডের** প্রধান প্রয়োগস্থলই টাইফয়েড জ্বর। এজন্য নিম্নলিখিত অধিকাংশ লক্ষণেরই সার্থকতা টাইফয়েড জ্বরে দৃষ্টিগোচর হয়।

ক। প্রলম্বিত অধঃ চুয়াল।—চুয়ালের আকুঞ্চনী পেশীর

শক্তিহীনতা **মিউ এসিরোগে** অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ার কারণ। **ওপিয়াম, আর্সেনিক** এবং **ল্যাকেসিসেও** অবস্থাবিশেষে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রথম ঔষধে ইহার সহিত বক্ষের ঘড় ঘড়ি ও নাসিকাধ্বনি, দ্বিতীয়ে ভয়াবহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও সজ্ঞানতা, তৃতীয়ে বহুভাষিতা ও গাত্রের, বিশেষতঃ গলদেশ ও উদর প্রভৃতির অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা **মিউ এসির** বর্ত্তমান, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণ হইতে ইহাদিগকে প্রভেদিত করে।

খ। শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্কাইয়া যাওয়া।—ইহাও একটি প্রভূত দুর্ব্বলতাপ্রকাশক লক্ষণ। রোগী দুর্ব্বলতার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় ক্ষমতাহীন হয়, মস্তক উপধান হইতে নামিয়া পড়ে ও রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্কাইয়া যাইয়া শরীর গুটাইয়া থাকে। **জিঙ্কামেও** এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধঃঅঙ্গের চঞ্চলতা প্রভেদক রূপেবর্ত্তমান থাকে।

গ। মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ।—ইহাও মলদ্বাররক্ষক পেশীর শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয়। মূত্রত্যাগের সামান্য বেগেই শিথিল মলদ্বার বিষ্ঠার অবরোধে অক্ষম হয়। ফলতঃ মলদ্বারসন্নিহিত অন্যান্য যন্ত্রেরও দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে। সহজে মূত্রত্যাগ হয় না। মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করিলে ধীরে মূত্রত্যাগ হইতে থাকে। মূত্রত্যাগ জন্য মূত্রস্থালীতে চাপদিলে শিথিল মলদ্বার স্খলিত হয়। মূত্রস্থালীর গ্রীবাপেশীর দুর্ব্বলতানিবন্ধন অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ।

মুখগহ্বরলক্ষণ—শুষ্ক-চর্ম্মবৎ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ও সঙ্কুচিত জিহ্বা; জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌রোধ এবং মুখগহ্বরসংস্পৃষ্ট প্রদেশে ক্ষত ও অলীকঝিল্লীর সংস্থান।—

এরূপ শোচনীয় জিহ্বালক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার পরিচয়। জিহ্বার পক্ষাঘাত, ঔষধের পূর্ব্বকথিত দুর্ব্বলতার অন্যতম স্থানিক লক্ষণ। ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকিলেও বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। **মিউ এসিড** মুখক্ষত শরীরের অতি দূষিত ও সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশ করে। মুখগহ্বরের সর্ব্বস্থানেই ইহা উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত গভীর ও আক্রান্ত স্থানের ধ্বংসকর হওয়ায় জিহ্বা এবং গণ্ডাদিতে বিদারণ ঘটিতে পারে। ক্ষতের তলদেশ ও ভূমি নূন্যাধিক কৃষ্ণবর্ণ। প্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়াজ্বর ইত্যাদিতে রক্তের পচা ও হীনাবস্থা বশতঃ "মামুরকির ঘা" বা ক্যাংক্রাম অরিস এবং ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগের মারাত্মক ক্ষত রোগীর অতি সাংঘাতিক অবস্থা জ্ঞাপন করে। কখন কখন ইহার ক্ষত ভয়াবহ ক্যান্‌সার রোগে পরিণত হয়। জিহ্বার শিথিলতা, বৃহদায়তন ও পার্শ্বে দন্তের ছাপ, অজস্র দুর্গন্ধ লালাস্রাব এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা **মার্কুরিয়াসের**, কিনারার অসমাবস্থা, মাংসাঙ্কুরের অতি বৃদ্ধি এবং প্রধানতঃ কণ্টক বেধবৎ বেদনা দ্বারা **নাই এসির ক্ষত, মিউ এসির** ক্ষত হইতে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক স-ঝিল্লিক গলক্ষত।—**মিউরিয়েটিক এসিড** ডিফ্‌থিয়ারোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। দুর্ব্বলতা এবং বিষাক্ত শোণিতের অতি পচিত অবস্থাপ্রযুক্ত চরমদশাগ্রস্ত রোগীর ঔষধ মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। পূর্ব্ববর্ণিত দুর্ব্বলতা ও নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পচা শোণিতস্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। প্রশ্বাসের পূতিগন্ধ; উপজিহ্বা ও গলগহ্বরের (ফ্যারিংস্) পক্ষাঘাত এবং টন্‌সিল্‌গ্রন্থিতে পীতাভধূসরবর্ণের সংস্থিতি বা আগন্তুক

আবরণের বর্ত্তমানতা ; নাসিকা হইতে ক্ষত কর, পাতলা স্রাব ; জিহ্বার শুষ্কতা ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও বিদারণ এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও ক্ষণ-লোপ প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ। ইহার রোগে মূত্রে শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়।

যকৃৎ রোগ—সিরসিস্, ড্রপিসি বা জলশোথরোগ।—যকৃতের সিরসিস্ রোগ সিবন্ধন উদরি প্রভৃতি শোথরোগের শেষাবস্থায় টাইফয়েড্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে **মিউ এসিডের** প্রয়োগ হইতে পারে। রোগের চরমাবস্থায় শীর্ণ রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত ও চৈতন্যহীন হয়। মুখ শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত থাকে এবং অনৈচ্ছিকরূপে জলবৎ, দুর্গন্ধ মল নিঃসারিত হয়। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা অপিচ অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ভুক্ত বস্তুর বমন হইয়া যায়। রোগ অসাধ্য হইলেও উপরিউক্ত লক্ষণে ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উপশমের প্রত্যাশা করা যায়। যকৃতের রোগেও **মিউ এসির** প্রয়োগিতা উপস্থিত হয়।

নাইট্রি মিউ এসিড—উপরিউক্ত রোগ নিবন্ধন অজীর্ণাদি লক্ষণে ইহারও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্স্, পাইল্স্।—বৃদ্ধদিগের অর্শ রোগে **মিউ এসি** উপকারী ঔষধ। মলদ্বার এবং অর্শের বলি এতাদৃশ স্পর্শাসহিষ্ণু ও টাটানিযুক্ত যে তাহাতে সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শ পর্য্যন্তও সহ্য হয় না। স্ফীত ও নীলবর্ণ অর্শ আঙ্গুর গুচ্ছবৎ বহির্নিক্রান্ত হয়। উষ্ণজলের স্থানিক প্রয়োগে ইহার অর্শের যন্ত্রণার উপশম এবং শীতল জল প্রয়োগে বৃদ্ধি।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—গভীরতর **দুর্ব্বলতাই** টাইফয়েডজ্বরে **মিউ এসিডকে** আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে। প্রশ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত

এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত জন্মে। লালাগ্রন্থি স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত এবং মুখগহ্বর ক্ষতবৎ টাটানিবিশিষ্ট হয়। ইহা রোগের চরমাবস্থার ঔষধ; রক্ত রসাদি পচিত ও রোগী দুর্ব্বলতার শেষসীমায় উপনীত হইলে ইহাই আমাদিগের প্রায় একমাত্র ভরসা স্থল। রোগীর এতাদৃশ শক্তিহানি ঘটে যে রোগী উপাধানে মস্তক রক্ষায় অশক্ততা বশতঃ **হড়কাইয়া শয্যায় পদপ্রান্তে** যায়। অনৈচ্ছিক মলমূত্রের ত্যাগ। জিহ্বার ক্ষয় ও শুষ্কতা প্রযুক্ত কথা কহিবার চেষ্টা করিলে তাহা মুখমধ্যে ফর্ ফর্ করিতে থাকে। কখন কখন তাহার পক্ষাঘাত নিবন্ধন বাক্‌রোধ ঘটে এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। হৃৎস্পন্দন অতি ক্ষীণ ও অনিয়মিত। **নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতের লোপ** ইহার বিশেষ প্রকৃতির জ্ঞাপক। শয্যাক্ষত জন্মে এবং শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা ও গুল্‌ফসন্ধিতে শোথ দৃষ্ট হয়।

টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট জ্বরের প্রভূত দুর্ব্বলতায় **মিউ এসি**সহ **আর্স** এবং **ফস্ এসির** তুলনা শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভয়াবহ উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা **আর্সেনিকের**, মানসিক অবসাদ **ফস্ এসির**, এবং অস্থিরতা ও মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতার পরে সংজ্ঞাহীনতা এবং শোচনীয় পেশী দুর্ব্বলতা **মিউ এসির** বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। দুর্ব্বলতা ঘটিত অবসাদের পূর্ব্বগামী অস্থিরতায় ইহা **আর্সের** ভয়াবহ অস্থিরতা এবং **রাসের** উপশমপ্রদ অস্থিরতাসহ কোন অংশেই তুলনীয় নহে। মানসিক অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত রোগী কথা কহে না; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তা করিতে অশক্ত **ফস্ এসির** রোগী ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে। টিস্যু পচনাবস্থা **রাসের** অপেক্ষা **মিউ এসিতে** অধিকতর, এজন্য অধিকাংশ স্থলেই **রাসের** পর ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ন্যাই এসিড এবং **মিলিফলিয়াম**—টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র হইতে শোণিত স্রাব হইলে ইহারা সর্ব্ব প্রধান ঔষধ।

হেমামেলিস্—ইহাও রক্তস্রাব নিবারণ পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টেরিবিন্থ ও **চায়না**—রক্তস্রাবে ইহারাও ফলপ্রদ।

স্নায়ুমণ্ডলে উষ্মার ভাববিশিষ্ট (Erythism) রোগীর রোগচিকিৎসায় ডাং ট্রিঙ্কস **মিউ এসিডে** প্রধান স্থান প্রদান করেন; তিনি বলেন, ইহার উত্তেজনা **ব্রায়ির** অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, অস্থিরতা **রাসের** অপেক্ষা অধিকতর এবং মস্তিষ্কলক্ষণ কখনও **বেলের** সমকক্ষ হয় না।

আরক্তজ্বর বা স্কালেটিনা।—আরক্তজ্বরের শেষাবস্থায় প্রগাঢ় টাইফয়েড লক্ষণাক্রান্ত, ভয়ানক দুর্ব্বল রোগীর চিকিৎসায় **মিউ এসিডের** উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর শরীর গাঢ় নীলবর্ণ, রক্ত বেগে মস্তকে ধাবিত রোগীর মুখ ও চক্ষু উজ্জ্বল রক্তিমাবিশিষ্ট এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। উদ্ভেদ ঝাড়িয়া বাহির হয় না। উদ্ভেদ বিরল ও অনিয়মিতরূপে সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদযুক্ত ত্বগাংশ পরম্পরার মধ্যে মধ্যে নীলাভ অথবা ঘোর লোহিত কালশিরার কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। শিশু অত্যন্ত অস্থির থাকে ও গাত্রের বস্ত্রাচ্ছাদন দূরে নিঃক্ষেপ করে। রোগের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় গাত্র নীললোহিত ও পদ স্পষ্টতর রূপে নীল হইয়া যায়। কখন কখন রোগের এই অবস্থায় গলদেশে পূর্ব্ববর্ণিত ডিফ্থিরিয়াবৎ ক্ষতাদি লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। এই রোগে **রাস্** ও **ল্যাকেসিস্** অপেক্ষা অধিকতর স্থলে **মিউ এসি** প্রযুক্ত হয়।

এই রোগে **এপিস** এবং **সাল্ফারসহ মিউ এসিড** তুলনীয় বলিয়া বিবেচিত। কেননা উভয়েরই ত্বকে লোহিত বর্ণ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রথম ঔষধে গলদেশের শোথ জন্মে।

কেলি পার্ম্মাঙ্গ্যানিকাম্—ইহারও গলদেশের লক্ষণ, বিশেষতঃ তাহার শোথভাব **মিউ এসিডের** সদৃশ, **নেট্রাম আর্স, মার্ক সায়ানেট, আর্স** এবং **হাইড্রসা এসিডেও** এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত ঔষধেও **মিউ এসিডের** ন্যায় গলদেশ লক্ষণ এবং গাত্রের নীলাভা এবং উদ্ভেদযুক্ত ত্বগাংশ পরস্পরের ব্যবধানে কালশিরা উৎপন্ন হয়।

সালফিউরিক এসিড—গাত্রে নীলাভ দাগ, প্রভূত দুর্ব্বলতা এবং ডিফ্থিরিয়াবৎ অলীক ঝিল্লীর বর্ত্তমানতায় আরক্ত জ্বরে ইহা **মিউ এসিডের** তুল্য। কিন্তু **সালফ এসিডে** গাত্রাবরণ মোচনে উপশমের অভাব ও গাত্রে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় নীলবর্ণ ত্বগংশ বর্ত্তমান থাকে।

দুর্ব্বলতা (Debility)।—মিউ এসিডরোগী রোগের শেষাবস্থায় দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপনীত হয়। টাইফয়েড রোগাদিতে প্রভূত দুর্ব্বলতা বশতঃ উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে অশক্ত রোগী শয্যায়পদপ্রান্তে গড়াইয়া যায় এবং হস্ত, পদ ও শরীর গুটাইয়া জড় সড় হইয়া থাকে। তাহাকে পুনঃ পুনঃ উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করার প্রয়োজন হয়। মলদ্বারের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মূত্রত্যাগ করিতে মল-নিঃসরণ।

ভিরেট্রাম এল্বাম—দুর্ব্বল রোগীর গাত্রে নীলবর্ণ শিরা উঠিয়া পড়ে এবং হস্ত পদ শীতল ও নীলাভ হয়।

সালফিউরিক এসিড—ইহার দুর্ব্বলতায় সর্ব্বশরীরে কম্প-ভাব এবং অঙ্গাদির কম্প উপস্থিত হয়।

অধিক কাল অহিফেনসেবনের দুর্ব্বলতায় **মিউ এসিড** উপকারী।

লেক্‌চার ৪১ (LECTURE XLI.) ।

ফস্‌ফরিকাম্‌ এসিডাম্‌—(Phosphoricum Acidum) ।

সাধারণ নাম ।—ফস্‌ফরিক এসিড ।

প্রয়োগরূপ ।—এক ভাগ অমিশ্র ফস্‌ফরিক এসিডসহ ৯০ ভাগ পরিস্রুত জল ও ১০ ভাগ এল্‌কহল মিশ্রিত করিলে ২x ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ৩x ক্রমের ঔষধ ডাইলিউট এল্‌কহল এবং তৎপরবর্ত্তী ক্রম এল্‌কহল দ্বারা প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ নিম্ন ১ ও ৩ হইতে ৩০ ক্রম এবং উচ্চ ২০০ ক্রমের ব্যবহার হয়। অনেক সময়ে তদুর্দ্ধও ব্যবহৃত হইতে পারে ।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থানুসারে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—ডাং বার্ণস্‌—রোগীর বয়স ৪২ ; পুরাতন অজীর্ণ রোগ ; বর্ত্তমান লক্ষণ—ক্ষুধাহীনতা ; যাহা কিছু আহার করে, অর্দ্ধ ঘণ্টার-পর অম্লোদ্গারসহ বমন হইয়া যায় ; আমাশয়ের গল্লীবৎ বেদনা ; অম্লোদ্গার জন্য কষ্ট ; ৩০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ষ্টাফ্‌—স্ত্রীলোক, বয়স ৩০ ; অনেক দিন হইতে আমাশয়ে ও আমাশয়োর্দ্ধে প্রবল চাপ, আক্রান্ত স্থান চাপিত করিলে বৃদ্ধি ; মূত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও ঘন ; ২০০ এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং স্মল—পুরাতন উদরাময়ে প্রতিদিন ৪।৫ বার ধূসরাভ, পাতলা রেচন ; ৩, আরোগ্য। ডাং মিলস্‌—৬ মাসের শিশু ; শাদাটে জলবৎ বিষ্ঠা কখন স্বচ্ছভাবের, কখন দুগ্ধবৎ ; স্তন্যপানের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই মলত্যাগ ; শিশুর স্থির ও সন্তুষ্ট ভাব ; ৩০, এক মাত্রা প্রয়োগমাত্রই বিষ্ঠা স্বাভাবিক হইত, ঔষধ বন্ধ করিলেই রোগ ফিরিত ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় ঔষধ প্রতিদিন ৪ মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাং আর্ম্‌ষ্ট্রং—২২ বৎসর বয়সের রোগী ; কতিপয় মাসের গণরিয়া ; মূত্রস্থালীর

উপচয়।—রজনীতে বিশ্রাম কালে; শরীর অনাবৃত করিলে; উষ্ণ বস্তু আহারে; কাফি পানে।

উপশম।—সাধারণতঃ শরীর চালনায়; কখন কখন চাপে; আর্দ্র দিনে।

সম্বন্ধ।—ফস্‌ফরিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া।

ক্ষয়জনক ঘর্ম্ম ও উদরাময়ে এবং দুর্ব্বলতায় সিঙ্কনা ইহার পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়।

আহারান্তে মূর্চ্ছা হইলে যদি নাক্‌স দ্বারা ফল না হয় ফস্ এসি প্রযোজ্য।

ফস্‌ফরিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—সিঙ্কনা, ফেরাম্, রাস্ ও ভিরেট্রাম।

তুলনীয় ঔষধ।—খনিজ অম্ল, ফ্লুয়রিক এসিড, পিক্রিকএসি, এসাফি, এনাকা, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কনা, ইগ্নে, লাইক, মার্ক, ফস্, পাল্‌স, রাস, সিপি, সিলিক, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিরেট্র এ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি মূলে বলিষ্ঠ থাকিয়া পরে জৈবরসক্ষয়ে, কাম বিষয়ক অমিতাচারে

উত্তেজনায় তাহাতে ভারি বোধ ও মূত্রত্যাগের বেগসহ প্রতি রজনীতে এবং মলত্যাগ কালে শুক্রস্খলন; ২০০, উভয় রোগ আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—১০ দিনের প্রলাপ; বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা; কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষম, জিহ্বা শুষ্ক, কাল লেপাবৃত এবং কম্পযুক্ত; নাড়ী দুর্ব্বল, স্পন্দন ১৫০; অঙ্গ সীমা শীতল; অনৈচ্ছিক বিরেচন; ১২, আরোগ্য। ডাঃ হইন্—১৬ বৎসরের বালিকা; কথা কহে না; নিকটস্থ বিষয়ে উদাসীন; উদরাময়ে সাদাটেধূসর বিষ্ঠা; উদরের ডাক; কখন কখন উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা; উদরোপরি উদ্ভেদ; ৩, আরোগ্য।

(সিঙ্কে), প্রবল তরুণ রোগে, মর্ম্মান্তিক দুঃখ অথবা পুনঃ পুনঃ শোক, দুশ্চিন্তা এবং ভালবাসার নৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক ভাববিপ্লবে যাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

নম্র ও বিনীতস্বভাব (পালস্‌)।

পাণ্ডুর, রোগজীর্ণ, কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্ববিশিষ্ট চক্ষু।

অনাবিষ্ট, করুণহৃদয়; জীবন সম্বন্ধীয় কার্য্যে যাহাদিগের ঔদাস্য; যে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে আসক্তি ছিল তাহাতে অনাসক্ততা; দুঃখনিবন্ধন শক্তিহীনতা।

যে সকল শিশু এবং যুবকের শরীরায়তন শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (ক্যাল্ক, ক্যাল্কে ফস); পৃষ্ঠে এবং অঙ্গে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ কথন; সংজ্ঞাহীনতা; অথবা অজ্ঞানভাবের নিদ্রা; রোগী নিকটস্থ বিষয়ে সংজ্ঞাহীন থাকে, ডাকিয়া তুলিলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, ধীরে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়, এবং পুনর্ব্বার অচেতন হয়।

রোগীর কম্প হয়, পদ দুর্ব্বল থাকে, সহজেই হুচট লাগিয়া রোগী পদস্খলনে পতিত হয়।

গণ্ডমালা, উপদংশ, মার্কারির অপব্যবহারনিবন্ধন অস্থি ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহে জ্বালাকর, ছিন্নবৎ এবং ছুরিকা দ্বারা চাঁছার ন্যায় বেদনা (রাস); অস্থির কোমলতা, তাহার ক্ষত, কিন্তু অস্থি ধ্বংস (Necrosis) হয় না; ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেদনা।

শিরঘূর্ণনে মস্তক সম্মুখে ও পশ্চাৎদিকে নত হয়; চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণন; টাইফাস জ্বরে রোগী উপবেশন করিলে পতিত হয়; শয়ন করিলে মস্তক ঠিক থাকে, কিন্তু পদ ঊর্দ্ধে উঠে।

বহুদিন স্থায়ী দুঃখ অথবা স্নায়বিক বলক্ষয়নিবন্ধন শিরঃশূলে মস্তক চূর্ণ করার ন্যায় মূর্দ্ধা দেশে চাপানুভূতি; মস্তক এবং গ্রীবার পশ্চা-

তের শিরঃশূল; শিরঃশূল সাধারণতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে সম্মুখ পার্শ্বে যায় এবং মস্তক চালনায় ও গোলমাল শব্দে, বিশেষতঃ গীতবাদ্যে তাহার বৃদ্ধি এবং শয়নে হ্রাস হয় (ব্রায়, জেলস্, সিলিক)।

স্কুলের বালিকাদিগের চক্ষুর অতিশয় শ্রমনিবন্ধন শিরঃশূল; শিক্ষার্থী বালক, যাহাদিগের শরীর অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় তাহাদিগের শিরঃশূল।

যে উদরাময়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে না; বেদনাহীন উদরাময়; শুভ্র অথবা পীত, রক্ত সংযুক্ত এবং বায়ু নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক উদরাময় (এলোজ, নেট্রাম্); অম্লাহার প্রযুক্ত উদরাময় এবং ভীতিনিবন্ধন কলেরা।

দেখিতে জিউলির আঠাবৎ, ও রক্তযুক্ত টুকরা পদার্থ মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় মূত্র শীঘ্র পচিয়া উঠে; রজনীতে প্রচুর, জলবৎ, পরিষ্কার মলত্যাগ হইয়া তৎক্ষণাৎ সাদাটে ঘোলা হইয়া যায় (স্নায়ু পদার্থের অপচয় বশতঃ ফস্ফেট লক্ষণ)।

হস্তমৈথুন; এই দুষ্কার্যবশতঃ যখন রোগী মানসিক কষ্ট অনুভব করে (ডায়স্কো, ষ্ট্যাফি)।

অঙ্গাদির স্নায়ুতে খনন করা, ক্ষতবসান এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা; অঙ্গছেদের পর চিন্ন অঙ্গপ্রান্তের স্নায়বিক উদ্দীপনা (সেপা)।

বারম্বার, দুর্ব্বলকর ও প্রচুর শুক্রস্খলন; সঙ্গমান্তে অধিকতর শুক্রের ক্ষরণ; শুক্র ক্ষরণান্তে প্রবল সঙ্গমেচ্ছা; এক রজনীতেই অনেকবার বীর্য্যস্খলন; রোগী শুক্রের অপচয়বশতঃ **ভগ্নোৎসাহ, দুঃখিত এবং নিরাশ** (শুক্রক্ষরণান্তে অদম্য মৈথুনেচ্ছা, অষ্টি)।

যক্ষ্মা রোগে কথা কহিলে ও কাসিলে (ষ্টেনাম) বক্ষের দুর্ব্বলতা; জৈব রসাপচয়ে, শরীর অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে এবং অবসাদকর মানসিক ভাবাবেগে রোগী উত্তেজনাপ্রবণ হয়।

রোগকারণ।—কামবিষয়ক অমিতাচার, শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য প্রভৃতিনিবন্ধন অবসাদকর মানসিক ভাববিকার, শোণিতস্রাব এবং উদরাময় ও অত্যধিক হস্তমৈথুনে রেতঃক্ষয় প্রযুক্ত জৈবরসের অপচয় ফস্‌ফরিক এসিডের সাধারণ রোগকারণ। রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং অভ্যস্ত রসস্রাবের রোধ ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফস্‌ফরিক এসিড স্নায়বিক উপাদানের অপচয় অথবা স্নায়বিক অবসাদ উৎপন্ন করে। এই অবস্থামূলে যে উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতাবিহীন দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় তাহা অবিশ্রান্ত দুঃখ, অত্যধিক মানসিক অথবা শারীরিক শ্রম এবং কাম-বিষয়ক অত্যাচার প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ লক্ষণের অনুকৃতি স্বরূপ। এই রূপ স্নায়ুবিকারের গৌণ ক্রিয়াফলে যথাক্রমে বৃক্ক বা কিড্‌নি ও পুংজননেন্দ্রিয় এবং অস্থি ও ত্বক্ প্রভৃতির রোগ জন্মে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ফস্‌ফরিক এসিডের মৌলিক ও প্রাথমিক বা প্রাইমারি ক্রিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা এবং স্নায়ু-মণ্ডলে। এই ক্রিয়া স্নায়ুপদার্থের প্রদাহোৎপাদক অথবা ধ্বংশমূলক নহে। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমবশতঃ স্নায়ুপদার্থের গঠনোপাদান ফসফেট লবণের অপচয়, অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম, শুক্রশোণিতাদি জৈবরসহানি প্রভৃতি কারণে যদ্রূপ স্নায়বীক দুর্ব্বলতাদি জন্মে, ফস্‌ফরিক এসিডের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা তদ্রূপ বিকা-রেরই আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা স্নায়ুমণ্ডলের অবিমিশ্র দুর্ব্বলতা উৎপাদনকারী বস্তু; অর্থাৎ ইহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ সমক্রিয়াশীল সিঙ্ক-নার দুর্ব্বলতার ন্যায় কোন স্নায়বিক উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুভাবের বর্ত্ত-মানতা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার মস্তিষ্কীয় ক্রিয়া সংজ্ঞানাশকারী নহে। প্রভূত মস্তিষ্কীয় অবসাদগ্রস্ত রোগী গভীর তন্দ্রাম্বিত থাকে অথবা

বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা বলে, কিন্তু তাহাকে জাগরিত করিলে, প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্যহেতু "হাঁ", "না" প্রভৃতি স্বল্প কথায় প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া অচিরাৎ রোগী তন্দ্রাভিভূত হয়; ইহাতে জ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ ঘটে না, কেবল প্রভূত অবসাদগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণেও এইরূপ দৌর্ব্বল্যেরই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ক (kidney) এবং পুংজননেন্দ্রিয় ক্রিয়ার নিয়ন্তা মস্তিস্কাংশের ক্রিয়াবিকারের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ ইহা মুত্রাধিক্য প্রভৃতি কিডনি রোগ এবং ক্রিয়াবিকারী পুংজননেন্দ্রিয়রোগ উৎপন্ন করে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ স্রাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নায়বিক বলক্ষয়ের গৌণ ফলস্বরূপ টিস্যুর পোষণ, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি জৈবক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন শোণিতের কৃষ্ণবর্ণ ও তরলতর অবস্থা এবং প্রদাহ ও বেদনাহীন গ্রন্থিবিবৃদ্ধি প্রভৃতি গণ্ডমালা, সোরা ও সিফিলিসরূপ "ক্রনিক" বা পুরাতন রোগ বিষক্রিয়ার অথবা পারদের অপব্যবহারোৎপন্ন অস্থির অভ্যন্তরীণ মৃদু প্রদাহ এবং অস্থি ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ অস্থি রোগের ও নানাপ্রকার ত্বগুদ্ভেদের সাদৃশ্য প্রকটিত হয়। সাক্ষাৎভাবে ইহা টিস্যু ধ্বংসকারী নহে বা ইহা অস্থির ধ্বংস বা নিক্রোসিস উৎপন্ন করে না। নিম্ন উদ্ধৃত যান্ত্রিক লক্ষণ দ্বারা ইহার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ স্মরণশক্তির হ্রাস হয়। রোগী মৌন থাকে; সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন হয়; সহজে কোন বিষয় বুঝিতে পারে না; বুদ্ধির জড়তা জন্মে। কল্পনাশক্তির অভাব এবং মানসিক বৃত্তির দুর্ব্বলতা ঘটে। চিন্তা করিবার ক্ষমতার অভাব হইয়া যায়। কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না; রোগী অনিচ্ছার সহিত ধীরে অথবা অল্প কথায় প্রশ্নের উত্তর করে। রোগী কথা কহিবার সময় উপযুক্ত কথা অনুসন্ধান করিয়া পায় না। গৃহবিরহাতুরতা বশতঃ ক্রন্দনপ্রবণতা। মস্তিষ্কের

অবসাদ ও প্রগাঢ় তন্দ্রাবস্থায় শান্ত ভাবের প্রলাপ; রোগী বিড় বিড় করিয়া দুর্ব্বোধ্য প্রলাপ কহে।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে শিরোঘূর্ণন; সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মানে এবং ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ পার্শ্বে মস্তক নত। মস্তকের জড়তা ও বিশৃঙ্খল ভাব।

মস্তকে ভারি বস্তু চাপা থাকার ন্যায় চাপ বোধ অথবা বোধ যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে। মস্তক চন চন ও কন কন করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ললাটদেশে প্রবল চাপবোধ। শিরঃশূলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য এবং মস্তক সামান্য ঝাঁকাইলে অথবা সামান্য গোলমালে, বিশেষতঃ গীতবাদ্যে তাহার অসহনীয় বৃদ্ধি। বোধ যেন মস্তকের স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত অস্থিবেষ্ট কেহ ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়াছে। কেশ অতি শীঘ্র পাকে অথবা শণের ন্যায় হয় এবং চর্ব্বিসিক্তবৎ চট্‌চট করে, কেশের শীঘ্র স্খলন ঘটে। মাথা চুলকায়।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু ও উদাসীন। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায়। মধ্য রজনীর পর নিদ্রাহীনতা; প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কামবিষয়ক স্বপ্নে শুক্রস্খলন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় রামধনু সদৃশ বর্ণের দৃষ্ট। অন্ধত্ব জন্মিলে বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসহিষ্ণুতাবশতঃ গোলমাল শব্দ, বিশেষতঃ গীতবাদ্যের শব্দে অসহিষ্ণুতা। কর্ণে উচ্চ শব্দের প্রতিধ্বনি। স্নায়বিক বধিরতা। কর্ণরবে শ্রবণের কষ্ট। ঘ্রাণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ।

অনুভূতিদ-স্নায়ুবিকার বশতঃ জ্বালাকর, চর্ব্বণ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

গতিদস্নায়ুবিকার বশতঃ রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শয্যাগত অবস্থার প্রাতঃকালে বিশেষ বৃদ্ধি। কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না।

মূর্চ্ছারভাব নিবন্ধন শয়নের প্রবৃত্তি। বক্ষে এবং ডায়াফ্রাম পেশীতে খল্লীবৎ আক্ষেপ; হিপসন্ধিতে বেদনাযুক্ত আক্ষেপ। মস্তকের আক্ষেপিক ঝাঁকি। উরুপেশীতে আনর্ত্তন। সন্ধ্যাকালে হস্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত রোগী তাহা ছুড়িতে থাকে।

মুখমণ্ডলের আততাবস্থায় বোধ যেন তাহাতে অণ্ডলালা শুষ্কীভূত। মুখের মৃতের ন্যায় আকৃতি এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বা পাণ্ডুর। অধঃ চুয়ালাস্থি ভগ্ন বলিয়া অনুভূতি। গণ্ডস্থলের জ্বালা। মুখমণ্ডলে পীতাভকটা ও মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ। ললাটদেশে ফুস্কড়ি। মুখের অন্যতর পার্শ্ব শীতল বোধ।

চক্ষুতে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন চক্ষুগোলক বৃহত্তর হইয়াছে। প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ। চক্ষুতারকার বিস্তৃতি।

কর্ণশূল, কর্ণে সূচিবেধ ও গণ্ড এবং দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনার কেবল গীতবাদ্যে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্র রোগে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধের নিঃসরণ। নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত পূয়স্রাব। নাসিকার কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। নাসিকোপরি স্ফীতি ও লোহিত এবং শুষ্ক ছাল উঠা স্থান।

স্বরযন্ত্রের কর্কশভাব, স্বরভঙ্গ, তাহাতে কথা বলার ব্যাঘাত। গলা এবং বক্ষের জ্বালা।

আঘ্রাণে, কথা বলায় অথবা পরিশ্রমে বক্ষের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র। ভ্রমণারম্ভে এবং রজনীতে বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ কষ্ট ও উৎকণ্ঠা।

স্বরযন্ত্র, ষ্টার্ণ্যাম্অস্থি-উর্দ্ধের-গহ্বর এবং সমুদয় বক্ষ হইতে আমাশয়োর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থানে যেন পালকের শুড়শুড়ি হইতে কাসি; কাসিলে সন্ধ্যাকালে কিছুই উঠে না, প্রাতঃকালে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত অথবা অম্ল ও

ঘাসের আস্বাদযুক্ত, আটা এবং সাদাটে শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয়। রক্ত নিষ্ঠূত হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইলেও অস্থির থাকে।

সমুদয় বক্ষে চাপ ও জ্বালা। কথা কহিলে, কাসিলে ও অনেক সময় বসিয়া থাকিলে বক্ষে দুর্ব্বলতার অনুভূতি, ভ্রমণে উপশম। ক্বচিৎ কাসি হওয়ায় বক্ষে উচ্চ ঘড় ঘড় বা শাঁই শাঁই শব্দ।

হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা। যে সকল যুবা ও শিশুর শরীরায়তনের দ্রুত বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের হৃৎকম্প জন্মে।

নাড়ী অনিয়তগতিবিশিষ্ট, কখন কখন এক বা দুই স্পন্দনের লোপ; সাধারণতঃ নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল অথবা দ্রুতআঘাতী, সময়ে পূর্ণ ও সবল।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ স্ফীত দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব, শয্যা-তাপে শরীর উষ্ণ হইলে এবং তাপ অথবা শৈত্য সংশ্রবে তাহার বৃদ্ধি; রজনীতে সম্মুখের দন্তের জ্বালা। দন্ত হরিদ্রাবর্ণ ও অবশ বোধ। দন্তের গর্ত্তে খাদ্য প্রবেশ করিলে জ্বালা।

জিহ্বার মধ্যাংশের ঊর্দ্ধাধভাবে লোহিতবর্ণ রেখা। জিহ্বা ও ওষ্ঠ পাণ্ডুর। জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তরে চটচটে শ্লেষ্মা। জিহ্বার জ্বালা; জিহ্বা স্ফীত। কেবল রজনীতেই জিহ্বার চনচনি। অনৈচ্ছিক জিহ্বা দংশন; রাত্রেও ঐরূপ দংশন।

মুখ এবং গলা শুষ্ক; জিহ্বায় ধূসরাভশুভ্র লেপ। মুখ এবং গল-দেশে আটা শ্লেষ্মা। মুখে "মামুরকির ঘা"।

মুখ ও গলার শুষ্কতা, তৃষ্ণা থাকে না। খাদ্য গলাধঃকরিতে গলক্ষতের টাটানি, চাঁছাভাব ও হুল-বেঁধার ন্যায় বেদনার বৃদ্ধি। গলা খাঁকর দিলে চিমসে শ্লেষ্মা উঠে।

ক্ষুধার অভাব; সামান্য যাহা কিছু আহার করে অম্লোদ্গার হইয়া উঠিয়া পড়ে; আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অম্লোদ্গারের কষ্টসহ

আমাশয়ের খল্লীবৎ বেদনা। অতর্পনীয় তৃষ্ণা। উষ্ণখাদ্যে স্পৃহা। ক্লান্তিনিবারক এবং রসাল বস্তুর আকাঙ্ক্ষা; রুটি অতিশয় শুষ্ক বোধ। বিয়ার মদ্য ও দুগ্ধ পানে ইচ্ছা। কাফি, ওয়াইন ও বিয়ার মদ্য এবং সুরাসারযুক্ত মদ্যে ঘৃণা। অম্লাস্বাদ খাদ্যে তিক্তাস্বাদের উদ্গার অথবা আমাশয়ে বায়ুর সঞ্চার। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। মুখের তালুদেশে বিবমিষা বোধ।

প্রতিবার আহারের পরেই কোন ভারি বস্তু চাপা থাকার ন্যায় আমাশয়ের চাপ। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বর স্পর্শে আমাশয়ের চাপবৎ বেদনা। যকৃতের স্থানবিশেষের গুরুত্ব, সূচি বেঁধার ন্যায় এবং জ্বালা বোধ।

উদরে গড় গড় ডাক এবং জলের ন্যায় শব্দ। বায়ু কর্ত্তৃক উদরের আধ্মান, ডাক ও ঘড় ঘড় শব্দ; বেদনাহীন মলত্যাগ।

উদরাময় অনেক দিন থাকিলেও দুর্ব্বলকর হয় না। বায়ু নিঃসরণে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। পাতলা ও সাদাটেধূসর এবং পীতাভ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট বিষ্ঠা; লেইয়ের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ।

দুগ্ধের ন্যায় মূত্র জমাট বাঁধিতেও পারে। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্র, রজনীতেই অত্যধিক পরিমাণে ও নির্ব্বাধ স্রোতে নির্গত হয় এবং তাহাতে তলানি পড়ে। অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। প্রাতঃ-কালে কতিপয় বিন্দু শুভ্র পুরাতন পূযধাতুর এবং সন্ধ্যাকালে প্রষ্টেট গ্রান্থর স্রাবের নিঃসরণ।

প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে এবং দণ্ডায়মান হইলে লিঙ্গোত্থান। বারম্বার, প্রচুর এবং দুর্ব্বলকর শুক্রের নিঃসরণ। মলবেগে শুক্রস্রাব। রজনীতে লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই শুক্রের স্খলন। হস্তমৈথুনপ্রযুক্ত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, কামেচ্ছার অভাব।

সঙ্গমান্তে এবং স্বপ্নদোষের পরে শরীরের দুর্ব্বলতা। বাম অণ্ডকোষের স্ফীতি। জননেন্দ্রিয়প্রদেশের কেশস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে প্রচুর পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব শীঘ্রাগত ও অধিককাল স্থায়ী। ঋতুস্রাবকালে যকৃতের বেদনা। চুলকানির সহিত প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ শ্বেতপ্রদর, ঋতুর পরেই অধিকতর। জরায়ুতে বায়ু জন্মে।

অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। কটির-উর্দ্ধস্থ স্থানবিশেষে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

স্কন্ধ এবং বাম হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু এবং স্কন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত কয়লা সংস্পর্শের ন্যায় জ্বালা। সন্ধির কাঠিন্য এবং থল্লী। হস্ত এবং অঙ্গুলির ত্বক্ শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত। অঙ্গুলিনিচয়ের ঠিক অর্দ্ধাংশের ঝিন্‌ঝিনিভাব। লিখিতে হস্তের কম্প। হস্তের জ্বালা ও গুরুত্ব; প্রলম্বিত হস্তে রক্ত ভর করে।

হিপসন্ধিতে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অনুভূতি। উরুপশ্চাতের পেশীর জ্বালার দণ্ডায়মানে বৃদ্ধি এবং চলনে হ্রাস; রজনীতে পদতলের জ্বালা। জঙ্ঘার অধঃআংশে ক্ষতোৎপত্তি। রজনীতে টিবিয়া অস্থিতে বেদনা। পদাঙ্গুলিমুণ্ড-অধঃদেশে ফোস্কার উৎপত্তি; পদ স্ফীত ও ঘর্ম্মযুক্ত। পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে স্ফীতি, আঘাতের অনুভূতি ও জ্বালা।

প্রাতঃকালে সকল সন্ধিতেই এবং বাহু ও জঙ্ঘায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গনিচয়ের অস্থিতে জ্বালা, কামড়ানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। জৈবরসক্ষয় বশতঃ অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতা।

ত্বকের রসবিম্বিকোদ্ভেদ শুষ্ক অথবা আর্দ্র এবং শল্কযুক্ত। বসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ। ত্বকে চর্ম্মকীল (warts), শ্লেষ্মাগুটিকা (condylomata) এবং ক্ষত। ত্বকের স্থান বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

জৈবরসাপচয়, বিশেষতঃ অপরিমিত কামসেবা অথবা **হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক** এবং **শারীরিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি।**—মানসিক ও শারীরিক, বিশেষতঃ মানসিক অবসাদ ঘটিত মনোবৃত্তিনিচয়ের জড়তা **ফস্‌ফরিক এসিডের** ক্রিয়ার বা রোগীর একটি প্রধান প্রকৃতি। রোগী নির্লিপ্ত, উদাসীন এবংঅকর্ম্মণ্য হইয়া জড়তাবিশিষ্ট। এই অবস্থার অন্যান্য কারণ মধ্যে উপরিউক্ত জৈবরসাপচয় প্রধান স্থানীয় এবং প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

গভীর তন্দ্রা অথবা মস্তিষ্কীয় জড়তাব্যঞ্জক প্রগাঢ় নিদ্রালুতাবশতঃ নিকটস্থ বিষয় সম্বন্ধীয় অনবধানতা, কিন্তু জাগরিত হইলে সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয়।—স্নায়বিক, বিশেষতঃ মস্তিষ্কীয় দৌর্ব্বল্য বা অবসাদই **ফস্‌ফরিক এসিডক্রিয়ার** মৌলিক প্রকৃতি। টাইফয়েড জরের শেষাবস্থায় আমরা ইহার অতি পরিস্ফুট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। এই জ্বরের অতি শোচনীয় অবস্থায় **ফস্ এসি** রোগীর অন্যতম জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণ **ফস্ এসি** নির্ব্বাচনের অতীব উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত। রোগী তামসিক নিদ্রাভিভূত, সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞতাবিশিষ্ট এবং জড় পদার্থবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চেষ্টা করিলে সে জাগরিত হয়, "হাঁ" "না" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করে এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়া নিদ্রাভিভূত হয়। ইহাতে মস্তিষ্কের প্রগাঢ় অবসাদ প্রদর্শিত হইলেও জ্ঞানের লোপ হয় না।

মর্ম্মান্তিক দুঃখ, শোক, মনোভঙ্গ এবং প্রেমনৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক অবসাদ বা বিষাদকর ঘটনা রোগের কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকা।—বন্ধুবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, প্রণয়ীর বিরহ এবং সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি যে কোন দুর্ঘটনাই হউক, **ফস্‌ এসি**প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসহনীয়। মনভঙ্গ ঘটে। দুঃখের আতিশয্যে রোগী যেন হতজ্ঞান হয়। মানসিক **অবসাদ, জড়তা ও নির্লিপ্তাবস্থা।** ফলতঃ রোগী অনেক সময়েই বিষাদবায়ু, গুহ্যবায়ু এবং বাতুলতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। **ইগ্নেসিয়া**রোগীও উল্লিখিত কারণাদিতে বিষণ্ণ ও অবসাদিত হয়। কিন্তু তাহা **ফস্‌ এসির** তুল্য গভীরতা পায় না, কিন্তু রোগীর মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা বা অসহিষ্ণুভাব জন্মে। **ল্যাকেসিস**রোগীর মানসিক ভাব দুঃখিত ও উদ্যমহীন থাকিলেও ঔদাস্যপূর্ণ হয় না।

উদরাধ্মান; উদরের ডাক ও জলবৎ গড় গড় শব্দ এবং পুরাতন অথবা তরুণ, বেদনাহীন, শুভ্র অথবা হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠাযুক্ত উদরাময়, যাহাতে রোগীর বলক্ষয় ঘটে না।—উপরিউক্ত উদরাধ্মান প্রভৃতিসহ শুভ্র অথবা পীত উদরাময়; অথবা যে কোন রোগে ঐরূপ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে **ফস্‌ এসি** প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না অপিচ শারীরিক উন্নতিও হইতে পারে তাহাও ইহার প্রদর্শক। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় দুইবৎসর স্থায়ী, উদরাময়রোগগ্রস্ত একটি শিশুর কোন প্রকার শারীরিক অবনতি না দেখিয়া ফস এসি ৩০, প্রয়োগে শিশু অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসা।

শিরশূল বা হেডক।—বিদ্যালয়ের পাঠিকা বালিকাদিগের বিশেষ প্রকারের শিরঃশূলে **ফস্‌ফরিক এসিড** উপকারী।

দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শরীর অপিচ মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট বালিকাদিগের মধ্যেই অনেক সময়ে এইরূপ শিরশূল উপস্থিত হয়। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

মানসিক বিকার—ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাস (মানসিক শক্তির খর্ব্বতা) অথবা **মেলাঙ্কলিয়া বা বিষাদোন্মত্ততা।**—প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, প্রভৃতি আসঙ্গলিপ্সামূলক চিত্তবৃত্তির কাল ব্যাপী অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু, ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং প্রেমঘটিত নৈরাশ্য প্রভৃতির ফল স্বরূপ শোক, দুঃখাদিঘটিত স্থায়ী অশান্তি, অথবা হস্তমৈথুনাদি নিবন্ধন অপরিমিত শুক্রক্ষয়ের পুরাতন ফলস্বরূপ পুরুষত্বহানি বশতঃ বিষন্নতা প্রভৃতি কারণে নিমজ্জমান মানসিক শক্তির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা **ফস্‌ফরিকম এসিড**। রোগীর শারীরিক অবনতি না হইতে পারে, কিন্তু ভগ্নাবশেষ মানসিক বৃত্তি সকলের অতি শোচনীয় শক্তিহীনতা জন্মে। রোগী সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন থাকে। মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতার চিহ্নমাত্র থাকে না, রোগী সহজে কিছু বুঝিতে কি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না এবং স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না, প্রশ্ন করিলে অল্প কথায় উত্তর প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করে। রোগী বড় **গৃহবিরহাতুর** হয়।

দুঃখ এবং অন্যান্য মানসিক অবসাদকর ঘটনা, বিশেষতঃ প্রেম-নৈরাশ্য নিবন্ধন মানসিক রোগের তরুণাবস্থায় **ইগ্নেসিয়া** এবং পুরাতন স্থায়ী ভাব ধারণ করিলে **ফস্ এসি** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিক্রিক্ এসিড—সম্পূর্ণ শক্তিহানি, মেরুদণ্ডের জ্বালা, পদের দুর্ব্বলতা এবং পৃষ্ঠ ও মস্তকপশ্চাতের বেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত তরুণ ডিমেন্‌সিয়া (বুদ্ধির খর্ব্বতা) রোগে ইহা উপকারী।

ইহার রোগীও মৌনী ও উদাসীন। রোগ পুরাতন হইলে **ফস এসিই** উপযুক্ত ঔষধ।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বা নিউরিস্থিনিয়া।—বহুকালব্যাপি দুঃখ, অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় **ফস এসি** সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। শোণিতের ক্ষয় পূরণে যেরূপ আইয়ারণ, স্নায়ুশক্তি পুনঃ স্থাপনে তদ্রূপ ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী। রোগী মানসিক ও শারীরিক উভয়তঃই জড়তাবিশিষ্ট হইয়া যায়। নিরুৎসাহ ও সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না, তুষ্ণিম্ভাবধারণ করে। পাঠের ক্ষমতা মাত্র থাকে না। সামান্য পাঠের চেষ্টাতেই মস্তক এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব ও অসাড়তা জন্মে; মাথা ঘোরে, চিন্তার গোলমাল হয়, শরীরে, বিশেষতঃ কটিতে চন্‌চনি ও কীট বিচরণ-বৎ অনুভূতি জন্মে। পৃষ্ঠে এবং জঙ্ঘায় বেদনা থাকে না, কিন্তু তাহা দুর্ব্বল হয় ও জ্বালা করে। জননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় এবং মলবেগেও শুক্রক্ষরণ হয়। রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রালু থাকে। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদিগের রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শুক্রক্ষয়ই রোগের সাধারণ কারণ।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্‌—গাত্রোত্থান করিতে পৃষ্ঠের বেদনার চলা ফেরায় উপশম। অঙ্গের কম্প ও দুর্ব্বলতা, কটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, মাথা ঘোরা এবং জননেন্দ্রিয়ের কোকড়ান ও ধ্বজভঙ্গ অবস্থা। গৃহাদির কোণ যেন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া রোগী ভীত।

এলুমিনা—মেরুদণ্ডে তপ্তলৌহ প্রবেশ করার ন্যায় বেদনা। অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে রোগী টলিতে থাকে। রোগী পদতলে বেদনা বোধ করে।

জিঙ্কাম—পৃষ্ঠের সর্ব্বাধঃ কশেরুকা প্রদেশে অধিকতর বেদনা

মেরুদণ্ড বাহিয়া জ্বালা, জঙ্ঘাপশ্চাতে কীট বিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গের দুর্ব্বলতা ; বেলা ১১টার সময় অধিকতর ক্ষুধা নিবন্ধন উদরের শূন্যবোধ এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্গের দুর্ব্বলতা। স্নায়বিক লক্ষণাদির ওয়াইন মদ্য পানে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্ররোগ—কাসি, যক্ষ্মাকাস বা **টুবাকুলার থাইসিস্‌।**—বক্ষরোগে **ফস্‌ফরিক এসিডের** সাধারণ ব্যবহার না থাকিলেও অবস্থাবিশেষে বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় রোগে ইহা ফলপ্রদ। এন্‌সিফর্ম কার্টিলেজে বা বক্ষের অধঃসম্মুখে শুড়্‌শুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্রেক। সন্ধ্যাকালে রোগী শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে পীতাভ অথবা শ্লেষ্মা ও পূয় মিশ্রিত এবং সাধারণতঃ লবণাস্বাদ গয়ারের নিষ্ঠীবণ।

যক্ষ্মাকাসরোগে ফস্‌ফরাসের উপযোগিতা অধিকতর থাকিলেও বক্ষের দুর্ব্বলতার আধিক্যে কথা কহিতে রোগীর কষ্ট জন্মিলে **ফস্‌ফরিক এসিড** তাহার স্থলভুক্ত হয়। এস্থলে দুর্ব্বলতাই শ্বাসকষ্টের কারণ। প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শ প্রযুক্ত রোগীর সর্দ্দির আক্রমণ হয়। এজন্য রোগী উষ্ণবস্ত্রে গাত্র আবৃত রাখিয়া বক্ষের তাপ রক্ষা করে। উপরিউক্ত লক্ষণাদির বর্ত্তমানতায় **ফস্ এসি** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ।

উদরাময় বা **ডাইয়ারিয়া।**—তরুণ এবং পুরাতন উভয়প্রকার উদরাময়েই স্থল বিশেষে **ফস্‌ফরিক এসিড** বিশেষ উপকারী ঔষধ। উদরের গড় গড় শব্দে ডাক, পাতলা জলবৎ এবং অধিকাংশ সময়ে শুভ্র অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার বর্ত্তমানতা ইহার উদরাময়ের সাধারণ লক্ষণ। **চায়নার** রোগসহ **ফস্ এসি** রোগের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমের রোগীর অতি শীঘ্র প্রভূত দুর্ব্বলতার আক্রমণ এবং দ্বিতীয়ের রোগীর তাহার অভাব ও স্থলবিশেষে

রোগীর শরীরায়তনের উন্নতি উভয় ঔষধকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। উভয়ের রোগই উদরের বেদনাহীন এবং উভয়ের রোগীরই শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম থাকে। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শিশু এবং যুবকদিগের মধ্যেই সাধারণতঃ **ফস্‌ এসি**রোগ দৃষ্ট হয়। **এলোজের** ন্যায় ইহাতেও বাতকর্ম্মের সহিত মল নিঃসরণ হইতে পারে; কিন্তু মলত্যাগের পূর্ব্বে গড় গড় শব্দে উদরের ডাক, মলদ্বারের দুর্ব্বলতা, গুরুত্ববোধ ও চুলকানি এবং মূত্রত্যাগসহ মলত্যাগের উপস্থিতি প্রভৃতি**এলোজে** বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাকে **ফস্‌ এসি** হইতে প্রভেদিত করে। **পডফিলামের** বেদনাহীন উদরাময়ের অতি শীঘ্র ভয়াবহ দুর্ব্বলতা **ফস্‌ এসির** বেদনাহীন উদরাময় হইতে যথেষ্ট প্রভেদক। **ক্যাল্কে কার্ব্ব** রোগীও বিশেষ দুর্ব্বল হয় না, কিন্তু তাহার বিজাতীয় ক্ষুধা ও অম্লঘ্রাণ বিষ্ঠা বিশেষ প্রভেদক বলিয়া গণ্য। **ফস্‌ফরিক এসিডের** বিষ্ঠা অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত থাকে।

বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবিটিস্‌—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্‌ মিলিটাস, মূত্রমেহ বা ডায়াবিটিস্‌ ইন্‌সিপিডাস্‌।— **ফস্‌ফরিক এসিডের** ঔষধগুণ পরীক্ষায় মূত্রাধিক্য বা পলিয়ুরিয়া একটি প্রধান লক্ষণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার পরীক্ষাস্বান ব্যক্তি অনেক সময় মনে করে যেন তাহার মূত্রনালীর পরিসর দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার বহুমূত্র রোগের মৌলিক আক্রমণ কিড্‌নিতে হয় না। ইহার মূল আক্রমণ মস্তিষ্কের স্থানবিশেষে। দুঃখ, শোক, মানসিক অশান্তি এবং উৎকণ্ঠা প্রভৃতি ভাববিকলতা ইহার রোগের কারণ। রোগী সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাব ধারণ করে, হতভম্বের ন্যায় হইয়া যায়, স্মরণশক্তিহীনতার চরম সীমায় যাইতে পারে; ফলতঃ রোগীর মানসিক ও শারীরিক শক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র থাকে। অবস্থাবিশেষে মূত্রের কেবল জলীয়াংশের বৃদ্ধি নিবন্ধন ত্যাগসংখ্যা ও পরিমাণ উভয়েরই

বৃদ্ধি হয়। মূত্র জলবৎ নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকে; কখন বা তাহা দুগ্ধবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও শর্করাপূর্ণ হয়; কখন কখন স্নায়বিক ক্ষয় প্রযুক্ত ফস্ফেটের তলানি পড়ে। শেষোক্ত প্রকারের মূত্র সংশোধনে **ফস্ এসি** একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। সর্ব্ব-প্রকার রোগেরই বর্দ্ধিতাবস্থায় ক্ষুধাহীনতা জন্মে এবং কখন কখন অত্যধিক তৃষ্ণা থাকে। অনেক সময়েই স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া রোগীকে কষ্ট প্রদান করে। **রজনীতে বারম্বার মূত্রত্যাগ করিতে উঠা** ইহার একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ডাং হেরিং **প্লাম্বামকে** মধুমেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। **কষ্টিকাম, সিলা** এবং **ষ্ট্রেপেন্থাস্** মূত্রমেহের অন্যান্য ঔষধ।

শুক্রমেহ বা **স্পার্ম্মাটরিয়া**।—সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক কামসেবা প্রভৃতি যে কোন কারণ-বশতঃই হউক অপরিমিত শুক্রাপচয়ের পুরাতন ফলস্বরূপ মানসিক ও যান্ত্রিক শক্তির স্তিমিতপ্রায় অবস্থায় **ফসফারিক এসিড** আমাদিগের প্রধানতম আশ্রয়। জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন অবস্থায় ইহার কার্য্যকারিতা দেখা গিয়া থাকে। রোগীর শারীরিক অবস্থাও অতিশয় অবনত হইয়া পড়ে। জঙ্ঘার দুর্ব্বলতাবশতঃ কম্প হয় বলিয়া রোগী চলিতে টলে, "হুচট্ খায়" ও শিরঃঘূর্ণন থাকে। মেরুদণ্ড বাহিয়া পৃষ্ঠের জ্বালা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। জননিন্দ্রিয়ের শিথিলতাপ্রযুক্ত অণ্ডবেষ্টত্বক ও অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া যায় ও ঝুলিয়া পড়ে। লিঙ্গের উত্থানক্ষমতা রহিত হইয়া যায়, অথবা তাহার অসম্পূর্ণ উত্থান এবং সঙ্গম-কালে অতি শীঘ্র শুক্র স্খলন হয়। শুক্রধারণাশক্তি মাত্রও থাকে না, মল মূত্র ত্যাগের সামান্য বেগেই বীর্য্যপাত ঘটে। কখন কখন ধ্বজভঙ্গরোগীর নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের হঠাৎ প্রজ্জ্বলনবৎ লিঙ্গের ক্রিয়োত্তেজনা হইলে

সঙ্গমের পূর্ব্বেই অথবা অকালে অতি শীঘ্র শুক্রস্খলন নিবন্ধন লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। অনেক সময় লিঙ্গবেষ্টত্বকে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি জন্মে।

ইহাতে দুর্ব্বলতা বশতঃ সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, **নাক্‌সভমিকায়** লিঙ্গের আক্ষেপিক ক্রিয়াবশতঃ শিথিলতা জন্মে। ডাঃ হিউজের মতে এ রোগের ইহা প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু ইহা নিম্নক্রমে কার্য্যকারী নহে। অণ্ডকোষ টানিয়া নামানের ন্যায় অনুভূতি। গতপাপানুশোচনাবশতঃ রোগী ক্লিষ্ট ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুল হয়, অথবা মানসিকশক্তিহানিবশতঃ সম্পূর্ণ উদাসীনতা জন্মে।

সিঙ্কনা—অনেক বিষয়ে **ফস্‌ এসিডের** তুল্য হইলেও তাহার ন্যায় ইহা ধাতুস্থ পুরাতন রোগের পক্ষে কার্য্যকারী নহে। শুক্রক্ষয়ের তরুণ দুর্ব্বলতাদি নিবন্ধন কুফল, যেমন ক্রমাগত ২।৪ দিবস রজনীতে স্বপ্নদোষ বশতঃ দুর্ব্বলতা, ইহা অচিরাৎ বিদূরিত করিতে পারে।

ফস্‌ফরাস্‌—ইহাতে ধ্বজভঙ্গের পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণমধ্যে কঠিন মলত্যাগকালে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ ও অনৈচ্ছিক রেতঃক্ষরণ প্রধান।

পিক্রিক এসিড—ইহাতে পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান প্রযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত এবং শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন হয়। প্রবল কামেচ্ছাসহ বীর্য্যপাত হওয়ায় দুর্ব্বলতা জন্মে। ডাঃ কিং ইহার উচ্চতম ক্রমের ব্যবহার করিতে বলেন, কেননা নিম্ন ক্রমে ইহা রোগবৃদ্ধি করিতে পারে।

অস্থিরোগ—হিপ্‌ ডিজিজ্‌ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিরোগ, ভার্টেব্রাল কেরিজ বা কশেরুকাস্থিক্ষত।—গণ্ডমালারোগগ্রস্ত শিশুদিগকে অস্থির পুষ্টিহানি বশতঃ অস্থিবিকাররোগে (Rachitis) বঙ্ক্ষণ-সন্ধিসংসৃষ্ট অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির ক্ষত ও মেরুদণ্ডের এক বা একাধিক কশেরুকার স্ফীতি, বেদনা কাঠিন্য, ক্ষত এবং

পৃষ্ঠদণ্ডের বেদনাদিসহ বক্রতা উপস্থিত হয়। "ছুরিকা দ্বারা অস্থি চাঁছার ন্যায় অনুভূতি" অস্থি রোগে **ফস্ফরিক এসিডের** প্রদর্শক স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। রজনীতে এই লক্ষণের বৃদ্ধি। এই সকল রোগে পারদের অপব্যবহার হইলেও এরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। **ফস্ এসি** রোগী অত্যধিক দুর্ব্বল।

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি।—স্নায়বিক ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতার পক্ষে **ফস্ফরিক্ এসিড** ফলপ্রদ। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ড বাহিয়া এবং অঙ্গে জ্বালা থাকে। ঔদাসিন্য, মন ও শরীর উভয়ের জড়-ভাব এবং স্নায়বিক উগ্রাভাবের (Erethism) সম্পূর্ণ অভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। স্মরণশক্তির শোচনীয় অভাব ঘটে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাদি প্রযুক্ত শুক্রক্ষয়, এবং শোক, দুঃখ, প্রেমনৈরাশ্য ও গৃহবিরহাতুরতা প্রভৃতি বশতঃ মানসিক ভাবাবসাদ ইহার বলহানির কারণ। রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। দুর্ব্বলতার চরম সীমায় রজনীঘর্ম্ম ও অবিশ্রান্ত তন্দ্রা প্রভৃতি বিপজ্জনক লক্ষণের উপস্থিতি দ্বারা দুর্ব্বলতার সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশিত হওয়ায় **ফস্ এসি** প্রয়োগের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

এম্ব্রা গ্রি—স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় প্রতিক্রিয়ার অভাব।

সরিণাম্—সোরাদোষ বর্ত্তমান থাকায় প্রতিক্রিয়া হয় না। তরুণ অথবা প্রবল রোগান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে।

লরসিরেসাস্—ফুসফুসরোগান্তে প্রতিক্রিয়া হয় না।

টাইফয়েড ফিবার বা সান্নপাত জ্বরবিকার।—মস্তিষ্ক লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং উদরলক্ষণের প্রাচুর্য্য দ্বারা টাইফয়েড জ্বরে **ফস্ফরিক এসিড** প্রদর্শিত হয়। জ্ঞানশক্তির গভীর অবসাদ নিবন্ধন রোগী সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করে। রোগীর জ্ঞানশক্তির লোপ হয় না, কিন্তু প্রগাঢ় শারীরিক ও

মানসিক অবসন্নতা বশতঃ কথা কহিতে প্রবৃত্তিহীন থাকায় ডাকিলে সহজে জাগরিত হইলেও অল্প কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরই দেয়। উদর স্ফীত হয়, ডাকে এবং ঘড় ঘড় করে। উদরাময় থাকিলে রোগী বেদনাহীন এবং জলবৎ এবং অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত মল অনৈাচ্ছিকরূপে ত্যাগ করিয়া থাকে। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবও হইতে পারে। নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা **রাসের** তুল্য হইলেও রোগের প্রথমাবস্থায় তাহার ন্যায় ইহা শান্তি আনয়ন করে না। রোগী নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত জিহ্বার মধ্য বাহী কাল্‌চে লোহিত রেখা দৃষ্ট হয়। আর্স, ব্যাপ্টি ও **কল্‌চির** ন্যায় জিহ্বা শুষ্ক এবং দন্ত ঘন ও কালচে মলাবৃত থাকে। কথা কহিতে অনিচ্ছুক, **ফস্‌ এসি** রোগী ঔজ্জ্বল্যহীন, কাচবৎ চক্ষু মেলিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় এক দৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে থাকে। ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত **ষ্ট্র্যাম** রোগী বিস্ফারিত, প্রচণ্ড চক্ষুর কটমট চাহনিসহ অনবরত প্রলাপ বলিতে থাকে।

ফস্‌রোগীর মানসিক উত্তেজনা ও জিহ্বার শুষ্কতা **ফস এসি** হইতে অধিকতর। ফলতঃ **আর্সের** যেরূপ **রাস্‌**সহ, **ফসের** তদ্রূপ **ফস্‌ এসি**সহ সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। নিউমনিয়া বর্ত্তমান থাকিলে **ফসের** উপযোগিতা অধিকতর থাকে।

সুইট্‌ স্পিরিট্‌ অব নাইটার—ফস এসির ন্যায় মানসিক অবসাদ ও ঔদাসীন্য প্রযুক্ত হানিমান ইহার ব্যবহার করিতেন। **রোগী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত** ভাবে শয্যায় পতিত থাকে, কিন্তু প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করে। ফলতঃ **ফস এসি** দ্বারা কার্য্য না হওয়ায় ডাঃ ফ্যারিংটন ইহার ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

লেক্‌চার ৪২ (LECTURE XLII.)

ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) ।

সাধারণ নাম।—ফস্‌ফরাস্।

প্রয়োগরূপ।—অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—২x হইতে ২০০ক্রম প্রায়শঃ এবং তদূর্দ্ধ ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও ইহার ব্যবহার বিরল নহে।*

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগ বিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাঃ কুপার—রোগীর বয়স ২৬ বৎসর, ৫ বৎরের শিরঃশূল; অনিয়মিত আক্রমণ; অনিয়মিত সময়ে, বিশেষতঃ মস্তক নত করিলেই বেদনা; ললাটের বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে, কখন বা মস্তক পশ্চাতে তীর বেগে যায় এবং ললাটে অধিকতর থাকে; আক্রমণের পূর্ব্বে দৃষ্টিমালিন্য ও বেদনা কালে বিবমিষা হয়; প্রথমে উদরাময় পরে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; ৩; আরোগ্য। ডাঃ ব্রাউন—রোগীর বয়স ২০; সাময়িক শিরঃশূল; প্রথমে আবেশে আবেশে আমাশয়ের প্রথম বেদনা ৩ দিন থাকিবার পরে ঐ প্রকৃতির বেদনাই ললাটের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে, এবং চক্ষু, দন্ত ও মস্তকপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বেদনার প্রকৃতি ছুরিকা বসানের ন্যায়; ৩, আরোগ্য। ডাঃ ভিলাস্—রোগিনী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; চক্ষুর চিত্রপত্রেষ (Retina) রক্তাধিক্য রোগ; চক্ষুর সম্মুখে আলোকে ক্ষণপ্রভা ও রঙ্গিল চক্র দৃষ্ট হয়; ২x আরোগ্য। ডাঃ বেল্—ভদ্রমহিলা, বয়স ২০; পাঠে চক্ষুর গভীরদেশে বেদনা; রোগী চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু দেখে; প্রাতে চক্ষুর পাতা ভারি বোধ হয়; উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকাইলে এবং প্রদীপের আলোকে রোগের বৃদ্ধি এবং গোধুলি সময়ে উপশম; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ উসার—বলিষ্ঠ পুরুষ; প্রতি সপ্তাহ

উপচয়।—মধ্য রজনীর পূর্ব্বে ; বিদ্যুৎময় ঝটিকার সময় ; চিৎ হইয়া অথবা বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ; উষ্ণ গৃহে ; হস্তমৈথুন এবং শুক্রের অপচয়ে ; একা থাকিলে ; উষ্ণ বস্তু আহারে।

উপশম।—শীতল, মুক্ত বায়ুতে ; আহারান্তে ; বিশ্রামে ; নিদ্রার পরে। শীতল বায়ু মস্তক এবং মুখমণ্ডলের লক্ষণ উপশম করে, বক্ষ, কণ্ঠনালী এবং গ্রীবার লক্ষণ বৃদ্ধি করে।

সম্বন্ধ।—ফস্‌ফরাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, নাক্‌স ভ, টেরিবিস্থ ও ভাইনাম্‌ ; বিষমাত্রায় বমনকারক ঔষধ ও জলসহ ম্যাগ্নেসিয়ার দ্রব।

ফস্‌ফরাস্‌ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—টেরিবিস্থ, রাস ভেন। ইহা অধিক পরিমাণ লবণ, কর্পূর ও আয়ডিন ব্যবহারের কুফল নষ্ট করে।

ফস্‌ফরাস্‌ যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কেলি কা, লাইক, নাক্‌স ভ, রাসটক্‌স, সিলিকা ও সাল্‌ফ।

৪ আউন্স করিয়া তামাকু খাইত ; অন্ধত্ব রোগ ; প্রথমে সাল্‌ফ ৩০ প্রয়োগ ও তামাকু অর্দ্ধভাগে হ্রাস করায় দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট ও আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মে, পরে ৬, আরোগ্য। ডাঃ পিয়ার্সন—৫ বৎসর বয়সের রোগী ; বেদনাসহ কাণপাকা, বাম কর্ণে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে দক্ষিণ কর্ণ আক্রান্ত ; পূজ ও রক্ত পড়ে ; রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় নিদ্রা হয় না ; বাম কর্ণ প্রায় বধির ; কাণপাকা বন্ধ হইলে বাম চক্ষুর নিম্ন পাতায় অঙ্গুলি অথবা নাসিকামূলাভ্যন্তরে উদ্ভেদ জন্মে ; কোষ্ঠবদ্ধ ; ১০০০০০, (cm) আরোগ্য। ডাঃ গার্ণসি—অন্ননালীর সঙ্কোচনে (stricure of œsophagus)। রোগিণী শীর্ণা ও দুর্ব্বলা ; আমাশয়ে শূন্যানুভূতি ও তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা ; পৃষ্ঠ বাহিয়া ঊর্দ্ধগামী তাপের অনুভূতি ; স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা ; ৭০,০০০ (70m), আরোগ্য। ডাঃ হ্যান্‌কিভেল—রোগীর বয়স ৪৯ বৎসর ; আহার ও পানে বমনের বেগসহ অত্যন্ত কাসি ; কাসির জন্য রাত্রে নিদ্রা হয় না, ১২ আরোগ্য। ডাঃ ষ্টো—পুরাতন স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ; ফুস্‌ফুস্‌ হইতে প্রভূত পরিমাণ মৃদু রক্তস্রাবে রোগী মূর্চ্ছিতপ্রায় ; শীতল ঘর্ম্ম ; শয্যাগত ; ৩০ ; বন্ধ। ডাঃ নিউটন—শিশুনিউমনিয়া, ৩, আরোগ্য।

বিরুদ্ধসম্বন্ধযুক্ত ঔষধ – কষ্টিকাম্।

কার্য্যপূরক।—সেপা ও আর্সেনিকের।

পাল্‌মনারি টুবার্কুলসিস্ (ফুস্‌ফুসের গুটিকাৎপত্তি) রোগে এই ঔষধের ক্রিয়ায় প্রবল, শুষ্ক কাসি হওয়ায় শোণিত নিষ্ঠুত হইলে তন্নিবারণে একালিফা ইণ্ডিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এম্ব্রা, এমন, এপিস, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভেজ, কল্‌চি, সিঙ্ক, ক্রটেলাস্, ইপিকা, কেলি কা, লাইক, মার্ক, নাক্‌স্ ভ, নেট সা, পড, পাল্‌স, রাস, সিকেলি, সিলিক ও সাল্‌ফ্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—একহারা, সুন্দর এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি, যাহাদিগের **কেশ রেশমোপম সুচিক্কণ, চক্ষুপুটের রোম সুকোমল** এবং যাহারা ত্বরিতকর্ম্মা, সতেজ, চৈতন্যশীল ও উত্তেজনাপ্রবণ।

যে সকল যুবা ব্যক্তির দেহ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হওয়ায় সম্মুখে নত হইবার উপক্রম হয় (সাস্‌ফ, মস্তক নত করিয়া ভ্রমণ করে); মৃৎ-পাণ্ডুরোগ; পাণ্ডুরতা; বৃদ্ধদিগের উদরাময়।

আলোক, শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার আগন্তুক বিষয়ের সংস্রবেই ইন্দ্রিয়াসহিষ্ণুতা (ইগ্নে, নাক্‌স্ ভ, টেরাণ্টু)।

অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; অবিশ্রান্ত শরীরচালনা; যাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (জিঙ্ক পদ চালনা করে)।

অধিকাংশ স্থলে স্নায়ুরোগে **মেরুদণ্ড বাহিয়া স্থানে স্থানে, অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে** (বরফের চাপ সংলগ্ন থাকার ন্যায়, ল্যাকন্যা) **জ্বালা; অথবা তীব্র জ্বালা পৃষ্ঠ বাহিয়া ঊর্দ্ধে উঠে; করতলের জ্বালা** (ল্যাকে); **বক্ষ ও ফুসফুস এবং প্রত্যেক শরীরোপাদানের** (সাল্‌ফ, আর্স) **জ্বালা**।

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই শরীরের, বিশেষতঃ বক্ষের তীক্ষ্ণ বেদনা, চাপে, এমন কি সামান্য চাপেও বর্দ্ধিত; শশু কাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান স্থানের বেদনার বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি; রোগী মুক্ত-বায়ু সহ্য করিতে পরে না।

মস্তকে, বক্ষে, আমাশয়ে এবং সর্ব্ব শরীরে দুর্ব্বল, খালি খালি এবং কিছুই নাই ভাবের অনুভূতি।

উদাসীন; কথা কহিতে অনিচ্ছুক; ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে; অলসতার সহিত শরীর চালনা।

জীবন ভার বোধ; ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীয়মান।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য; কম্প; শরীরে ম্যাগ্নেটিক শক্তি লাগাইবার ইচ্ছা।

সর্ব্ব শরীরিক বলক্ষয় ও দুর্ব্বলতা; জৈবরসক্ষয় নিবন্ধন ক্লান্তি।

মস্তক, বক্ষ, আমাশয় এবং সম্পূর্ণ উদরে এক প্রকার দুর্ব্বল, শূন্য এবং কিছুই নাই নাই ভাবের অনুভূতি।

শীতল খাদ্য ও পানীয়, রসাল তৃপ্তিকর বস্তু, এবং আমাশয়ের বেদনার উপশমকারী কুল্পি বরফ প্রভৃতিতে লালসা।

জলপানান্তর আমাশয়ে জল উষ্ণ হইলেই বমন।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া বিষ্ঠা সরু, দীর্ঘাকার, শুষ্ক, চিমসা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন; অতি কষ্টের সহিত মলত্যাগ (কষ্টি, গ্রেণাস্‌, ষ্ট্যাফি)।

উদরাময়ে কোন বস্তু সরলান্ত্রে প্রবেশ মাত্রই মলত্যাগ; কলের মুখ হইতে ঢালিয়া পাড়ার ন্যায় প্রচুর মলের নিঃসরণ; জলবৎ বিষ্ঠার মধ্যে সাগুর ন্যায় দানা দানা পদার্থ; মলদ্বার ফাক হইয়া থাকার অনুভূতি; (এপিস, সিকেলি); অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। কলেরার প্রকোপ সময়ের উদরাময়; অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়

জলপান করিতে পারে না, জল দেখিলেই বমন হয়, স্নানকালে চক্ষু মুদ্রিত রাখিতে বাধ্য (লাইসি)।

ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতা; সামান্য ক্ষত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব (ক্রিয়াজোট, ল্যাকে)।

পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ রক্ত নির্ব্বাধরূপে যেন ঢালিয়া পড়ে এবং পরে কিছুক্ষণের জন্য নিবারিত থাকে; রক্তকাসি; জরায়ুর কর্কট রোগে (cancer) রক্তস্রাব; আর্ত্তবাভাবে নাসিকা, আমাশয়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী হইতে অনুকল্প রজঃস্রাব।

স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী কথা কহিতে অক্ষম; উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুর মধ্যে যাইলে (ব্রায়র বিপরীত), হাসিলে, কথা কহিলে, পাঠ করিলে, আহার করিলে এবং **বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে** (ড্রসিরা, ষ্টেনাম) কাসি।

পুরাতন উদরাময়ের রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

হানিমান বলিয়াছেন—"রোগীর পুরাতন উদরভঙ্গ অথবা উদরাময় থাকিলে ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার হয়।"

রোগকরণ।—মানসিক উত্তেজনা ফস্‌ফরাসের বহুবিধ রোগের কারণ। ফলতঃ অজীর্ণ, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, হস্তমৈথুন, আঘাত, শৈত্যসংস্পর্শ, সিক্ততা, শকটারোহণ, অতিরিক্ত মদ্যপান, জৈবরসক্ষয় এবং অভ্যাসগত স্রাবের রোধ অথবা স্বগুল্মের বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি বহুবিধ কারণে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—পরিপোষন ও পুনরুৎপাদিকাশক্তিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল এবং শোণিত ফস্‌ফরাসের ক্রিয়াক্ষেত্র। ইহার ক্রিয়ায় উভয়ের উপাদানগত বিশ্লেষণ ও ধ্বংস সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়াফলে এক দিকে স্নায়ুউপাদানের অতি প্রবল উত্তেজনা নিবন্ধন অচিরাৎ রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন আক্রান্ত স্নায়ুপদার্থের

অভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাবের উপস্থিতি অথবা শোণিত, মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জা এবং অস্থির বিশ্লেষণ ও ধ্বংসের সংঘটন বশতঃ আক্রান্ত প্রদেশের ক্রিয়াবসাদ ও পক্ষাঘাত হয়। অপর দিকে শোণিতের বসাপকৃষ্টতা ও শোণিতোপাদান, বিশেষতঃ তাহার সূত্রজান পদার্থ অর্থাৎ ফাইব্রিণের বিশ্লেষণ সংঘটিত ও শোণিতের সঙ্কোচক গুণ অপহৃত হওয়ায় তাহা তরলতর হয় এবং শিথিল রক্তবহা নাড়ী হইতে সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। তজ্জন্য শোণিতস্রাব ও বহিরভ্যন্তর সর্ব্বশরীরে কালশিরা উৎপন্ন হয়। চোয়ালাস্থি, দন্ত ও ফুস্‌ফুস্‌ ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষস্থল এবং তজ্জন্য চুয়ালাস্থি ও দন্তের ধ্বংস, অস্থিক্ষত ও ফুস্‌ফুসের বিধানতন্তুর মধ্যে রক্তের ক্ষরণ ও সঞ্চয় হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ফলে অন্যান্য যন্ত্র ও উপাদানের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা, কিডনির প্রবল প্রদাহ ও যকৃতের অনতিপ্রবল প্রদাহ, যকৃতের ইয়াল এট্রফি বা পীতক্ষয়রোগ এবং সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও উপাদানগত বিকার উৎপন্ন হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ফস্‌ফরাস অতি ধীর ক্রিয়াশীল বিষ। ইহার নিম্ন বিষমাত্রা এক গ্রেণ সেবনে সাধারণতঃ তিন চারি দিবসে মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহা সাক্ষাৎভাবে শরীরোপাদানের দাহকর বা ধ্বংশকর নহে; সুতরাং ইহার সদ্যবিষক্রিয়ার লক্ষণ হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কোন জ্ঞান জন্মে না, তবে এই সদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ, শব-ব্যবচ্ছেদলব্ধ চিহ্নাদি ও বহুদিন ফস্‌ফরাসের কারখানায় কার্য্য করা হেতু শ্রমজীবিগণের দেহে যে সকল উপাদানগত ও ক্রিয়াগত পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার সমষ্টি হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ হোমিওপ্যাথি মতে ফস্‌ফরাসের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণাদি হইতেই আমরা ইহার ক্রিয়ার প্রায়

সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাপকতা, গুরুত্ব, গভীরতা ও বিশেষতার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

বিষক্রিয়ার সাংঘাতিকতা ও ব্যাপকতায় **আর্সেনিক ও ফস্‌ফরাস্** প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু আর্সেনিক প্রবল-দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু; তাহার দাহন ও ধ্বংসমূলক ক্রিয়া প্রায় উপাদাননির্ব্বিশেষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংঘটিত হয় এবং তাহার বিষক্রিয়া-নিবন্ধন মৃতদেহের পরিপাকযন্ত্রপথাদিতে নানারূপ ধ্বংসচিহ্ন দেখা যায়। ফস্‌ফরাস ধীর ক্রিয়াবিশিষ্ট বিষ। ইহার বিষক্রিয়ানিবন্ধন দেহোপাদানে সামান্য রক্তাধিক্যের চিহ্ন ভিন্ন কোন ধ্বংসচিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এই কারণে যে কোন তরুণ বা পুরাতন রোগের পতনাবস্থায় আর্সেনিক যেরূপ আশুফলপ্রদ ঔষধ, ফস্‌ফরাস্ হইতে সেরূপ ফলের আশা করা যায় না।

আইয়ারণ যেমন শোণিতের হিমগ্লোবিন পদার্থের শ্রেষ্ঠতম উপাদান, ক্যাল্কেরিয়া যেমন অস্থির প্রধান উপাদান, ফস্‌ফরাস তেমনই স্নায়ু-পদার্থের প্রধানতম উপাদান এবং স্নায়ুপদার্থ ও শোণিতের প্রাণ স্বরূপ। এই কারণে শরীরোপাদানে আইয়ারণ ও ক্যাল্কেরিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি যেরূপ রোগজ পরিবর্ত্তনের কারণ, ফস্‌ফরাসের হ্রাস-বৃদ্ধিও তদ্রূপ রোগজ পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্নায়ুশক্তিই সর্ব্বপ্রকার দেহযন্ত্রের কার্য্যনিয়ন্তা বলিয়া ফস্ফারাসের হ্রাসবৃদ্ধিসহ গৌণভাবে সর্ব্ব-বিধ দেহোপাদানেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি অতি প্রধান সোরিক ঔষধ। ইহারা সকলেই বিশেষরূপ গণ্ডমালা লক্ষণ প্রকাশ করিলেও কি শরীরাবয়ব, কি বহিরভ্যন্তরিক রোগজ পরিবর্ত্তন, সর্ব্ববিষয়েই ইহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে।

ফস্‌ফরাস্ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি যেন রোগের অঙ্কুর লইয়াই জন্ম গ্রহণ

করে। শিশুগণ দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু অপিচ মাংসহীন থাকায় দীর্ঘছন্দ ও শীর্ণকায় হয়। ইহাদিগের দেহ অতি কোমল, মসৃণ ও পাণ্ডুর বলিয়া দেখিতে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, চক্ষু সুদৃশ্য ও বুদ্ধি ব্যঞ্জক এবং চক্ষুপত্র সুচিক্কণ ও রেসমোপম লোমযুক্ত থাকে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বয়সের তুলনায় ত্বরিত অধিকতর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত ও তীক্ষ্ণতর হয়। আমরা কথিত ভাষায় একরূপ নিন্দাছলে যাহাকে "ইচড়ে পাকা" বলিয়া থাকি, ইহারা প্রায় তদ্রূপ। ইহাদিগের স্নায়ুমণ্ডল তদিতর উপাদানের বিনিময়েই যেন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়ে রই মূলে ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ত্তমান থাকে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকিলেও তাহা গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তাদিগুণবিবর্জ্জিত হয়। ফলতঃ স্নায়ুমণ্ডলের এই মৌলিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ফস্‌ফরাসরোগী বিলক্ষণ উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ইহাদিগের রসগ্রন্থিনিচয় অত্যন্ত রোগপ্রবণ থাকে ও সহজেই বিবর্দ্ধিত হয়। গাত্রে ক্ষত জন্মিলে তাহা নিরাময়িক শক্তিহীন থাকে। শিশুগণ কষ্টে কথা বলিতে ও হাঁটিতে শিখে। বালিকাদিগের মধ্যেই ফস্ফরাস প্রকৃতির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ পূর্ণাবয়ব ফস্‌ফরাস্‌ব্যক্তি যক্ষ্মারোগের আকর।

ফস্‌ফরাসবিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় স্নায়ুপদার্থের ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অচিরাৎ তাহা দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। এই দুর্ব্বলাত্মক অসহিষ্ণুতা বশতঃ রোগী বড়ই উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ফলতঃ এই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মিথ্যা সবলতা বা অসহিষ্ণুতাই ফস্‌ফরাস বিষ-ক্রিয়ার বিশেষতা। উপরিউক্ত উত্তেজনার ফলে স্নায়ু পদার্থে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মিয়া তন্মধ্যে প্রদাহিক স্রাব উৎপন্ন হয়। শোণিতাপকৃষ্টতা বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের পুষ্টিহানি, স্নায়ুবেষ্ট মধ্যে শোণিতস্রাব এবং প্রাদাহিক স্রাব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাই ফস্‌ফরাস বিষাক্ত রোগীর অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতের কারণ। কোন অঙ্গের পক্ষাঘাতের উপক্রমে

তাহাতে সড়সড়ি বা চন্‌চনি উপস্থিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তিহানির প্রথমাবস্থায় আগন্তুক বিষয় সংস্রবের অসহিষ্ণুতা এবং মস্তিষ্কীয় বিগলনাদি রোগের পূর্ব্বগামী উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতি দ্বারা স্নায়ু পদার্থের ধ্বংসমূলক প্রাথমিক উদ্দীপনা প্রকটিত হয়।

ফস্‌ফরাসের ক্রিয়া মূলতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনক। স্নায়ুমণ্ডলই শরীরস্থ সর্ব্বযন্ত্রের নিয়ামক। এই কারণে উপরিলিখিত সাক্ষাৎ ক্রিয়াফল ভিন্ন ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পরিপোষণনিয়মক সহানুভূতিক স্নায়ুর ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ও শরীরোপাদানে বিবিধ রোগজ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। স্নায়ুবিকারের সহিত পূর্ব্বকথিত শোণিতবিকার মিলিত হইয়া এই সকল পরিবর্ত্তনের পরিমাণ, গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতার বৃদ্ধি করে। এজন্য চোয়ালাস্থির সহিত ফস্ফরাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় সাক্ষাৎভাবে তাহার ধ্বংস সাধিত হইলেও ইহার গৌণ ক্রিয়াফসে ঊর্দ্ধ চুয়াল ও কসেরুকাস্থি আক্রান্ত হয় এবং মস্তকাস্থিতে অর্ব্বুদাদি জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহার গৌণ ক্রিয়া ফলে কৃচ্ছ্র সাধ্য স্নাবারোগ এবং যকৃত, কিড্‌নি ও প্যাংক্রিয়াস্‌ প্রভৃতি বসাপকৃষ্টতা ইত্যাদি নানাবিধ যান্ত্রিক ও উপাদনগত অসাধ্য রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

ফস্‌ফরাসের তরুণ ও দ্রুত এবং কালব্যাপী ও ধীর এই উভয় প্রকার বিষক্রিয়াই শ্বাসযন্ত্রের, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের, অতি গভীর উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং তাহা হইতে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমনিয়া প্রভৃতির সদৃশ টিস্যুবিকার ও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া বহু বিস্তৃত ও বিবিধ। ইহার ঔষধগুণপরীক্ষায় যে সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

রোগীর অপস্মার রোগবৎ ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না উপস্থিত হয়। গোধূলিকালে, বিদ্যুৎধ্বনিময় ঝটিকায় এবং একা থাকিলে রোগী

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বশতঃ অস্থির হয় এবং তাহার হৃৎকম্প হইতে থাকে। বিষাদিত রোগীর চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হয় অথবা মধ্যে মধ্যে অনৈচ্ছিক রূপে মিথ্যা হাস্য হইতে থাকে। প্রেমোদ্দীপনা হয়। ক্ষণিক মানসিক উদ্দীপনা বশতঃ রোগী হঠাৎ ক্রোধান্ধ হওয়ায় অতি প্রচণ্ড ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে নির্ব্বাণোন্মুখ স্নায়ু-শক্তির অপচয় নিবন্ধন কষ্ট উপস্থিত হয়। কখন কখন মানসিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি জন্মে। মানসিক ভাবে ও শরীরিক উত্তেজনা-গ্রস্ত হয়; কিন্তু সামান্য অসন্তুষ্টিতেই অবসাদ জন্মে। সামান্য উল্লাসভাবা-বেশেই শরীর উষ্ণ হওয়ায় অনুভূতি জন্মে যেন রোগী উষ্ণ জলে নিমজ্জিত আছে। অধ্যধিক উদাসীনতা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, অথবা ভূল উত্তর দেয়। দুঃখিত ভাবে চুপ করিয়া থাকে। বিষাদাচ্ছন্ন, মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে। প্রত্যেক গৃহকোণ হইতে যেন কিছু হাঁটিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া আশঙ্কান্বিত। বৈরাগ্যভাব, আপনার সন্তান সম্বন্ধেও উদাসীন থাকে। চিন্তাকালে শিরঃশূল ও শ্বাস কৃচ্ছ্র জন্মে; আমাশয়োর্দ্ধস্থানে আশঙ্কার অনুভূতি হয়, এবং রোগী মস্তকের দুর্ব্বলতা বোধ করে। সংজ্ঞাহীনাবস্থায় প্রলাপ কহে এবং মক্ষিকা ধরিতে থাকে।

স্নায়ুবিকারঘটিত, অথবা মাদকদ্রব্য ও কাফির অপব্যবহার জনিত শিরোঘূর্ণন; শয়ান বা উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থানকালেও শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছার ন্যায় হয়। প্রাতঃকালে এবং আহারান্তে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি। রাত্রি জাগরণে ন্যায় মস্তকের গোলমাল ভাব, মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব, মস্তকশীর্ষে ও ললাটদেশে অধিকতর থাকে, শিরোঘূর্ণনে সম্মুখে পতনোন্মুখ হয়। মস্তক অনাবৃত করিলেও শীতল বায়ুতে এই সকল লক্ষণের উপশম। মস্তকের দুর্ব্বলতা, রোগী পিয়ানোর সুর সহ্য করিতে পারে না।

মস্তকে রক্তাধিক্য। ললাটদেশে, চক্ষু ও নাসিকামূলের অভিমুখে গতিশীল, চাপবৎ ও মৃদু বেদনা। ললাটপার্শ্বে দপদপানি বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে অজ্ঞানকর বেদনা। পশ্চাৎমস্তিষ্কে শৈত্যানুভূতি ও মস্তিষ্কের কাঠিন্যানুভূতি। মেরুদণ্ড হইতে মস্তিষ্কে তাপের প্রবেশ নিবন্ধন দপদপানি, খোচানি ও জ্বালা। মস্তকশীর্ষস্থানে কোন ভারি বস্তুর চাপানুভূতি। মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই ক্লান্ত বোধ হওয়ায় রোগীর মনে হয় সে তাহার শান্তি বিধান করিতে পারিবে না।

মানসিক শ্রমে মস্তকে আঘাতিতবৎ। ললাটত্বক কসা থাকার অনুভূতি। মস্তকত্বকের প্রবল চুলকানিতে প্রচুর খুস্কির স্খলন। কেশমূলের শুষ্কতা নিবন্ধন গুচ্ছ, গুচ্ছ কেশের স্খলন, কর্ণের ঊর্দ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাক পড়া স্থান দৃষ্ট হয়।

অবিশ্রান্ত নিদ্রালুতা, উন্মীলিত নেত্রে অচৈতন্য থাকে (Coma vigil)। মধ্য রজনীর পূর্ব্বে নিদ্রার অভাব ও অস্থিরতা। নিদ্রায় শ্রান্তিদূর হয় না। অগ্নিদাহের এবং জন্তু দংশনের স্বপ্নে উৎকণ্ঠা জন্মে, প্রেমবিষয়ক বা অশ্লীল প্রেমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে, কার্য্যে অস্থির থাকার এবং কর্ম্ম শেষ করিতে না পারার স্বপ্ন দেখে। সকল দিবস নিদ্রালু, রজনীতে অস্থির।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ পাঠ করিতে অক্ষর সকল লোহিত বর্ণ দৃষ্ট। পাঠের পর চক্ষুর গভীর দেশে মৃদু বেদনা এবং চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু চলিয়া যাওয়ার উজ্জ্বল পদার্থের দিকে তাকাইয়া থাকিলে ও প্রদীপের আলোকে বৃদ্ধি এবং গোধূলির আলোকে উপশম। মূর্চ্ছা হওয়ার ন্যায় ক্ষণিক অন্ধত্ব। দিবসে ক্ষণে ক্ষণে অন্ধত্বের আক্রমণ, অথবা বোধ যেন বস্তুসকল ধূসরবর্ণ পর্দ্দাবৃত। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে সবুজ বর্ণ মণ্ডলের দর্শন। শ্রবণবিকার জন্মিলে, বিশেষতঃ মনুষ্যের কথা শ্রবণে কষ্ট। টাইফাস

জ্বরান্তে অঙ্গসীমানিচয় শীতল থাকে ও শ্রবণের কষ্ট হয়। শব্দ, বিশেষতঃ গান বাদ্যের শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত। কর্ণমধ্যে বেগে শোণিতের সঞ্চলন হওয়ায় তাহাতে গোল মাল ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে। আস্বাদ শক্তির বিকার বশতঃ মুখে তিক্ত ও ক্লেদবৎ এবং দুগ্ধ পানে অম্লাস্বাদ জন্মে।

অনুভূতিবিকার জন্মিলে আলোক, উগ্রঘ্রাণ, গোলমাল শব্দ ও স্পর্শে অসহিষ্ণুতা। সামান্য শৈত্য সংস্পর্শেই ছিন্নন, আকর্ষণ ও আততভাবের বেদনা। শরীর ঘৃষ্টবৎ বোধ হওয়ায় শৈত্যের অনুভূতি।

গতিদ স্নায়ুর রোগে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে, এবং রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পাণ্ডুর ও শীতল অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। সজ্ঞানাবস্থায় মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ। অবশাঙ্গের আক্ষেপ। অঙ্গের পক্ষাঘাতাবস্থায় কীট বিচরণবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি এবং অসাড়তা তাপে বর্দ্ধিত।

মুখমণ্ডল আরক্ত, পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া ও মৃৎবর্ণ; মুখে অস্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক পীতাভা এবং তাহা স্ফীত ও ফাঁপ যুক্ত। বসা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ চক্র। অন্যতর গণ্ডস্থল তপ্ত। চক্ষুর পাতা ও চক্ষুপার্শ্ব শোথযুক্ত। মুখের ত্বকের আতত ভাব। মুখমণ্ডলের, ললাট পার্শ্বের ও চোয়ালের অস্থিতে ছিন্নবৎ এবং তীরবেধবৎ বেদনা।

চক্ষুতারা সঙ্কুচিত ও অবস্থানুসারে বিস্তৃত। অনতিপ্রবল চক্ষুপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস্‌ ও চক্ষুর জলস্রাব; চক্ষুপত্র স্ফীত এবং তাহা ও মিবোমিয়ান গ্রন্থির পূযসঞ্চারে চুলকানি ও জ্বালা। চক্ষু, ললাট এবং চক্ষুকোটরের কন কনানি। চক্ষুগোলকের ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা। চক্ষু জলপূর্ণ এবং চক্ষুপত্রের কম্প।

কর্ণের স্রাব নিবন্ধন অধিকাংশ সময়ে রজনীতে তীর বেধবৎ

বেদনা। কর্ণে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত দপ দপানি। কর্ণে বহুপাদ বা পলিপাস্ রোগ জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র লক্ষণে নাসিকা স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। নাসাপথ স্ফীত, শুষ্ক ও অবরুদ্ধ, এবং ক্ষতযুক্ত এবং তাহার ধারে মামড়ি থাকে। নাসিকায় পলিপাস্ জন্মিলে সহজেই রক্তস্রাব। বারম্বার হাঁচি। নাসিকা হইতে সবুজাভ পীতবর্ণ এবং রক্তযুক্ত ও পুয়াকার শ্লেষ্মার স্রাব। নিশ্বাস সহ নাসিকা হইতেপুনঃ পুনঃ রক্ত বাহির হয়; নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব ও রক্তের ধীর নিঃসরণ। নাসিকার সর্দ্দি ও গলদেশের প্রদাহ; মস্তক ঘোলাটে বোধ; পর্য্যায়ক্রমে স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দ্দি। ঘ্রাণশক্তির, বিশেষতঃ শিরঃশূল থাকিলে, অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।

স্বরযন্ত্রের সর্দ্দিতে তাহার এবং শ্বাসনালীর কাঁচাভাব, কাসি ও স্বরভঙ্গের সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ প্রযুক্ত ফিসফিস শব্দের উচ্চৈ কথার স্বর উঠে না। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত চীৎকার স্বরে কথা কহিলে বক্তাদিগের যেরূপ হয় তদ্রূপ স্বরলোপ ঘটে। শ্বাসনালীর (Trachea) অধঃঅংশের উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ ঊর্দ্ধ বক্ষে শ্বাসরোধ কর চাপ। স্বরযন্ত্রের বেদনায় কথা কহিতে পারে না। স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর (ব্রঙ্কাই) কাঁচা ভাব হইয়া পুনঃ পুনঃ খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি ও গলা খাকর।

শ্বাসকৃচ্ছ্রে শ্বাসরোধের ভীতি। বক্ষ মধ্যে কষ্ট ও উৎকণ্ঠার ভাব সন্ধ্যায় ও প্রাতে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাস গ্রহণে উচ্চ শব্দ; ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় প্রতি রাত্রিতে শ্বাসরোধের আক্রমণ। বক্ষের আক্ষেপিক্ষ সংকোচন। মুখব্যাদান করিয়া সশব্দে হাঁপের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষের কসাভাব, পূর্ণতা ও গুরুত্বের অনুভূতি বশতঃ কষ্টে শ্বাস গ্রহণ। প্রত্যেক

কাসির পর শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা; এবং অল্প ভ্রমণেই শ্বাসকষ্ট ও হৃৎকম্প; সন্ধ্যার পরে তাহার বৃদ্ধি। অত্যধিক আহার করার ন্যায় বক্ষের পূর্ণতা।

কোন ব্যক্তি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ও উগ্রঘ্রাণে কাসির উদ্রেগ; বিদ্যুৎধ্বনিময় ঝটিকার পূর্ব্বে কাসি; কাসিলে উর্দ্ধোদরে খোঁচা লাগার অনুভূতি হওয়ায় রোগী উর্দ্ধোদর চাপিত করিতে বাধ্য। বক্ষের আড়া আড়িভাবে কসাভাব হওয়ায় শুড়্‌শুড়িযুক্ত, শুষ্ক কাসি; বক্ষ মধ্যে শুড় শুড় করিয়া কাঁপা ও আক্ষেপিক কাসি; কাসিলে সর্ব্বশরীর কম্পিত।

স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ; স্বরযন্ত্র মধ্যে কর্কশ ভাব ও টাটানি; অন্যতর চক্ষুর উর্দ্ধে সূচিবেধ ও বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল এবং স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও জ্বালাসহ কাসির সন্ধ্যা কালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি।

উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুতে যাইলে, হাঁসিলে ও বড় করিয়া কথা বলিলে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, আহার বা পান করিলে এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া অথবা চিত হইয়া শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি। কাসিতে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ।

বুদ বুদ ও রক্তযুক্ত এবং লোহার মরিচার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কখন পূয়বৎ, কখন শুভ্র ও চিম্‌সা, এবং অবস্থা বিশেষে শীতল শ্লেষ্মাযুক্ত, অম্লাস্বাদ, লবণাক্ত অথবা মিষ্ট গয়ার অধিকাংশ সময় প্রাতঃকালে নিষ্ঠুত।

ফুসফুসের বামদিকে সূচিবেধেধ অনুভূতি, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উপশম। বক্ষে জ্বালা, বেঁধার ন্যায় বেদনা এবং কসাভাব। বক্ষের রক্তাধিক্যে উৎকণ্ঠা, কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনায় বর্দ্ধিত; অংশফলাকাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে খল্লী। ফুসফুস ও শ্বাসপথের (Bronchi) প্রতিশ্যায়সহ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি (Dilataion) বা বসাপকৃষ্টতা; শ্বসযন্ত্রপথের শুষ্কতা; উর্দ্ধবক্ষে হাজিয়া যাওয়া ভাবের অনুভূতি; বক্ষোপরি অত্যধিক ভাবি বস্তুর চাপ থাকার অথবা কসাভাবের

অনুভূতি ; বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টভাব ; ফুসফুসের নিউমনিয়াবৎ লক্ষণ সহ সুস্পষ্ট ব্রঙ্কাইটিসের ন্যায় শ্বাসনালী লক্ষণ এবং বিশেষরূপে দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নার্দ্ধের ঘনীভূত অবস্থা। রক্ত কাসি।

সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নাবস্থায় ; পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ; এবং সামান্য শরীর চালনায় প্রবল হৃৎকম্প ও উৎকণ্ঠা। হৃৎপিণ্ডের ফুৎকারবৎ শব্দ। বক্ষের মধ্যভাগে এবং হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে চাপ বোধ।

নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ এবং কঠিনস্পর্শ ; কখন কখন ডবল আঘাত-বিশিষ্ট ; কখন বা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও দ্রুত।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ শুষ্ক ওষ্ঠে ঝুলের ন্যায় আবরণ। অধঃচুয়ালাস্থির মৃত্যু বা নিক্রসিস, ঊর্দ্ধ চুয়াল ক্বচিৎ আক্রান্ত। প্রদাহযুক্ত প্যারটীড গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার। রোগীর টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ হইতে আটাল গয়ার দড়ির ন্যায় প্রলম্বিত। ওষ্ঠ, মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক থাকে, জল দ্বারা উপশম হয় না।

বস্ত্র ধৌত করিতে অথবা অন্য কারণে শীতল অথবা উষ্ণ জল মধ্যে হস্ত রাখিলে দন্তশূল। ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে চিমটি কাটার ও হুল ফোটার ন্যায় বোধ। দন্ত হইতে দন্তমাড়ি অপসৃত হয় ও তাহা হইতে সহজেই রক্ত স্রাব ঘটে।

অবস্থাবিশেষে জিহ্বা শুষ্ক, অচল, কাল ছাল দ্বারা আবৃত, ফাটা এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় অথবা চকচকে থাকে ; শুষ্ক ও শুভ্র-লেপাবৃত জিহ্বাগ্রে হুল বেধার অনুভূতি ; জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ লেপ ; কখন বা তাহার মধ্য ভাগ মাত্র লেপাবৃত দেখা যায়।

মুখের তালু বা টাকরায় এবং জিহ্বায় উপক্ষত (জাড়ী ঘা)। মুখের টাটানি ও সহজে রক্তস্রাব। মুখলালার বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত অথবা মিষ্টাস্বাদ। কথার উচ্চারণ কষ্টকর, ধীরে কথা কহে।

দক্ষিণ টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি। দিবা রজনী গলদেশের শুষ্কতা। প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে শীতল, থানা থানা, প্রায় স্বচ্ছ ও শুভ্র শ্লেষ্মা উঠে। টন্‌সিল স্ফীত এবং উপজিহ্বা স্ফীত ও লম্বমান. উভয়েই শুষ্কতা ও জ্বালার অনুভূতি। গলনিম্নের কাচা ও চাঁছা ভাবের সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; প্রাতঃকালে গলা খাঁকর। গলমধ্যে তুলা থাকার অনুভূতি।

অন্ননালীর জ্বালা; তাহার আক্ষেপের অনুভূতি।

আহার করিতে চাহে, কিন্তু খাদ্যবস্তু দেওয়া মাত্রই তাহার প্রয়োজনাভাব জন্মে। **রজনীতে ক্ষুধায় মূর্চ্ছার ভাব।** কুল্পী-বরফ প্রভৃতি শীতল খাদ্য ও পানীয় চাহে। অতর্পনীয় পিপাসায় স্নিগ্ধকর বস্তুর লালসা। মিষ্ট বস্তু বা মাংসে বিতৃষ্ণা। গলদেশের পূর্ণভাব বশতঃ ক্ষুধার অভাব। ক্ষুধার অভাব ও ক্ষুধাধিক্যের পর্য্যায়ক্রমিকতা; আমাশয়ের জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা ও চাপ হওয়ায় বিবমিষা এবং বমন।

পুনঃ পুনঃ শূন্যোদগার। আক্ষেপিক উদ্গার; উদ্গারে অম্লাস্বাদ। বিবমিষা ব্যতীতই ভুক্তবস্তু গলা বাহিয়া উঠে এবং কখন কখন তাহাতে মুখ পরিপূর্ণ হয়। আহারান্তে অথবা এক ঢোক জল খাইলেই দেখিতে জলবৎ, কালি এবং কাফি চুর্ণের ন্যায় প্রভূত পরিমাণ অম্লাস্বাদ, দুর্গন্ধ ও তরল পদার্থ মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। **পীত জল আমাশয় মধ্যে উত্তপ্ত হইলেই বমন।** খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ মাত্র অন্ননালীর আমাশয়সীমার আক্ষেপবশতঃ পুনরায় বাহিরে আইসে। অবিশ্রান্ত বিবমিষা। পিত্ত এবং রক্তের বমন।

আমাশয়ে অত্যন্ত পূর্ণানুভূতি এবং স্পর্শে ও চাপে বেদনা। আমাশয়শূল। আমাশয়োর্দ্ধে কোন কঠিন বস্তুর চাপের অনুভূতি। আমাশয়দেশের জ্বালা ও কষ্ট। আমাশয়ের আকৃষ্টবৎ বেদনা

বক্ষ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাশয়ে আক্ষেপ সহ আকৃষ্টবৎ বেদনা।

যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য নিবন্ধন বেদনা। যকৃৎ প্রদেশে চাপে বেদনা। *যকৃদ্দেশের স্পর্শাসহিষ্ণুতা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, এবং স্পর্শে যকৃতের বেদনা। ন্যাবা। দক্ষিণ কুক্ষিতে দিপ দিপ বেদনা, প্লীহা বৰ্দ্ধিত।

উদর বিস্তৃত এবং আধ্মানযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনা বিশিষ্ট। অন্ত্রমধ্যে বায়ুর রোধ; গড়গড় উচ্চ শব্দে উদরের ডাক এবং অনেক বায়ুর নিঃসরণ হয়। উদরের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও শূন্যানুভূতি প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। উদরে শৈত্যানুভূতি। পুরাতন উদরাময়ে উদরের শিথিলতা। জলপান করিলেও তৎপরে উদরের ডাক।

উদরাময়ে প্রচুর, জলবৎ বিষ্ঠা কলের নল হইতে জল ঢালিয়া পড়ার ন্যায় বেগে নির্গত হইলে নিদ্রার পর তাহার উপশম; প্রভূত পরিমাণ সাদাটে বিষ্ঠার উদরাময়; সবুজাভ মলযুক্ত ও রক্তময় উদরাময়; রক্তময় বিষ্ঠামধ্যে ভেকের ডিম্বের ন্যায় অস্বচ্ছ, সাদাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা থাকে; রক্তরেখাযুক্ত ও মাংসবর্ণ, জলবৎ মলত্যাগে বেদনা হয় না। বেদনাহীন পুরাতন উদরাময়ে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু থাকে এবং রজনীতে অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়।

কলেরার প্রকোপকালে বারম্বার পাতলা মলত্যাগ। দুর্ব্বলকর ও বেদনাহীন উদরাময়ের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধে সরু, লম্বা, শুষ্ক, চিম্‌সা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় শক্ত মল কষ্টে নির্গত। রক্তস্রাবী অর্শ জন্মে। সরলান্ত্রে কুন্থন হইলে রক্ত ও পূয় নির্গত হয়। রোগী বোধ করে যেন মলদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

রজনীতে বারম্বার অল্পঅল্প মূত্রত্যাগ। প্রচুর পরিমাণ, ফেকাসে

ও জলবৎ মূত্রত্যাগ এবং বারম্বার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। দুধের ছ্যাকৃড়ার ন্যায় ঘোলা ও সাদাটে মূত্রের নিম্নে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি এবং উপরিভাগে চিত্রবিচিত্র সর। শুভ্র অথবা লোহিতবর্ণ তলানিযুক্ত মূত্র এবং রক্তমেহ। অবস্থা বিশেষে মূত্রে শর্করার বর্ত্তমানতা। কিড্‌নির প্রদাহে মূত্রে ক্ষরিত কোষ ও শোণিতলালা বা এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়। মূত্রনালীপথের আবর্ত্তন ও জ্বালা নিবন্ধন পুনঃপুনঃ মূত্রবেগ।

পুংজননেন্দ্রিয়ের বিকার বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রযুক্ত পুনঃপুনঃ লিঙ্গোত্থান ও রেতস্খলন, অথবা অদম্য রমণেচ্ছা। কামাতুরতা বশতঃ রোগী উলঙ্গ হয়। জননেন্দ্রিয়ের কালব্যাপী উত্তেজনার পর এবং হস্তমৈথুন নিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ। অণ্ডকোষবেষ্ট মধ্যে জলসঞ্চয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ফস্‌ফরাসক্রিয়ার ফলস্বরূপ রতিশক্তির অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। অতি শীঘ্র শীঘ্র, অত্যল্প অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব; শোণিত ফেকাসে এবং ঋতুসময়ে উদরশূল, বিবমিষা এবং উদরাময়ের উপস্থিতি। জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাব। তীব্র ও বিদাহী শ্বেতপ্রদর জননেন্দ্রিয়ের হাজা ও ফোস্কা উৎপন্ন করে।

সমুদয় অঙ্গের, বিশেষতঃ সন্ধির দুর্ব্বলতায় বোধ যেন অঙ্গাদির পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে, কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই সন্ধি কাঁপিতে থাকে; হস্ত ও পদের স্ফীতি। অঙ্গনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গাদির সীমা, বিশেষতঃ হস্ত ও পদ সীসকের ন্যায় ভারী বোধ।

বাম স্কন্ধের ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে শয্যায় থাকা সময়ে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে স্নানের পর ঊর্দ্ধাঙ্গের কাঠিন্য ও চাপানুভূতি। বাহু এবং হস্তের অসাড়তায় রোগী নিদ্রাগত। হস্ত কাঁপিতে থাকে। কখন কখন অঙ্গুলিনিচয়ের, বিশেষতঃ তাহাদিগের অগ্রভাগের অসাড়তা ও স্পর্শজ্ঞানহীনতার অনুভূতি। অঙ্গনিচয়ের চলৎশক্তি রহিত।

অধঃ অঙ্গের গুরুত্ব বশতঃ অসুস্থভাব ও দুর্ব্বলতা উচ্চারোহণে বর্দ্ধিত। দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির বেদনা। অনেক সময় বসিয়া থাকিলে নিতম্বদেশে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টের বিগলনশীল (Gangreuous) প্রদাহ ও জ্বরে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত ঝিল্লীর উন্মোচন প্রযুক্ত আবরণহীন অস্থির কর্কশতা। জঙ্ঘা ও পদের ক্লান্তি ও গুরুত্ব। জানুসন্ধির বেদনায় পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টতার অনুভূতি। পায়ের "ডিমের" খল্লী। ভ্রমণে গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড়ানি বেদনা। জানুসন্ধিপশ্চাতে গুরুত্বানুভূতি। সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণকালে পদের স্ফীতি।

ত্বকের পাণ্ডুরতা ; শ্যাবাচিহ্ন ; কালশিরা ; নীললোহিত পীড়কা বা পিটিকি। মূত্ররোগজ শোণিতস্রাবের কলঙ্ক বা পার্পূরাতিমরোজিকা। স্থানিক স্পর্শজ্ঞানাভাব (Anœsthesia)। ত্বকে কীট বিচরণের অনুভূতি। শরীরময় চুলকনা। ত্বকময় দদ্রুবৎ গোলাকার উদ্ভেদ। ঋতুস্রাব উপস্থিত হইলে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব। বিসর্পাকার নালীক্ষত হইতে পাতলা ও তীব্র ক্লেদযুক্ত পূযস্রাব বশতঃ প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শরীরাকৃতির বিশেষতা—শরীরের দীর্ঘতা ও ক্ষীণতা ; ত্বকের সৌন্দর্য্য ; চক্ষুপুটলোমের কোমলতা ও সূক্ষ্মতা ; কেশের কটাসে বর্ণ প্রভৃতি।—ঔষধ মাত্রেরই ধাতু অথবা রোগপ্রবণতা নূন্যাধিক স্পষ্টতাসহ ব্যক্তিবিশেষের শরীরাকৃতিতে, বিশেষতঃ তাহার মুখাবয়বে পরিস্ফুটিত হয়। অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত **ফস্‌ফরাস, ক্যাল্‌কেরিয়া** এবং **সাল্‌ফার,** বিশেষতঃ প্রথম দুই রোগীতে ইহা অনন্যসাধারণরূপে বহিরাকারে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। কেননা ইহারা স্ফুরণোন্মুখ বা প্রায় কিঞ্চিৎ স্ফুরিত

রোগ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। এজন্য ইহাদিগের শরীরাকারের বিশেষতা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ক্যালকেরিয়ার রোগ বর্ণনে ইহা বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন রোগে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য হইলেও এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তরুণ রোগেও এতদ্দারা আমরা আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারি। থাইসিস্‌ প্রভৃতি পুরাতন রোগের ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগীর বহিরবয়ব দ্বারা আমরা যে নিত্যই প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলিতে সর্ব্বজনবিদিত। অতএব শিক্ষার্থীদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করা যে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।—রস-রক্ত এবং শরীরোপাদানের ধ্বংস ও গভীর বিশ্লেষণকারী ঔষধ মাত্রই প্রভূত শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে। কিন্তু ফস্‌ফরাস্‌ দুর্ব্বলতার বিলক্ষণ বিশেষতা আছে। এই দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপেই একটি স্নায়বিক বিকারোৎপন্ন লক্ষণ। এই দুর্ব্বলতার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ, রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাহার প্রকাশ এবং তাহার পরিণাম লক্ষণ প্রভৃতি রোগবিশেষে ফস্‌ফরাস্‌ নির্ব্বাচণের পক্ষে অতি মূল্যবান প্রদর্শক ; তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

জ্বালা।—আর্সেনিক এবং সালফারের ন্যায় ফস্‌ফরাসও একটি জ্বালাপ্রধান ঔষধ। এই জ্বালা মেরুদণ্ড বাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, অংশ ফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অথবা নিম্ন হইতে দ্রুত উর্দ্ধগামী তীব্র তাপরূপে মেরুদণ্ডে, হস্তের তালুতে, বক্ষে এবং ফুসফুসে, ও প্রত্যেক শরীরযন্ত্রে বা উপাদানে অনুভূত হয়। সাক্ষাৎ স্নায়ুতে অথবা মারাত্মক অর্ব্বুদাদির ক্ষতে কিম্বা রোগের অন্যবিধ সাংঘাতিক উপাদানবিশ্লেষণ বা পঁচনে যে স্থানে যে ভাবেই হউক এবং ইহার সহিত শরীরের তাপ থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই স্নায়বিক বিকার নিবন্ধন ঘটে। স্নায়বিক শক্তিনাশই ফস্‌ফরা-

সের মূল এবং প্রধান ক্রিয়া। এই শক্তিনাশক বা দুর্ব্বলতাজনক ধ্বংস ক্রিয়ার প্রাথমিক স্নায়বিক উদ্দীপনা ও অস্পষ্ট উপাদানগতবিশ্লেষণই এই ভয়াবহ জ্বালার কারণ। নিম্নলিখিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাভাবিক উত্তেজনা-প্রবণতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লক্ষণও এই জ্বালার স্নায়বিক উৎপত্তির নির্দ্দেশ করে। এই জ্বালার অনন্যসাধারণ স্নায়বিক উৎপত্তি আর্সেনিক ও সাল্‌ফার জ্বালা হইতে ইহাকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। উপরোক্ত জ্বালাকর উদ্দীপনা যন্ত্রবিশেষে নূন্যাধিকাল পর অথবা প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণরূপে প্রকটিত হয়। ঔষধের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ধ্বংসকর ক্রিয়াফলে সর্ব্বাঙ্গীন অথবা অঙ্গবিশেষের দুর্ব্বলতা, স্নায়ুকেন্দ্রের বিগলনাদি নিবন্ধন এক বা একাধিক অঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে এবং এই জ্বালাত্মক ধ্বংসক্রিয়া পরস্পরা ভাবে পোষণ বিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া টাইফয়েড পরিবর্ত্তন এবং রসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগের পূর্ব্বগামী সতর্ককারী লক্ষণরূপে উপনীত হয়। এজন্য এই জ্বালা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ফস্‌ফরাস নির্ব্বাচনে ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় প্রদর্শক।

সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই আগন্তুক বিষয়ে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবনতা বা অসহিষ্ণুভাব।—ফস্‌ফরাসের উপরিউক্ত স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয় আলোকে, শ্রবনেন্দ্রিয় উচ্চ শব্দে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় উগ্রগন্ধে এবং স্পর্শেন্দ্রিয় আগন্তুক বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুভাবের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ অনুভূতি বিকারে ইহা ইগ্নেসিয়া, নাক্স এবং ট্যারেণ্টুলাসহ তুলনীয়। কিন্তু প্রথমের অসহিষ্ণুতা মানসিক ভাবাবেশের অত্যধিক্যের ফল, দ্বিতীয়ের অসহিষ্ণুতায় আক্ষেপাদি জন্মে এবং তৃতীয়ের অসহিষ্ণুতা বেদনাদি কষ্ট উপস্থিত করে। ফস্‌ফরাসের স্নায়বিক শক্তিহানির কারণীভূত প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ঘটিত অসহিষ্ণুতা এইরূপে প্রভেদিত হয়।

শরীরযন্ত্র বা শরীর স্থান বিশেষে শূন্য বা খালি খালি ভাবের অথবা সকলই অন্তর্দ্ধান করার অনুভূতি।—ইহাও স্নায়বিক জ্বালাযুক্ত ধ্বংসাত্মক দুর্ব্বলতানুভূতির প্রকারভেদ মাত্র। অনুভূতিদ স্নায়ুর বিকারযদ্রূপ বেদনাদি বৈকারিক লক্ষণের কারণ, শরীরাংশবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতিও তদ্রূপ স্নায়বিকশক্তি মূলক। এজন্য অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির দুর্ব্বলতাদি বিকার কখন কখন শরীরাংশবিশেষের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিকার উৎপন্ন করে। এ কারণ রোগবিশেষে মস্তক, বক্ষ, আমাশয়স্থান এবং বিশেষতঃ সম্পূর্ণ উদরাভ্যন্তরের দুর্ব্বলতাপ্রকাশক শূন্যভাবের অথবা ঐ সকল শরীরগহ্বর হইতে যেন যন্ত্রনিচয়ের অন্তর্দ্ধানপ্রযুক্ত গহ্বর নিচয়ের শূন্যগর্ভ ভাবের অনুভূতি জন্মে। উপরিউক্ত ভ্রান্ত অনুভূতি অন্যান্য যে সকল ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় অন্মধ্যে, সিপিয়া, কার্ব্ব ভেজ, এনাকার্ড, ও ইগ্নেসিয়া প্রধান। ষ্টেনামে বক্ষের দুর্ব্বলতা বা শূন্যভাব অতিপ্রধান প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য; ইহা তাহার প্রায় সর্ব্বপ্রকার শ্বাসযন্ত্ররোগেই উপস্থিত থাকে। ইহার শ্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত শীর্ণ ও বলহীন রোগীর বস্তিকোটরস্থ যন্ত্রনিচয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত জরায়ুর প্রকৃত স্থানচ্যুতি বশতঃ ঐরূপ অস্বাভাবিক অনুভূতি জন্মে। ইহাতে রোগীর এতাদৃশ দৈহিক দুর্ব্বলতা ঘটে ও অধোদর এতই শূন্য বোধ হয় যে রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ নিকটস্থ আসনে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

মলদ্বার উন্মুক্ত অথবা ফাক থাকার অনুভূতি এবং গুহ্যদ্বারের উন্মুক্তাবস্থা।—ইহাও স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফল। গুহ্যদ্বাররক্ষক পেশীর স্নায়ুর দুর্ব্বলতানিবন্ধন রোগীর তৎসম্বন্ধীয় চৈতন্যের অভাবপ্রযুক্ত অনুভূতি জন্মে যেন মলদ্বার উন্মুক্তাবস্থায় রহিয়াছে; কখন কখন প্রকৃতই উন্মুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কোঁথানিসহ

মলত্যাগ ঘটে। কোন রোগের আনুষাঙ্গিক অথবা স্বাধীন উদরাময় রোগে ইহা **ফস্ফরাসের** অনন্যসাধারণ প্রদর্শক; কেননা অনৈচ্ছিক মলত্যাগ অনেক ঔষধে থাকিলেও মলদ্বারের এরূপ সাংঘাতিক ও শোচনীয় অবস্থা অন্য ঔষধে বিরল।

বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে রোগের বৃদ্ধি।—ইহা ফস্ফরাসের কাসি, বক্ষবেদনা, উদরাময় প্রভৃতি বহুতর রোগের অতি পরিস্ফুট লক্ষণ। কাসরোগে রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেই অবিশ্রান্ত কাসির উদ্রেক ও প্লুরাইটিস রোগে বেদনার বৃদ্ধি হয়। উদরাময় রোগে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বামপার্শ্বে শয়নে নিশ্চিত মলবেগ উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ **ফস্ফরাসের** উদরাময়ের অথবা উদরাময়সংযুক্ত রোগের একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া প্রতিপন্ন।

অনিবার্য্য শোণিতস্রাবের বর্ত্তমানতা এবং ক্ষরিত শোণিতের সংযমনাভাব।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ফস্ফরাস** শোণিতের প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফাইব্রিণ বা শোণিতের সূত্রজানপদার্থের বিশ্লেষণই প্রধান। অবিকৃত ফাইব্রিণ উপাদানই ক্ষরিত শোণিতের চাপ বাঁধার এক মাত্র কারণ। **ফস্ফরাস** ক্রিয়ায় ফাইব্রিণের বিশ্লেষণপ্রযুক্ত শোণিতের সংযামক গুণের অভাব এবং অন্যবিধ অপকর্ষ নিবন্ধন শোণিত তরলতর ও সংযমন-শক্তিহীন হয় এবং শিথিল-প্রাচীর রক্তবহা নাড়ী হইতে অতি সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। ক্ষরিত শোণিত জমাট বাঁধে না। অধিকাংশ স্থলে শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের বর্ত্তমান থাকায় অনুমান হয় যেন তাহার অম্লজান গ্রহণের শক্তি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই শোণিত স্রাবের প্রকৃতি এই যে, ফুস্ফুস, জরায়ু, কর্কট বা ক্যান্সার, অর্ব্বুদ এবং ঋতুর অনুকল্প-রূপে নাসিকা, আমাশয়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী প্রভৃতি যে কোন স্থান

হইতে, যে কোন কারণেই রক্তস্রাব হউক প্রচুর পরিমাণে, পুনঃপুনঃ এবং যেন নির্ব্বাধরূপে হয়। যেন রক্তস্রাবী যন্ত্র, ক্ষত অথবা টিউমারের রক্তনিঃশেষ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্রাব বন্ধ থাকে। কোন কোন ব্যক্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে সুস্থ থাকিলেও দন্তোৎপাটনে অথবা অন্যান্য সামান্য কারণেই দন্তমাড়ি ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। এই সকল ব্যক্তির শোণিতের ফাইব্রিণের কোনরূপ বিকার থাকাই সম্ভব। যাহাই হউক এবম্বিধ আপাতঃ অজ্ঞাত কারণ সম্ভূত স্বভাবগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে "রক্তস্রাবী ধাতু" বা "রক্তস্রাবকারী ধাতুদোষ" অথবা "হিমরেজিক ডাইয়াথিসিস" বলে। এইরূপ **রক্তস্রাবের** উপস্থিতি রোগবিশেষে **ফস্‌ফরাসের** প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডক।—ফস্‌ফরাসের শিরঃশূল সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ইহার শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে মস্তিষ্ক এবং সংসৃষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির মৃদু ও পুরাতন প্রকৃতির স্নায়বিক উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন রোগী পুষ্পের ঘ্রাণে মূর্চ্ছা যায়। মস্তকে প্রবল শোণিতগতি হওয়ায় দপ্‌দপানি শিরঃশূল। কর্ণমধ্যে গর্জ্জনবৎ ধ্বনি হইতে থাকে এবং অশান্তিপ্রদ শব্দের প্রতিধ্বনি নিবন্ধন রোগী মনুষ্যের কথা বুঝিতে পারে না। শৈত্য প্রয়োগে, এমন কি শীতল বস্তু পানে ও আহারে এবং স্থিরভাবে উপবেশনে যন্ত্রণার উপশম। রোগী কোন প্রকার তাপসংস্রব সহ্য করিতে পারে না। উষ্ণ গৃহে অবস্থান, উষ্ণ বস্তুর আহার, এমন কি উষ্ণ জল স্পর্শ করিলেও শিরঃশূলের বৃদ্ধি। মস্তকে জ্বালা এবং মুখ রক্তিমাবিশিষ্ট ও তপ্ত। কোন কোন রোগীর কখন কখন কামেচ্ছার বৃদ্ধি প্রযুক্ত লিঙ্গোত্থান ও অদম্য রমণপ্রবৃত্তির উপস্থিতি এবং রোগীর নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ; কামোন্মত্ততা; অবসাদবায়ু প্রভৃতি।—ফস্ফরাসের স্বাধীন উন্মাদাদি রোগের বিশেষ প্রসিদ্ধি শ্রুত হয় না। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন এবং ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত কথন কখন মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগীর বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে। অনেক সময়ে যক্ষ্মাকাস, মস্তিষ্কের ও মেরমজ্জার বিগলন (softening), কশেরুকমজ্জেয় ক্ষয় বা লোকমোটর এটাক্-সিয়া এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ও সাঙ্ঘাতিক রোগের প্রাথ-মিক মস্তিষ্কীয় উত্তেজনা, সম্ভবনীয় রোগবিষয়ক দুশ্চিন্তা, এবং কথন কথন জননেন্দ্রিয়ের ভাবী শক্তিনাশের প্রারম্ভিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক স্থৈর্য্যহানি ও চিন্তা বিভ্রাট ঘটে। প্রকৃতির বিভিন্নতা-নুসারে এই সকল মানসিক লক্ষণ নানাবিধ রোগশ্রেণীভুক্ত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ফস্ফরাস** মূলতঃ স্নায়বিক উপাদান ও শক্তিনাশক বস্তু। ফলতঃ আমাদিগের উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণাদির পরিণাম স্বরূপ ভাবী রোগ আশঙ্কারই বিষয়। চিকিৎসক যথা সময়ে উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণের সম্যক উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত সাবধানতাসহ ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত দুশ্চিকিৎস্য রোগাদি সমূলে আরোগ্য করিতে না পারিলেও শোচনীয় পরি-ণামের যে কিঞ্চিৎ সাময়িক বাধা জন্মাইতে ও রোগবিষেষের কিঞ্চিৎ সাম্যতা রক্ষা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবম্বিধ রোগা-দিতে **ফস্ফরাসের** শিরঃশূলে বর্ণিত স্নায়বিক অসহিষ্ণুতাদি সম্পূর্ণ লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ স্নায়বিক কোন গভীর রোগের প্রারম্ভিক মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার অবস্থাতেই উভয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

উন্মাদ রোগগ্রস্থ রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত, ভীত এবং সময়ে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পরক্ষণেই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হই

পড়ে। ইহার অধিকাংশ লক্ষণই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অসহিষ্ণু ভাবের প্রকাশক। রোগী অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং স্বজনবর্গের অমঙ্গলের চিন্তায় আশঙ্কান্বিত। জীবনে বীতরাগ সংসারে ঘৃণা। মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনশীলতা নিবন্ধন রোগী ক্ষণে উচ্চ হাস্য এবং ক্ষণে ক্রন্দন করে। কখন বা রোগী আপনাকে অতি গৌরবান্বিত মনে করে, কখন বা নির্লজ্জ ব্যবহার করে।

কামোন্মাদ রোগে **ফস্ফরাসের** উন্মত্ততা কমোন্মাদের ভাব ধারণ করিলে রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হয়। সঙ্গমেচ্ছার ভয়াবহ ও অদম্য উদ্দীপনা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান ও শুক্রস্খলন হইতে থাকে। রোগী অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পরিহিত বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করে। জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ কাম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং অতিরিক্ত রেতোস্খলনে পুরুষ রোগীর ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীরোগীর বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে।

চিত্তোদ্বেগ, অবসাদবায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিসের **ফস্ফরাস** রোগী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। একা থাকিলে কিম্বা ঝটিকা উপস্থিত হইলে রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কান্বিত হয়। পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব প্রযুক্ত রোগী সময়ে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থা প্রকাশ করে কখন বা অনন্দোৎফুল্ল রোগী হাস্য করিতে থাকে।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো এবং ব্রেণফ্যাগ্ বা মস্তিষ্কের ক্লান্তি।—**ফস্ফরাসের** ঔষধগুণপরীক্ষায় নানাবিধ শিরোঘূর্ণন লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। মস্তিষ্কের মৃদু শোণিতাধিক্য-নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইহার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত। হস্তমৈথুন বা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত স্নায়বিক বলক্ষয় ইহার মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। মস্তিষ্কীয় উদ্দীপনার লক্ষণ স্বরূপ

মানসিক ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়ের অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকে। মুক্ত-বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগী ভ্রমণ-কালে মত্ত ব্যক্তির ন্যায় টলিতে থাকে। মস্তক ভারি বোধ হয়। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু ঘূর্ণায়মান হইতে দেখে। ডাং উইলিয়ম বোরিক বলেন, "যত প্রকার শিরো-ঘূর্ণন রোগ থাকা সম্ভব হইতে পারে, বিশেষতঃ তাহা যদি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য-ঘটিত হয়, **ফস্‌ফরাস** দ্বারা তাহার উপকার হইবে।" ইহার পরিণামে এবং অতিরিক্ত মানসিকশ্রম ও চক্ষুর অবিশ্রান্ত ব্যবহার নিবন্ধন মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব হইলে "মস্তিষ্কীয় ক্লান্তি" বা "ব্রেণফ্যাগ" জন্মে। **ফস্‌ফরাসের** অতি কঠিন উপাদান-গত ধ্বংসকর ও ক্রিয়াগত মস্তিষ্কীয় রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় উপরিউক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ককুলাস—সোলার প্লেকসাস্ বা উদরস্থ সহানুভূতিশীল স্নায়ুজাল বিশেষের রোগ জনিত অজীর্ণদোষে ইহার শিরোঘূর্ণন জন্মে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ইহার পরিণাম। রোগীর মস্তকপশ্চাতে শিরঃশূল, মস্তকে তাপ, চক্ষুতে রক্তিমা এবং কটিদেশে বেদনা হয়। উঠিয়া বসিতে, শকটারোহণে, এমন কি আহারান্তেও কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

ব্রায়নিয়া—আমাশয়াজীর্ণ প্রযুক্ত শিরোঘূর্ণনে বমন এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম। শয়নাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে ও শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি।

সিঙ্কনা—আমাশয়িক অজীর্ণঘটিত রক্তহীনতা এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইহার শিরোঘূর্ণনের কারণ। শারীরিক রসাপচয় ইহার রোগের অন্যবিধ কারণ।

নাক্স ভমিকা ও পাল্‌সেটিলা—স্থলবিশেষে আমা-শয়াজীর্ণনিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে ফলকারী।

সেরিব্রাল সফ্‌নিং, মস্তিষ্ককোমলতা বা বিগলন।—মস্তিষ্কোপাদান সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় যখন মস্তকের মৃদু বেদনা, রোগীর দুর্ব্বলতা ও অবিশ্রান্ত ক্লান্তভাব এবং ভ্রমণে কিঞ্চিৎ কষ্টানুভূতি প্রভৃতি আসন্নরোগের পরিচয় প্রদান করে, তদবস্থায় **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগে বহুতর রোগীর বর্ত্তমান রোগলক্ষণ দূরীভূত হওয়ায় রোগী আশঙ্কিত রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। **ফস্‌ফরাসের** অধিকাংশ রোগে, বিশেষতঃ এস্থলে, **ফস্‌ফরাসের** লক্ষণের পূর্ব্বে **নাক্স ভমিকার** লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এজন্য **ফসের** পূর্ব্বে প্রায়শঃ **নাকসের** প্রয়োগ ফলপ্রদ। কখন বা রোগ বিশেষের কতিপয় লক্ষণ **ফস্‌** দ্বারা দূরীভূত হইলেও কতিপয় লক্ষণ অবশিষ্ট থাকিয়া **নাকস্‌** প্রদর্শিত করে। সাধারণতঃ **নাকস, ফস্‌ফরাসের** প্রতিষেধক।

পিক্রিক এসিড—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিলেই রোগীর মস্তিষ্কের গভীরদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হয়। অনেক সময়েই মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য মেরুমজ্জা পর্য্যন্ত বিস্তার করায় উপরিউক্ত লক্ষণ সহ কামোত্তেজনা হইলে প্রবল লিঙ্গোত্থান হইতে থাকে।

স্পাইন্যাল ইরিটেসন বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্‌।—পূর্ব্বোক্ত মস্তিষ্কের কোমলতা, মেরুমজ্জার উত্তেজনা ও তন্নিবন্ধন পৃষ্ঠবেদনা, মেরুমজ্জার কোমলতা এবং অর্ব্বুদাদি কর্ত্তৃক মেরুমজ্জার চাপ প্রভৃতির ফল স্বরূপ অর্দ্ধাঙ্গ এবং যুগ্মগুলের পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার স্নায়বিক শক্তি-হানিমূলক রোগ জন্মে এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে **ফস্‌ফরাস** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। উপরিউক্ত মেরুমজ্জা রোগে প্রথমে তাহার উদ্দীপনা উপস্থিত হওয়ায় মেরুদণ্ড বাহিয়া সাময়িক ও

অসহনীয় বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে। ফস্-ফরাস্ রোগে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠের উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অত্যুগ্র জ্বালাকর বেদনা এবং পৃষ্ঠবংশ (পৃষ্ঠবংশের কণ্টক প্রবর্দ্ধন) চাপিলে অসহনীয় বেদনা হয়। মেরুমজ্জা রোগঘটিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীনিচয়ের সঙ্কোচন ঘটে এবং শরীরাংশের পক্ষাঘাত জন্মিলেও তাহাতে কীটবিচরণ ও ছিন্নবৎ অনুভূতি থাকে। তাহার তাপ বৃদ্ধিসহ অসাড়তা জন্মে। পৃষ্ঠবংশের গুরুত্ব এবং ক্লান্তভাবের অনুভূতি, বিশেষতঃ শিড়িতে উঠিতে অধিকতর কষ্টদ হয় ও রোগী ভ্রমণে অক্ষম হইয়া পড়ে। পদ তলের বেদনা হয়, তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি ধরার অনুভূতি জন্মে। পথের সামান্য অসমতাতেই ভ্রমণ করিতে রোগী হুচট্ খায়। রোগী উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। শোণিতশুক্রাদি জৈবরসাপচয়, শীঘ্র শীঘ্র অধিক সন্তান প্রসব এবং প্রথম বয়সের ব্যক্তিদিগের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি প্রভৃতি উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অতি শীঘ্র পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া গণ্য।

নাক্স ভমিকা—পৃষ্ঠবেদনায় রোগী উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ বেদনা কটি আক্রমাণ করে।

লাইকপোডিয়াম—উভয় অংশফলকাস্থির মধবর্ত্তী স্থানে জ্বলন্ত কয়লা থাকার ন্যায় জ্বালা। কটির কাঠিন্য ও বেদনা।

সিকেলি—হঠাৎ পৃষ্ঠ আঁকড়িয়া ধরে।

চাইনিনাম সাল্‌ফ—পৃষ্ঠবংশের উত্তেজনায় পৃষ্ঠদেশীয় মেরুমজ্জা অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু। গ্রীবার সর্ব্বনিম্ন ও পৃষ্ঠের সর্ব্বোর্দ্ধ কশেরুকাস্থি চাপিত করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

এলুমিনা—মেরুমজ্জার রোগানবন্ধন পক্ষাঘাতের পক্ষে উপকারী। পদদ্বয় এতাদৃশ ভারি বোধ হয় যে রোগী তাহা কষ্টে টানিয়া ফেলিতে পারে; উপবেশনাবস্থাতেও ক্লান্তি বোধ।

ফসফরাস, প্লাম্বাম এবং **জিঙ্কাম্**—পক্ষাঘাতরোগে ইহারা অনেকাংশে সমক্রিয়া। স্নায়বিক শক্তিহানি এবং মস্তিষ্কীয় স্নায়ু-পদার্থের বিগলনসহ কম্প থাকিলে **ফস** ও **জিঙ্ক** উপকারী। **ফস্** পক্ষাঘাতসহ চক্ষুপুটের পতন থাকে না এবং **জিঙ্কামের** ন্যায় ইহার রোগ ওয়াইন মদ্যপানে বৃদ্ধি হয় না। **প্লাম্বামের** পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় এবং শীর্ণ অঙ্গের ও উদরের বেদনা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

শিক্ষার্থীদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উপরি উক্ত পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ অথবা তদ্বৎ যে কোন প্রকার দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসায় লক্ষণাপেক্ষা রোগীর ধাতু বিষয়ক জ্ঞানলাভ ও তদনুসারে ঔষধ ব্যবস্থাই ফল লাভের মূল। অতএব রোগীর জীবনের আমূল শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত।

লোকোমটর এট্যাক্‌সিয়া (Locomotor Ataxia)।—এ রোগে মেরুমজ্জা বাহিয়া অত্যন্ত জ্বালা, এবং আক্রান্ত অঙ্গে চন্‌চনি ও কীট বিচরণবৎ অনুভূতি প্রভৃতি মেরুমজ্জার স্পষ্টতর উত্তেজনা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রোগের চরমবৃদ্ধির সময়ে বর্ত্তমান না থাকিলেও রোগাক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ইহার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে চক্ষুতে আলোক প্রভার উদয়, লিখিতে হস্তের কম্প, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শবৎ অনুভূতিসহ বেদনাই প্রধান। মদ্য মাংসের অমিত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন রোগে **নাক্সভমিকা** উপকারী।

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিস্থিনিয়া।—মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্ত্তন ঘটিত রোগের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ এই প্রকাররোগলক্ষণাদি উপস্থিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল

লক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগীকে বহুতর দুশ্চিকিৎস্য অথবা অসাধ্য স্নায়বিক রোগের কবল হইতে রক্ষা করা যায়। রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ আগন্তুক বিষয়ে অতীব অসহিষ্ণুভাব উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত চিন্তাশক্তির অভাব ঘটে। শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালার অনুভূতি ঘর্ষণে উপশম থাকে। পদদ্বয় দুর্ব্বল, অসাড় ও শীতল থাকে এবং শরীরের বহির্দ্বার রক্ষক সঙ্কোচনী পেশী নিচয়ের শিথিলতা জন্মে। রোগী অনুভব করে যেন সামান্য নড়িলেই তাহার পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে। কর্ণমধ্যে শব্দের উপস্থিতি ইহার অন্যতর প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। স্নায়ুমণ্ডলের বলক্ষয়নিবন্ধন হঠাৎ প্রগাঢ় দুর্ব্বলতার পক্ষে **ফস্‌ফরাস** অতিপ্রধান স্থানীয় ঔষধ।

কোকা—মানসিক অবসাদ, সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। সামান্য শ্রমেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এনাকার্ডিয়াম—মানসিক শক্তিহীনতার জন্য হইা প্রসিদ্ধ। চিন্তা এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত অবসাদিত হয়। ইহার পরিণাম ফলে বাতুলতা জন্মে।

চক্ষুরোগে—এম্‌ব্লিয়পাইয়া বা দৃষ্টিমালিন্য; এস্থেন-পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; ক্যাটারাক্ট বা মতিয়াবিন্দু; করডাইটিস্‌ বা কৃষ্ণাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ; রেটিনাইটিস্‌ বা চিত্রপত্রৌষ প্রভৃতি।—সাধারণতঃ চক্ষুর বহিস্থরোগচিকিৎসায় **ফস্‌ফরাসের** উপযোগিতা প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। চক্ষুর স্নায়বিক উপাদানগত রোগ নিবন্ধন শক্তি হানি হওয়ায় কোন কোন প্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট রোগে ইহা অনেক সময়ে সফল হইয়া থাকে। কিডনি

রোগনিবন্ধন এলবুমিনুরিয়া ও ঋতুরোধ প্রভৃতি জরায়ুরোগ অণ্ডাধার বা ওভারিরোগ এবং রেতঃ প্রভৃতি জৈবরসক্ষয় **ফস্‌ফরাস** চক্ষু-রোগের কারণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে **ফস্‌ফরাসের** ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে অবশ্যই বোধগম্য হইবে যে ইহার চক্ষু-রোগ অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহার দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য সহজ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিত নহে। ইহাতেও ন্যূনাধিক স্নায়বিক উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় চক্ষুর স্নায়ুমণ্ডলের উদ্দীপনা জন্মে। রেটিনা, করইড প্রভৃতি ঝিল্লী চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানে রক্তাধিক্য হয় এবং আহা প্রদাহেও পরিণত হইতে পারে। এবম্বিধ কারণে স্নায়ু পদার্থের ক্ষয় ও পোষণবিকার বশতঃ উপাদানপরম্পরার নানপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট জন্মে। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। রোগী নানাপ্রকার বর্ণ দৃষ্টি করে। চক্ষুর সম্মুখে কাল-বিন্দু উপস্থিত হয়, রোগী দৃষ্টবস্তু ধূসরবর্ণ ঝিল্লী আবৃত দেখে। রোগী বোধ করে যেন সর্ব্বদায়ই সে কুয়াসার মধ্যে দৃষ্টি করিতেছে। বস্তু সকল লোহিবর্ণ প্রতীয়মান হয়। **পাঠকালে অক্ষর লালবর্ণ দেখায়; ফস্‌ফরাস** চক্ষুরোগে ভিন্ন অন্য কোন ঔষধের রোগে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহা ইহার অতি মহার্ঘ প্রদর্শক। ফস্‌ফরাস্‌ চক্ষুরোগে উপরি উক্ত অবস্থা বড় সাজ্ঘাতিক পরিণাম সূচিত করে। অতএব চিকিৎসা পক্ষেও ইহা একমাত্র উপযোগী কাল বলিয়া বিবেচিত হয়। রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় **দৃষ্টিমালিন্য, দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য** প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং যথাসময়ে **ফস্‌ফরাস** প্রযুক্ত হইলে উপকারের আশা করা যায়। ইহাতে রোগী পাঠ করিবার চেষ্টা করিলে অক্ষর নিচয় শৃঙ্খলাহীন দেখে এবং চক্ষু চন্‌চন ও জ্বালা করে। টাইফয়েড জ্বরান্তের **দৃষ্টিমালিন্যেও** ইহা কার্য্যকারী। বৈদ্যুতিক আঘাতজনিত **অন্ধত্ব** এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

এই সকল চক্ষুরোগে রোগী প্রদীপালোকের চতুঃপার্শ্বে সবুজবর্ণ মণ্ডল দেখিতে পায়। ইহার প্রয়োগে মতিয়াবিন্দু রোগের বাধা জন্মে। মতিয়াবিন্দুর অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **সিলিসিয়া, কনাইয়াম, সিকেলি** এবং **নেট্রাম মিউ** উল্লেখযোগ্য।

কনাইয়াম—গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে, প্রদাহের তুলনায় আলোকাতঙ্ক অধিকতর হয়। অতি সামান্য রক্তিমা থাকে, কখন বা নাও থাকিতে পারে। তাকাইলেই চক্ষু হইতে বেগে জলস্রাব হয়। ডাং ট্যাল্‌কট ইহা দ্বারা মতিয়াবিন্দু আরোগ্য করিয়াছেন। ডাং ডাজিয়ন ইহাকে অপক্ক বয়সের অসাময়িক দূরদৃষ্টি রোগের পক্ষে উপকারী মনে করিতেন। প্রচলিত সময়ের রোগে ইহা নিষ্ফল।

জিঙ্কাম—টেরিজিয়াম বা অনুপক্ষরোগে (চক্ষুর উপর মাংসবৃদ্ধি) চন্‌চনি ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোনে (inuer Canthus) হুলবেধানুভূতি থাকিলে এবং কালব্যাপী চক্ষুর প্রদাহপ্রযুক্ত কর্ণিয়ার বা কালক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা জন্মিলে উপকারী।

রেট্যানিয়া—ইহাও টেরিজিয়াম আরোগ্য করিয়াছে।

কষ্টিকাম—মতিয়বিন্দু চিকিৎসায় ইহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ডাং নর্টন ইহাকে মতিয়াবিন্দু চিকিৎসায় প্রধানতম স্থান প্রদান করেন।

বধিরতা বা ডেফ্‌নেস্ ও হার্ডনেস্ অব হিয়ারিং।—কর্ণের স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। **ফস্‌ফরাসের** বধিরতা বা আংশিক বধিরতার বিশেষত্ব এই যে, রোগী প্রধানতঃ মনুষ্যের কথা শ্রবণে ন্যূনাধিক অক্ষম হয়। **ইগ্নেসিয়ার** রোগী অন্য শব্দে বধির থাকে কিন্তু মনুষ্যের কথা শুনিতে পায়। এই সকল বধিরতা টাইফয়েড জরান্তিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতানিবন্ধন জন্মে। শোণিতাধিক্য

বশতঃ বধিরতাসহ কর্ণমধ্যে গুণ গুণ ও নানাপ্রকার উচ্চ শব্দ হয়।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা; রোজ-কোল্ড।—সাধারণ তরুণ সর্দ্দিতে **ফস্‌ফরাসের** বিশেষ প্রযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সর্দ্দি নাসিকা হইতে অধঃগামী হইয়া বক্ষ আক্রমণ করিলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। **ফস্‌ফরাসের,** ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পুষ্পঘ্রাণের অসহিষ্ণুতা বশতঃ পুষ্পের উগ্র ঘ্রাণে এক প্রকার সর্দ্দি জন্মিয়া থাকে তাহা "রোজ কোল্ড" নামে খ্যাত। পুষ্পাঘ্রাণে রোগীর মূর্চ্ছার ভাব। ইহা গুল্মবায়ুর অঙ্গ স্বরূপ। **ফস্‌, ইগ্নে, স্যাঙ্গুই, ভ্যালেরি এবং নাক্স ভ:** ইহার ঔষধশ্রেণীভুক্ত।

পিনস্‌ বা পুতিনস্য; নাসিকার পলিপাস্‌ বা বহুপাদার্ব্বুদ রোগ।—পুরাতন সর্দ্দিরোগে শোণিতরেখাযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মার স্রাব হইলে **ফস্‌** দ্বারা উপকার হয়, শোণিত রেখা না থাকিলে ইহাদ্বারা কার্য্য হইতে দেখা যায় না। কখন কখন নাসিকা নাড়িলে রক্তস্রাব হয়। **নাসিকাস্থির মৃত্যু বা নিক্রোসিস হইলে** নাসিকা লোহিতবর্ণ ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। নাসিকায় পুতিগন্ধ জন্মে। **পলিপাস্‌** বা নাসিকার বহুপাদার্ব্বুদ রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে।

স্বরযন্ত্র রোগ—স্বরলোপ বা এফনিয়া; মেম্বেনাস্‌ ক্রুপ বা সঝিল্লিক ঘুংসি কাসি।—স্বরযন্ত্র প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্‌ রোগের অবস্থাবিশেষে **ফস্‌ফরাস্‌** দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় যে তাহাতে রোগীর প্রায় সম্পূর্ণ স্বরলোপ ঘটে।

রোগী কথা বলিলেও কাসি পায। বেদনার অসহনীয় বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী চুপ করিয়া থাকিতে ও সাধ্যানুসারে কাসি চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

ক্যাটারেল্ বা মেম্বেনাস্ ক্রুপ অথবা সর্দ্দিজ সঝিল্লিক ঘুংরি কাসি রোগের শেষাবস্থায় প্রভৃত স্নায়বিক অবসাদ বশতঃ স্বর লোপ, প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা, শরীরের শীতলতা, চটচটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের বসিয়া যাওয়া দৃশ্য এবং অধঃ চোয়ালের ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ফস্** প্রযুক্ত হয়।

কাসি বা কফ্।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নাসিকার সর্দ্দি রোগে **ফস্ফরাসের** বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সর্দ্দি অধঃগামী হইলে অথবা প্রথমেই বুকে বসিলে অর্থাৎ শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া আক্রমণ করিলে ইহা প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ণিত **ফস্ফরাস্** ধাতুবিশিষ্ট ও যক্ষ্মাকাসপ্রবণতাযুক্ত ব্যক্তিদিগেরই প্রায়শঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে **নাক্স্** লক্ষণযুক্ত সর্দ্দির শেষাবস্থায় এবং **ওলিয়াম্ সেপা** সর্দ্দি তাহার ব্যবহারে বসিয়া বক্ষ আক্রমণ করিলে **ফস্** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুক (ষ্টার্ণাম অস্থি-পশ্চাৎ) ও স্বরযন্ত্র শুড় শুড় করিয়া ইহার কাসির উদ্রেক হয়। কথা কহিলে, কি কোন প্রকার শব্দ করিলে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কোন পরিবর্ত্তন করিলেই কাসি পায়। কাসি প্রথমে শুষ্ক থাকে ও পরে পুয়াকার, আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় বক্ষ শুষ্কতা এবং তাহার উর্দ্ধপ্রদেশের সঙ্কোচনবোধসহ শুষ্ক কাসি হয়।

আহারান্তে আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থান শুড় শুড় করিয়া যে কাসি হয় তাহাকে আমাশয় অথবা যকৃৎ কাসি বলে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ইহার স্নায়বিক কাসির বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার উগ্র গন্ধে, বাস্তবিক পক্ষে কোন সৌগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণেও ইহার কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে।

বেলাডনা—কাসির প্রথমাবস্থায় বক্ষের টাটানি, স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং জ্বর ইহার দ্বারা উপশম হইলে যে গলাভাঙ্গা ও কর্কশ স্বর থাকিয়া যায় তাহা **ফস্‌** আরোগ্য করে।

রক্ত কাসি বা হিমপ্টিসিস্‌।—কাসিতে উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ শোণিত তরলাবস্থায় নিষ্ঠুত হইয়া পরেও যদি জমাট না বাঁধে তাহাতে **ফস্‌ফরাস্‌** উপকারী।

ব্রঙ্কাইটিস্‌ এবং নিউমনিয়া বা ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ।—নিউমনিয়ারোগ চিকিৎসায় **ফস্‌ফরাস্‌** অতি প্রধান স্থানীয় ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রয়োগ যে বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ তাহা শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। কেননা এই রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতি লাভ করিলেও যথা তথা ইহার প্রয়োগ আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। রোগসহ উপসর্গ রূপে ব্রঙ্কাইটিস না থাকিলে, ফুসফুসবেষ্ট বা প্লুরা প্রধানরূপে আক্রান্ত হইলে বা প্লুরনিউমোনিয়ারোগে (ব্রায় উৎকৃষ্ট ঔষধ) এবং আক্রান্ত ফুসফুসাংশ সর্ব্বতোভাবে ঘনীভূত (হিপাটাইজ্‌ড বা সলিডিফাইড্‌) হইলে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্থ, **ফস্‌ফরাস** শরীরাবয়বযুক্ত এবং বক্ষরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ইহার রোগের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তির নাসিকায় সর্দ্দি হইলে সহজেই অধোগামী হওয়ায়, অথবা প্রথমেই সর্দ্দি বক্ষ আক্রমণ করায় ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগ জন্মে। এই অবস্থায় প্রবল জ্বরাদি **বেলাডনার** লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহা দ্বারা রোগের প্রবলতা দূর হওয়ার পরে **ফস্‌ফরাস্‌** আরোগ্যের সম্পূর্ণতা প্রদান করে। লক্ষণানুসারে প্রথমেও **ফস্‌ফেরস্** উপযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী বক্ষরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকিলে রোগ অনেক সময়েই ফুসফুসের মূল উপাদান বা বায়ুকোষ অচিরাৎ আক্রমণ করে। অথবা

যুগপৎ বায়ুনলী ও ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত ফুসফুসাংশের বায়ু-কোষনিচয় প্রদাহিক স্রাব কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিপূরিত বা নিরেট অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে অথবা রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় তরলীভূত প্রদাহিক স্রাব শোষনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ দূরিভূত (Resolution) হওয়ায় ফুসফুস আংশিকরূপে প্রদাহিক স্রাবমুক্ত হইলে **ফস্**, প্রযুক্ত হয়।

রোগী কাসিলে বক্ষের বেদনায় বোধ করে যেন বক্ষাভ্যন্তরে কিছু ছিন্ন হইয়া আলগা হইতেছে। স্বরযন্ত্রে সঙ্কোচন ও উর্দ্ধবক্ষে শ্বাস-রোধকর চাপানুভূতি জন্মে। রোগী বোধ করে যেন বক্ষ শোণিত-পূর্ণ রহিয়াছে। আকর্ণনে বায়ুনলীতে (Bronchi) শুষ্ক ও আর্দ্র শ্লেষ্মার শব্দ এবং বক্ষের প্রতিঘাতে নিরেট ও আকর্ণনে পুট পুট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শব্দে যুগপৎ ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমনিয়া অথবা ব্রঙ্ক-নিউ-মনিয়ার বর্ত্তমানতা প্রকটিত করে। শ্বাসকষ্ট থাকে এবং উর্দ্ধ বক্ষে শুষ্কতা, জ্বালা, কাঁচা বা অবদারণ ভাবের অনুভূতি বিশেষরূপে ব্রঙ্কাইটিস রোগের পরিচয় দেয়। **ফস্‌ফরাস্** রোগের নিষ্ঠ্যূত রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত, বিশেষতঃ হরিদ্রাভ এবং শোণিতরেখাঙ্কিত গয়ার ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অবস্থানুসারে গয়ার **ব্রায়-নিয়ার** ন্যায় "রাষ্টি" (লৌহমলবর্ণবিশিষ্ট) হয়।

রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় টাইফয়েড বা দুর্ব্বল বৈকারিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ফস্‌ফরাস্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। **ব্রায়নিয়া** স্বল্প বৈকারিক রোগের ঔষধ। যে রোগের প্রথমা-বস্থায় **ব্রায়ো** প্রযুক্ত হয় পরে তাহারই গভীরতর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি টাইফয়েডলক্ষণ প্রকাশিত হইলে **ফস্‌ফরাস** অতি উপযোগী ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। **ফস্‌ফোরস** টাইফয়েড লক্ষণে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী মানসিক ও শারীরিক অবসাদগ্রস্ত হয়

এবং অস্পষ্ট প্রলাপ কহিতে থাকে। মুখ বিবর্ণ এবং শরীর ঘর্ম্মযুক্ত ও ন্যূনাধিক হরিদ্রাভ হয়। যকৃৎ স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। রোগী অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত হইয়া যায়।

টুবাকু´লিনাম্—ডাঃ আর্ণাল্‌ফি বলেন, "লবুলার (ফুস্‌ফুস্ গোলকাস্থর) নিউমনিয়া রোগে ইহা **ফস্‌ফরাস্** অথবা **এণ্টিম-টার্ট** অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ"; এবিষয়ে মতামত প্রকাশের উপযুক্ত চিকিৎসকগণেরও ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহাপনোদন হইয়াছে; কেহ বা প্রত্যেক নিউমনিয়া রোগে ৬ হইতে ৩০ মধ্যে কোন না কোন ক্রমের **টুবাকু´** মধ্যগামী (Intercurreur) রূপে ব্যবহার করেন।

ডাঃ হিউজের মতে অল্পবয়স্কদিগের তরুণ বক্ষরোগের প্রায় যে কোন ঔষধ হইতে **ফস্‌ফরাস** শ্রেষ্ঠতর।

ডাঃ লিলিয়েন্থাল বলেন, "হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের পক্ষে **ফস্‌-ফরাস** শ্রেষ্ঠ বলকারক ঔষধ"

ডাঃ ন্যাস **হায়সাকে** টাইফয়েড নিউমনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন, অর্থাৎ ইহা অধিকাংশ রোগে প্রযুক্ত হয়।

টুবাকু´লোসিস্ বা গুটিকোৎপাদক রোগ—যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালীর আবিষ্কারের পরে থাইসিস্‌রোগকিৎসায় **ফস্‌ফরাস্** প্রায় প্রধানতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্ববর্ণিত **ফস্‌ফ-রাসের** শরীরাকৃতি ও ধাতুবিশিষ্ট যক্ষ্মাকাসের রোগীই অধিকতর দেখিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু পরবর্ত্তী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই রোগে ইহার উপযোগিতা বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও ইহাকে বড় ভীতির চক্ষে দেখিয়াছেন এবং অতি সতর্কতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমারা নিম্নে তাহা বর্ণনা করিতেছি। ফলতঃ একাধিক স্থলে ইহার ব্যবহারে আমাদিগেরও মারাত্মকতা বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

ডাং বেয়ার বলেন "অন্য কোন ঔষধই **ফস্‌ফরাসের** ন্যায় সহজে রক্তস্রাব আনয়ন করে না"।

ডাং ক্যারিংটন বলেন "অতি সতর্কতার সহিত ইহার প্রয়োগ না করিলে উপকারের স্থলে ইহা অনেক সময়েই অনুপকার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহার উপযোগিতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অতি অল্প ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত"।

ডাং কেণ্ট বলেন, "রোগের শেষাবস্থায় অত্যুচ্চ ক্রমের একমাত্রা **ফস্‌** প্রয়োগ করিলে রোগীর কষ্টপ্রদ হেক্টিক জ্বরের উপশম হওয়ায় মৃত্যু কাল অপেক্ষাকৃত শান্তিময় হয়। অসাধ্যরোগে ইহা পুনঃ প্রয়োগ করিলে আশার বিরুদ্ধফল সুনিশ্চিত। কোন কোন রোগীর রোগের অতি বৃদ্ধি কালে উচ্চক্রমের **ফস্‌** বিপজ্জনক। ৩০ হইতে ২০০ ক্রমের ঊর্দ্ধ ক্রম ব্যবস্থেয় নহে। রোগের প্রথমাবস্থায় ৩০ অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের ঔষধ ক্ষতিজনক"।

ডাং ডিউক প্রত্যেক রোগীর অবস্থাদি যত্ন পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এরোগে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন, কেননা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-জগতে ইহা একরূপ স্বীকৃত যে, **আর্স**, **সাল্‌ফ** এবং **ফস্‌** বিশেষরূপে প্রদর্শিত না হইলে তাহাদের প্রয়োগ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস প্রায় অসাধ্য রোগ মধ্যে গণ্য। বংশদোষ-নিবন্ধন যাহাদিগের রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হয় তাহাদিগের ধাতু প্রকৃতি, শরীরাকৃতি এবং সর্দ্দির পৌনপুনিক আক্রমণ প্রভৃতি ও পূর্ব্ব-গামী ক্ষুদ্র বৃহৎ রোগাক্রমণ বিষয়ক বিবরণ দ্বারা ভাবি সাংঘাতিকতার অনুমান করা যায়। এই সময় রোগ চিকিৎসিত হইলে ফললাভের কথঞ্চিৎ আশা করা যাইতে পারে।

থাইসিস্ রোগ চিকিৎসায় প্রথমেই এবং প্রধানতঃ **সাল্‌ফার**, **ক্যাল্কেরিয়া** এবং **ফস্‌ফরাসের** বিষয় আমাদিগের

স্মরণ পথে উদয় হয়। অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মতেই সোরা দোষ থাইসিস্‌ রোগের আদি বা মৌলিক কারণ। অতএব তন্নিবারণ পক্ষে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ **সাল্‌ফার** যে ইহার কোন না কোন অবস্থায় প্রযোজ্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ফুসফুসে গুটিকোৎপত্তির পর ইহার প্রয়োগ যে বিপজ্জনক তৎবিষয়ে ধুরন্ধর চিকিৎসক মহাত্মাগণ ঐক্যমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ গণ্ডমালাদোষনিবারক প্রধান ঔষধ **ক্যাল্কে** ও **ফসের** ক্রিয়াপথ পরিষ্কারার্থেই ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রমণের আরম্ভে ও ফুস্‌ফুসে গুটিকোৎপত্তির পূর্ব্বে রক্তসঞ্চয়ের অবস্থা পর্য্যন্তই ইহার শেষ প্রয়োগ কাল। **ক্যাল্কে** এবং **ফস** অবস্থানুসারে রোগের যে কোন সময় প্রয়োগোপযুক্ত হইলেও সম্যক পরিস্ফুট অবস্থায় রোগের উপসর্গাদির প্রশমনদ্বারা রোগীর কিঞ্চিৎ কষ্টের শান্তিবিধান ব্যতীত ইহাদিগের দ্বারা রোগারোগ্য হওয়া সুদূরপরাহত বলিয়াই জানিতে হইবে।

ক্যাল্কেরিয়া রোগীর বহিরাকৃতি ও মানসিক অবস্থাদির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহারা আমাশয়াজীর্ণ ও অম্লরোগ প্রধান। একারণ সহজেই ইহাদিগের ফুসফুস পুষ্টিহানি এবং গুটিকোৎপত্তির ক্রিয়াক্ষেত্র হওয়ায় অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। **ফসফরাস** ধাতুবিশিষ্ট শিশু ও যুবক-যুবতীর শরীর প্রসারহীন ও উচ্চতায় দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু হওয়ায় শরীরোপাদানাদি, বিশেষতঃ ফুসফুস উৎকর্ষ লাভের বিনিময়ে ঐকদেশিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের ফুসফুস সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট হয় না ; কুক্কুটিশাবকবক্ষবৎ অপ্রসর বক্ষস্থিত উৎকর্ষহীন ও ক্ষণভঙ্গুর ফুসফুসে সহজে ও সত্বর গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি পুরুষানুক্রমিক রোগপ্রবণতা হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শে ইহাদিগের সর্দ্দি ও ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণ হয়। সহজেই উদরাময় জন্মে এবং প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় বিষ্ঠা সহ প্রায়শঃ অপক্ক ভুক্তবস্তু নির্গত হইয়া যায়।

অনেকের বাল্যাবস্থায় অস্থিরোগ থাকে। ইহাদিগের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরোপাদানের উৎকর্ষের বিনিময়ে যেন সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি এবং মানসিক উন্নতি হইতে থাকে। ইহাদিগের সুদীর্ঘ ও শ্রীমান দেহের মুখশ্রী ও চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ এবং সুমার্জ্জিত বুদ্ধি পরিস্ফূরিত হয়।

যুবক, যুবতী উভয়েরই রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় সহজেই বক্ষে ও কণ্ঠায় পুনঃপুনঃ সর্দ্দির আক্রমণ নিবন্ধন অত্যন্ত স্বরভঙ্গের সম্ভাব্য বৃদ্ধি দেখা যায়। বক্ষে প্রবলতাসহ শোণিতগতির বৃদ্ধি প্রযুক্ত সঙ্কুচিত ভাব জন্মে; বাম ফুসফুসচূড়াভেদকারী বেদনা হয়; রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; প্রতিদিন অপরাহ্ণ সময়ে হেক্‌টিক বা প্রলেপক জ্বরসহ প্রায়শঃ স্বরলোপ, গণ্ডের রক্তিমা ও শুষ্ক কাসি হয় এবং রজনীতে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। **পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১ টার সময় উদর শূন্য বোধ হয় এবং রজনীতে অস্বাভাবিক ক্ষুধানিবন্ধন নিদ্রাভঙ্গে আহারের আবশ্যকতা জন্মে** ও আহার না করিলে মূর্চ্ছার ভাব হয়। এই সকল লক্ষণের ক্রমবৃদ্ধির সহিত ফুসফুস ধ্বংস হওয়ায় গহ্বরোৎপন্ন হয়। উভয় **অংসফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালা ফসফরাসের** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিশেষতঃ শেষ রজনী ও প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণ শুভ্র ও চিমসে ভাবের এবং অনেক সময়ে শোণিতরেখাযুক্ত গয়ার নিষ্ঠুত হয়।

এমনিয়াম মিউ—অংসফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থানে শৈত্যানুভূতি থাকিলে থাইসিসে ইহা প্রযুক্ত হয়।

এণ্ডোকার্ডাইটিস বা হৃদন্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ এবং মায়কার্ডাইটিস বা হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ।—সাধারণতঃ তরুণ রসবাত ও নিউমনিয়ার উপসর্গরূপে এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে **ফসফরাস** প্রদর্শিত হয়।

অমাশয়রোগ—অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ; আমাশয় ক্ষত ; আমাশয়ের ক্যান্‌সার প্রভৃতি।—ফস্‌ফরাস্‌ লক্ষণে ভুক্তবস্তুর উদ্‌গীরণ ও রোমন্থনের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাশয়ের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পুরাতন অজীর্ণ রোগে উপরি-উক্ত লক্ষণের বর্ত্তমানতা ফসফরাস প্রদর্শন করে। আমাশয়-সংযুক্ত অন্ননালীসীমার আক্ষেপ বশতঃ ভুক্তবস্তু উদ্‌গীর্ণ হইয়া মুখে প্রবেশ করাই সম্ভবতঃ এই রোমন্থনের কারণ।

ফস্‌ফরাস্‌ অজীর্ণদোষ কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। রোগী শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে লালসা করে, তাহাতে কিয়ৎ কালের জন্য তৃপ্তি বোধ হইলেও আমাশয়তাপে উষ্ণ হওয়া মাত্রই তাহার বমন হইয়া যায়; বিবমিষাহীন উদ্‌গীরিত রক্তের নিষ্ঠীবন ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। সিপিয়া, সল্‌ফার এবং নেট মিউরের ন্যায় পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় আমাশয়ের দুর্ব্ব-লতা বা আমাশয় স্থলে "কিছু নাই নাই ভাবের" অনুভূতি ফসফরাসে অন্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অম্লোদ্‌গার উঠে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে অংসফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা থাকে। ব্রায়ন্ন ন্যায় ইহাতেও জিহ্বা-মধ্য বাহিয়া শুভ্র লেপ দৃষ্ট হয়। সাল্‌ফারের ন্যায় রজনীতে রোগীর ক্ষুধা হয় এবং কিছু আহার না করা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না। পুরাতন অজীর্ণরোগে ভুক্তবস্তু আমাশয় সংলগ্ন হওয়া মাত্রই বমন হইয়া যায়; বিসমাথেও এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং আমাশয়ের বেদনা ও জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

আমাশয়ের ছিদ্রোৎপন্নকারী ক্ষত, ক্যান্‌সার বা কর্কট রোগ এবং অবদরণ প্রভৃতি উপাদানধ্বংসকারী বা বিশ্লেষণকারী রোগেও ইহার প্রযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। আমাশয়ের কোন সীমাবদ্ধ

স্থানে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য। কিছু আহার মাত্রই বমন হয়। বমনসহ ভুক্তবস্তু ও চাপ চাপ নরম কাফি-চূর্ণবৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উঠে। রোগী ক্রমে শীর্ণ ও রক্তহীন হইতে থাকে।

বমন বা ভমিটিং।—পুরাতন বমনরোগে **ফস্‌ফরাস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। শীতল জলে অত্যন্ত তৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু জল পান করিলে **তাহা আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন হইয়া যায়।** আমাশয়ের ক্ষত ও ক্যান্‌সার রোগের রক্তবমনেও ইহা উপকারী। ঋতুরোধ ঘটায় আমাশয় হইতে ঋতুর অনুকল্প থক্তবমনও এতদ্দ্বারা নিবারিত ও ঋতু সহজ হয়।

বিস্মাথ—আহার মাত্র আমাষয়ে জ্বালা হওয়ায় রোগী ভুক্তবস্তুর বমন করে।

ক্যাল্‌কে কার্ব্ব—দুগ্ধপান মাত্রই অম্ল হয় ও চাপ বাঁধিয়া বমন হইয়া যায়।

উদরাময়।—পুরাতন উদরাময়ে **ফস্‌ফরাস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। প্রত্যূষে সবুজবর্ণ আম ও অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর রেচন হয়; প্রায়শঃ উদরে বেদনা থাকে না। বিষ্ঠা সরলান্ত্রে প্রবেশমাত্র নিঃসৃত হইয়া যায়। বিষ্ঠাসহ **সাগুদানা, ভেকের ডিম, ভাত বা মোমের টুক্‌রা প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ** থাকিয়া **ফস্‌** প্রদর্শিত করে। ইহার উদরাময় অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী। ইহা অন্ত্রের, বিশেষতঃ তাহার কোলন ও সরলান্ত্রাংশের **পক্ষাঘাত** আরোগ্য করিতে সক্ষম। রোগী বোধ করে যেন মলদ্বার ফাঁক্‌ হইয়া আছে। **এপিসেও** এ লক্ষণ দৃষ্ট হয়; **ফসের** ন্যায় **এলোজেও** অনৈচ্ছিক মলত্যাগ আছে। **ফস্‌ফরাসে** বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণ মল নিঃসরণ হয় এবং অনেক সময়ে রোগী বমন করে; ফলতঃ পূর্ব্বকথিতরূপ পীত পদার্থ আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন

হইয়া যাওয়া ইহার অন্যতম প্রদর্শক লক্ষণ। **উষ্ণ বস্তু আহারেও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়।** উদরাময়সহ আমাশয়ের প্রসিদ্ধ **দুর্ব্বলতা** অথবা তথায় **"কিছু নাই ভাবের" অনুভূতি** এবং **অংসফলকাস্থিদ্বয়মধ্যস্থানের জ্বলা থাকে।** কলেরার প্রাদুর্ভাবকালের উদরাময়েও অনেক সময়ে ইহার উপকারিতাদৃষ্ট হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ।—**ফস্‌ফরাসের** কোষ্ঠবদ্ধ সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে। তথাপি সরু, শুষ্ক, চিমসে, লম্বা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন বিষ্ঠার ন্যাড় কষ্টে ত্যাগ হইলে ইহা তাহার ঔষধ।

যকৃৎ রোগ—রক্তাধিক্য, ন্যাবা বা জণ্ডিস্, সিরসিস্, বসাপকৃষ্টতা, ওয়্যাক্‌সি লিভার, ইয়েলো এট্রফি অফ্ দি লিভার প্রভৃতি।—সাক্ষাৎ অথবা গৌণ যে ভাবের ক্রিয়াদ্বারাই হউক **ফস্‌ফরাস** যকৃতের অতি শোচনীয় ও সাংঘাতিক উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। এই ক্রিয়াফলে যকৃতের রক্তাধিক্য, বেদনা, গুরুত্ব এবং বিবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের ক্রমপরিস্ফুরণে যকৃতের উপরিলিখিত সর্ব্ববিধ রোগজ পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও উপরিউক্ত রোগনিচয়ের অবস্থাবিশেষে **ফস্‌ফরাসের** প্রয়োগের স্থল উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার রোগের কামল বা জণ্ডিস্‌লক্ষণও যে সহজ নহে তাহা ইহার মূল উপদানগত রোগের গুরুত্বেই অনুমিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাবশতঃ নাড়ী ধীরগতি অথবা দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যকৃতে শোণিতগতির বাধাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, এবং অতি কঠিন প্রকারের উদরী প্রভৃতি শোথ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া জানিতে হইবে। শোণিতাপকৃষ্টতা, হৃদ্রোগ ও অস্থিরোগ প্রভৃতি **ফস্‌ফরাসের** যকৃৎরোগের সাধারণ ফল।

প্যাংক্রিয়াস্ রোগ।—টুবার্কলরোগগ্রস্ত রোগীদিগের যকৃৎ,

হৃৎপিণ্ড ও কিড্‌নি প্রভৃতি যন্ত্রের বসাপকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে প্যাংক্রিয়াসেরও তদ্রূপ রোগ জন্মিয়া থাকে অথবা কখন কখন মধুমেহ বা ডায়াবিটিস মেলিটাস ও এল্‌বুমিনুরিয়া রোগ হইতেও ইহার ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়; ভুক্তবস্তুর বসা বা তৈলময় পদার্থ পরিপাক ইহার ক্ষরিত রসের ক্রিয়া। প্যাংক্রিয়াসের উপাদানের ধ্বংস হইলেই বসাপদার্থ পরিপাক হয় না উদরাময়ের বিষ্ঠাসহ তাহা **ভেকের ডিম, সিদ্ধ করা সাগু** অথবা **মোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তুপাকারে** নির্গত হয়। বিষ্ঠামধ্যে এই বিশেষ পদার্থের বর্ত্তমানতাই এই রোগের পরিচায়ক এবং প্রদর্শক।

নেফ্রাইটিস, ব্রাইট'স ডিজিজ অথবা এল্‌বুমিনুরিয়া (বৃক্ক প্রদাহ)।—এ রোগের চিকিৎসায় **ফস্ফরাস** আমাদিগের একটি প্রধান অবলম্বন। ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি উপস্থিত থাকে। রোগী অতি স্পষ্ট রূপে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং অত্যন্ত অলস ও নিদ্রালু রোগীর হস্তপদ শীতল হয়। প্রাতঃকালে অধিকতর ক্লান্তি বোধ এবং সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয় কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। রোগীর কার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মে, মাথা ঘোরে, স্মরণশক্তির হ্রাস হয় এবং মস্তকের, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশের গুরুত্বসহ বেদনা হয়। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের শোথ, চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা সমল হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণ, মুখের শোথ, ক্ষুধার অভাব এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলকর সাদাটে ও বেদনাহীন উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ অতি গভীর স্বাস্থ্যহানির পরিচয় দেয়। কিড্‌নির বসাপকৃষ্টতা রোগেই **ফস্ফরাস** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। মূত্রে "ওয়্যাক্‌সিকাষ্ট" বা "বসাখণ্ডবৎ পদার্থের ছাঁচ" থাকে। ঘোর কটাবর্ণ অপ্রচুর মূত্র এল্‌বুমেনযুক্ত হয় অথবা অদুপরিস্থ সরে রামধনুবৎ বর্ণের রেখা বা বিন্যাস দৃষ্ট হইতে থাকে। উপসর্গরূপে ফুসফুস্‌রোগের বর্ত্তমানতা **ফস্ফোরের** বিশেষ উপযোগিতা নির্দ্দেশ করে এবং বাম পার্শ্বে শয়নের অপারকতা ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক থাকে। বমন এবং আমাশয়বিকার

প্রায়শঃ উপস্থিত হয়। মূত্ররোধনিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পক্ষেও ইহা বিলক্ষণ উপযোগী ঔষধ।

ধ্বজভঙ্গরোগ বা ইম্পোটেন্স্‌।—জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলস্বরূপ ধ্বজভঙ্গ ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** উপকারী। যুবা পুরুষদিগের স্বাভাবিক কামোদ্দীপনা পরিতৃপ্তির অভাব বশতঃই হউক অথবা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত উপরি উক্ত উদ্দীপনা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ যে রোগ জন্মে তাহাতেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। **কনায়াম**-রোগীর স্বাভাবিক উত্তেজনা থাকিয়াই পরে ধ্বজভঙ্গ ঘটে। অত্যধিক লবণব্যবহারনিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ **ফস** আরোগ্য করিয়াছে। ইহাতে মলবেগের সহিত বীর্য্যপাত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাধিক্য; আর্ত্তবাভাব; অনুকল্প রজঃস্রাব বা ভাইকেরিয়াস্‌ মেনৃষ্ট্রুয়েষণ।—**ফস্‌ফরাসের** রজোবাহুল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এ রোগে অধিক পরিমাণে ফেকাসে রক্তস্রাব হয় ও তাহা অধিক কাল থাকে। ঋতুকালে রোগিণী দুঃখিত থাকে ও ক্রন্দন করে।

আর্ত্তবাভাব বা ঋতুরোধ এবং স্বল্পঋতুস্রাবে অধিকাংশ সময়ে **ফস্‌ফরাসের** কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে অতি বিলম্বে বিলম্বে অপ্রচুর ঋতুস্রাব হয়। ঋতুরোধ ঘটিলে তাহার **অনুকল্পরূপে রক্তকাসি ও রক্তবমন** হইলেও ইহা উপকারী। অনুকল্প ঋতুস্রাব নাসিকা হইতে হইলে **ব্রায়** তাহার ঔষধ।

বন্ধ্যত্বারোগ।—অস্বাভাবিক কামোদ্দীপনাপ্রযুক্ত বন্ধ্যাদোষ ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ঠুন্‌কো, স্তনস্ফোটক বা ম্যামারিএব্‌সেস।—স্তনে স্ফোটক জন্মিলে, অবস্থানুসারে **ফস্‌ফরাস** দ্বারা বিশেষ কার্য্য

পাওয়া যায়। স্তনের প্রদাহ বিসর্পবৎ (ইরিসিপেলাটাস) আকার ধারণ করে। স্ফোটকের রন্ধ্রমুখ হইতে লোহিতবর্ণ রেখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। পাতলা, জলবৎ ও বিদাহী স্রাব হয়। কখন বা ক্ষতমুখের বিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজেই রক্তস্রাব ঘটে। ইহা এ স্থলে **সিলিসিয়ার** কার্য্যপূরকরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ।—**ফস্ফরাসের** ক্রিয়ায় শোণিতের ফাইব্রিণাংশ বিশ্লেষিত হওয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে না; এজন্য যে কোন যন্ত্রোপাদানের. বিশেষতঃ এল্বুমিনুরিয়া রোগে আমাশয় এবং ফুস্ফুস্ প্রভৃতির উপাদানের শিথিলতা ঘটিলে, কিম্বা সাধারণ ক্ষত জন্মিলে কি অর্ব্বুদাদিতে ক্ষত হইলে সহজেই রক্তস্রাব হয়। এই প্রকার রক্তস্রাব নিবারণে **ফস্** অদ্বিতীয় ঔষধ।

ডায়াবিটিস মেলিটাস বা মধুমেহ।—টুবার্কুলাস ও গাউটধাতুদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ডায়াবিটিস্ রোগে প্যাংক্রিয়াসের উপাদানবিকার ও ক্রিয়াহানিবশতঃ পূর্ব্বকথিত উদরাময় দৃষ্ট হইলে **ফস্** উপকারী। রোগী রসশ্লৈষ্মিকা ধাতুবিশিষ্ট হইলে **নেট্রাম সাল্ফ** ঔষধ; ইহাতে মুখ ও গলা শুষ্ক থাকে। ডায়াবিটিসরোগে শীর্ণ রোগীর পিপাসা থাকিলে ও গ্যাংগ্রিণ হইলে **আর্স** তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—অধঃহন্বস্থির নিক্রোসিস্; মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত বা কেরিজ।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **ফসফরাসের** বিষক্রিয়ানিবন্ধন অস্থিবিকার, বিশেষতঃ অধঃচোয়ালাস্থিতে ইহার ধ্বংসকর বিকারোৎপাদনের বিষয় অবগত হইয়াছি। স্বাভাবিক রোগে দন্তোদ্গম বিভ্রাট অথবা অস্থিসংলগ্ন গ্রন্থির প্রদাহ বশতঃ কখন বা ঊর্দ্ধ চুয়ালাস্থির নিক্রোসিস্ বা ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে **সিলিসিয়ার** ব্যবহারে নষ্ট অস্থি দূরীভূত হইলে **ফস্** অবশিষ্ট অস্থির স্বাস্থ্যসম্পাদন-দ্বারা রোগের গতির বাধা জন্মাইতে সক্ষম। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের

মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষতরোগেও অবস্থানুসারে ফস্‌ আমাদিগের সাহায্যকারী। এ স্থলে রোগীর বিশেষ শারীরিক গঠন ও রোগ-প্রবণতাই ঔষধনির্ব্বাচনের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে। ইহারা বক্ষরোগপ্রবণ থাকে; সামান্য কারণে ইহাদিগের সর্দ্দি ও কাসি হয়। সাল্‌ফারের ন্যায় প্রাতঃকালীন উদরাময় প্রায় লাগিয়া থাকে। বিষ্ঠা সাধারণতঃ অজীর্ণ ভুক্তবস্তুমিশ্রিত।

উপরিউক্ত অস্থিক্ষতসংস্রবে অধিকাংশ সময়ে তৎসংলগ্ন মেরুমজ্জাংশ উদ্দীপিত হয় ও ফলস্বরূপ মেরুদণ্ডের স্থানবিশেষে জ্বালা, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা শরীর বেড়িয়া কশা থাকার অনুভূতি এবং প্রথমে হাঁটার কষ্ট ও পরে সম্পূর্ণ অক্ষমতা উপস্থিত হয়। শিশু পৃষ্ঠে কোন প্রকার তাপপ্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় মলদ্বার প্রভৃতি শরীরবহির্দ্বারের সঙ্কোচক পেশীতে শিথিল ভাবের অনুভূতি জন্মে।

হিপ্‌ডিজিজ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিরোগ; নী-ডিজিজ, হোয়াইট-সোয়েলিং বা জানুসন্ধি রোগ বা শিবামুণ্ড।—সর্ব্বপ্রকার সন্ধির উপরেই ফস্‌ফরাসের ন্যূনাধিক ক্রিয়া থাকিলেও হিপসন্ধি ও জানুসন্ধিরোগেই ইহা বিশেষতা লাভ করিয়াছে। গণ্ডমালাধাতুর শিশু-দিগের মধ্যে অনেক সময়ে এরূপ রোগ দৃষ্টিগোচর হয়। এস্থলেও শিশুর বিশেষ শারিরীক গঠনাদিই ঔষধ নির্ব্বাচনের সাহায্যকারী। ইহা সিলিসিয়ার কার্য্যপূরক রূপে ব্যবহৃত হয়।

নালীক্ষত বা ফিশ্চুলা।—গ্রন্থির এবং সন্নিহিত স্থানের নালীক্ষতরোগে ফস্‌ফরাস উপকারী। ক্ষতের কিনারায় অসার মাংস ফাঁপিয়া উঠে এবং পাতলা পূয়বিশিষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিদাহীগুণযুক্ত স্রাব হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে প্রায় বেলাডনার ন্যায়, কিন্তু সিলিসিয়াপেক্ষা অধিকতর বিসর্পবৎ রক্তিমা বিস্তৃত থাকে।

অধিকাংশ সময়েই ক্ষতে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা করে এবং হেক্‌টিক জ্বর, রজনীঘর্ম্ম, উদরাময় এবং অপরাহ্নে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়।

পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ।—নাসিকা, কর্ণ এবং জরায়ুর, বিশেষতঃ নাসিকার পলিপাস্ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে **ফস্‌ফরাস** উপকারী। **ক্যাল্কেরিয়া, টুক্রিয়াম** এবং **স্যাঙ্গুনেরিয়া** ইহার অন্য উপযোগী ঔষধ।

টাইফয়েড বা সন্নিপাতজ্বর বিকার।—টাইফয়েড অথবা লো-রেমিটেণ্ট জ্বর প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত যে কোন প্রকার জ্বরে অত্যধিক স্নায়বিক বলহানি ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জাই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। রোগী বিবর্ণ হইয়া যায়। জিহ্বা পিচ্ছিল, চট্‌চটে ও সূত্রবৎ ক্লেদের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা সহজে জিহ্বা হইতে ছাড়ে না। ইহা দন্তমাড়ি ও দন্তসহ মলরূপে (sordes) সংলগ্ন থাকে, কিছুতেই তাহা পরিষ্কার করা যায় না। মস্তক, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টতঃ শীতল এবং দেহকাণ্ড উষ্ণ থাকে। বক্ষ এবং উদরে শোণিতাধিক্য জন্মে। প্রশ্বাস তপ্ত হয়। বক্ষে শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত নিউমনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়; ফুস্‌ফুসে শোণিতস্রাবও বিরল নহে। ব্রঙ্কাইটিস্ বর্ত্তমান থাকে। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ শ্রুত হয়। রোগীর তীব্র তৃষ্ণা শীতল জলপানে প্রশমিত হয় কিন্তু জল আমাশয়াভ্যন্তরে তপ্ত হওয়ামাত্রই বেগে বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। উদরাময় নিত্যলক্ষণরূপে উপস্থিত থাকে ও কিছু আহার করিলেই কাল্‌চে, রক্তযুক্ত, আঁইসবৎ পদার্থমিশ্রিত মলত্যাগ হয়। যকৃৎ ও প্লীহা বিবৃদ্ধ ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পূর্ব্বকথিতরূপ কঠিন, সরু ন্যাড়ের মলত্যাগ হয়। জ্বরকালে রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। হস্ত গাত্রবস্ত্রের বাহিরে লয়। প্রচুর ঘর্ম্ম হইলেও তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না।

ফলতঃ টাইফয়েড জ্বরের স্নায়বিক দুর্ব্বলতার প্রাধান্যনিবন্ধন রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের পক্ষাঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকায় ফস্‌ফরাস্ অনেক সময়ে ফলপ্রদ হইয়াছে। এই অবস্থায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন রোগী ঘড় ঘড় শব্দে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে। হস্তপদাদি শীতল ঘর্ম্মবৃত এবং নাড়ী লুপ্তপ্রায় হয়।

আর্সেনিক—ইহাতেও আহারমাত্রই রোগী মলত্যাগ করে। উভয় ঔষধই তৃষ্ণায় শীতল জল চাহে কিন্তু **আর্স** তাহা সহ্য করিতে পারে না, পানমাত্রই বমন করে, উষ্ণ জলে উপশম পায়; **ফস**-রোগী শীতল জলে উপশম পায়, কিন্তু আমাশয়তাপে তাহা উষ্ণ হইলেই উঠিয়া যায়। ফলতঃ **রাস**সহ **আর্সের** যেরূপ সম্বন্ধ, **ফস এসি** সহ **ফসের** তদ্রূপ সম্বন্ধ। **রাস** রোগের গভীরতর অবস্থায় যেরূপ **আর্স**, **ফস এসি** রোগের তদাবস্থায় **ফস** প্রদর্শিত হয়। **ফস**, **ফস্‌ রাসে ফস এসি** অপেক্ষা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়চৈতন্যের উত্তেজনা এবং জিহ্বার শুষ্কতা অধিকতর থাকে। **রাসেও** উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়াদির অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকায় **ফস** দ্বারা টাইফয়েড নিউমনিয়ার উপশম না হইলে **রাস** প্রয়োগোপযুক্ত হয়।

কার্ব্ব ভেজ—**ফসেরও** পরে অর্থাৎ কলাপ্‌স্ বা পতন লক্ষণ অতিশয় প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ইহার সময় উপস্থিত হয়। সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে। পরিপাক যন্ত্রে ইহার অধিকতর ক্রিয়া থাকায় উদরস্ফীতি প্রভৃতি ঔদরিক লক্ষণের এবং **ফসের** ক্রিয়া মস্তিষ্ক ও মেরু মজ্জায় অধিকতর থাকায় তৎসংক্রান্ত লক্ষণের বাহুল্য হয়।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার; হেক্‌টিক্ বা প্রলেপক জ্বর।—ইহার স্বাধীন সবিরাম জ্বর প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ আমরা ইহার জ্বর হেক্‌টিক্ বা প্রলেপক

প্রকারের দেখিয়া থাকি। ফলতঃ জরোৎপত্তির কারণের বিভিন্নতা ব্যতীত উভয় জরমধ্যে লক্ষণগত বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

প্রত্যহ অপরাহ্নে ন্যূনাধিক শীত এবং হস্তপদাদিশরীরসীমায় বরফবৎ শীতলতা উপস্থিত হইলে তাপের আক্রমণ হয়। রজনীতে তাপ থাকিতেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ও অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ রোগী কিছু না খাইয়া থা কতেই পারে না। জ্বরত্যাগে সম্পূর্ণশরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী ক্রমে শয্যাগত হয়। ইহার জ্বর অতীব স্নায়বিক শক্তির অপহারক।

হামজ্বর বা মিজল্‌স্।—উদ্ভেদ সুচারুরূপে নিষ্ক্রান্ত না হওয়ায় বক্ষের প্রদাহিক আক্রমণ হইলে **ব্রায়ন্স** তাহা বহির্নিষ্ক্রান্ত করিয়া বক্ষবেদনা, ও কাসি প্রভৃতির উপশম করে, কিন্তু বক্ষরোগ গভীরতর টিস্যু আক্রমণ করায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়ায় পরিণত হইলে **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগোপযুক্ত হয়। শুষ্ক দুর্ব্বলকর কাসি এবং শ্বাসকষ্ট ইহার প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

ষ্টিক্‌টা—অবিশ্রান্ত শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসির রজনীতে শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে উপযোগী। শুড়শুড়িযুক্ত বিরক্তিকর কাসি।

রুমেক্‌স্—ব্রঙ্কাইয়ের শুড়শুড়িযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি।

ড্রসিরা—হুপ্ শব্দক কাসির ন্যায় কাসি।

স্যাবাডিলা—সর্দ্দিলক্ষণ, হাঁচি ও ললাটদেশে শিরঃশূল। কোন কোন দেশব্যাপক হামজ্বরকালে ইহার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

লেক্‌চার ৪৩ (LECTURE XLIII.)

থুজা (THUJA.)

প্রতিনাম।—থুজা অক্‌সিডেণ্ট্যালিস্।

সাধারণ নাম।—আর্ব্বর ভাইটি।

জাতি।—কনিফেরি।

জন্মস্থান।—উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডা দেশে বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—টাটকা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে চল্লিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—মূল অরিষ্ট হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ হইন্—রোগীর কতিপয় সপ্তাহ হইতে মূর্দ্ধাদেশে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা; রোগী অনুভব করে কেহ যেন সর্ব্বদাই তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতেছে, কিছুতেই এই চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না; ৩০, উপশম। ডাঃ কাংকেল—মৃগীরোগ হইতে শিরোঘূর্ণন; ন্যূনাধিক কালান্তর আংশিক সংজ্ঞাহীনতা; আক্রমণের পূর্ব্বে মস্তকে বিশেষ একরূপ অনুভূতি জন্মে; তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া সহ্য হয় না; মুখ হইতে একরূপ পচাটে জল উদ্গীরিত হয়; গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে বেদনা মস্তকের সম্মুখে যায়; মধ্যে মধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, আমাশয়দেশ চাপে অসহিষ্ণু থাকে; ৩০০, আরোগ্য। ডাঃ মুর—৬৫ বৎসরের অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, দক্ষিণ চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে ৪ বৎসরের চর্ম্মকীল; অল্পদিন হইল দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণ বেদনাযুক্ত হইয়াছে; ৩, সেবনে ও মূল আরকের

উপচয়।—প্রাতঃকালে এবং পূর্ব্বাহ্ণে; রজনী ৩টায় এবং অপরাহ্ণ ৩ টার পরে; শয্যাতাপে; সুরাসারযুক্ত মদ্যপানে; ধুম্রপানে।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে; তাপে; শরীরচালনায়।

সম্বন্ধ।—থুজার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, ককু, ক্যাম্ফর, মার্ক, পাল্‌স্ ও সাল্‌ফার।

থুজা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক, আয়ডি, নাক্‌স্ ভ, সাল্‌ফার; কাফির অপব্যবহারের।

থুজা যাহার পরে প্রযোজ্য—মেড, মার্ক, নাই এসি।

কার্য্যপূরক।—মেড, স্যাবা এবং সিলিকন।

মেঢ্র ত্বকের ওয়ার্ট রোগে থুজা অপেক্ষা সিনেবারিস প্রশংসনীয়।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যানা স্যাট্, ক্যান্থা, কোপেরা, ইগ্নে, মার্ক, নাই এসি, পাল্‌স, ষ্ট্যাফি ও সালফার।

বহিঃপ্রয়োগে ২৭দিনে আরোগ্য। ডাঃ হিল্‌স—উপতারায় উপদংশজ প্রদাহ ও শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমা দ্বারা কনীণিকা বা পিউপিলের প্রায় সম্পূর্ণ রোধ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ কুপার—একটি বালিকার মুখের, ললাটের, গ্রীবার ও কর্ণের খুস্কি বা পিটিরিয়াসিস্ দিবসে ও গরম জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি পাইত; ১০, আরোগ্য। ডাঃ হিউজ—রোগীর বয়স ৬৩; কর্ণরন্ধ্রের কোষময় উপাদানযুক্ত বহুপাদার্ব্বুদ বা পলিপাস্; ফেকাসে লোহিত পলিপাস বাম কর্ণরন্ধ্র প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিল; উহা স্পর্শ করিলেই রক্ত এবং কর্ণ হইতে পূয় ও শ্লেষ্মা পড়িত; কর্ণে তীরবেধবৎ বেদনা কেবল ষ্টাউট মদ্যপানে উপশম হইত; কর্ণে প্রায় শুনিতে পাইত না; প্রথমে ১২, পরে ৩০, আরোগ্য। ডাঃ হর্ণবি—লিঙ্গমুণ্ডপার্শ্বে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে ফুলকপি বা কলি ফ্লাউয়ারবৎ উপমাংশ দেখা যাইত; প্রচুর দুর্গন্ধ স্রাব; ১০০০ (m), আরোগ্য। ডাঃ কেলস্—মলদ্বারের কিনারায় বৃন্তযুক্ত শ্লেষ্মাগুটিকা বা ক্ষুদ্র সাইকটিক প্রবর্দ্ধন; দুর্গন্ধ স্রাব; মূল আরক এক ফোটা মাত্রায় ব্যবহারে অল্পদিনে আরোগ্য। ডাঃ হার্জবার্গার—জরায়ুর পলিপাস; প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর, অধিককালস্থায়ী ঋতুস্রাব। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও প্রচুর; ঋতু

[illegible]; ৩ সন্তানের মাতা; ৪, সেবনে ও মূল আরকের বহিঃপ্র

উপযোগীধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—ডাং গ্রভলের মতে সাইকসিসের ফলস্বরূপ রসজনক বা হাইড্রজিনইড প্রকৃতির পক্ষে উপযোগী। এই প্রকৃতিবিশিষ্ট শরীরোপাদানের জলধারণের শক্তি থাকায় বর্ষণ, শৈত্য, আর্দ্র আবহায়া, স্নান এবং যে সকল খাদ্য শরীরের জলভাগ বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধি করে। শ্লৈষ্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট স্থূলকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকেশ এবং রুগ্নত্বকযুক্ত ব্যক্তি।

গোবীজের টীকার কুফল (এণ্টিটা, সিলিক্‌) এবং পূয়ধাতু বা গণরিয়া বসিয়া অথবা তাহার কুচিকিৎসা (মেডো) নিবন্ধন রোগ।

রোগীর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক করা হইয়াছে; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু আছে; যেন সে কোন উচ্চ শক্তির ক্ষমতাধীনে আছে।

উন্মাদ রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে কি কাহাকে তাহাদিগের নিকটে যাইতে দেয় না।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণন (ল্যাকে, থিরি)।

শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তকপার্শ্বে পেরেক বসান হইয়াছে (কফি, ইগ্নে;) অথবা ঐ স্থানে বোতামের পিঠ চাপিত করা হইয়াছে; কামবিষয়ক অমিতাচারে, শরীর অত্যন্ত তাপিত হইলে এবং চা (সেলি) পানে রোগের বৃদ্ধি। উপদংশ অথবা সাইকসিস্‌ হইতে পুরাতন রোগ।

শুভ্র, আঁইসবৎ খুস্কি; কেশ শুষ্ক হইয়া স্খলিত হয়।

আঁতুড়ে শিশুর সাইকসিস্‌ বা উপদংশ প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহে (Ophthalmia) চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট অথবা রসবিম্বিকার ন্যায় বড় বড় দানা জন্মে; তাপপ্রয়োগে ও চক্ষু আবৃত রাখিলে রোগ

উপশম থাকে, চক্ষু অনাবৃত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ভেদ করিয়া শীতল বায়ুস্রোত বহিয়া যাইতেছে।

রজনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে; তাহার কিনারা শুষ্ক ও আঁইল-বৎ; তাহাতে অঞ্জনী ও অর্ব্বুদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডিলমার ন্যায় স্থূল কঠিন গিট জন্মে; ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া দ্বারা এই সকলের কিঞ্চিৎ উপশম হয় কিন্তু আরোগ্য হয় না।

কর্ণের পুরাতন প্রদাহে পচা মাংসের ন্যায় পূয়বৎ স্রাব; দানা, শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং কেকাসে লোহিত, সহজেই রক্ত-স্রাবপ্রবণ, কোষ গঠিত পলিপাস্ জন্মে।

দন্তের মূলদেশের ধ্বংস হয় কিন্তু চূড়া সুস্থ থাকে (মেজি—কিনারার ধ্বংস, ষ্ট্যাফি); দন্ত পীতবর্ণ হইয়া গুঁড়া হইয়া যায় (সিফি)। চা পানে দন্তশূল।

বোধ যেন উদরে কোন জন্তু ডাকিতেছে, উদরে কোন জীবন্ত পদার্থ নড়ার ন্যায় বোধ, উদরের স্থানে স্থানে ভ্রূণের হাত ঠেলিয়া উঠার ন্যায় বোধ (ক্রোকাস্, নাক্স্ ম)।

ভ্রমণে অথবা অশ্বারোহণে বাম আণ্ডাধার প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনায় রোগী উপবেশন বা শয়ন করিতে বাধ্য; ইহা প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বর্দ্ধিত।

কোষ্ঠবদ্ধের মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে ভয়ানক বেদনা হওয়ায় রোগী বেগ দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইলে, আংশিকরূপে বহিরাগত বিষ্ঠা সরলান্ত্রমধ্যে ফিরিয়া যায় (থ্যানি, সিলিক); উপবেশনাবস্থায় স্ফীত অর্শে অতি তীক্ষ্ণ বেদনা।

অতি প্রত্যুষে, পিপার মুখ হইতে পড়ার ন্যায়, গড় গড় করিয়া অনেক বায়ুসহ বেগে উদরাময়ের তরল মল ত্যাগ, প্রাতরাশ, কাফি পান এবং চর্ব্বিময় বস্তু ও পিঁয়াজ আহারের এবং গোবীজের টীকার পর তাহার বৃদ্ধি।

মলদ্বার ফাটা, বেদনাযুক্ত এবং চেপটা চর্ম্মকীল অথবা আর্দ্র শ্লেষ্মা-গুটিকাদ্বারা বেষ্টিত।

যোনির অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা নিবন্ধন সঙ্গমের ব্যাঘাত (শুষ্কতা জন্য লাইক, লাইসি, নেট্রাম)।

ত্বক্ সমল, কটা অথবা কটাসে শুভ্র এবং স্থানে স্থানে শুভ্র কলঙ্কযুক্ত, তাহাতে দানাময় ও বৃন্তযুক্ত (ষ্টাফি) বৃহৎ চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট জন্মে এবং কেবল আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

বোধ যেন মাংস পিটিয়া অস্থি হইতে পৃথক করা হইয়াছে (ফাইটল—যেন অস্থি চাঁছা হইয়াছে, রাস্)।

মূত্রত্যাগের পরে বোধ যেন মূত্রনালী বাহিয়া মূত্র আসিতেছে; মূত্রত্যাগ শেষ হইলে মূত্রনালীতে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা (সার্জা)।

ভ্রমণকালে জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া বোধ।

অনুভূতি জন্মে যেন শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাচনির্ম্মিত, সহজেই ভগ্ন হইবে।

পূয়ধাতু বসিয়া যাইলে সন্ধিবাত, প্রষ্টেট গ্রন্থিপ্রদাহ, সাইকসিস, ধ্বজভঙ্গ, শ্লেষ্মাগুটিকা এবং অনেক ধাতুগত রোগ জন্মে।

নখ কদাকার, বক্র ও ভঙ্গুর (এণ্টি ক্রু, মেড, সিলিক।

রোগকারণ— সাইকটিক বা গনরিয়া (পূয়মেহ) বিষ-দূষিত ধাতু থুজার অনেক রোগের মৌলিক কারণ। অত্যধিক কামবিষয়ক অত্যাচার, শরীর অধিক উত্তপ্ত হওয়া এবং অতিরিক্ত ভ্রমণপ্রযুক্ত ক্লান্তি ইহার রোগের অন্তবিধ ও সাক্ষাৎ কারণমধ্যে পরি-গণিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—থুজা প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়, মূত্রযন্ত্র, গুহ্য-দ্বার এবং ত্বক্ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের উত্তেজনা উৎপন্ন করে। ইহার ফলে উপরিউক্ত যন্ত্রাদির স্রাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা তীব্র,

ক্ষতকর এবং জৈবরসাদির বিশ্লেষণ ও শরীরোপাদানের ধ্বংশ সাধন করে। সালফার এবং মার্কারি যেরূপ সোরা এবং উপদংশবিষক্রিয়ার প্রশমনকারী, থুজা তদ্রূপ "সাইকসিস্" বা গনরিয়া বা পূয়ধাতুর বিষঘটিত রোগাদির উপশমকারী। ত্বকে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে চর্ম্মকীল এবং শ্লেষ্মাগুটিকার উৎপত্তি দ্বারা সাইকটিক বিষ বিশেষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—আমরা হানিমান-আবিষ্কৃত বিখ্যাত তিন প্রকার পুরাতনরোবিষের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। "সোরা" বা কুষ্ঠ, "সিফিলিস্" বা উপদংশ এবং "সাইকসিস্" বা গানরিয়া বা পূযধতু। এই তিন প্রকার পুরাতন রোগবিষমধ্যে সিফিলিস্‌সহ সাইকসিসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা একরূপ মধ্যবর্ত্তীস্থান অধিকার করে।

যাহা হউক উপরিউক্ত গনরিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে আরোগ্য না হওয়ায় পুরাতন ও স্থায়ী রোগে পরিণত হইলে অথবা পিচকারি দ্বারা স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি অপচিকিৎসাদ্বারা বসাইয়া দিলে উহা অচিরাৎ অতি প্রগাঢ়রূপে শরীরের তিগুঢ়তম জৈবপদার্থ আক্রমণ করিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাকে হানিমান সাইকটিক ধাতু-দোষ এবং উপরিউক্ত গনরিয়াবিষকে "সাইকসিস্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "সোরা" বিষ যেরূপ স্থানিক কচ্ছুরোগ দ্বারা, "সিফিলিস" যেরূপ জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক ক্ষত দ্বারা, গনরিয়াবিষ বা "সাইকসিস" তদ্রূপ প্রধানতঃ মূত্রনালীর স্থানিক প্রদাহ ও পূয়জনন দ্বারা বহিস্থ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। কুচিকিৎসাদি যে কারণেই হউক ইহারা শোষিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিলে শরীরস্থ রক্ত, রস ও উপাদানাদি কলুষিত করিয়া স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে শরীর-বাহিরভ্যন্তরে কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে।

তন্মধ্যে উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সাইকসিস রোগ বহিস্থক্রিয়োৎপন্নে জননেন্দ্রিয়ের ও মলদ্বারের কণ্ডিলমেটা বা শ্লেষ্মাগুটিকা ও ত্বকের ওয়ার্ট বা চর্ম্মকীল (বিশিষ্টরূপ কর্কশ ও এবুড়োখেবড়ো আঁচুলি) দ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

আমাদিগের বর্ণনীয় থুজার ঔষধগুণপরীক্ষাতেও তরুণ ও পুরাতন ধাতুগত সাইকসিস্ বা গনরিয়া সদৃশ ন্যূনাধিক তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট মূত্র-যন্ত্রের স্থানিক স্রাব ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি লক্ষণ এবং কণ্ডিলমা, ওয়ার্ট প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যন্তরীণ রোগের বহির্লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কার্য্য ক্ষেত্রেও ইহা সাইকসিস্‌ঘটিত নানাপ্রকার তরুণ ও পুরাতন বহিস্থ রোগ—গনরিয়াস্রাব, কণ্ডিলমা, ওয়ার্ট, রসবাত, এমন কি অর্ব্বুদ প্রভৃতি—আরোগ্য করিয়া ইহার অখণ্ডনীয় এণ্টিসাইকটিক বা পূয়ধাতু বিষনাশক গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কোন ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী অন্যমনস্কভাবে আর্বর ভাইটির পত্র চর্ব্বন করিলে তাহার রস উদরস্থ হইবার পর তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্র ও লিঙ্গমুণ্ডের কণ্ডিলোমা প্রভৃতি সহ যাবতীয় গনরিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হয় ও চিকিৎসা ব্যতীতই অল্পকালমধ্যে তাহা তিরোহিত হয়। এই ঘটনার ইঙ্গিত পাইয়া হানিমান আর্বর ভাইটির (থুজার) ঔষধগুণপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে জননেন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া ও তদুৎপন্ন লক্ষণ দৃষ্ট করিয়া গনরিয়াসহ ইহার লক্ষণাদির অতি নিকট সাদৃশ্য স্থিরীকরণে সমর্থ হয়েন।

থুজা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া নানাপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রলক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহার পুরাতন ও মৃদু প্রদাহে শ্লৈষ্মিক ছিল্লীর বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়াসের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য জন্মিলে কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকার উৎপত্তি হয়। পরে তাহার কোমলত্ব জন্মিলে চেপটা হইয়া ঝিল্লীসহ সংলগ্ন

হইয়া যায়। এরূপে নাসিকা, কর্ণ, মলদ্বার, মূত্রদ্বার এবং মূত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় শ্লৈষ্মিকঝিল্লীপথেরই ইহা সর্দ্দি বা ক্যাটারেল প্রদাহাবস্থা উপস্থিত করিলে তাহা হইতে ন্যূনাধিক সবুজাভ, অম্ল ও ক্ষতকর স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা ত্বকেরও অতিশয় রোগজ অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার মৃদুপ্রদাহে ত্বকের বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়ামের বিবৃদ্ধি জন্মিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ স্থানে চর্ম্মকীল বা ওয়রূট জন্মে; তজ্জন্য বহুবিধ চর্ম্মরোগের প্রতিকৃতিমূলক উদ্ভেদের আবির্ভাব এবং ত্বকের সহজ স্রাবেরও বিকৃতি—অম্ল ও বিদাহিভাব উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার কালব্যাপী ব্যবহারে পুরাতন বা অন্তর্ম্মুখী গনরিয়া-রোগের কুফলস্বরূপ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, রসবাত, শরীরিক শীর্ণতা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার রোগের অতি নিকট সাদৃশ্যবিশিষ্ট উপাদানগত পরিবর্ত্তন ও লক্ষণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সিনাবেরিস এবং স্যাবাইনা প্রভৃতি গনরিয়াবিষপ্রতিষেধক বা এণ্টি-সাইকটিক ঔষধপর্য্যায়ের ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ডাং ভনগ্রেভেলের মতে তাঁহার বর্ণিত হাইড্রজিনইড বা রসজনক ধাতুর পক্ষে গনরিয়া-বিষ অতি কুফলপ্রদ। প্রকৃতপক্ষেও এই সকল শিথিলপেশী, শোথিতবৎ রসপূর্ণ ব্যক্তিদিগের গনরিয়ারোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করিয়া দেহযন্ত্রকে নানাপ্রকার পুরাতন রোগের মন্দিরস্বরূপ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আর্জ্জেণ্টাইটিও, কি ঔষধগুণপরীক্ষায় কি বিষক্রিয়ায়, উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রগাঢ় ক্রিয়া-উৎপাদন করিয়া রোগবিষসহ তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটিত করে।

স্নায়ুমণ্ডলও যে এতদ্দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত ও বিচলিত হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকারবশতঃ রোগী চিন্তা করিতে পারে না, অতি ধীরে কথা বলায় বোধ হয় যেন কথা স্মরণ না হওয়ায় তাহার অনুসন্ধান

করিতেছে; ভুল কথার ব্যবহার করে। দৃঢ় কল্পনা জন্মে যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক হইয়াছে; যেন সে কাঁচনির্ম্মিত; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে। বাতুল স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগকে স্পর্শ করা অথবা তাহাদিগের নিকটস্থ হওয়া ভালবাসে না। রোগী বিরক্তির সহিত ত্রস্তভাব ধারণ করে; ক্ষিপ্রভাবে কথা কহে। কথা বলার অনিচ্ছা, প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বর্দ্ধিত। রোগীর ধারণা জন্মে সে আর জীবিত থাকিতে পারে না; জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করে। সামান্য বিষয়েও অতিশয় সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট, এবং ক্রোধপরবশ। কলহপ্রিয় ও অত্যধিক উত্তেজিত।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারবশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণণ এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলে তাহার উপশম; উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, নত হইলে ও উর্দ্ধে অথবা পার্শ্বে তাকাইলে শিরোঘূর্ণন।

অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতা; নিদ্রালুতা, অশান্তিপ্রদ নিদ্রা; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে কষ্টজনক এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপ্লব ঘটিয়া রোগী চক্ষুতে অধিকাংশ সময়ে পীতবর্ণ অগ্নিশিখা দর্শন করে; সূর্য্যালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ বোতলের ন্যায় বস্তু দৃষ্ট হয়; অন্ধত্ব; নিকটদৃষ্টি; দৃষ্টির অস্পষ্টতা, চক্ষু ড়গড়াইলে দূর হয়। কর্ণে ফুটন্ত জলের শব্দ। গলাধঃকরণকার্য্যে বাম কর্ণে উচ্চশব্দসহ করকরানি। নাসিকায় লোনামৎস্যনিঃসৃত জলের ঘ্রাণ। আস্বাদ মিষ্ট, প্রাতঃকালে পচা ডিম্বের ন্যায়; খাদ্য লবণহীন বোধ; পাউরুটি শুষ্ক এবং তিক্ত বোধ।

রজনীতে ললাট, ললাটপার্শ্ব এবং মস্তকপশ্চাতের ছিন্নবৎ অনুভূতির বৃদ্ধি। ললাটের বামপার্শ্বস্থ উচ্চস্থানে পেরেক বিদ্ধ করার ন্যায়

বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে পেরেক বসানের উদ্ভূতি অপরাহ্নে এবং বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধিক থাকে এবং মস্তকচালনায় ও ঘর্ম্মে তাহার হ্রাস হয়। ললাটপার্শ্বদ্বয় ভেদ করিয়া ছিদ্র করার স্থায় অনুভূতি; চা পানে শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

কঠিন, শুষ্ক এবং চাকচিক্যহীন কেশের স্খলন। মস্তকত্বক পর্শে বেদনাযুক্ত। মস্তকে স্রাবী এবং ক্ষতকর উদ্ভেদ। মস্তকে মধুর ঘ্রাণযুক্ত ঘর্ম্ম।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর বিকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝিনঝিনি। ভ্রমণকালে দেহ লঘুতর বোধ। শরীরের নানাবিধস্থানে সূচিবেধের অনুভূতি জ্বালায় পরিণত। আক্রান্ত শরীরাংশের শীর্ণত্ব ও অসাড়তা। গতিপ্রদস্নায়ুলক্ষণে শরীরোর্দ্ধাংশের ঝাঁকি। শরীরের সীমাবদ্ধ স্থানে খল্লীর স্থায় ঝাঁকি। এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত। দুর্ব্বলতার প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত। মুখমণ্ডল তপ্ত এবং আরক্ত। প্রাতঃকালে গণ্ডের বিসর্পবৎ স্ফীতি। মুখের অস্থিনিচয় স্পর্শে বেদনাযুক্ত। মুখের স্ফোটক এবং খোলসযুক্ত উদ্ভেদ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

চক্ষুর শুভ্র ত্বক্ বা স্ক্লেরটিকা প্রদাহযুক্ত ও রক্তবর্ণ। দুর্ব্বল চক্ষুতে বালুকা পড়ার স্থায় চাপ ও শুষ্কতা। কনীণিকার বিস্তৃতি। চক্ষুতে এবং চক্ষুপত্রে প্রচণ্ড জ্বালা ও হুলবেধের অনুভূতি। চক্ষুপত্রের প্রদাহ বশতঃ স্ফীতি এবং কাঠিন্য। চক্ষুতে আগন্তুক বস্তু থাকার অনুভূতি। স্পর্শে বাম ভ্রূদেশের ছিন্নবৎ অনুভূতির উপশম। রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে।

নাসারন্ধ্রে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং মামড়ি। নাসিকাপক্ষের স্ফীতি কাঠিন্য এবং টান টান ভাব। নাসিকাপক্ষের লোহিতবর্ণ, চুলকনাযুক্ত

উদ্ভেদ কথন কথন সিক্ত। নাসিকা হইতে পূয়াকার দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা-স্রাব। শুষ্ক সর্দ্দির জন্য নাসিকার অত্যধিক শুষ্কত্ববোধ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। নাসিকামূলে বেদনাযুক্ত চাপ।

স্বরযন্ত্রের কর্কশতা এবং স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা; স্বরযন্ত্রে শোঁ শোঁ শব্দ এবং তাহার স্থানবিশেষ বেদনাযুক্ত। ঘড় ঘড় শব্দের এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত শোঁ শোঁ শব্দের শ্বাসপ্রসাস; দৌড়ানের পরে যেরূপ হয় রোগী পুনঃ পুনঃ সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে; উৎকণ্ঠাসহ ঘন ঘন শোঁ শোঁ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস হইয়া রোগীর শ্বাস-রোধের উপক্রম হইলে সে পশ্চাদ্দিকে মস্তক নত করিতে এবং উঠিয়া বসিতে বাধ্য।

স্বরযন্ত্রের বেদনাসহ ক্রুপশব্দের গলা ভাঙ্গা, শুষ্ক ও আলগা, গলা বন্ধ করার ন্যায়, রক্ত মিশ্রিত গয়ারযুক্ত, বমনোদ্রেক কারী কাসি এবং স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক গলরোধকারী ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধিযুক্ত নানা-প্রকার কাসি। কোন অঙ্গ শীতল হইলে, কোন শীতল বস্তু আহার বা পান করিলে, শয্যায় শয়ন করিলে, কথা কহিলে, ক্রন্দন করিলে, কোন বস্তু পান করিলে এবং শীতল বায়ুতে, কাসির বৃদ্ধি। শীতল জল পানে ফুসফুসের আক্ষেপ। কোন শীতল বস্তু পানে ফুসফুসে সূচিবেধানুভূতি। স্থির থাকিলে অথবা শরীর চালনা করিলে হৃৎপিণ্ডের সাময়িক কম্পন। ঊর্দ্ধে উঠিতে হৃৎকম্প। প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে উৎকণ্ঠাসহ হৃৎকম্প হয় এবং বক্ষে প্রচণ্ড রক্তাধিক্যসহ হৃৎকম্পের শব্দ শ্রুত। সন্ধ্যাকালে শরীরে প্রচণ্ড স্পন্দন।

নাড়ী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ ও দ্রুত, প্রাতঃকালে ধীর ও দুর্ব্বল।

পরিপাকযন্ত্ররোগে মুখের কোণের নিকটে ঊর্দ্ধোষ্ঠের ঝাঁকি। ঊর্দ্ধোষ্ঠে চুলকনাযুক্ত, লোহিতবর্ণ উচ্চ স্থান। ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্পর্শাসহিষ্ণু

শীলতা। লিঙ্গমুণ্ডে এবং মেঢ্রত্বকে পর্য্যায়ক্রমে চুলকণা ও সূচিবেধের অনুভূতি। অণ্ডকোষচালিত হওয়ার অনুভূতি। রজনীতে বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান এবং রেতঃস্খলন। জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ অণ্ডকোষবেষ্টত্বকে এবং লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারব্যবধায়ক চর্ম্মে বা পেরিনিয়ামে প্রচুর ঘর্ম্ম। গনরিয়ার অন্তর্প্রবিষ্টতা বশতঃ সন্ধিবাত, প্রষ্টেটাইটিস্, সাইকসিস্ এবং ধ্বজভঙ্গ।

যোনির অত্যধিক অসহিষ্ণুতাবশতঃ সঙ্গমের ব্যাঘাত। ঋতুস্রাব অতিশয় অগ্রগামী ও অত্যল্প, তাহার পূর্ব্বে প্রচুর ঘর্ম্ম। জরায়ু-মুখে জাড়িক্ষতের ছাল ওঠা। শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বেত প্রদর বা লিউকরিয়া। মূত্র ত্যাগান্তে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কামড়ানি ও চুলকাণি। যোনিমধ্যে জ্বালা এবং কামড়ানি।

উপবেশনাবস্থায় বস্তিপশ্চাতে, মেরুদণ্ডাধঃসীমায় এবং উরুতে বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা ; অনেক সময় উপবেশনের পর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইবার ব্যাঘাত। গ্রীবাপশ্চাতের আকৃষ্টবৎ বেদনা। গ্রীবাপশ্চাতের ও পার্শ্বের কাঠিন্য ও টান টান ভাব, গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি, কনুইতে রসবিম্বিকা। অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রদাহ, চন্‌চনি, মৃতবৎ শীতলতা ও অসাড়তা।

ভ্রমণ কালে হিপসন্ধির শিথিলতার অনুভূতিতে বোধ যেন জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত। হিপসন্ধির কন্‌কনানি নিবন্ধন জঙ্ঘার প্রলম্বিত ভাব। পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। পদাঙ্গুলিতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পদের ঘর্ম্ম বসিয়া যায়। পদতল শিরাজালে চিত্রবিচিত্র।

উভয় অক্ষসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গ বিস্তৃত করিলে সন্ধির কর্‌করানি। নখ বাঁকা চুরা, ভঙ্গুর অথবা কোমল হইয়া যায়। রসবাত-রোগে সন্ধিতে অসাড়তা জন্মে, তাপে, রজনীতে অঙ্গচালনায় এবং রজনী ১২টার পরে তাহার বৃদ্ধি এবং শীতলতায় ও ঘর্ম্মের পরে হ্রাস।

ত্বকের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ হস্তে এবং জননেন্দ্রিয়ে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টের ন্যায় প্রবর্দ্ধন। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কীটদংশনের ন্যায় ভয়ানক চুলকনি। ত্বক্ সমল, স্থানে স্থানে কটাবর্ণ, তাহাতে কটালে সাদা কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কেশ পাতলাভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া কাটিয়া যায়। আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পিচকারী প্রভৃতি এলিওপ্যাথি মতের অপচিকিৎসা দ্বারা পূয়মেহ বা গনরিয়া অন্তর্ম্মুখী হওয়া অথবা বসিয়া যাওয়া।—অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়ার কুফল বা সাইকসিস্ ঘটিত রোগেই **থুজার** বিশেষ প্রয়োগিতা থাকিলেও অন্যান্য ঔষধের ন্যায়, লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে সাইকসিস্ ব্যতীত অন্য কারণোদ্ভূত রোগেও ইহার ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহা সাইকসিস্ ঘটিত রোগ চিকিৎসাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এজন্য এতদ্দ্বারা চিকিৎসিতব্য অধিকাংশ রোগেই রোগীর **কুচিকিৎসা দ্বারা গনরিয়া বসিয়া যাওয়ার বিবরণ** এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়া বা সাইকসিস্ **রোগের চিহ্নস্বরূপ** আক্রান্ত শরীরে **নিম্নলিখিত অন্যান্য কতিপয় বিশেষ লক্ষণের বর্ত্তমানতা থুজার প্রদর্শক।**

জননেন্দ্রিয় এবং মলদ্বারপার্শ্ব প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টের বর্ত্তমানতা।—উপরিউক্ত শরীরাভ্যন্তরীণ গনরিয়া বিবরণ এবং শরীরের সাধারণ সাইকটিক অবস্থার বর্ত্তমানতার চিহ্নস্বরূপ কণ্ডিলমেটা ও ওয়ার্টের উৎপত্তি **থুজার** প্রদর্শক। **কষ্টিকামও** একটি এণ্টিসাইকটিক ঔষধ। ইহার

লক্ষণেও ওয়ার্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ওয়ার্ট শৃঙ্গের ন্যায় গঠনবিশিষ্ট ও নিরেট এবং থুজায় তাহা বিদারণযুক্ত, যেন কাটা কাটা ভাবে ফুলকপির ফুলের বা কলি ফ্লাউয়ারের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ সহজ হইয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ রোগের অথবা বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের প্রকৃত্যানুসারেও কতিপয় রোগে থুজা প্রদর্শিত হয়, যথা—দন্তরোগ, দন্তমূলের ধ্বংস ও তাহার চূড়ার অবিকৃত অবস্থা; উদর-রোগে উদরে জন্তুর ডাকের ন্যায় শব্দ, উদরাভ্যন্তরে জীবন্ত জন্তু থাকার অনুভূতি অথবা উদরের স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে উচ্চতা জন্মিলে তাহা ভ্রুণের হস্ত দ্বারা হইতেছে বলিয়া অনুভূতি; মানসিক বিকারে রোগীর পার্শ্বে অপরিচিত ব্যক্তির বর্ত্তমানতা, তাহার শরীর এবং আত্মার পৃথকভাবে থাকার ধারণা এবং শরীর কাচ নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূতি; কোষ্ঠ বদ্ধে কঠিন ও বৃহৎ বিষ্ঠার ন্যাড়ের অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সকল প্রকৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ যে কোন রোগসহ উপস্থিত হইলে থুজা প্রদর্শিত হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে থুজা উপযোগী ঔষধ। এই শিরঃশূল "ক্লেভাস" নামে খ্যাত। ইহাতে অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকে অথবা ললাটপার্শ্বে উচ্চ স্থানে (Frontal eminence) পেরেক বসান হইতেছে **ইগ্নেসিয়ার** ওঅবায়ুরোগে মস্তকাভ্যন্তর হইতে মস্তকপার্শ্ব ভেদ করিয়া পেরেক বহির্দ্ধাবনের অনুভূতি "হিষ্টেরিক্যাল ক্লেভাস্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মস্তক এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলরোগে রোগী সাইকসিস্ দোষযুক্ত না হইলেও থুজা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত চা পান ইহার কারণ; ইহার অসহনীয় ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য। উপবেশন করিলে বেদনার ভয়াবহ বৃদ্ধিতে রোগী ক্ষিপ্তবৎ এবং এমন কি, সংজ্ঞাহীন হইতে পারে। মুখমণ্ডল, গণ্ডাস্থি এবং চক্ষুপ্রদেশ হইতে বেদনার আরম্ভ বলিয়া অনুভূতি জন্মে এবং তাহা মস্তকে বিস্তৃত হয়! স্পাইজিলিয়ার বেদনা মস্তকের পশ্চাৎপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলাদিতে যায়।

উন্মাদ রোগ বা ইনস্যানিটি।—থুজা আশ্চর্য্য প্রকারের মানসিক বিকার উৎপন্ন করে। অধিকাংশ সময়েই প্রগাঢ় সাইকসিস্ অথবা পূয়ধাতুরোগনিবন্ধন ধাতুবিকারই এইরূপ মানসিক বিপ্লবের কারণ। ইহাতে মৃদুপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে তাহা বিষাদবায়ু অথবা গুল্মবায়ু রোগের প্রকৃতি ধারণ করে। শেষোক্ত প্রকারের রোগসহ রোগিণীর ইগ্নেসিয়ার ন্যায় প্রসিদ্ধ "ক্লেভাস্ হিষ্টেরিকাস্" বলিয়া শিরঃশূল উপস্থিত থাকে। মস্তকপশ্চাতে ও ললাটের উভয় উচ্চতর স্থানে পেরেক বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা জন্মে।

ইহার উন্মাদাদি মানসিক বিকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাম অণ্ডাধারের মৃদু বেদনাসহ সংসৃষ্ট থাকে। রোগিণী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, দ্বেষপরবশ, কলহপ্রিয় এবং কিম্ভূত কিমাকার হয়। অতি নিকট আত্মীয়, এমন কি স্বামী ও মাতা পর্য্যন্তও তাহার বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। রোগের প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, কিন্তু রোগিণী বিলক্ষণ প্রতারণাপ্রিয় হয়। আপন মানসিক অবস্থা গোপন রাখিবার চেষ্টা করে, এমন কি, কিঞ্চিতকাল পর্য্যন্ত তাহা চিকিৎসকও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। থুজা রোগী বড় ক্ষিপ্রকারী, সহজেই উত্তেজিত হয়; রোগিণী একা থাকিতে চায়, মনে করে সে

অন্তঃসত্ত্বা, উদরে ভ্রূণের হস্তচালনা বুঝিতে পারে, কখন বা মনে করে তাহার উদরে জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে, কেহ তাহার পাশে পাশে যাইতেছে এবং তাহার শরীর এবং আত্মা পৃথক রহিয়াছে। মনে করে সে কাঁচ-নির্ম্মিত; কাচের ন্যায় স্বচ্ছ নহে কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, এজন্য কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না।

ফস্ফরাস্—মানসিক উদ্দীপ্তভাব প্রযুক্ত রোগী মনে করে তাহার শরীর খণ্ডাকারে বিছিন্ন আছে।

ব্যপ্টিসিয়া—রোগীর কল্পনা জন্মে যেন তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড অথবা দুইটি হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সংগ্রহ করণার্থ সে অনবরতঃ চতুর্দ্দিকে শরীর চালনা করে।

ষ্ট্র্যাম—ইহাতে রোগী মনে করে সে অতি বৃহৎ, তাহার হস্ত অতি বৃহদায়তন, অথবা সে ডবল বা দুইজন ইত্যাদি।

চক্ষুরোগ—আইরাইটিস্ বা উপতারাপ্রদাহ, ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষুপুট প্রদাহ, স্ক্লেরটাইটিস্ বা ঘনত্বক-প্রদাহ।

—গনরিয়া অথবা উপদংশ প্রযুক্ত জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের উপতারকায় বা আইরিসে শ্লেষ্মাগুটিকা জন্মিলে ও উপতারার প্রদাহরোগে, **থুজা** উপকারী। চক্ষুতে তীক্ষ্ণ খোঁচানি বেদনা ও তাপানুভূতি জন্মে। স্ক্লেরটিকের (চক্ষুর ঘনত্বকের) এবং চক্ষুপুটের প্রদাহ ও চক্ষুপুটে চর্ম্ম-কীল বা ওয়ার্ট জন্মিলে **থুজা** তাহার উপকারী ঔষধ। চক্ষুপুট জলপূর্ণ বোধ হয়। চক্ষুপুটকিনারায় প্রদাহ হইলে তথায় তুঁব বা ভূষির ন্যায় কীট জন্মে এবং চক্ষুপুটের কেশ রুগ্ন হইয়া যায়। চক্ষুপুটপার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ রোগে ইহা উপকারী।

পিনস্, পূতিনস্য বা অজিনা।

—**থুজার** উপদংশজ পুতিনস্য রোগে স্রাব গাঢ় এবং সবুজবর্ণ থাকে এবং অনেক সময়েই তাহার সহিত **থুজার** চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়।

দন্তশূল ও দন্তক্ষয়রোগ।—সাইকসিস্ বা গনরিয়ার গভীর আক্রমণে দন্তের মাড়ি বেদনাযুক্ত এবং তাহার মূল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, কিন্তু তাহার অপরাংশ দৃষ্টতঃ সুস্থ থাকিলে **থুজা** উপকারী।

পূয়মেহ বা গনরিয়া; একশিরা বা অর্কাইটিস্; প্রষ্টেটাইটিস্।—পূর্ব্বকথিত রসজনক বা হাইড্রজিনইড ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পূয়মেহ রোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাদিগের রোগ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করায় ক্রমশঃ ধাতুবিকারের নিদর্শনস্বরূপ একশিরা, প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহ, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত এবং শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমা ও চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এলপ্যাথিক পিচকারী প্রভৃতি ব্যবহারে গনরিয়াস্রাব বসিয়া যাওয়া রোগের বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তনের ও সাইকটিক ধাতুদোষের অতি সাধারণ কারণ। ইহার স্রাব পাতলা এবং সবুজাভ। মূত্রনালীতে ঝলসানবৎ বেদনা হয়। মূত্রত্যাগান্তে একবিন্দু মূত্র থাকিয়া জাওয়ার অনুভূতি জন্মে। জননেন্দ্রিয়ে এবং গুহ্যদ্বারে শ্লেষ্মাগুটিকা ও চর্ম্মকীলের উপস্থিতি এরোগে **থুজার** উপযোগিতা বিষয়ের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক রূপে পরিগণিত। ফলতঃ উপরিউক্ত ধাতুদোষবশতঃ শরীরের অনেক স্থানেই শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল উৎপন্ন হয় এবং **থুজা** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। কখন কখন শ্লেষ্মাগুটিকা অথবা চর্ম্মকীলের চতুঃপার্শ্বে অথবা তাহারা গলিত হওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের তৎস্থানে অবিকল উপদংশের ক্ষতবৎ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্ষতের তলদেশ সমল পীতাভ এবং কিনারা কঠিনস্পর্শ থাকে। অনেক সময়ে লিঙ্গমুণ্ড, অণ্ডকোস-বেষ্টত্বক্, পেরিনিয়াম এবং গুহ্যদ্বারপ্রদেশে পূয়াবৃত গভীর বিদারণ দেখিতে পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয়প্রদেশ মিষ্টঘ্রাণের ঘর্ম্মসিক্ত থাকে। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে স্ফীত, উর্দ্ধে আকৃষ্ট এবং ঘৃষ্টবৎ ও কনকনানি বেদনাযুক্ত হয়। **থুজা** ইহার অমোঘ ঔষধমধ্যে গণ্য।

ডিজিট্যালিস্—ইহাতে লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ, মূত্রনালীর জ্বালা এবং পূয়াকার উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ স্রাব হয়।

নেট্রাম্ সাল্ফুরিকাম্—ইহাও সাইকসিস্ ঘটিত কণ্ডিলমা প্রভৃতির অন্যতম ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভারাই-টিস্; শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি।

—ফুলকপিপুষ্পবৎ মাংস-কন্দ (cauliflower excrescences), কলুষিত সম্ভোগঘটিত পীতবর্ণ ভেকছত্রবৎ মাংসবৃদ্ধি (fungus growths) এবং শ্লেষ্মাগুটিকা (condylomata) প্রভৃতি স্ত্রীঅঙ্গের রোগ,অনেক সময়ে উপরিউক্ত উপদংশ এবং পূয়মেহের ধাতুগত দোষের ফল এবং **থুজা** তাহার উপশম করে। ফলতঃ উল্লিখিত কারণহীন স্ত্রীঅঙ্গরোগারোগ্যেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

গনরিয়াদি জননেন্দ্রিয়রোগ নিবন্ধন বামপার্শ্বের অণ্ডাধার প্রদাহ রোগের সন্দেহ জন্মিলে **থুজা** ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর মৃদু বেদনায় মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আর্সেনিক—অণ্ডাধারের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারের জ্বালাযুক্ত আতত ভাবের বেদনায় ইহা উপকারী। তাপপ্রয়োগে বেদনার উপশম হয়। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, উত্তেজনাপ্রবণ ও অস্থির থাকে।

কলসিন্থ—অণ্ডাধাররোগসংসৃষ্ট উদরশূলের কামড়ানি বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয় বা "পায়ে মাথায়" সংলগ্ন করে; অণ্ডাধারস্থানের গভীর দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা থাকে। ডাঃ সাদিকের মতে বাম অণ্ডাধারের প্রদাহসংসৃষ্ট উদরশূলে ইহা কার্য্যকারী। শোথ থাকিতে পারে।

হেমামেলিস্—অণ্ডাধার প্রদাহ ও স্নায়ুশূল।—ডাঃ লড্লাম অণ্ডাধারের পূয়ধাতুজ অনতিপ্রবল প্রদাহে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন;

ইহা বেদনার উপশম করে এবং ঋতুস্রাবের সম্ভবিত বিকারে বাধা প্রদান করে। আঘাতপ্রযুক্ত অণ্ডাধারপ্রদাহের যন্ত্রণাপ্রদ উদরব্যাপী টাটানি বেদনাতেও ইহা উপকারী। **হেম্মার** উষ্ণ নির্যাসের বহিঃপ্রয়োগে অণ্ডাধারপ্রদাহের বেদনা ও অন্যান্য কষ্ট নিবারিত হয়।

আয়োডিন—দক্ষিণ অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য অথবা জলসঞ্চয় ও স্তনের শীর্ণতা বা ক্ষয়ে উপযোগী ; দক্ষিণ অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত চাপিয়া ছিপ বসানের ন্যায় বেদনার ঋতুস্রাবকালে বৃদ্ধি।

পডফিলাম—দক্ষিণ অণ্ডাধারের বেদনা উরু বাহিয়া যায়। ইহার সহিত উরুর অবশতা থাকিতে পারে।

গণ্ডমালা ও শিশুক্ষয়রোগ।—সাইকটিক দোষ না থাকিলেও তদ্দোষপ্রবণধাতুবিশিষ্ট শিশুর গণ্ডমালা এবং ক্ষয়রোগ **থুজা** আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাদিগের উদরাময়ের জলবৎ বিষ্ঠা অত্যধিক বায়ুর সহিত ভড় ভড় শব্দে নিক্ষিপ্ত হয় ; শিশু প্রাতরাসের পর অধিকতর মলত্যাগ করে। শিশুদিগের চক্ষুপত্রের কিনারার কীট ঘটিত রোগে (টিনিয়া সিলিয়ারিস্) ভূষির ন্যায় খুস্কি জন্মে এবং পক্ক হয়, কেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোঁকড়া হইয়া যায়। শিশুগণের উদর বড় থাকে এবং তাহারা নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে ; শীঘ্র সম্পূর্ণ জাগ্রৎ হয় না।

বসন্তরোগ বা স্মল পক্স্ (Variola)। ডাঃ বনিংহসেন **থুজাকে** বসন্তরোগের প্রতিষেধক এবং আরোগ্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার প্রয়োগে ফলপ্রাপ্ত হইতেন। রোগের উদ্ভেদিক অবস্থায় শুভ্র, চেপ্টা ও বেদনাযুক্ত উদ্ভেদ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রদাহিত ত্বগাংশোপরে অবস্থিত হইলে ইহা উপযোগী। পূয়সঞ্চারে দুর্গন্ধ জন্মে। গণ্ডমালা ও সাইকটিক ধাতুদোষযুক্ত শিশুদিগের রোগে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাঃ হার্টম্যান ইহা বসন্তের প্রতি-

বেধকরূপে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। বসন্তগুটিকায় পূয় জন্মিলে এবং রোগ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। ডাঃ গার্থ উইল্‌কিন্সন **হাইড্রাষ্টিসকে** ইহার জাতিগতসম্বন্ধযুক্ত অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

ভেরিওলিনাম—অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বসন্ত গুটিকা পূয়গুটিকায় পরিণত হইবার অবস্থায় ইহার ৩০ ক্রমকে বিশেষ ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ডাঃ আণ্ট ইহার ৬x এবং ১২x ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন।

সাইকসিস্—ত্বক্‌রোগ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরোগ।—

যে কোন কারণে হউক পূয়মেহ শরীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ধাতুদোষ ঘটাইলে বহুবিধ পুরাতন রোগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ অভ্যন্তরীণ সাইকসিস বিষক্রিয়ার অতি জাজ্জ্বল্যমান বহির্নিদর্শন প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল রোগমধ্যে **চর্ম্মকীল** বা **ওয়ার্ট,** জরায়ু-গ্রীবার এবং অন্যান্য শ্লৈষ্মিকঝিল্লীস্থানের কলিক্লাউয়ার বা ফুলকপির ফুলবৎ মাংসবৃদ্ধি, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির পলিপাস্, স্থানবিশেষের ভেকছত্রবৎ (fungus) মাংসবৃদ্ধি এবং ত্বকের অন্যান্য নানাপ্রকার কলঙ্কাদি আমরা অনেক সময়ে চিকিৎসার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি কোমলতর, তাহারা বেদনা ও জ্বালাযুক্ত হয় এবং সহজেই রক্তস্রাব প্রবণ থাকে। অধিকাংশ কৃতবিদ্য চিকিৎসক এই সকল রোগে উপদংশসংস্রব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে **থুজা** শীর্ষস্থান অধিকার করে। অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **নাইট্রিক এসিড, মার্কারি** এবং **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** প্রধান। পূয়ধাতু ব্যতীতও থুজা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই সকল রোগে **থুজা** উপকারী ঔষধ।

লেক্চার ৪৪ (LECTURE XLIV.)

এপিস্ (APIS)।

প্রতিনাম।—এপিস্ মেলিফিকা। এপিয়াম ভাইরাস্। পয়জন অব্ দি বী। মধুমক্ষিকার বিষ।

প্রয়োগরূপ।—ডাইলিউট এলকহলসহ যথানিয়মে সম্পূর্ণ জীবিত মক্ষিকার অরিষ্ট বা টিংচার অথবা সুগার অব্ মিল্কসহ তাহার ট্রিটুরেষণ এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে কেবলমাত্র মক্ষিকাবিষের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩ হইতে ২০০ ক্রম। সর্ব্বনিম্ন মূল অরিষ্ট এবং উচ্চ ১০০০০০ (c m) ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।*

---

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে, যথা—ডাং উইসেল হুপ্—৪ বৎসরের বালক, হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তকোদক; লক্ষণ—চিৎভাবে শয়ন, বিস্ফারিত চক্ষুর বক্রদৃষ্টি, কনীণিকার বিস্তৃতি এবং ঘূর্ণায়মান চক্ষুর পলকহীনতা; স্পর্শানুভূতি ইত্যাদি জীবিত চিহ্নের অভাব; বাম শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত; রোগী ৪৮ ঘণ্টা মূত্র ত্যাগ করে নাই, মূত্রস্থালীতেও মূত্র নাই; মস্তকপশ্চাতের তীক্ষ্ণ বেদনায় পূর্ব্বে কর্কশ চীৎকার করিয়াছিল; ৩০, আরোগ্য। ডাং বিসপ—৮ বৎসরের বালক; প্রারম্ভিক হাইড্রকেফেলাস্; রোগী সোরাদোষযুক্ত; লক্ষণ—রোগী দিবসে নিদ্রালু ও অবসন্ন এবং নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক মুখাবয়ববিশিষ্ট; রজনীতে প্রলাপকথন; প্রাতে জাগ্রৎ করা যায় না; অতিশয় আলস্য এবং দুর্ব্বলতা; পাণ্ডুর মুখ; কিঞ্চিত কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যল্প মূত্রত্যাগ, ২, আরোগ্য। ডাং ভিসিয়ার—চক্ষুপ্রদাহ; চক্ষুতে চুনের গুঁড়া পড়িয়া রোগ জন্মে; চক্ষুর স্ফীতি ও লোহিতবর্ণ; চক্ষুর লোম অভ্যন্তরাভিমুখে প্রবিষ্ট; ১, আরোগ্য। ডাং হইন্—রোগীর বয়স ৬২; মুখের বিসর্প; লক্ষণ—জ্বালাময় বেদনা, হুলবেধানুভূতি, তৃষ্ণাহীনতা, চক্ষু অধঃ শোথবৎ স্ফীতি, মূত্রাল্পতা; নাড়ী ১২০; শরীর অত্যন্ত তপ্ত

উপচয়।—প্রাতঃকালে (শরীরবেদনা, উদরাময়, স্বরবদ্ধ এবং নিদ্রালুতার) ; অপরাহ্ণে (সবিরাম রোগের) ; রজনীতে (শিরঃশূলের এবং চক্ষু ও বক্ষবেদনার) ; ব্যায়ামে (শরীরের উষ্ণতা জন্য) রুদ্ধগৃহে, বিশেষতঃ গৃহ উষ্ণ হইলে। সাধারণ লক্ষণের অপরাহ্ণ ৫টার সময় বৃদ্ধি।

উপশম।—নিদ্রান্তে শীতলজলে বেদনার, স্ফীতি ও জ্বালার এবং চাপে শিরঃশূলের উপশম।

সম্বন্ধ।—এপিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—হোমিওপ্যাথি শক্তির ঔষধের মাত্রাধিক্যনিবন্ধন কুফলনিবারণে ইপিকা; কাফিপান ফলাফলহীন; কোন কোন চিকিৎসক উচ্চ ক্রমের এপিস, ল্যাকেসিস্ এবং

কিন্তু সিক্ত ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ হইন্ -ডিফ্‌থিরিয়া ; গলাধঃকরণে ও অন্য সময়েও গলায় হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ; অত্যল্প মূত্র ; অত্যন্ত অস্থিরতা ; অধিক জ্বরতাপ থাকিলেও তৃষ্ণাহীনতা ; উপজিহ্বা ও টন্‌সিলের উপর ঝিল্লির সংস্থিতি ; ৩, আরোগ্য ; ডাং মুর—৭৬ বৎসরের কৃষিজীবী ; ১৬ বৎসরের মধ্যে ৩ বার হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্‌টরিসের আক্রমণ ; গত দুই বৎসরে অনেকবার প্রবল হৃৎকম্প ; সিঁড়িতে উঠিতে তাহার বৃদ্ধি ; শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র ; নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠা ; শরীর নত করিয়া বসিলে উপশম ; মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছার ভাব ; বেদনা তীক্ষ্ণ হয় না ; কাসিলে কিছু উঠে না ; ক্ষুধা ভাল ; অসহিষ্ণুতা এবং ত্রাসকম্পিতভাব ; হৃৎস্পন্দনশব্দ অস্পষ্ট ; পাল্‌মনারি (pulmonary) ধমনীর প্রসারণশব্দ উচ্চতর ; প্রত্যেক হৃৎসংকোচনে সর্ব্বশরীরে চালনা ; প্রত্যেক ৩য় বা ৪র্থ নাড়ীস্পন্দন লুপ্ত ; শরীরের শুষ্কতা ও রক্তহীনতা ; এপিস ৬ ও আর্স ২০০, পর্য্যায়ক্রমে, পরে এপিস ৩ ও ক্যাক্টাস ২ পর্য্যায়ক্রমে, পরে মার্ক ডালসহ ঐ প্রকারে ব্যবহৃত হয় ; অঙ্গাদির শোথ ; অত্যল্প মূত্র ; এপিস টিংচার, আরোগ্য। ডাং পিওবন্ড—জলবৎ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ উদরাময়ের আহার ও পানে বৃদ্ধি ; মলদ্বারের তীব্র জ্বালা ও টাটানি ; বিসর্পরোগপ্রবণ ধাতু ; ৬০০০ (6 m), আরোগ্য।

ল্যাক্‌টিক এসিড প্রয়োগ করিয়াছেন। অত্যধিক এবং বিষ মাত্রার জন্য সল্ট, নেট্রু মিউ (হোমিও শক্তি) এবং তাহার মিশ্র; জলপাইয়ের তৈল; পিঁয়াজ। রক্তমোক্ষণ অনুপকারী।

এপিস যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যান্থারিসের (মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রস্থালী-প্রদাহ, তরুণ ব্রাইট্‌স ডিজিজ); আয়ডিনের অপব্যবহারে, সিঙ্ক ও ডিজির।

এপিস যাহার পরে প্রযোজ্য—ভ্যাক্‌সিনেষণ (বিসর্প, উদরাময়), ও সাল্‌ফারের।

এপিসের পরে যাহা প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, আর্স. ফস্, ষ্ট্র্যাম, পাল্‌স, লাইক, সাল্‌ফার ও আয়ডি।

বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ঔষধ—রাস্।

কার্য্যপূরক—নেট্রু মিউয়ের।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এপসাই, আর্ণি. বেল্, ক্যান্থা, জেল্‌সি, লাইক, ল্যাকে, নেট মিউ, লিডাম, ম্যাগ্নে মিউ, মার্ক, পাল্‌স্, ফস, রাস্, সিকেলি ও সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—গণ্ডমালা বা ষ্ট্রুমাস ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি; যাহাদিগের গ্রন্থি স্ফীত এবং দড়কচড়াভাবযুক্ত; যাহাদিগের স্কিরাস্ অথবা ক্ষতযুক্ত ক্যান্সার বা কর্ক্কটরোগ থাকে

উত্তেজনাপ্রবণ, বাতপ্রকৃতি ও চঞ্চল ব্যক্তি, যাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা কঠিন।

ক্রন্দনশীল স্বভাব, না কাঁদিয়াই পারে না; ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ ব্যক্তি (এন্টি ক্রু, পাল্‌স)। যাহারা অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু (বেল্, ল্যাকে)।

স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক ; বালক এবং বালিকা, যাহারা সাধারণতঃ সাবধান থাকিলেও কোনবস্তু নাড়াচাড়া করিতে গিয়া অনিপুণতাবশতঃ ফেলিয়া দেয় (বভি)।

জ্বালাময়, হুলবেঁধার ন্যায় এবং টাটানি বেদনা ; বেদনা হঠাৎ এক শরীরাংশ হইতে অন্যাংশে যায় (কেলি বাই, ল্যাক্ কে, পাল্স)।

হাম, আরক্ত জ্বর এবং আমবাত প্রভৃতি তরুণ উদ্ভেদিক জ্বরের উদ্ভেদ অসম্পূর্ণ পরিস্ফুটনের বা বসিয়া যাওয়ার (জিঙ্ক) কুফল।

ঈর্ষা, হঠাৎ শঙ্কা, ক্রোধ, বিরক্তি এবং অমঙ্গলসংবাদপ্রযুক্ত রোগ।

জাগ্রৎ অথবা নিদ্রিত শিশুর হঠাৎ কর্কশ, হৃদয়বিদারক চীৎকার (হেলিবর, টুবাকুঁ) ;

চক্ষুর অধদেশে (চক্ষুর উপরে কেলি কা), হস্তে ও পদে জলপূর্ণ থলীর ন্যায় শোথ ; জলশোথ বা ড্রপ্সি রোগে তৃষ্ণাহীনতা (এসেটিক এসি, এপসাই)

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ও মূত্রপথাদির অত্যন্ত উত্তেজনা ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও মূত্রধারণে প্রায় অক্ষম, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রপথ ঝল্সিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ অতি যন্ত্রণাপ্রদ, অত্যল্প পরিমাণ, রক্তযুক্ত মূত্রত্যাগ।

কোষ্ঠবদ্ধে অনুভূতি যেন অধিক বেগ দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করিলে উদরস্থ কোন দৃঢ়সংবদ্ধ বস্তু ছিন্ন হইয়া যাইবে।

অভ্যস্ত মদ্যপায়িদিগের উদরাময়, উদ্ভেদিক রোগে, বিশেষতঃ উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময় ; শরীরচালনা হইলেই অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হওয়ায় বোধ যেন মলদ্বার বিস্তৃতভাবে ফাঁক হইয়া আছে।

রোগ কারণ।—তরুণ উদ্ভেদিক রোগের উদ্ভেদ পুষ্ট না হওয়া বা বসিয়া যাওয়া, অভ্যস্তরূপে অতিরিক্ত মদ্যপান, অত্যধিক উষ্ণ গৃহে

বাস, শীতল আবহাওয়ার সংস্রব এবং জলে সিক্ত হওয়া প্রভৃতি এপিসের রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এপিস্ বৃক্ক বা কিড্‌নিতে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন করে। কিড্‌নিতে উপরিউক্ত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ইহা কোষময় ঝিল্লীতে (cellular tissue) বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ শোথ উপস্থিত করে। ইহার ক্রিয়ায় ত্বকের গভীর উপাদানধ্বংসকারী বিসর্প-বৎ প্রদাহ এবং আমবাতসদৃশ একরূপ ত্বগুদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। ইহার উদ্দীপক ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মৃদু প্রদাহ জন্মে। রসঝিল্লীতে (Serous memprane) এপিসের আক্রমণে মস্তকের ও বক্ষের শোথ বা হাইড্রোকেফেলাস ও হাইড্রথোরাক্স এবং উদরী রোগ সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়। রসঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করিতে এপিসের স্পষ্ট কোন ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অণ্ডাধার ও জরায়ুতে এপিসের অতি পরিস্ফুট ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের উত্তেজনা, রক্তা-ধিক্য, মৃদু প্রদাহ এবং শোথের উৎপত্তি হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।— ত্বকে মধুমক্ষিকা দংশন করিলে সাধারণতঃ দষ্ট ত্বক্‌স্থান ও তাহার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক শোথবৎ স্ফীতিযুক্ত, তপ্ত ও লোহিতাভ হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্বালা ও চনচন করে এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা হয়। ফলতঃ, মধুমক্ষিকাবিষের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ার উপযোগী ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মধুমক্ষিকা দংশন করিলে এতদপেক্ষাও গুরুতর, ব্যাপক ও গভীরতর বিষক্রিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাঃ হিউজ উদ্ধৃত ডাঃ চেপমেলের মধুমক্ষিকাদষ্ট রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ডাঃ চেপ্‌মেলের রোগী পিত্ত ও শোণিতপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ছিল। রোগীকে মধু-

মক্ষিকা দংশন করিলে প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দংশনের অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে ডাং চেপমেল আহূত হইয়া রোগীর নিম্নলিখিত অবস্থা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠা ও ভীতি-যুক্ত মুখে রোগী অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় কিঞ্চিৎ প্রলাপ কহিতেছিল। তাহার সর্ব্বগাত্র, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, উদর এবং উর্দ্ধ ও অধঃঅঙ্গ স্ফীত ছিল ; তাহার শরীরে স্বল্পলোহিত ও স্পর্শে কথঞ্চিৎ কর্কশ আরক্তজ্বরের উদ্‌ভেদের ন্যায় উদ্ভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল। শরীরের তাপ এবং শুষ্কতা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট এবং নাড়ীর দ্রুতগতি ও কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ছিল। রক্তিমাবিশিষ্ট মুখমণ্ডলযুক্ত রোগীর মস্তিষ্কে বেদনা ও বিশৃঙ্খল ভাব। বিষক্রিয়ার আরম্ভে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া মূর্চ্ছার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পরে, শরীরের কম্প হইয়াছিল এবং শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধ সংঘটিত হওয়াতেই বোধ হয় উপরিউক্ত উদ্ভেদিক লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। ২।৩ মাত্রা ক্যাম্ফর ও পরে বেল প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে এপিসের উপরে বর্ণিত বিষলক্ষণে আমরা ইহার ক্রিয়ার বিশেষ আভাস পাইতে পারি। প্রথম দৃশ্যে রোগীর অবস্থা অতি কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে (১ ঘণ্টার চেষ্টায় প্রায় প্রকৃতিস্থ হয়) এবং সহজেই রোগী আরোগ্য হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া ত্বরিত কোন গভীরতর উপাদানগত পরিবর্ত্তনমূলক কঠিনতর রোগাবস্থা উৎপন্ন করে না। ইহা একনাইটের ন্যায় প্রবল রক্তাধিক্য ও বেলাডনার ন্যায় প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন করে না এবং তাহা-দিগের ন্যায় ইহাতে কোন প্রবল লক্ষণও উৎপন্ন হয় না। আর্সেনিক প্রভৃতির ন্যায় ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া, শোণিত রস প্রভৃতি শরীরো-পাদানের শোচনীয়, পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক বলিয়াও অনুমিত

হয় না। ইহা শোণিতবহা যন্ত্র, ত্বক্, কৌষিকোপাদান, মূত্রযন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, রসঝিল্লী এবং তজ্জাতীয় সাইনভিয়াল মেম্ব্রেন প্রভৃতির উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও মৃদু প্রদাহ মাত্র উৎপন্ন করে। এই উত্তেজনা ও প্রদাহের ফলস্বরূপ কোন প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসকর পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া কৌশিকোপাদনের শোথ, রসঝিল্লী ও সাইনভিয়াল মেম্ব্রেনের রস-স্রাবে রসঝিল্লীগহ্বরে ও সন্ধিতে রসসঞ্চয় এবং রক্তবহা নাড়ীর শিরাংশের প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি প্রভৃতিই অধিকতর হইয়া থাকে। ইহা পরিপাকশক্তিরও বিশেষ বিকারোৎপাদক নহে। তথাপি কার্ব্বাঙ্কল, দুষ্টব্রণ, টাইফয়েড জ্বর, টুবার্কুলার মিনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি কঠিনতর ও দূষিত রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়, এবং স্থল বিশেষে মধুমক্ষিকাদষ্ট ত্বক স্থানের ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিন হওয়াও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধিকাংশ চিকিৎসকের বিবেচনায় ইহার ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ অত্যধিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্থায়ী ও মৃদু উদ্দীপনা, মূত্রাল্পতা নিবন্ধন শোণিতাপকর্ষ এবং শোথের চাপবশতঃ আক্রান্ত শরীরাংশে শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত পুষ্টিহানি প্রভৃতি গৌণক্রিয়াই শোণিতদোষ এবং শেষোক্ত প্রকার কঠিতর ও টাইফয়েড অবস্থান্বিত রোগাদির কারণ বলিয়া অনুমিত। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক লক্ষণ বিবৃত হইল।

মস্তিষ্কবিকারবশতঃ সংজ্ঞা লোপ। প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় রোগী মধ্যে মধ্যে হৃদয়বিদারকস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে। রোগী অন্যমনস্ক থাকে। অসাবধানবশতঃ তাহার হস্তস্থিত বস্তু স্খলিত হয়। মস্তকের অবসাদ। ঔদাস্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ কহে; কার্য্যে ব্যস্ততা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে; কখন কার্য্য পরিবর্ত্তন ও হঠাৎ কর্কশ চীৎকার করে; মানসিক ভ্রান্তিবশতঃ কখন মনে করে তাহাকে দৌড়াইতে

হইবে, খঞ্জের ন্যায় লাফাইয়া চলিতে হইবে, কখন বা মনে করে তাহার চলিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, না কাঁদিয়া থাকিতেই পারে না। মৃত্যুভীতি ও ঔদাস্য। আনন্দব্যঞ্জক মুখাবয়ব। উত্তেজনাপ্রবণ মানসিক ভাব। রোগী কষ্টে শ্রবণ করে; তাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন; বাতপ্রকৃতি। প্রচণ্ড উন্মত্ততা। স্ত্রীলোক ঈর্ষান্বিত হয়। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়বিকারঘটিত উন্মত্ততা।

অনুভূতি বিকারে বিশৃঙ্খল ভাবের শিরোঘূর্ণন ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনে বৃদ্ধি পায়, শয়নে এবং চক্ষু মুদ্রনে তাহা বৃদ্ধির শেষ সীমায় যায়; তদবস্থায় রোগীর বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় হাঁই উঠিতে থাকে। নিদ্রার প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলেও স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রযুক্ত নিদ্রা হয় না। অবিশ্রান্ত গাঢ় নিদ্রা। সুনিদ্রার অভাবে স্বপ্ন। রোগী নিদ্রাকালে চীৎকার করে, কখন বা চমকিয়া উঠে। দেশ ভ্রমণের, উড্ডীন হওয়ার এবং লোকসমাগমবিষয়ক ও অসন্তুষ্টিকর স্বপ্ন হয়।

শিরোঘূর্ণন সহ শিরঃশূল। চাপে সমস্ত মস্তকের মৃদু বেদনার উপশম, বোধ যেন মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়াছে। প্রাতে গাত্রোত্থান হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত মস্তকের গুরুত্বসহ মৃদু বেদনা। চক্ষুর ঊর্দ্ধ হইতে দক্ষিণ চক্ষুগোলক পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা। শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও বমনসহ পুরাতন শিরঃশূলে ললাট এবং ললাট পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনা, কখন কখন তাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তজ্জন্য রোগী মস্তক ও চক্ষু নত করিয়া বসিতে বাধ্য। মস্তকপশ্চাতের কনকনানি। মস্তকের জ্বালা ও দপদপানি। ললাটের বামপার্শ্বে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মধুমক্ষিকাদংশনবৎ স্নায়ুশূল। মস্তকে এবং মুখে রক্তাধিক্য; মস্তকের পূর্ণতা।

শিশু অবশ ও অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে; প্রলাপ কহে; হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে; দন্ত কিড়ি মিড়ি করে; ক্ষুদ্রোর

ন্যায় আবর্ত্তন করিয়া মস্তকে উপাধান মধ্যে প্রবেশ করায় (হেলি)। শরীরের এক পার্শ্বের আবর্ত্তন অন্যতর পার্শ্বের অবশতা; মস্তক ঘর্মসিক্ত ও রোগীর অত্যল্প, দুগ্ধবৎ মূত্রত্যাগ। তরুণ হাইড্রকেফেলাস্‌ (মস্তিষ্কোদক)। মস্তক এবং তাহার ত্বক্‌ স্ফীত ও কঠিনবোধ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শ্রবণের কষ্ট। তিক্তাস্বাদ। অনুভূতির স্নায়ুবিকারে জ্বালা, হুলবেঁধা এবং টাটানি প্রভৃতি বেদনাকর অনুভূতির প্রাধান্য। চুলকণা, আতত ভাব এবং দপদপানি বেদনাও থাকিতে পারে। আবেশে আবেশে তীক্ষ্ণ বেদনার আক্রমণ। বেদনা হঠাৎ এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়।

গতিদ স্নায়বিক লক্ষণে শরীরকম্প ও স্নায়বিক অস্থিরতা। পরিশ্রম করার ন্যায় ক্লান্তিতে বোধ যেন সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ঘৃষ্ট হইয়াছে; উপবেশনান্তর গাত্রোত্থান করিতে বৃদ্ধিত। অত্যন্ত বলক্ষয়। বাম শরীর পার্শ্ব গতিহীন, কখন কখন দক্ষিণ হস্ত চালিত হয়; অঙ্গনিচয়ের তড়কা, কম্প এবং ঝাঁকি।

এপিস রোগীর মুখশ্রী অবস্থাবিশেষে আহ্লাদচিহ্নযুক্ত, প্রফুল্ল, কখন ভীতিব্যঞ্জক এবং কখন বা ঔদাস্যপূর্ণ; মুখ বিকটাকার, পাণ্ডুর, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যল্প স্ফীত; কখন মুখ বসিয়া যায় এবং রুগ্নভাব ধারণ করে। মুখমণ্ডল কখন পাণ্ডুর, রক্তহীন, ও ঘোর লোহিতবর্ণ; স্ফীত, আরক্ত এবং উষ্ণ মুখমণ্ডলের জ্বালা ও বিদ্ধ হওয়ার অনুভূতি, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর; মুখ শোথিত, মোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও পাণ্ডুর। গণ্ডের জ্বালা হয় ও পদ শীতল থাকে। বাম গণ্ডাস্থিতে হুলবেধানুভূতি।

চক্ষুগোলকের কম্প রজনীতে বর্দ্ধিত; তির্য্যক বা বক্রদৃষ্টি। চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে থাকে। চক্ষুতে তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণবেদনা। চক্ষুতে

জ্বালাকর, তীর ও হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা। চক্ষুর যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভা রক্তপূর্ণ থাকায় তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তের নাড়ীনিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠে, কনীনিকার চতুঃপার্শ্বে রক্তপূর্ণ ঝিল্লী বা কিমসিস। চক্ষুর কাল স্বচ্ছক্ষেত্র বা কর্ণিয়া স্থূল ও ধূম্রবর্ণ কলঙ্কযুক্ত, ধূসরাভ ও অস্বচ্ছ। কর্ণিয়ার ক্ষত ও ক্ষতাঙ্ক (সিকেট্রিক্স্) এবং বহিঃসরণ বা ষ্ট্যাফিলোমা। চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মিলেও রোগী তাহা আবৃত করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষু হইতে প্রচুর, বিদাহী জলস্রাব ; অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা। চক্ষুপুট কালচে লোহিত হয় ও উল্টাইয়া যায় ; চক্ষুপুট-কিনারার ছাল উঠে এবং তদুপরে দানা জন্মে(Granulated) ; স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত চক্ষুপত্রের অধস্থ জলশোথ জলপূর্ণ থলির ন্যায় দেখায় ; চক্ষুর অধদেশে ঐরূপ প্রদাহহীন শোথজন্মে ; চক্ষুপত্রের কাঠিন্যানুভূতি।

দুই কর্ণই লাল ও স্ফীত। প্রত্যেক বার চীৎকারকালে রোগী হস্ত উত্তোলন করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠে লয়।

নাসিকা সর্দ্দিতে ঘন, শুভ্র, দুর্গন্ধ এবং রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা স্ফীত, লোহিত ও শোথযুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের স্ফোটক শৈত্যে উপশম।

স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও জ্বালা এবং প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। কথা কহিতে স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী যেন কণ্ঠার ক্লান্তি বোধ করে এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা হয়। স্বরযন্ত্রে দুর্ব্বলতার অনুভূতি। শ্বাসযন্ত্রপথের শোথ।

জ্বর এবং শিরঃশূলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা ও দ্রুতগতি ; সম্মুখে অথবা পশ্চাতে বক্র হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রের এবং বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি। অত্যন্ত শ্বাসা

রোধের অনুভূতি প্রযুক্ত গলদেশে কিছুই সহ্য হয় না। উর্দ্ধে উঠিতে এবং উষ্ণ গৃহে শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি।

ষ্টার্ণামাস্থির উর্দ্ধস্থিত কোটরস্থানে উত্তেজনা নিবন্ধন কাসি। প্রচণ্ড কাসি, বিশেষতঃ শয়নে এবং নিদ্রার পরে অতি কষ্টকর কাসি। বক্ষোর্দ্ধভাগের টাটানির সহিত খর্ খর্ শব্দের, ঘণ্টাধ্বনিবৎ, শুষ্ক এবং গলরোধকর কাসিতে মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্‌কাসনের অনুভূতি হয়। কাসিলে প্রায়ই কিছু উঠে না, উঠিলে গয়ার মিষ্টাস্বাদ অথবা আস্বাদবিহীন থাকে।

বক্ষে পূর্ণতার অনুভূতি ও শ্বাসের খর্ব্বতা প্রযুক্ত বক্ষের বাম পার্শ্বে ষ্টার্ণামাস্থির মধ্যাংশের নিকটে বেদনা। বক্ষের টাটানিতে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। বক্ষের জলশোথ। বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। বক্ষের সম্মুখদেশে জ্বালা এবং হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা। বক্ষের বহির্দ্দেশে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত বৎ অনুভূতি।

হৃৎপিণ্ডের অব্যবহিত অধঃ প্রদেশে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ত্বরিৎ অসমান ভাবে দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি এবং ফুৎকারবৎ (Blowing) শব্দ।

নাড়ীস্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পূর্ণ এবং সবল, কখন দুর্ব্বল এবং মণিবন্ধে প্রায় অদৃশ্য, সময় সময় ক্ষনলোপ বিশিষ্ট এবং অননুভূত, কখন তারবৎ ও দ্রুত, কখন কঠিনস্পর্শ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী আঘাতবিশিষ্ট।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ ওষ্ঠদ্বয় শোথযুক্ত; উর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত, তপ্ত এবং লোহিত বর্ণ; অধঃ ওষ্ঠ বিদারণযুক্ত। ওষ্ঠ এবং চিবুকের জ্বালা।

বাম পার্শ্বের উর্দ্ধ কশের দন্তে চড়াক করিয়া বেদনা, হঠাৎ দন্তে দন্তে কামড় লাগে। দন্তমাড়ি হইতে সহজে রক্তস্রাব, দন্তমাড়িতে

প্রচণ্ড বেদনা। দন্তে টাটানি বেদনা ও হুলবেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা; দন্তমাড়ী ও গণ্ড স্ফীত এবং লাল।

রোগী জিহ্বা বাহির করিতে বা কথা কহিতে পারে না। জিহ্বার শুষ্কতা; মুখগহ্বর অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত। জিহ্বার কিনারা বাহিয়া অবদারণ, জ্বালা এবং হুলবেধনবৎ বেদনাযুক্ত ফোস্কা। জিহ্বাগ্র লোহিত; জিহ্বা স্ফীত, এবং দেখিতে শুষ্ক ও চক্‌চকে; জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক, ফাটা, এবং ক্ষত যুক্ত অথবা রসবিম্বিকাবিশিষ্ট।

মুখ এবং গলার শুষ্কতা। মুখ এবং গলার ঝলসান ভাব। দুর্গন্ধ মূত্র। মুখলালা, আটা, চিমসা এবং ফেনময়।

টনসিল গ্রন্থি স্ফীত, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং গলাধঃকরণ কার্য্যে হুলবেঁধার ন্যায় বেদনাযুক্ত। টন্‌সিল এবং তালুতে গভীর ক্ষত, এবং ক্ষতের চতুঃপার্শ্ব দেখিতে বিসর্পরোগের আকারবিশিষ্ট ও শোথযুক্ত। স্বরযন্ত্রদ্বার শোথিত। সমল ও ধূসরবর্ণ লেপ দ্বারা আবৃত গলদেশে আটাল শ্লেষ্মা। গলদেশের বহিরভ্যন্তরে স্ফীতি; স্বরভঙ্গ; শ্বাস-প্রশ্বাসের ও গলাধঃকরণের কষ্ট। গলাভ্যন্তরের পশ্চাদ্দেশে পুঞ্জ পুঞ্জ নির্ম্মল রসপূর্ণ বিম্বিকা।

ক্ষুধাহীনতা ও আহারে অনিচ্ছা। উদরাময় প্রভৃতিতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান। জ্বরতাপকালে তৃষ্ণা-হীনতা। দুগ্ধে এবং অম্ল বস্তুতে লালসা।

রোগী আহার মাত্র বমন করে ও পরে পুনরায় বমনের চেষ্টা হয়। উদ্‌গার তিক্ত ও উগ্র; গলা পর্য্যন্ত বুক জ্বালা; মুখ হইতে জল উঠে। লোহিতকলঙ্কযুক্ত শ্লেষ্মা এবং ভুক্তবস্তু ও ক্লেদের বমন। উদরাময়।

আমাশয়ে জ্বালাযুক্ত তাপ। আমাশয়োর্দ্ধস্থান স্পর্শাসহিষ্ণু;

আমাশয়ে অম্ল হওয়ার স্থায় জ্বালা; তাহার অসহিষ্ণু ও পূর্ণ ভাব; চাপে আমাশয়ের বেদনার বৃদ্ধি। উভয় কুক্ষি দেশে প্রচণ্ড জ্বালা। পর্শুকাস্থির পশ্চাৎপার্শ্বে টাটানি। কুক্ষিদেশে বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন প্রযুক্ত রোগী সম্মুখে নত হইতে বাধ্য। কুক্ষিদেশের বেদনা উর্দ্ধে বিস্তৃত।

প্রাতঃকালে হাঁচিলে ও উদরে চাপ দিলে উদর প্রাচীরের এবং অন্ত্রের টাটানি বেদনা। উদরে পূর্ণতা ও স্ফীতির অনুভূতি। চাপে স্পর্শে এবং সটান ভাবে শয়নে উদরে বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। উদরের গড় গড় ডাক, উদরাভ্যন্তরে বিবমিষার অনুভূতি নিবন্ধন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। উদরে প্রচণ্ড কর্ত্তনবৎ বেদনা। উদরে জ্বালা ও হুলবেঁধার স্থায় বোধ। উদরাময়ে মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার স্থায়। মলত্যাগের পূর্ব্বে বায়ু নিঃসরণ।

উদরাময়ে প্রচুর, কাল্‌চে কটা, সবুজ অথবা সাদ'টে, এবং কমলা লেবুর বর্ণের স্থায় বিষ্ঠা; বিষ্ঠা সবুজাভ ও হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাময়; উদর কামড়াইয়া হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ, কখন হরিদ্রাবর্ণ নরম, কখন বা লেইর স্থায় এবং রক্তাম্বুমিশ্রিত পাতলা ও হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়। **শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ** এবং বোধ যেন **মলদ্বার সর্ব্বদাই ফাঁক হইয়া রহিয়াছে;** মূত্রত্যাগ করিতে মলত্যাগ। সরলান্ত্রে দপ দপ করায় বোধ যেন তাহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; কুন্থন। পুনঃ পুনঃ বেদনাহীন রক্তযুক্ত উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধে, বৃহদাকার ও কঠিন বিষ্ঠা কষ্টে নির্গত; উদরে হুলবেধবৎ বেদনায় বোধ যেন উদরাভ্যন্তরে আগন্তুক বস্তু আটিয়া রহিয়াছে, অধিক বেগ দিলে ছিন্ন হইয়া যাইবে। জ্বালাযুক্ত বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব এবং অবিশ্রান্ত কুন্থনপ্রযুক্ত মলদ্বার হাজিয়া যায়।

কিড্‌নিতে বেদনা এবং চাপে অথবা সম্মুখে নত হইলে টাটানি। য়ুরেটারে বা মূত্রনলীতে পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বেদনার আক্রমণ। মূত্রস্থালী গ্রীবার অত্যন্ত উত্তেজনা নিবন্ধন বারম্বার জ্বালাযুক্ত মূত্রত্যাগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত সামান্য কতিপয় ফোটা মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের অত্যন্ত উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক মূত্রক্ষরণ।

মূত্র অত্যল্প ও অতিরঞ্জিত, লোহিত বর্ণ, রক্তযুক্ত,* তপ্ত ও পরিমাণে অল্প; অত্যল্প ও দুর্গন্ধময় মূত্র; মূত্র অত্যল্প ও লোহিতাভ কটা; কিঞ্চিৎকাল স্থির থাকিলে মূত্র ঘোলা হইয়া যায়; এলবুমেন বা শ্বেতলালাযুক্ত, অত্যল্প, পাত্রের অধঃদেশে দুগ্ধবৎ মূত্র; কৃষ্ণবর্ণ মূত্রের কাফি চূণবৎ তলানি; মূত্রে মূত্রপথের নালীর আকার ছাঁচ বা টিউব্‌ কাষ্ট এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উপত্বক্‌ বা এপিথিলিয়াম থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয় বিকার বশতঃ বারম্বার, অনেক সময় স্থায়ী লিঙ্গোত্থান ঘটে। অনেক সময় দক্ষিণ পার্শ্বের অণ্ডকোষ স্ফীত থাকে; অণ্ডকোষত্বক্‌ ভয়ঙ্কর চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শে টাটানিযুক্ত অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের শোথ, জলদোষ বা হাইড্রসিল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ লক্ষণে দক্ষিণ অণ্ডাধারের (ovary) বিবৃদ্ধি সহ বাম বক্ষের ঊর্দ্ধে ও উপরিভাগে বেদনা ও কাসি। জরায়ু অথবা অণ্ডাধারদেশে জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা। ঋতুস্রাব কালে দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশে বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ঠেল মারা এবং তাহাতে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বের লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণের অনুভূতি। স্ফীত অণ্ডাধারের তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতির ঋতুস্রাব কালে বৃদ্ধি। দক্ষিণ অণ্ডাধার ও জরায়ুর জলশোথ। গর্ভপাত।

অত্যধিক ঋতুস্রাবকালে উদরের গুরুত্ব, মূর্চ্ছার ভাব, অস্বস্তি এবং অস্থিরতা জন্মে, হাই উঠিতে থাকে, কখন কখন তাহাতে গাত্রে মধু-মক্ষিকাদংশনবৎ হুল বেঁধার অনুভূতিযুক্ত লোহিতবর্ণ কলঙ্ক; অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ ও ঋতুরোধ ঘটে; রজো-লোপ। কষ্টে অত্যল্প ও ক্লেদযুক্ত ঋতুস্রাব। ভগোষ্ঠ বা লেবিয়ার শোথ। শ্বেত প্রদর রোগে প্রচুর, তীব্র ও সবুজাভ স্রাব।

হস্তের শোথ। হস্তাঙ্গুলি, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগে নখের গোড়ায় অসাড়তার অনুভূতি। আঙ্গুলহাড়ায় জ্বালা, হুল বেধবৎবেদনা, দপদপানি এবং স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

সমস্ত পদ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃহত্তর বলিয়া অনুভূতি, পদ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত ও কঠিন। জঙ্ঘা এবং পদ সাদাটে, পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত। লোহিতবর্ণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির জ্বালা; পদ শীতল। অঙ্গাদির লক্ষণে হস্ত ও পদের কম্প। অঙ্গাদি অসাড় ও শীতল।

ত্বকের অস্বাভাবিক শুভ্রতা এবং স্বচ্ছভাব। ত্বকে হুলবেঁধা ও চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি, এবং জ্বালা, চনচনি ও চুলকনা; সামান্য স্পর্শেই ত্বকের বেদনা। ত্বকে মধুমক্ষিকার বা অন্য কোন কীটের দংশনের ন্যায় আমবাতের রজনীতে অসহনীয় চুলকনা। সম্পূর্ণ গাত্রেই আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ। ত্বকের স্ফীতি এবং শুষ্ক বিসর্পবৎ রক্তিমা। শরীরে বেত্রাঘাতের ন্যায় রেখাকার স্ফীতি ও লম্বমান কলঙ্ক; ত্বকে গাঢ় লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

হুলবেধবৎ, জ্বালাযুক্ত এবং টাটানি বা ক্ষতের ন্যায় বেদনা।—শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেরই মধুমক্ষিকার দংশন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান

থাকা সম্ভব। আমাদিগের শরীরে মধুমক্ষিকা হুলবিদ্ধ করিলে দষ্ট স্থান স্ফাত হয় এবং বেদনা সহ জ্বালা করে, টাটায় ও মধ্যে মধ্যে তাহাতে হুলবেঁধার ন্যায় কষ্টপ্রদ অনুভূতি হইতে থাকে। জ্বালাময় বেদনা অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও আছে। তন্মধ্যে আর্স, সালফ এবং ফস্ প্রধান। আর্সের জ্বালা তাপ এবং এপিসের জ্বালা শৈত্য প্রয়োগে প্রশমিত হয়; ফস্‌ফরাসের জ্বালা স্নায়বিক ধ্বংসকার্য্যের পূর্ব্বগামী, ইহা অধিকাংশস্থলে পৃষ্ঠদেশে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। সালফারের জ্বালা সোরাদোষ নিবন্ধনপুরাতন রোগের সর্ব্বব্যাপক লক্ষণ। ফলতঃ এপিসের জ্বালা, টাটানি প্রভৃতি বেদনার প্রকৃতির যতই বিশেষত্ব থাকুক, যে পর্য্যন্ত তাহা ইহার অনন্যসাধারণ "মধ্যে মধ্যে রুগ্ন স্থানে হুলবিদ্ধবৎ তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট ও কষ্টপ্রদ অনুভূতিযুক্ত" না হয়সে পর্য্যন্ত কোন মতেই এপিস প্রদর্শিত হয় না। এজন্য এপিস নির্ব্বাচন পক্ষে হুলবেধবৎ বেদনার অনুভূতি অতি প্রধান প্রদর্শক; ইহা এপিসের অধিকাংশ রোগে বর্ত্তমান থাকিয়া অভ্রান্ত-রূপে এপিস নির্ব্বাচন করে। মস্তকবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহযুক্ত রোগে প্রগাঢ়রূপে অজ্ঞানাভিভূত শিশুরোগীর আবেশে আবেশে হৃদয়বিদারক কর্কশ চীৎকার বা "ক্রাই সেরিব্রেল" দ্বারা এই লক্ষণ প্রকটিত হয়।

স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।— এপিসের অনেক রোগে, বিশেষতঃ ইহার উদর, জরায়ু এবং অণ্ডাধারের রোগে, বিশেষরূপে এই লক্ষণের বর্ত্তমানতা ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ রোগাদিতে যন্ত্রোপরিস্থ শরীর প্রদেশে এবং অবস্থা বিশেষে সর্ব্বগাত্রেই স্পর্শমাত্র অসহনীয় বেদনানুভূতি জন্মিলে, বোধ হয় যেন শরীরস্থান ঘৃষ্ট বা আঘাতিত হইয়াছে। অনেক স্থলে

কেশ স্পর্শ করিলেও রোগী বেদনা বোধকরে। এস্থলে ইহা সিঙ্কনা ও আর্সিকসহ তুলনীয়।

জলশোথের বর্ত্তমানতা।—কৌষিকবিধানাভ্যন্তরে রসসঞ্চয় বশতঃ শোথের উৎপত্তি এপিসের একটি ত্বরিৎ ও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। মধুমক্ষিকা দংশন মাত্রই যে দষ্ট স্থান অবিলম্বে স্ফীত হয় ইহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। ডাঃ হিউজ উদ্ধৃত মধুমক্ষিকা দষ্ট রোগীর অচিরাৎ সর্ব্বগাত্র স্ফীত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি, ইহাই এপিসের শোথ লক্ষণ। এপিসের প্রদাহিক রোগমাত্রেই ইহার অতি ত্বরায় উপস্থিতি তাহার অতি নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক; কেননা অন্যান্য ঔষধের প্রদাহিক রোগে রুগ্ন শরীরস্থান বা যন্ত্র ন্যূনাধিক স্ফীত হইলেও তাহা ফাইব্রিণ প্রভৃতি প্রাদাহিক স্রাব নিবন্ধন হয়। এপিসের স্ফীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কৌষিক বা সেলুলার উপাদান মধ্যে শোণিতের সিরাম বা রসভাগ প্রবেশ করায় এইরূপ স্ফীতি জন্মে। স্থান বিশেষে, যেমন গলদেশের প্রদাহে, বর্দ্ধিত ও শোথিত উপজিহ্বা, চক্ষুর প্রদাহে তাহার অধঃপুটের নিম্নত্বক এবং সাধারণ শোথ রোগে অণ্ডকোষবেষ্ট-ত্বক্ জলপূর্ণ থলির ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ জলশোথের-বর্ত্তমানতা এপিসের তরুণ এবং পুরাতন বহুতর রোগের প্রধানতম প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত।

চিকিৎসা।

হাইড্রকেফালাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—রসঝিল্লী বা সিরাস মেম্ব্রেণ এপিস কর্ত্তৃক সাক্ষাত ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য রসঝিল্লীর প্রাদাহিক রোগের ন্যায় মস্তিষ্ক-বেষ্টরসঝিল্লীর সহজ ও সাধারণ প্রদাহে ইহার কার্য্য দৃষ্ট হয় না। ইহা

মস্তিষ্কের রসঝিল্লীর গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবাকুলার প্রদাহের অবস্থা বিশেষের এক মাত্র ঔষধ। শিশু মস্তক আবর্তন করিয়া অবিরত উপাধানাভ্যন্তরে প্রবেশকরাইতে থাকে এবং শিরোলুণ্ঠন হয়। অচৈতন্য শিশু মধ্যে মধ্যে **হৃদয় বিদারক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগ্রৎ** এবং অচিরাৎ পুনঃ আজ্ঞানাভিভূত হয়। এই বিকট চীৎকার দ্বারা রসঝিল্লীপ্রদাহের পূর্ব্ব কথিত **হুলবেঁধার ন্যায় বেদনার** হঠাৎ আক্রমণ প্রকাশিত হয়। শিশুর শরীরের এক পার্শ্ব তড়কা বা কনভালসন দ্বারা আক্রান্ত হয় অন্য পার্শ্ব নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে। চক্ষুর বক্রদৃষ্টি, দ্রুত দুর্ব্বল নাড়ী এবং মূত্রের স্বল্পতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। ইহাতে অতি শীঘ্র মস্তকে জল সঞ্চিত হয় এবং রোগী প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় যায়। **এপিস** অতি ধীরক্রিয়াশীল ঔষধ; কখন কখন ৩।৪ দিবস পরে অতি বিলম্বে মূত্র-স্রাবের বৃদ্ধি দ্বারা ইহার কার্য্য প্রকাশিত হয়। রোগের উপরিলিখিত অবস্থায় **এপিসই** এক মাত্র ঔষধ। এ জন্য যত্ন পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগান্তর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঔষধের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাওয়া ব্যতীত চিকিৎসকের উপায়ান্তর নাই।

শিশুদিগের কলেরা এবং প্রভৃত উদরাময়ে অনেক সময়ে হাইড্রকেফালাস্ রোগ জন্মে এবং প্রায়শঃ তাহাতে ইহার অন্যান্য লক্ষণ সহ প্রসিদ্ধ **কর্কশ চীৎকার** উপস্থিত থাকিয়া **এপিস** প্রদর্শন করে। শিশুর পাতলা, জলবৎ ও হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয়। মলদ্বার সম্পূর্ণ শক্তিহীন থাকায় শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ হইয়া যায়। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ইহার অস্থায়ী লক্ষণ। রোগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইলে মূত্রস্রাব কমিয়া যায়।

মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ।—শিশুদিগের মস্তিষ্ক-বেষ্ট ঝিল্লীতে গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন প্রদাহ বা টুবাকুলার মিনিঞ্জাইটিস

এবং তরুণ মস্তিষ্কশোথ রোগেই এপিস দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। স্রগুস্ত্রেদ বাহির না হইলে অথবা বসিয়া যাইলে শিশুর ঘোর অচৈতন্যাবস্থায় মস্তিষ্কে ছুরিকাঘাত অথবা তীক্ষ্ণ হুলবেধবৎ বেদনা হওয়ায় শিশু মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে এবং পুনঃ পুনঃ মস্তকাভিমুখে হস্ত লইয়া যায়। মুখমণ্ডলের শোথিত ভাব এরোগের অন্যতম প্রকৃষ্ট লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় মধুমক্ষিকাবিষ লক্ষণের প্রসিদ্ধ স্নায়বিক চঞ্চলতা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা জন্মে এবং তাহাই ভাবী সাংঘাতিক রোগের প্রতি প্রথমে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বেলাডনা এবং **এপিস**—প্রথমের রোগীর প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় প্রবল জ্বরতাপ, শোণিত সঞ্চলনের প্রবলতাবশতঃ মুখের এবং চক্ষুর উজ্জ্বল লোহিত আভা এবং কেরটিডের দপদপানি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়; মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্যে আবিল্যগ্রস্ত রোগী ভীতি-নিবন্ধন চীৎকার, ক্রন্দন এবং মধ্যে মধ্যে স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত চমকিয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ের লক্ষণ দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক। তহাতে স্নায়বিক চাঞ্চল্য অধিকতর থাকে। রোগী মস্তকে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠে। মস্তিষ্কে রসস্রাব প্রাধান্য ঘটিলে **বেল্** কার্য্যকরী হয় না।

হেলিবরাস্—স্নায়বিক উত্তেজনা ও চঞ্চলতা বিদূরিত হওয়ায় ও প্রতিক্রিয়ার অভাব বশতঃ রোগী অবসন্নাবস্থায় নীত হইলে **হেলিবরস এপিসের** স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহা এস্থলে প্রতিক্রিয়া পুনরানয়ন দ্বারা অন্য ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। কুঞ্চিত ললাটত্বক, বিস্তৃত কনীণিকা, প্রলম্বিতপ্রায় নিম্ন চুয়াল এবং প্রগাঢ় অচৈতন্য ইহার লক্ষণ। রোগীর ললাট শীতল ঘর্ম্মসিক্ত থাকে এবং তাহার কোন এক হস্ত ও পদ অনৈচ্ছিকরূপে চালিত হয়।

গ্লনইন—ইহাতেও রোগী এপিসের ন্যায় চীৎকার করে। রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন মস্তক অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপর হইতে অধিকতর, এবং রোগী অত্যন্ত বমন করে।

জিঙ্কাম—রক্তহীন রোগীর উদ্ভেদ বাহির অথবা পুষ্ট না হওয়ায় ইহার রোগ জন্মে। পদের চঞ্চল গতি থাকে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল। অচৈতন্য রোগীর নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

সিকুটা—রোগের উত্তেজনার অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, হস্তাঙ্গুলির আনর্ত্তন ও অজ্ঞানতা নিবারণ জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা মস্তকে রসস্রাব নিবারণে সমর্থ।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—যুবতীদিগের ঋতুরোধ বশতঃ গুল্মবায়ুরোগে এপিস কার্য্যকারী। ইহার রোগী অত্যন্ত বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, উত্তেজনাপ্রবণ, চঞ্চল এবং চপল। অসতর্কতা বশতঃ হস্তের বস্তু স্খলিত হয়। অনুপযুক্ত স্থলে রোগিনী হাস্য করে। কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত থাকায় ইহারা বড়ই ঈর্ষান্বিত।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জান্তববিষঘটিত পক্ষাঘাত অতি বিরল ঘটনা নহে। তজ্জন্যই ডিফ্থিরিয়া ও টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি স্নায়বিক শক্তিক্ষয়মূলক এবং মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ নিবন্ধন ক্ষরিত রসের চাপ বশতঃ পক্ষাঘাত রোগে এপিসের প্রয়োগ সুফলপ্রদ। এই সকল রোগের পূর্ব্বে হাম প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদিক জ্বর হইলে অথবা উদ্ভেদ বসিয়া যাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকারের আশা করা যায়। এ স্থলে সাল্ফার ও সাহায্যকারী।

চক্ষুরোগ—কঞ্জাংটিভাইটিস্ বা যোজকঝিল্লীপ্রদাহ; কর্ণিয়াল ওপেসিটি বা স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতা; এস্থেন-

পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ; ষ্ট্যাফিলমা বা কর্ণিয়াদি চক্ষু উপাদানের বহির্নিঃসরণ।—গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে **এপিস** উপকারী ঔষধ। **রাসের** ন্যায় ইহাতেও কনীণিকার চতুর্পার্শ্বে ও চক্ষুপুটে আবরক ঝিল্লীর রক্তপূর্ণতা বশতঃ অত্যন্ত স্ফীতি বা কিমসিস্‌ জন্মে। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা, বেগে জলস্রাব এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই **রাসের** সাদৃশ্য প্রকাশ করে। প্রভেদ এই যে **রাসের** ন্যায় **এপিসে** পুযোৎপত্তি হয় না, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা থাকে এবং ইহার রোগযন্ত্রণার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং চক্ষুপুটে শীতল জল প্রয়োগে হ্রাস হয়। ইহার চক্ষুপুটের বিসর্পবৎ প্রদাহ-যুক্ত স্থান দেখিতে নীললোহিত ও জলপূর্ণ স্বচ্ছস্ফীতিবৎ। **রাসের** আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও চুলকনার রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস। ইহার বিসর্পবৎ প্রদাহ দেখিতে কালচে লোহিত, এবং গণ্ডে রসবিম্বিকা জন্মে। বিসর্পাক্রান্ত স্থানের অধিকতর জ্বালা ও চুলকনা। ক্ষরিত চক্ষু জলের উষ্ণতা, বেদনার তীক্ষ্ণতা এবং শোথ প্রভৃতিতে **এপিস** **আর্সের** তুল্য। প্রভেদ এই যে **আর্সের** চক্ষুজল অধিকতর তীব্র। শোথিত চক্ষুপত্র নীল লোহিতের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুর এবং চক্ষুপত্রের কিনারা অধিকতর লাল। ১২টা রজনীর পর রাত্রি ২ হইতে ৩টা রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি ও সাধারণতঃ তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। গণ্ডমালা রোগে রোগী বাহিরের শীতল বাতাসে চক্ষু চাহিতে পারে কিন্তু গৃহমধ্যের অন্ধকারেও তাহাতে সক্ষম হয় না। **আর্সের** রোগী **এপিস** রোগী অপেক্ষা অধিকতর অস্থির।

এপিস রোগের চক্ষুপত্র শোথিত, স্ফীত ও লোহিতবর্ণ। চক্ষুপুটের কিনারা জ্বালাযুক্ত এবং চক্ষু জুড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুভেদকারী তীর বেধের ন্যায় বেদনা হইলে শীতল জল প্রয়োগে

উপশম। প্রথম রাত্রে ইহার যন্ত্রণা অধিকতর থাকে। **ক্যালি বাই** ইহার পরে সুফলপ্রদ।

পাঠকালে চক্ষুর চনচনিসহ জ্বালা, জলস্রাব এবং চক্ষুপত্রের চুলকনা, জ্বালা এবং হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসহ চক্ষুদৌর্ব্বল্যে ডাং ক্যারিংটন **এপিস** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন। ষ্ট্যাফিলমা ও চক্ষুর অস্বচ্ছতাও ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

ইডিমাগ্লটীডিস বা স্বরযন্ত্র-দ্বারশোথ।—গলদেশের প্রদাহিক রোগে, বিশেষতঃ ডিফ্‌থিরিয়া রোগে কখন কখন আক্রান্ত গলদেশের সংস্পৃষ্টতা বশতঃ স্বরযন্ত্র দ্বার স্ফীত, লোহিতবর্ণ এবং শোথযুক্ত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়াবহ কষ্ট উপস্থিত হয়। উপরিউক্ত শোথ এস্থলে শ্বাস কৃচ্ছ্রের বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ হওয়ায় **এপিসের** প্রদর্শক হইয়া থাকে। **ক্লরিন** ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটীস্।—উপরিউক্ত প্রদাহ অধোগামী হইয়া স্বরযন্ত্রকোটর আক্রমণ করিলে ও শোথ তাহাতে প্রধান উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিলে যদি পূর্ব্বোক্তরূপ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাতেও **এপিস্** এবং **ব্রমিন** আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া গণ্য। সম্পূর্ণ স্বরযন্ত্র আক্রান্ত হইলে পুনঃ পুনঃ তাহার আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অধিকতর কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু জলশোথ বর্ত্তমান থাকিলে ঔষধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় না। শোথ না থাকিলে **স্যাম্বুকাস্** প্রয়োগোপযোগী ঔষধ।

বিসর্প এবং গলদেশের প্রদাহ ও সাধারণ শোথ রোগ সংস্রবে এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ও শোথ জন্মিলে **এপিসের** বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ শোথ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ নহে।

হাঁপানিরোগ বা এজমা।—এপিসের হাঁপানিরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে "রোগী বুঝিতে পারে না যে সে কি প্রকারে পুনর্ব্বার শ্বাসগ্রহণে সক্ষম হইবে"। বক্ষশোথ বা হাইড্রথোরাক্স্, হৃদ্বেষ্টশোথ বা হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম এবং ফুসফুসে জলসঞ্চয় বা ইডিমা পাল্মনাম ইহার যে কোন রোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হউক না কেন উপরি উক্ত 'আর শ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না' এইরূপ সন্দেহসূচক ভাব প্রকাশ করা এপিস রোগের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রমিনরোগী অতি গভীর শ্বাস গ্রহণ করায় বোধ হয় যেন ফুসফুস মধ্যে প্রচুর বায়ুর অভাব বশতঃ সে তদ্রূপ করিতেছে; গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টারোগী নিদ্রাগত হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হওয়ায় হঠাৎ চমকের সহিত জাগ্রৎ হয়; হিউমিড বা আর্দ্র অথবা শ্লেষ্মাপ্রধান এবং তরুণ সর্দ্দিজ হাপানি রোগেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়; পুরাতন, পৌনপুনিক হাঁপানিরোগের দুই প্রহর রজনীর পর আক্রমণ হইলে, রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থিরতা বশতঃ শয়নে অক্ষম হইলে এবং অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীর বক্ষে জ্বালা থাকিলে ইহা উপকারী; কোন কোন বিষয়ে ইপিকা রোগসহ ইহার সদৃশ্য দেখা যায় এবং ইহা তাহার পরে প্রয়োজ্য। ডাং বেয়ার এবং ডাং জসেট আর্সেনিককে এ রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়াছেন।

প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—এই রোগে ফুসফুসবেষ্টগহ্বরে জল সঞ্চয় হইলে বা হাইড্রথোরাক্স্‌রোগ জন্মিলে যখন জরের হ্রাস হইয়া যায় তখন এপিস প্রয়োগে জল শোষিত ও দূরীভূত হওয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সাল্‌ফার—ইহা সর্ব্বপ্রকার রসস্রাবের পক্ষেই উপকারী;

ইহার রোগে সূচিবেধবৎ বেদনা বাম ফুসফুস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায় ও চিত ভাবে শয়নে এবং গাত্র চালনায় তাহার বৃদ্ধি হয়। **একনাইট** ও **ব্রায়নিয়ার** পর ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ। রসশোষণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার সাল্‌ফার—প্লুরিসিরোগে ব্রঙ্কাইটিস্ উপসর্গ থাকিলে এবং পূয় সংঞ্চার হইলে **হিপার** দ্বারা মহদুপকার হয়। **হিপারের** নিজস্ব প্রদর্শক (আটাযুক্ত তন্তুজ্ঞানরসস্রাব) বর্ত্তমান থাকিলে বা প্ল্যাষ্টিক প্লুরিসি রোগে ইহা প্রায় নিশ্চিত ফলদায়ক ঔষধরূপে কার্য্য করে। বক্ষবেষ্টগহ্বরে পূযসঞ্চয় নিবন্ধন ক্ষয়কাসের উপক্রম হইলেও ইহা দ্বারা মহদুপকার হয়।

হৃদ্রোগ—হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ এবং **হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম্।—**

"রোগী বুঝিতে পারে না কি করিয়া আর শ্বাস টানিতে সক্ষম হইবে," এইরূপ অনুভূতিসূচক শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং ছুরিকাঘাত ও হুলবেধবৎ বেদনাদিরূপ প্রদর্শক লক্ষণযুক্ত হৃদ্বেষ্টের প্রদাহ ও জল শোথরোগে **এপিস** মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত; হৃৎকম্প, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং শয়নে ভয়াবহ শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা **আর্স** সহ অতুলনীয়। হৃৎপিণ্ড প্রদাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে ইহা যে সকল ঔষধসহ তুলনীয় নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

আর্সেনিক—অস্থিরতা, অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রে উভয় ঔষধ প্রায় সমক্রীয়। কিন্তু **এপিসের** চঞ্চলতা (Fidgetiness), শিথিলতাহীন ফেকাসে শোথযুক্ত অঙ্গ উভয় ঔষধে দৃষ্ট হইলেও অনেক স্থলে **এপিসে** ত্বকের রক্তিমা, চুলকনা অথবা বিসর্পবৎ অবস্থা এবং রোগীর তৃষ্ণাহীনতা বর্ত্তমান থাকিয়া **আর্স** হইতে প্রভেদিত করে।

এপসাইনাম কেনা—ইহার নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও

দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া নিবন্ধন তাহার কখন দুর্ব্বল ও কখন সবল ভাব যথেষ্ট প্রভেদক।

এস্পারেগাস—বৃদ্ধদিগের নাড়ীস্পন্দন দুর্ব্বল এবং স্কন্ধের বহিঃপার্শ্বে বেদনা থাকিলে উপযোগী।

কাসি বা কফ।—অনেক সময়েই কাসির নিবারণে **এপিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ষ্টর্ণাম অস্থির উর্দ্ধ কোটরস্থানের উত্তেজনায় এবং স্বরযন্ত্রের সামান্য চাপেই কাসির উদ্রেক হয়। শ্বাসনালীর উর্দ্ধভাগের সর্দ্দিপ্রযুক্ত ঘণ্টাধ্বনিবৎ কাসি। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে কাসি হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিছুই উঠিতে চাহে না, কিন্তু ছিঁড়িয়া কিছু মাত্র উঠিলেই কাসির নিবৃত্তি হয়, রোগী গয়ার গিলিয়া ফেলে। অধিকাংশ সময়ে বক্ষশোথ নিবন্ধন ইহার কাসি হইয়া থাকে।

নাকস্ ভমিকা—শ্বাসনলীতে কর্কশ, চাঁছা ভাবের অনুভূতি, এবং শ্বাসনালীর উর্দ্ধাংশে শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকায় কাসি হয়।

ক্যামমিলা—কাসিসহ মানসিক উত্তেজনা থাকে।

আর্সেনিক—সুপ্রাষ্টার্ণাল ফসাতে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত শুড়শুড়ি উৎপন্ন করিয়া জলশোথ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতিতে ইহা কাসি উপস্থিত করে। এই স্থলেই ইহা **এপিস্** সহ তুলনীয়।

মুখক্ষত, "জাড়ী ঘা" বা এপ্‌থাস সোর মাউথ।—জিহ্বা এবং মুখ প্রদাহযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও জিহ্বা স্ফীত, চকচকে ও শুষ্ক থাকে এবং কাটে; তাহার পার্শ্বে এককৈক ভাবে অথবা দলবদ্ধরূপে রসবিম্বিকা জন্মে। মুখ, বিশেষতঃ জিহ্বাপার্শ্ব জ্বলন্ত বোধ হয় এবং তাহা প্রসিদ্ধ হুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত থাকে।

টন্‌সিলাইটিস্ বা টন্‌সিলগ্রন্থি প্রদাহ।—টন্‌সিলের সাধারণ প্রদাহে **এপিসের** প্রসিদ্ধ **শোথ ও হুলবেধানুভূতি** বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধরূপে কার্য্য করে। গ্রন্থির

অভ্যন্তরীণ উপাদান আক্রান্ত হইলে (Paranchymatous) ইহা কার্য্যকরী হয় না। গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই স্ফীত হয়। **বেলাডনা** গ্রন্থির অভ্যন্তরীণ উপাদানও আক্রমণ করিয়া থাকে এবং রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। স্ফীত গ্রন্থির উপরিভাগে বহুতর ফলিকিউলার বা নলীগ্রন্থি মুখ হইতে রসস্রাব হইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—আক্রান্ত স্থান কালচে ও উগ্রদুর্গন্ধযুক্ত। তাহাতে অত্যধিক স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। দূষিত, পাতলা ও দুর্গন্ধ পূয় নির্গত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক সঝিল্লীক গলক্ষত।—**এপিস**রোগে জ্বরের বিশেষ প্রবলতা থাকে না। কিন্তু গলাভ্যন্তরীণ টনসিল, উপজিহ্বা, স্বরযন্ত্রদ্বার এবং নিকটস্থ যাবতীয় স্থানে **শোথ, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা** এবং জিহ্বায় টাটানির বর্ত্তমানতা ও ফোস্কা অতি পরিস্ফুট প্রদর্শক লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া এই দূষিত ও সাংঘাতিক রোগে **এপিসের** প্রযোগিতার পরিচয় দেয়। স্বরযন্ত্রদ্বারের শোথযুক্ত স্ফীতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং গলাভ্যন্তরে পূর্ণ বোধ নিবন্ধন মিথ্যা গলাধঃকরণ চেষ্টা হয় এবং বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করে। গলার বহির্দেশে বিসর্পবৎ প্রদাহ ও স্ফীতি জন্মে এবং প্রশ্বাস বায়ু অবস্থানুসারে কখন দুর্গন্ধ হয়, কখন বা হয় না। উভয় টন্‌সিলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ টন্‌সিলে ধূসরবর্ণ, সমল ও চিমসা ঝিল্লী জন্মে, উপজিহ্বা দেখিতে প্রলম্বিত ও জলপূর্ণ থলির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অস্থির থাকে, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়। মূত্রস্রাবের অভাব (suppression) **এপিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

ডিফথিরিয়ারোগে **ল্যাক ক্যেনিনাম** কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে; **এপিসের** ন্যায় ইহাতেও গলার বহিরভ্যন্তর উভয়ই

স্ফীত হয়, কিন্তু ইহার শরীরচালনা **এপিসের** ন্যায় সাধারণ স্নায়বিক চঞ্চলতা (Fibgetiness) জ্ঞাপক নহে, **আর্স ও রাসের** ন্যায় যন্ত্রণা প্রসূত। মূত্রের স্বল্পতা বা রোধ **এপিস্‌, ল্যাক কেনি** এবং **ক্যান্থারিসে** দেখিতে পাওয়া যায়।

কিড্‌নি বা বৃক্ক রোগ—এল্‌বুমিনুরিয়া, লালামেহ বা ব্রাইটস্‌ডিজিজ্‌।—লালামেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় **এপিসের** বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। ইহা তরুণ রোগের অবস্থানুসারে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। যে কোন প্রকার লালামেহরোগে, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরান্তিক রোগে কিড্‌নির মৃদু বেদনা, মূত্রের স্বল্পতা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা উপযোগী। মূত্রে প্রভূত পরিমাণ এল্‌বুমেন এবং শোণিতকণিকা থাকে। অতি শীঘ্র জলশোথ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং মূত্রাঘাত ও কখন কখন ত্বকে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ জন্মে। জলশোথ সর্ব্ব শরীরে হইলেও মুখে, উর্দ্ধাধ অঙ্গে, উদরীরূপে উদরে, ইডিমাপাল্মনাম রূপে ফুস্‌ফুসে এ **জলপূর্ণ থলির ন্যায় নিম্ন চক্ষুপুটের অধোদেশে ও অণ্ড-কোষবেষ্টে যে শোথ জন্মে, তাহাই** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্বক-শোথে সাধারণতঃ গাত্রবর্ণ সাদাটে, গৌরবর্ণ গাত্র ধবল-প্রায় বোধ হয়। মস্তক, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকে। রোগী নিদ্রালু ও অবসাদগ্রস্ত এবং শরীর ঘৃষ্টবৎ বেদনাযুক্ত। ডাং ডিউই টিংচারের পরিবর্ত্তে ট্রিটুরেসনের ব্যবহার করিতে বলেন। স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরান্তিক এল্‌বুমিনুরিয়ারোগে ডাং কাফ্‌কা **হিপার** প্রয়োগের উপদেশ দেন **এপিস** রোগে, বিশেষতঃ ইডিমা পাল্মোনাম থাকিলে, শ্বাসকষ্ট জন্য রোগী "বুঝিতে পারে না সে কি করিয়া পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইবে" এইরূপ বলিতে থাকে এবং ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাল্পতা এবং মূত্রাঘাত বা সাপ্রেসন অব্ য়ুরিণ।—**এপিস** দ্বারা মূত্রস্রাবের অতি গভীর পরিবর্ত্তন ও বিকার সাধিত হয়। মূত্রাল্পতা, অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব, নিদ্রালুতা, শরীরের স্থানে স্থানে জলশোথ, তৃষ্ণাহীনতা এবং শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি **এপিসের** প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ইহাতে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত এল্বুমেন বা শ্বেত লালাপূর্ণ এবং মূত্রনলীর "ছাঁচ" বা "কাষ্ট" যুক্ত থাকায় সহজেই অনুমিত হইবে যে ইহা প্রায় সর্ব্ব প্রকার এল্বুমিনুরিয়া রোগের পক্ষেই উপযোগী হইতে পারে। শিশুদিগের মূত্র-কৃচ্ছ্র নিবারণে অনেক সময়েই ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী। ইহাতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছায় সামান্য কতিপয় ফোটা করিয়া মূত্রত্যাগ হয়। অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মূত্রস্থালীগ্রীবার উত্তেজনা এবং অনৈচ্ছিক মূত্র ক্ষরণ প্রধান। **ক্যান্থারিসের** অপব্যবহার প্রযুক্ত মূত্ররোধ এবং মূত্রস্থলীর প্রদাহ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। **এপসাই** ও **আর্সের** অত্যন্ত পিপাসা **এপিস** হইতে তাহাদিগকে প্রভেদিত করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—**এপিসের** ক্রিয়ায় বহুতর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়সহ ইহার যে বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীজননে-ন্দ্রিয়সহ ইহার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের রোগ চিকিৎসায় অতি নিম্নক্রমের ঔষধ সহজেই জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপন্ন করে। অতএব স্ত্রীলোকদিগের উপরিউক্ত অবস্থায় অতি সাবধানতার সহিত ইহার উচ্চ ক্রমের প্রয়োগই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। তৃতীয় মাসে কি তৎপূর্ব্বেও ইহা গর্ভপাত সংঘটিত করিয়াছে।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—ঋতুস্রাবের অভাব ঘটায় মস্তকে শোণিতাধিক্য জন্মিলে **এপিস** ঋতুস্রাব পুনরানয়নে

সক্ষম। নিম্নাভিমুখে জরায়ুর ঠেল মারা উপস্থিত হয়, কিন্তু ঋতুস্রাব হয় না। ন্যূনাধিক গুল্মবায়ুলক্ষণযুক্ত যুবতীদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল রোগী বাত্যাচ্ছন্ন থাকে এবং ইহাদিগের অসামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়া বশতঃ অসাবধানতা নিবন্ধন বস্তু হস্তস্খলিত হয়। মুখমণ্ডল শোণিত-চ্ছটাযুক্ত থাকে।

অণ্ডাধার রোগ বা ডিজিজেস্ অব্ দি ওভারি—অণ্ডাধার প্রদাহ বা ওভারাইটিস্, অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা টিউমার।— **এপিসের** ঔষধ গুণ পরীক্ষায় বহুতর অণ্ডাধার লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রেও রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। **ল্যাকেসিসের** রোগ যেরূপ বাম অণ্ডাধারে হয়, **এপিসের** রোগ তদ্রূপ প্রায়শঃই দক্ষিণ অণ্ডাধারে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা অণ্ডাধারে অতি প্রবল রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহাতে দক্ষিণ কুচকী প্রদেশের তীক্ষ্ণ টাটানি, হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি, জ্বালা ও কিঞ্চিৎ স্ফীতি জন্মে। অণ্ডাধারের কোষ-গর্ভ অর্ব্বুদ বা সিষ্টিক টিউমাররোগের, বিশেষতঃ তাহার প্রথম বা প্রারম্ভাবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারে অনেক রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। জ্বালাযুক্ত বেদনা, হুলের ন্যায় বেঁধা, দক্ষিণ উরু বাহিয়া অসাড়তা, বক্ষের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং অণ্ডাধারের সহানুভূতি প্রযুক্ত কাসি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

মার্কুরিয়াস কর—ডাঃ হিউজ অণ্ডাধারের স্নায়ুশূল রোগে ইহার প্রশংসা করেন। অন্ত্রবেষ্ট আক্রান্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ।

বভিষ্টা—ইহাও অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ আরোগ্য করিয়াছে।

আঙ্গুলহাঁড়া বা প্যানারিটাম।—অঙ্গুলী অতি দ্রুত

গতিতে স্ফীত ও তাহার উপরিভাগ উজ্জ্বল লোহিত ও টান টান হয়। জ্বালাযুক্ত হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা এপিসের প্রদর্শক।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—পেশী ও সন্ধি উভয়ের রসবাত রোগে অবস্থানুসারে এপিস ফলপ্রদ হইলেও সন্ধির প্রদাহ-যুক্ত তরুণ রসবাতরোগেই ইহা সাধারণতঃ প্রদর্শিত। আক্রান্ত শরীরাংশ অনমনীয় এবং সামান্য চাপেই অত্যন্ত টাটানিযুক্ত। অনেক সময় তাহাতে অসাড়তা জন্মে। সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত, এবং তাহাতে যেন টানিয়া বিস্তৃত করার ন্যায় অনুভূতি; কখন বা তাহা স্ফীত ও ফেকাসে লাল থাকে। এপিসের প্রসিদ্ধ জ্বালাযুক্ত হুলবেধবৎ বেদনা ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে সাহায্য কারী।

সাইনভাইটিস্।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রোগেই এপিস্ দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে এবং জানুসন্ধির রোগে ইহার লক্ষণ নিচয় অতি পরিস্ফুটরূপে দেখা দেয়। আক্রান্ত সন্ধি ফেকাসে লোহিত বর্ণ ও টানটান থাকে। তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ এবং হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা সামান্য অঙ্গ চালনায় বর্দ্ধিত ও শৈত্য প্রয়োগে উপশমিত।

আয়ডিন—গণ্ডমালাদূষিত শিশুদিগের জানুসন্ধির শোথে ইহা এপিসের পরে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ।

কেলি আয়ডেটাম্—সন্ধির স্পঞ্জবৎ স্ফীতি এবং সন্ধির অভ্যন্তরে তাপের অনুভূতি এবং চর্ব্বণ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা রজনীতে বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী অস্থির থাকিলে ইহা উপকারী।

ব্রায়নিয়া—ইহার রোগসহ এপিস রোগের অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েরই সন্ধির স্ফীতি ফেকাসে লোহিত ও টান টান; সূচী বা ত্বরিত হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা উভয়েই বর্ত্তমান থাকে ও সামান্য অঙ্গচালনায় বৃদ্ধি পায়। প্রভেদ এই যে এপিসের

বেদনা শৈত্য এবং **ব্রায়ওনর** তাহা তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়। **ব্রায়নিয়া** স্বয়ম্ভূত বা আঘাতনিবন্ধন উভয় প্রকার রোগেই উপকারী। অবস্থানুসারে **একন** বা **বেলের** পরে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ড্রপসি বা জলশোথ।—আরক্ত জ্বরের পরিণাম এবং তরুণ জরের জলশোথ তৃষ্ণাহীন হইলে **এপিস** তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ড্রপ্সি রোগের তৃষ্ণাহীনতা **এপিসের** বিশেষ প্রদর্শক। থলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্ব্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও ইহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া খ্যাত। গাত্র সাদাটে ও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ ভাবযুক্ত এবং মূত্র অতিশয় স্বল্প থাকে। **এপিস** প্রয়োগে মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় রোগের উপশম হয়। ইহার রোগে গাত্রে আমবাত জন্মিতে পারে। হৃদ্রোগনিবন্ধন জলশোথে পদের শোথ জন্মে; বক্ষশোথ রোগে (Hydrothorax) শ্বাসকৃচ্ছ্র ও নিকট মৃত্যুর অনুভূতি হয়, কিন্তু তাহা **আর্স** এবং **একর** ন্যায় থাকে না। চক্ষু অধদেশে জলপূর্ণ থলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্ব্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও ইহার প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা যায়। রসঝিল্লীতে **এপিসের** প্রভূত ক্রিয়া থাকায় উদরী, বক্ষশোথ, মস্তিষ্কোদক প্রভৃতির জলশোষণের সাহায্য দ্বারা ইহা মহদুপকার সাধন করে। এই সকল রোগে **এপিসের** ট্রিটুরেশণ প্রয়োগই বিধেয়।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—জ্বরচিকিৎসায় **এপিস** কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ইহার জ্বরে কতিপয় পরিস্ফুট লক্ষণ থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচনও অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্ত, যকৃৎ, প্লীহা, এবং শোথাদি উপসর্গ সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে **এপিস** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় জ্বরাক্রমণ, শীতকম্পকালে তৃষ্ণা, তাপকালে কদাচিৎ তৃষ্ণার বিদ্যমানতা এবং **ঘর্ম্মের সময় তৃষ্ণার সম্পূর্ণ অভাব** ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ।

ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উষ্ণ গৃহে এবং তাপ প্রয়োগে শীতের বৃদ্ধি, শীতসহ হস্ত পদের তাপ (**বেলের** বিপরীত), শীত এবং তাপকালে বক্ষ মধ্যে জ্বালা ও অস্বস্তি, শ্বাসরোধের অনুভূতি এবং ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাতের উদ্ভেদ প্রধান।

এপিসের বিজ্বরাবস্থার কষ্টপ্রদ লক্ষণাদিও রোগের গভীরতার পরিচয় প্রদান করে। পদ শোথযুক্ত ও ত্বক্ পাণ্ডুর হয়। মূত্র অত্যল্প হয় এবং আমবাত বর্ত্তমান থাকে। রোগী উভয় পার্শ্বের পর্শুকাস্থির পশ্চাতের বেদনায় কষ্টানুভব করে।

ডাং কেরল ডানহাম—"ঘর্ম্মের অভাব **এপিস** জ্বরের প্রদর্শক।"

ডাং হেরিং—"মধুমক্ষিকা যে সময় অসাধারণ বল প্রয়োগে দংশন করে তখন **এপিস** জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়"।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতজ্বরবিকার।—টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরাদিতে **এপিস্** প্রধানতঃ তাহার মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রয়োগিতা প্রকাশ করে। ইহার মৃদু প্রকৃতির প্রলাপে অজ্ঞানাভিভূত রোগী বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট কথা বলিতে থাকে। মুখমণ্ডল কখন লোহিত বর্ণ ও শোণিতের আভাযুক্ত। ফেকাসে গৌরবর্ণ রোগীর মুখমণ্ডল অনেক সময়ে মোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, এবং কখন বা আনন্দের ভাবযুক্ত। শরীরের কোন স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ এবং স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক শীতলতা; ত্বক প্রায়শঃ শুষ্ক থাকে, ঘর্ম্ম হইলেও অস্থায়ী দেখা যায়। রোগীর অত্যন্ত বলক্ষয় হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় অসমর্থ হয়, মস্তক উপাধানচ্যুত হওয়ায় রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে নামিয়া যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও লাল থাকে এবং কখন কখন তদুপরি সাদাটে বা কালচে লেপ দৃষ্ট হয়,

তাহার পার্শ্বে রসবিম্বিকা জন্মে ; বাহির করিতে জিহ্বা কম্পিত হওয়ায় **ল্যাকেসিসের** ন্যায় দন্তে আটকাইয়া যায়। **এপিস**রোগী **মিউরিয়েটিক এসিডের** রোগীর ন্যায়ই দুর্ব্বল। কিন্তু শেষোক্তের অল্প রোগপ্রবণ দূষিত ধাতু প্রভেদকস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে।

আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেট্‌ ফিবার।—প্রবল জ্বর, স্নায়বিক অসোয়াস্তিবশতঃ চঞ্চলতা, মুখ এবং গলদেশের লোহিতাভা, ফোস্কাযুক্ত জিহ্বা, ত্বরিত দুর্ব্বলতার আক্রমণ, মূত্রাল্পতা, তন্দ্রা এবং আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদসহ ঘামাচির বর্ত্তমানতা **এপিস**রোগের সাধারণ লক্ষণ। ত্বকে, ও গলাভ্যন্তরে প্রায়শঃ শোথ উৎপন্ন হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি জন্মে। আরক্ত জ্বরের পরিণামে এল্বুমিনুরিয়া বা লালামেহ জন্মিলে ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বেলাডনা—উদ্ভেদের মসৃণতা, উজ্জ্বল লোহিতাভা এবং ঘামাচির অভাব ইহার বিশেষত্ব। শরীর তপ্ত এবং মুখমণ্ডল আরক্ত, অথবা রোগী বিশেষে তাহা পাণ্ডুর থাকে, কিন্তু **এপিসের** ন্যায় পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত হয় না। গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কৌষিকবিধানে রসপ্রবেশপ্রযুক্ত **এপিসের** ন্যায় স্ফীতি ও বিসর্গবৎ নীলাভা জন্মে না।

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্‌।—**এপিসের** রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে গোলাপী লোহিতাভ থাকে এবং শোথিত হইলে পরে তাহা কালচে এবং নীললোহিত হইয়া যায়। শোথ অতি শীঘ্রই উপস্থিত হয়, এবং আক্রান্ত শরীরাংশের টাটানি ও হুলবৎ বেদনা জন্মে। রোগ কোন কঠিন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ইহা **বেলেডনা** ও **রাসের** মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে **বেলের** প্রবল এবং তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট প্রদাহ ও তদনুষঙ্গিক রুগ্ন স্থানের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, দপ্‌দপানি বেদনা প্রভৃতি

থাকে না। **রাসে** ইহার ন্যায় আক্রান্ত স্থানে কামচে লোহিতবর্ণ এবং জ্বালা ও হুল বেঁধার অনুভূতি থাকিলেও তাহার চুলকণার আধিক্যমুক্ত ফোস্কার বর্ত্তমানতা ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে **এপিসের** রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে ও **রাসের** রোগ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। **রাসের ফোস্কা** ও **এপিসের শোথ** উভয়ের প্রদর্শক। মুখমণ্ডলের রোগে নীলাভা জন্মিলে **এপিস** ও **ল্যাকেসিস্** তুল্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্যান্থারিস্—ইহার রোগে বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা জন্মে এবং ফোস্কা বিদীর্ণ হইলে বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। নাসিকোপরি বিসর্প আরম্ভ হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। ইহার সূক্ষ্মতর হুলবেধ ও জ্বালাকর বেদনা এবং তৃষ্ণার বর্ত্তনানতা প্রভেদক। ইহার মূত্রলক্ষণের স্থায়াত্বের নিশ্চয়তা নাই।

য়ুফর্বিয়াম্—ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ পীতবর্ণের রসবিম্ব জন্মে এবং প্রবল জ্বর হয়। ইক্ষুর পাক ও খননবৎ বেদনাসহ মস্তক এবং মুখমণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ রসবিম্বযুক্ত বিসর্প রোগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বসন্ত রোগ বা ভেরিয়লা — অত্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি, হুল-বেধবৎ বেদনা ও চুলকণা থাকিলে **এপিস্** উপকারী।

আমবাত, শীতপিত্ত বা আরটিকেরিয়া।—ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা সবিরাম জ্বরকালে অসহনায় চুলকণা, জ্বালা এবং হুলবেধানুভূতি সহ হঠাৎ লোহিতাভ সাদাটে ও দীর্ঘতর আমবাতের উদ্ভেদ জন্মিলে **এপিস্** উপকার করে।

সাল্ফার—গাত্রময় চুলকনাযুক্ত পুরাতন আমবাত রাত্রি কালে বৃদ্ধি হইলে।

সিপিয়া—দুগ্ধ কিম্বা শুকরের মাংসাহারে আমবাত জন্মিলে।

লেক্‌চার ৪৫ (LECTURE XLV.)

রাস্ টক্‌সিকডেণ্ড্রন (Rhus Toxicodendron)

প্রতিনাম।—রাস হিউমাইল।

সাধারণ নাম।—পয়জন ওক্। পয়জন আইভি।

জাতি।—এনাকার্ডিয়েসি।

জন্মস্থান।—উত্তর আমেরিকার সর্ব্বত্রই খোলা জমিতে, বেড়ার পার্শ্বে এবং জঙ্গলময় স্থানে গুল্মাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—টাট্‌কা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় বৎসর (ডাং নিডহার্ড)।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ নানাক্রমে ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।*

---

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল; যথা, ডাং ডুলাক্—ভদ্রমহিলা, বয়স ৩০; অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপন নিবন্ধন দুঃখবশতঃ মানসিক উত্তেজনা রোগের কারণ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুত; গাত্রতাপ; গণ্ডে লোহিত কলঙ্ক; দুর্ব্বলতা ও উদরাময়; ফস এসি ১২, নিষ্ফল, কিন্তু বিষাক্ত হওয়ার বিশ্বাস থাকায় রাস ৩০ প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং লি বিন—চক্ষুপুট পতন রোগে (Ptosis) ৭৫০০০ (75 m.) প্রয়োগে উপকার। ডাং ষ্টেন্‌স্—চক্ষুর কাল ক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা (Opacity of cornea); রোগীর বয়স ৪৫; সম্পূর্ণ অন্ধ; কর্ণিয়ার স্তরমধ্যে ঘন সাদাটে রসের সঞ্চয়; উপতারা অসমান; পূর্ব্বে বিসর্প রোগ হইয়াছিল, শীতলজলপ্রয়োগে তাহা বসিয়া যায়; তাহার পর হইতেই দৃষ্টিমালিন্য ঘটে; ১, আরোগ্য। ডাং আর্কুলেরিয়াস—বৃহদাকার

উপচয়।—স্থিরভাবে থাকিলে; রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীতে; ঝটিকার পূর্ব্বে; সিক্ত হইলে; আর্দ্র আবহাওয়ায়; সিক্ত বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলপানে; শয্যোত্থিত হইতে; গাত্রচালনার আরম্ভে।

উপশম।—অবিশ্রান্ত শরীর চালনায়; আক্রান্ত শরীরাংশের চালনায়; উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ।—রাস্টক্সের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ক্রটন টিগ, ও সাল্‌ফার।

রসবিম্বযুক্ত পামা রোগ; আক্রান্তস্থান্ ছাল ওঠা ও কাঁচা এবং হরিদ্রাভ মামড়ি দ্বারা আবৃত; পূয়াকার রসস্রাব; কোষময় ঝিল্লী রসদ্বারা স্ফীত; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ বেলিঙ—একহারা বাতশ্লেষ্মা ধাতুর বালিকা, বয়স ১২; রজনীতে জ্বরের বৃদ্ধি; গ্রীবাপশ্চাতে বেদনা ও কাঠিন্য, ঘাড় ফিরাইলে বৃদ্ধি, অবস্থান পরিবর্ত্তনে হ্রাস; অস্থিরতা; দক্ষিণ টন্সিলের প্রদাহ ও তদুপরি স্থূল হরিদ্রাভ শুভ্র ন্যামেয়ের চর্ম্মের ন্যায় কলঙ্ক; জিহ্বা শুভ্র, অত্যন্ত লেপযুক্ত, পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ, প্রায় ক্ষতভাবযুক্ত ও কাঁচা; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; গলাধঃকরণে খোচার ন্যায় বেদনা; গেলার আরম্ভে বেদনা অধিকতর; ১৫০৫০ (15 m), আরোগ্য। ডাঃ মিলার—দিবসে শুষ্ক কাশি; কাশিতে অধোদর যেন ছিড়িয়া যায়; কথা কহিলে ও গান গাহিলে কাসির উদ্রেক, চালনায় প্রথমে স্কন্ধ এবং গ্রীবা পেশীর কাঠিন্য ও অকর্ম্মণ্যতা, কিঞ্চিৎ পরিশ্রমে উপশম; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ কক্র্যাণি—বিবাহিতা স্ত্রীলোক, ২০ বৎসরের রোগ; বর্ত্তমানে শয্যাগত, রক্তহীন ও দুর্ব্বল; ক্ষুধাহীন; নাড়ী স্পন্দন ৪৮; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ; বামস্কন্ধের বেদনা বামবাহু বাহিয়া নামিয়া যায় ও তাহা শীতল ও অসাড় বোধ হয়; রাত্রি ৪টার সময় বেদনার বৃদ্ধি; আমাশয়ে ও বামবক্ষে থর থর মূর্চ্ছা-ভাবের অনুভূতি; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ঘড়ঘড়ির অনুভূতিসহ বামপার্শ্বের টাটানি, বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ভয়ানক হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডে বেদনা; ২০০ আরোগ্য। ডাঃ স্মিথ—১৪ বৎসরের বালক; কতিপয় দিবস মাংস ধৌত জলমিশ্রিত জলবৎ বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছিল তাহা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইত, ২০০ আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—বালিকা, বয়স ২০; মস্তক পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ পর্য্যন্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া ভয়ঙ্কর বেদনা।

রাস্টক্স্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এণ্টিম টা, ব্রায়, রেনাঙ্কু, ও রড।

রাসের পরে সাধারণতঃ যাহা প্রদর্শিত—আর্স, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, কনা, নাক্স্ ভ, ফস্ এসি, পাল্স ও সাল্ফার।

রাস সাধারণতঃ যাহার পরে প্রদর্শিত—আর্ণি, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্যাল্কে ফস্, ক্যাম, ল্যাকেসিস, ফস এসি ও সাল্ফার।

রাসের কার্য্যপূরক—ব্রায়।

রাসের সহিত এপিসের অসম্মীলন সম্বন্ধ।

ধাতুগত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রাসটক্সের অপেক্ষা রাসভেনিনেটা উপকারী। মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে ও পেশীর টাটানিতে (যদি তাহা দমকা বায়ুসংস্পর্শে কিম্বা সিক্ত শৈত্যে অথবা টাইফয়েড প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ কারণে হয় এবং যদি তাহা শরীর চালনায় ও উষ্ণে উপশম থাকে তাহা হইলে) রাস্ রেডিক্যান্স অধিকতর উপকারী।

তুলনীয় ঔষধ।—এনাকা, এলাস্থাস, এপিস্, আর্ণি, আর্স, ব্রায়, কষ্টি, ক্লিমেটিস্, কনা, ক্রটন টি, ডাল্কা, য়ুফ্রে, ফেরাম, লিডাম, লাইক, নাক্স ভ, ফস্, ফস্ এসি, পাল্স, রেনঙ্কু, রড, রুটা, সিপি, সিলি, সাল্ফ ও ভায়লা।

শিরঃশূল; চিতভাবে শয়ন করে; মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে আকৃষ্ট; সামান্য শরীর চালনায় ও স্পর্শে ভয়াবহ বেদনা, অস্ত্র প্রায় অবশ; মূত্রত্যাগ ধীরে ও থাকিয়া থাকিয়া হয়; নিদ্রা হয় না; নাড়ি ধীরগতি; জলসিক্ত হাওয়ায় রোগ জন্মে,৬ আরোগ্য, ডাং বেরিজ—সেকেণ্ডারি সিফিলিস (উপদংশের উদ্ভেদ); একমাস যাবৎ মধ্যরাত্রে ঘর্ম্ম; লিঙ্গমুণ্ডের কনকনানি, মূত্রত্যাগ শেষ হইলে ২।৪ ফোটার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ; ২০০; আরোগ্য। অণ্ডাধারের কোষগর্ভ অর্ব্বুদ (Cystic tumour); কামিলা স্ত্রীলোক; অর্ব্বুদাবস্থায় অত্যন্ত শ্রম করিয়াছিল; ১৮০০ (18 c), আরোগ্য। ডাং নিউট—যুবাপুরুষের আরক্ত জ্বরান্তে অধিক জলপান সত্ত্বেও মূত্রত্যাগ কম হইয়া নিম্নাঙ্গের শোথ, ৩, আরোগ্য।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—
রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ উষ্ণ শরীরে সিক্ত হইয়া রোগ জন্মিলে। শরীরাংশ বিশেষের মচকান কিম্বা টানাটানি, অত্যূর্দ্ধে অঙ্গাদি উত্তোলন, বিশেষতঃ হস্ত অতিশয় টান করিয়া অত্যুচ্চের কোন বস্তু ধরিবার চেষ্টা; সিক্তভূমিতে শয়ন; গ্রীষ্মকালে কোন আটকা জলে বা নদীতে স্নান প্রভৃতি কারণে পেশী অথবা কণ্ডরা (বেলিস, ক্যালেণ্ড, নাক্স) প্রভৃতি শরীরাংশ বিশেষের রোগে উপযোগী।

সৌত্রিক ঝিল্লী (রড—রসঝিল্লী ব্রায়) এবং শরীরের বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকতররূপে আক্রান্ত হয়।

মোচড় লাগার ন্যায়, অথবা হাতের পেশী কণ্ডরা সংযোগস্থান হইতে ছিন্ন হওয়ার ন্যায়, ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়া ফেলার ন্যায় বেদনার, মধ্য রজনীর পরে এবং সিক্ত আব হাওয়ায় বৃদ্ধি; আক্রান্ত শরীরাংশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

অত্যধিক **অস্থিরতা**, উৎকণ্ঠা, এবং আশঙ্কা ও বেদনাপ্রযুক্ত রোগী শয্যায় থাকিতে পারে না, উপশম জন্য অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন করে (মানসিক উৎকণ্ঠা জন্য অস্থিরতা, একন)।

বামপার্শ্বের পেশীর বাত এবং গৃধ্রসী (Scialica); হৃৎপিণ্ডরোগে বাম বাহুর কনকনানি।

মুক্তবায়ুর অসহিষ্ণুতা; শয্যাস্তর মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিলে কাসির উদ্রেক (ব্যারা, হিপার)।

বিষপান করাইবে বলিয়া ভীতি নিবন্ধন রজনীতে শয্যায় থাকিতে পারে না।

শিরঃশূলে পদনিক্ষেপ অথবা মস্তক চালনা করিলে মস্তিষ্ক আলগা বলিয়া বোধ; মস্তিষ্ক মধ্যে জল পতনের ন্যায় অনুভূতি

এবং অজ্ঞানভাব ; বোধ যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়াছে, বিয়ার মদ্যপানে শিরঃশূল ; সামান্য মানসিক দুঃখে, পুনরাক্রমন, শীতল স্থানে উপবেশনে অথবা শয়নে তাহার বৃদ্ধি, এবং তাপে ও শরীর চালনায় উপশম।

দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন, শয়নে (শয়নে উপশম, এপিস) অথবা গাত্রোত্থানে (ব্রায়) বৃদ্ধি পায়।

দৈনিক অমিত পরিশ্রমের কার্য্য, দাঁড় টানা ও সন্তরণ করা প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমের কার্য্য বিষয়ক স্বপ্ন।

মুখের কোণে ক্ষত, মুখের চতুঃপার্শ্বে জ্বরঠুটা (Fever blisters) ; চিবুকে উদ্ভেদ (হিপার ; নেট্রাম)।

গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে বেদনা ; কটিতে কাঠিন্য ও বেদনা ; উপবেশনে ও শয়নে তাহার বৃদ্ধি ; চালনায় অথবা কোন কঠিন স্থানে শয়নে উপশম।

রোগ কারণ।—স্নান অথবা অধিক ভ্রমণ প্রযুক্ত ক্লান্তি, অত্যধিক শারীরিক শ্রম এবং শারীরিক উপঘাত প্রভৃতি রাসটক্সের রোগের সাক্ষাৎ কারণ। শরীরে ঝাঁকি লাগা, বৃষ্টিতে বা অন্য প্রকারে সিক্ত হওয়া, গাত্র ধৌত করা, জলের মধ্যে কার্য্য করা ও শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের সাধারণ কারণ। কখন কখন মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত অথবা অভ্যাসগত মদ্যপান, অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া বশতঃ ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—স্থূল জীব শরীর, বিশেষতঃ তাহার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, লসীকাগ্রন্থি, ত্বক্, পেশীউপাদান এবং সন্ধিনির্ম্মাণকারী উপাদান-নিচয় রাসটক্স দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। এই ক্রিয়ার প্রাথমিক ও প্রধান ফলস্বরূপ তাহাদিগের উদ্দীপনা জন্মে। অবস্থানুসারে এই উদ্দীপনা প্রদাহে পরিণত হইতে পারে, অথবা আক্রান্ত টিসুতে রসস্রাব

ঘটাইয়া শরীরাংশ বিশেষের শোথ অথবা উদরাময় প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব উৎপন্ন করিতে পারে। ত্বকেই এই উদ্দীপনা বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। "ত্বক সহ ইহার পত্রের সামান্ত সংস্পর্শ অথবা সান্নিধ্য ঘটিলেও অতি সামান্ত রক্তিমা হইতে অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রসবিম্বযুক্ত বিসর্প বা এরিসিপেলাস্ জন্মিয়া থাকে। ত্বকের ন্যায় ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও আক্রমণ করে এবং তাহাতে পামার ন্যায় বিম্বিকা জন্মে; চক্ষু আবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভাতেও ইহা তীক্ষ্ণতর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় রসঝিল্লীর তান্তবোপাদানে বিশেষ উত্তেজনার ফলে সন্ধির এবং পেশীর, বিশেষতঃ পেশীবেষ্ট-তান্তব-ঝিল্লী বা ফেসিয়ায়, কণ্ডরায়, স্নায়ুবেষ্টঝিল্লীতে, লিগামেণ্টে এবং ফাইব্রাস টিস্যুতে রসবাতবৎ প্রদাহ জন্মে। সর্ব্বাঙ্গীন লসীকাগ্রন্থি আক্রান্ত হওয়ায় তাহা বর্দ্ধিত ও প্রদাহযুক্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় সেলুলার টিস্যু রসপূর্ণ হয় এবং পোষণ ক্রিয়ার অবসাদ ও অপকর্ষ জন্মে। ইহার গৌণ ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অবসাদ এবং মস্তিষ্কযন্ত্রমণ্ডলীর টাইফয়েড জ্বরের অনুরূপ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। রাস্‌টাকসের প্রধান বিশেষতা এই যে ইহার লক্ষণের বিশ্রামে বৃদ্ধি ও শরীর চালনায় উপশম হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—রাস্‌টক্সিকডেণ্ড্রণ রাস্‌রেডিক্যান্স্ এবং রাস্‌ভেনিনেটা এই তিন প্রকার রাস্‌ই ন্যূনাধিক প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট, এজন্য রোগ নির্ব্বিশেষে যদিও ইহাদিগের যে কোনটি ব্যবহৃত হইতে পারে তথাপি রাস্‌টক্স্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের ক্রিয়া একটি উড্ডীয়নশীল (Volatile) অম্লগুণ বিশিষ্ট ক্রিয়াবীজের উপরে নির্ভর করে। রাস্‌ক্রিয়াবীজের এই উড্ডীয়নশীল প্রকৃতি ও তীব্র বিদাহী ক্রিয়ার ফলে এতদ্দ্বারা শরীরোপরে ফোস্কা এবং বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধহেতু সৌত্রিক

দেহোপাদান বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রাসবিষের উড্ডীয়নশীলতা বশতঃ ইহার ক্রিয়া ত্বকের গভীরতর দেশে প্রবেশ করে না, কেবল সাক্ষাৎভাবে সংস্পৃষ্ট ত্বকস্থানের উপরিভাগে আবদ্ধ থাকে অথবা সর্ব্বাঙ্গীন ত্বকেও বিস্তৃত হইতে পারে। ইহার বাষ্প শ্বাসযন্ত্রপথে প্রবেশান্তর শোষিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের ন্যূনাধিক উদ্দীপনা উপস্থিত করে। ত্বকে ইহার ক্রিয়া কেবল বহিঃপ্রয়োগের উপরেই নির্ভর করে না। ফলতঃ যে প্রকারেই শরীরে প্রবেশ করুক, ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসীকাগ্রন্থি এবং তন্তুবিধান, বিশেষতঃ সন্ধিনির্ম্মাণকারী তন্তুবিধান প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভাবে আক্রান্ত হয়। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে যেরূপ একনাইট সর্ব্ব প্রধান ঔষধ, জলসিক্ততা অথবা জলসিক্ত বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগের পক্ষে রাস্ তদ্রূপ প্রধানতম ঔষধ। ব্যক্তিবিশেষের ধাতু প্রকৃত্যানুসারে ঔষধ বিশেষে ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। একন এবং রাস উভয়েই প্রদাহোৎপাদক ঔষধ, কিন্তু একর রোগী সবল ও রক্তসম্পন্ন থাকায় তরুণ ও প্রবল প্রদাহের প্রথম রক্তসঞ্চয়িক অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। রোগ প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হইলে এস্থলে বেলাডনা একনাইটের স্থলাভিষিক্ত হয়। রসবাতিক ধাতুদোষযুক্ত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অপকৃষ্ট শোণিতবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই রাস্টক্স উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগ ব্রায়নিয়া হইতে গভীরতর এবং আর্সেনিক হইতে স্বল্পতর টাইফয়েড অবস্থান্বিত। এজন্য ইহা উপরিউক্ত উভয় ঔষধের মধ্যপদাভিষিক্ত হয়। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত রোগের গুরুতর অবস্থায় রোগী অবিশ্রান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে ব্রায় স্থলে রাস, এবং রাসের রোগীর অস্থিরতাদি লক্ষণ নিবারিত হইয়া স্থৈর্য্যাদি ব্রায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ব্রায়ই উপযোগী। রাসরোগীর অস্থিরতাদি টাইফয়েড লক্ষণ প্রগাঢ়তা পাইয়া শরীরচালনাদি মৃত্যুকল্প যন্ত্রণার প্রকাশক ভাব ধারণ এবং রোগী

মৃত্যুভীতি প্রকাশ করিলে আর্সেনিক ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়। আর্সেনিকের দাহিকা শক্তি সর্ব্বব্যাপী এবং দেহের প্রায় সর্ব্ব উপাদানেরই ধ্বংসকারী; রাসের প্রদাহ ও বিদাহী শক্তি তাদৃশ সর্ব্বব্যাপী বা গভীরতাবশিষ্ট নহে। রাসের প্রদাহাদি রোগমাত্রই রসবাত প্রকৃতি ধারণ করে এবং সন্ধিরোগ, টাইফয়েড জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি যে কোন রোগে ন্যূনাধিক রসবাত প্রকৃতির বেদনা উপস্থিত হয়। আঘাত অথবা শ্রম ও অঙ্গাদির টানাটানি বশতঃ কোমলোপাদানের তরুণ ও পুরাতন রোগে ইহা আর্ণিকাসহ তুলনীয় হইলেও তাহার ন্যায় ইহার ক্রিয়া পেশী ও রক্তবহা নাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কোমলোপাদানেই বিস্তৃত হয় না। ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে সৌত্রিক দেহোপদানেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

রাসটক্সের উদ্দীপনা প্রবল প্রদাহে পরিণত হয় না। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া শোণিত সঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, শোণিতবহা নাড়ী প্রভৃতির দুর্ব্বলতা সাধন করে। একনাইট ও বেলের ন্যায় ইহার হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর স্পন্দন বেগপূর্ণ, প্রবল ও লম্ফমান নহে। রাসের উদ্দীপনা প্রদাহে পরিণত হইলেও নাড়ী অনতিপ্রবল বা দুর্ব্বল টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে।

অনেক সময়ে ইহাতে রসঝিল্লীর উদ্দীপনা নিবন্ধন রস বা সিরামের স্রাবোৎপন্ন হইলে তাহা উদরী প্রভৃতি রোগে পর্য্যবসিত হয়। পরিপাক পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নাতি তীক্ষ্ণতর প্রদাহে মাংস ধৌত জলবৎ উদরাময় জন্মে। সর্ব্বাঙ্গের লসীকাগ্রন্থি প্রদাহিত হয়। মস্তিষ্কে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হয় না, সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলে ইহার গৌণক্রিয়ার ফলস্বরূপ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা প্রকাশ পায়। ইহাতে মানসিক ও স্নায়বিক অস্থিরতাদি যে সকল মিথ্যা সবলতার ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা দুর্ব্বলের অস্বাভাবিক সবলতা বা অসহিষ্ণুতাপ্রসূত মিথ্যা সবলতা মাত্র। ইহা গৌণভাবে অস্থি প্রভৃতি দেহোপাদানেরও প্রদাহাদি রোগোৎপন্ন করে।

রোগীর অজ্ঞানতা সহ মস্তকের চন্‌চনি ও অঙ্গের বেদনায় শরীর চালনায় উপশম হয়। মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী অন্যমনস্ক থাকে; ভ্রান্তি জন্মে; সহজে কিছু বুঝিতে পারে না এবং অতি নূতন ঘটনা সকলও স্মরণ রাখিতে পারে না। অসংলগ্ন কথা বলে; চিন্তা করা কষ্টকর বলিয়া রোগী যেন তাড়াতাড়ি অনিচ্ছার সহিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয়; প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ রাখিতে পারে না। দুর্ব্বল ও মৃদুভাবের প্রলাপ কহে; মনে করে সে মুক্ত মাঠে ভ্রমণ অথবা অতিপরিশ্রমের কার্য্য করিতেছে। মানসিক অবসাদ বশতঃ দুর্ব্বলতা; নিভৃতস্থানে থাকিলে ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। কেহ বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীতি। উৎকণ্ঠা এবং ভীরুতা, গোধুলি সময়ে বৃদ্ধি পায়। রোগী অস্থিরতাসহ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে; এক শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে চাহে। জীবনে ঔদাস্য জন্মিলেও মৃত্যুভীতি থাকে। আত্মহত্যার চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

শয্যা হইতে উঠিতে শীতভাব ও চক্ষুর পশ্চাতে চাপবোধ হওয়ায় মত্তবৎ শিরোঘুর্ণন। বৃদ্ধদিগের শিরোঘুর্ণন শয়নাবস্থা হইতে উত্থানে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অথবা নত হইতে বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমণকালে ললাট মধ্যে জ্বালা। ললাটদেশে আড়ভাবে পেটি জড়ান তক্তা থাকার অনুভূতি। অজ্ঞানকর শিরঃশূল ও কর্ণে গুণগুণ শব্দ, উপবেশন বা শায়িতাবস্থায় এবং ঠাণ্ডার মধ্যে, প্রাতঃকালে ও বিয়ার মদ্য সেবনে বর্দ্ধিত, তাপে ও চালনায় হ্রাস; শিরশূলে শয়ন করিতে বাধ্য, ও সামান্য মানসিক দুঃখে তাহার পুনরাবর্ত্তন। মস্তকে শোণিত ধাবিত হওয়ায় বিড়বিড়ি, দপদপানি, এবং কর্ণে গুণগুণ শব্দ, চক্‌চকে ও লাল মুখমণ্ডল, তজ্জন্য রোগী অস্থির থাকে ও শরীরের

চালনা করে। পদনিক্ষেপ করিলে ও মাথা ঝাঁকাইলে মস্তিষ্ক আলগা বোধ হয়। দন্তশূলে সূচিবেধবৎ বেদনা কর্ণ, নাসিকামূল এবং গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকপশ্চাতের উচ্চ স্থানে কন্‌কনানি।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানবিভ্রাট বশতঃ চক্ষুর সম্মুখে পর্দা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দ সম্বন্ধে শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। ঘ্রাণশক্তির অভাব ঘটে। আস্বাদশক্তি বিকৃত হওয়ায় রোগী মুখে ধাতুর আস্বাদ পায়। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে মুখে পচাটে আস্বাদ জন্মে। আহার্য্যের, বিশেষতঃ রুটীর আস্বাদ তিক্ত বোধ হয়।

চোয়ালাস্থির স্থানভ্রষ্টতা (dislocation) নিবন্ধন সূচিবেধানুভূতি ও বেদনাপ্রযুক্ত আক্ষেপিক জৃম্ভন হয়, কিন্তু নিদ্রালুতা থাকে না। আহারান্তে অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রালুতা। অজ্ঞানবৎ গাঢ় নিদ্রা। বেদনা জন্য বার টা রাত্রির সময় ভাল নিদ্রা হয় না, রোগী শান্তির আশায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। বিয়ার মদ্যে মত্ত রোগী নিদ্রাকালে মুখব্যাদান করে ও তাহার মস্তক ঝুলিয়া পড়ে। নৌকার দাঁড় টানা ও সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে।

অনভ্যস্ত শারীরিক শ্রমে, প্রসবান্তে, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবায়, কম্পজ্বর অথবা টাইফয়েড জ্বরান্তে এবং জলসিক্ততায় কিম্বা সিক্ত মাটিতে শয়নে রসবাত জন্মিলে গতিদ স্নায়ুর বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত জন্মে। তাহাতে কখন আক্রান্ত শরীরাংশে বেদনা থাকে না, কখন বা তাহার বেদনাযুক্ত কাঠিন্য, খঞ্জতা, ছিন্নবৎ অনুভূতি, চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে। দক্ষিণ শরীরোর্দ্ধের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত শরীরাংশে ঝিন্‌ঝিনি ধরার ন্যায় হয়। শরীরের অতিশয় দুর্ব্বলতা, টাটানি এবং কাঠিন্য জন্মিলে শরীর চালনার প্রথমাবস্থায় রোগী কষ্ট বোধ করে, চালনা করিতে থাকিলে উপশম বোধ হয়, অবশেষে ক্লান্তি জন্মিলে বিশ্রামের আবশ্যকতা জন্মে।

*অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অস্থিরতায় রোগী শারীরিক অবস্থান রিবর্ত্তন করিতে বাধ্য।

নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র এবং চক্ষু নীলাভাবিশিষ্ট। মুখমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর ও বসা, তাহার বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিসর্পবৎ ঘোর লোহিত বর্ণ ও স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ রসবিম্বিকা। আকৃষ্টতা ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। তাহাতে জ্বালা ও চুলকণা, চন্‌চনিসহ হুলবেধবৎ বেদনা। রোগী দন্ত অতি প্রলম্বিত ও শিথিল বোধ করে ও যেন অসাড় থাকে; হনুর কাঠিন্য জন্মিলে চালনায় সন্ধিতে কর্‌কর্ শব্দ; চুয়ালাস্থি সহজে সন্ধিচ্যুত। মুখের কোণে ক্ষত, তাহার চতুপাঃর্শ্বে জ্বরঠুটা এবং চিবুকে উদ্ভেদ জন্মে।

চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু, এবং প্রাতঃকালে ও মুক্তবায়ুতে তাহা হইতে প্রচুর, বিদাহী জলস্রাব; চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক মুদ্রন এবং তাহার মুক্তকিনারায় লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি। চক্ষু এবং চক্ষুপত্রের প্রদাহ নিবন্ধন রক্তিমা ও স্ফীতি; এবং প্রত্যেক রজনীতে চক্ষুপত্র জুড়িয়া থাকে। সম্পূর্ণ চক্ষুর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বের স্ফীতি। চক্ষুপত্রের শোথ বা বিসর্পবৎ আক্রমণ ও স্থানে স্থানে রসবিম্বিকা। মিবোমিয়ান গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। চক্ষুপত্রলোমের বা পক্ষ্মেরপতন। চক্ষুতে ও চক্ষু পত্রে জ্বালা ও চুলকনা। চক্ষুর তীক্ষ্ণ বেদনা বেগে মস্তকে যায়। সন্ধ্যাকালে চক্ষুর জ্বালাযুক্ত বেদনাপ্রযুক্ত জলস্রাব। চক্ষুতে বেদনা ও কন্‌কনানি। চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় কন্‌কনানি ও অত্যধিক পরিশ্রমে চাপবৎ বেদনা। চক্ষুপত্রের পক্ষাঘাতবৎ কাঠিন্য ও গুরুত্ব। চক্ষুগোলক চাপিলে বা ফিরাইলে টাটানি বেদনা।

কর্ণশূলে রজনীতে কর্ণে দপদপানি। কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত পূয়স্রাব। বাম পেরটিড গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার। বাম কর্ণলতিকার স্ফীতি।

নাসিকা হইতে জমাট রক্তের স্রাব এবং মস্তক নত করিলে, মলত্যাগ

কালে, অথবা পরিশ্রমে এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি; টাইফাস জ্বরে ঐরূপ রক্তস্রাব হইলে রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। পুনঃ পুঃ ভয়ানক আক্ষেপিক হাঁচি। সর্দ্দি ব্যতীতই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে নাসিকা হইতে অনৈচ্ছিক শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা হইতে ঘন, হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধ সবুজ পূয়ঃ এবং হরিদ্রাবর্ণ, বিদাহী ও জলবৎ ক্লেদের স্রাব; গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি। নাসিকার অধোদেশে জরঠুটা ও মামড়ি। নাসিকাগ্র লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু; নাসিকা-ভ্যন্তরে টাটানি। নাসিকার স্ফীতি।

স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শ্রমে স্বরভঙ্গ। বক্ষে কর্কশ ভাব ও টাটানি বশতঃ স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের কর্কশ ভাব। ট্রেকিয়া হইতে উষ্ণ বাষ্পের উত্থান। শ্বাস প্রশ্বাসে স্বরযন্ত্রে শৈত্যানুভূতি।

আমাশয়ের উপরে শ্বাস্ আটকাইয়া যাওয়ার ন্যায় কষ্টানুভূতি, আহা-রান্তে বৃদ্ধি ও তজ্জন্য উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি।

শয্যাবস্ত্রের বাহিরে হস্ত লইলে কাসির উদ্রেক। ট্রেকিয়া এবং ব্রঙ্কাইতে গুড়্গুড়ি নিবন্ধন ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসির রজনীতে এবং মধ্য রজনীর পূর্ব্বে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে হক হক করিয়া কাসি হইতে থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই কাসির আক্রমণ; আক্ষেপিক কাসিতে মস্তক খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার ন্যায় বোধ। কাসিলে বক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি। বক্ষের কষ্টে উৎকণ্ঠার ভাব। সন্ধ্যাকালে বক্ষের আকৃষ্টতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস প্রশ্বাস ও অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা। বক্ষ মধ্যে এবং তাহার পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা, স্থির ভাবে থাকিলে এবং কাসিলে ও শ্বাস গ্রহণে বর্দ্ধিত। কাসিলে তীব্র পূয়, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, ধূসরাভ সবুজ ও শীতল শ্লেষ্মা এবং কেকাসে জমাট অথবা কটা রক্তের নিষ্ঠীবণ।

স্থিরভাবে উপবেশনে প্রবল হৃৎস্পন্দন হওয়ায় প্রত্যেক নাড়ীস্পন্দনে

শরীরের চালনা হইতে থাকে। ভ্রমণান্তে বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বোধ ; হৃৎপিণ্ডের কম্পভাব।

নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল, লুপ্তবৎ এবং কোমল ; কখন কম্পিত অথবা দুর্ব্বোধ্য ; কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষা দ্রুততর ও অনিয়মিত-গতিবিশিষ্ট ; বিয়ার মদ্য, সুরাসার এবং কাফি পানে বিচলিত।

দন্তের বেদনা ও নাসিকামূলের হুলবেধানুভূতি পেষণদন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দন্ত অতি প্রলম্বিত ও শিথিল বোধ ; তাহাতে ঝিন ঝিনি ভাবের অনুভূতি। ঝাঁকিবৎ ও তীর বেঁধার ন্যায় বেদনায় দন্ত টানিয়া ছেড়ার ন্যায় বোধ ; অথবা ধীরে চিমটি কাটা, দপদপানি বা ছিন্নবৎ অনুভূতি চুয়াল ও ললাট পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; মুখের টাটানি বেদনা ; রজনীতে, শৈত্য সংস্পর্শে এবং বিরক্তিবশতঃ যন্ত্রণার বৃদ্ধি, বহিস্থ তাপে হ্রাস ; দন্তের ক্ষতে মামড়ি জন্মে।

জিহ্বা শুষ্ক, লোহিত ও ফাটা ; তাহার অগ্র ত্রিকোণাকারে লোহিত ; কখন জিহ্বার অন্যতর পার্শ্ব শুভ্র থাকে ; জিহ্বা হরিদ্রাভ কখন বা কটালেপাবৃত ; জিহ্বাপার্শ্বে দন্তের ছাপ পড়ে। জিহ্বায় ফোস্কা জন্মে।

মুখ শুষ্ক থাকিলে অত্যন্ত তৃষ্ণা ; নিদ্রা কালে মুখ হইতে রক্তযুক্ত লালার স্রাব। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধময়। মুখে এবং গলায় অনেক আটাল কঠিন শ্লেষ্মা। গলার শ্রম হইলে টাটানি ও কাঠিন্য জন্মে। গলা শুষ্ক বোধ। গলায় ক্ষত থাকায় গিলিতে কষ্টকর সূচিবেধবৎ বেদনা ; গলার বহির্দ্দেশ স্ফীত। গলা সঙ্কুচিত বোধ হওয়ায় কঠিন বস্তু এবং কখন কখন পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় তরল বস্তু গিলিতে কষ্ট। পেরটিড ও হনুঅধস্থ গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত এবং গিলিতে তাহা তে খোঁচার ন্যায় বোধ।

রোগী খাই খাই করে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা হয় না। ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু মুখরোচক বস্তুতে লালসা থাকিতে পারে, শম্বুক জাতীয় বস্তু,

মিষ্ট এবং বিয়ারমদ্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মুখশোষ প্রযুক্ত অতর্পণীয় তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ে ইচ্ছা এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

আমাশয়ের যন্ত্রণায় উদ্‌গার ও বিবমিষা, শয়ানাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে তাহার বৃদ্ধি। বরফ দেওয়া জল পানে ইচ্ছা, আহারান্তে অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও বমনের প্রবৃত্তি হওয়ায় বিবমিষা এবং হঠাৎ বমনের রজনীতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

আমাশয়োর্দ্ধ কোটরে হুলবেধবৎ বেদনা বা স্পন্দন। আহারান্তে আমাশয়ে পূর্ণবোধ বা প্রস্তর চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি। বরফজল পানে আমাশয়ে বেদনা ও বিবমিষা। আমাশয়ের উর্দ্ধের কোটর স্থানে স্ফীতবৎ বা আকৃষ্ট হইয়া তালবাধার ন্যায় চাপের অনুভূতি।

কুক্ষিতে এবং তদপেক্ষাও অধিক উদরে আঘাত লাগার ন্যায় টাটানি. পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ও শরীরচালনায় প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং শায়িত পার্শ্বে অধিকতর থাকে। উদরের স্ফীতি, বিশেষতঃ আহারান্তে অধিকতর। উদরের কর্ত্তনবৎ এবং হেচকা টানের ন্যায় বেদনা ও কামড়ানি, বিশেষতঃ আহারান্তে জন্মে এবং মলত্যাগ হইলে উপশমিত হয়। উদরশূল এবং উদরের সঙ্কোচনে রোগী অবনত হইয়া বেড়াইতে বাধ্য। উদরের স্ফীত। নাভির চতুঃপার্শ্বে অন্ত্রের সঙ্কোচন দৃষ্টিগোচর হয়। উর্দ্ধগামী কোলনান্ত্রের বেদনা। কুচকীগ্রন্থির স্ফীতি।

সরলান্ত্রের এক পার্শ্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় অনুভূতি জন্মে যেন তাহার সঙ্কোচন ঘটিয়াছে। বিষ্ঠা পাতলা, শোণিতরঞ্জিত, শিথিল এবং ঘোর কটা, কখন রক্তমিশ্রিত ও আমময়, কখন জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় এবং তরল, লাল ও হরিদ্রাবর্ণ।

দিবা রজনী পুনঃ পুনঃ বেগ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগ। বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। উষ্ণ, অতিরঞ্জিত, অত্যল্প ও বিদাহী মূত্র; মলিন মূত্র শীঘ্রই ঘোলা হইয়া যায়।

আর্দ্রতার সংস্পর্শ নিবন্ধন শোথ ও উভয় কিডনি প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। মূত্রস্থালীর কুন্থন এবং কতিপয় বিন্দু রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্ররোধ বশতঃ পৃষ্ঠবেদনা ও অস্থিরতায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না। সিক্ততা নিবন্ধন মেরুদণ্ডরোগ জন্মিলে ধীরে মূত্রত্যাগ। বিভক্ত মূত্রস্রোত।

রজনীতে অথবা মূত্রবেগ নিবন্ধন লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গাগ্রত্বক্ স্ফীত, কালচে লোহিত এবং বিসর্প রোগগ্রস্তবৎ; কখন লোহিতবর্ণ; অণ্ডকোষত্বক্ শিথিল ও প্রলম্বিত, কখন অসহনীয় চুলকনা জন্য স্থূল এবং কঠিন। উল্টামুদা, জলশোথ। জননেন্দ্রিয়ে এবং উরু ও অণ্ডকোষত্বকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর্দ্র উদ্ভেদ।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র আরম্ভ হইলে তাহা প্রচুর ও অধিককাল স্থায়ী; ফিকে রক্তের উগ্রতা নিবন্ধন যোনিকপাটের কামড়ানি বেদনা। জলসিক্ততাপ্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব থাকিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে। আর্ত্তবাধিক্যে প্রসবের ন্যায় বেদনা ও চাপ চাপ রক্ত স্রাব। দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণে ঠেল মারা বেদনাপ্রযুক্ত পৃষ্ঠের কনকনানির কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে উপশম; অতিশ্রমে অথবা কুন্থনে জরায়ুভ্রংশ ঘটে। যোনির টাটানি জন্য সঙ্গমের বাধা। বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের বিসর্পবৎ প্রদাহ।

গ্রীবার কাঠিন্য ও চালনায় বেদনাযুক্ত টাটানি। স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে মচকানের ন্যায় বেদনা ও কাঠিন্য। পৃষ্ঠের বা ডর্সাল মেরুদণ্ডের বক্রতা। সিক্ততাপ্রযুক্ত অথবা সিক্ত ভূমিতে শয়নে মেরুমজ্জাবেষ্ট ঝিল্লী ও মেরুমজ্জা প্রদাহযুক্ত। গ্রীবাপেশীর বেদনায় ঝিন্‌ঝিনি ধরার ন্যায় অথবা মস্তক কোন প্রকার অসুবিধার অবস্থায় অধিককাল থাকিলে যেরূপ হয় তদ্রূপ অনুভূতির সন্ধ্যাকালে বিশেষ বৃদ্ধি। পৃষ্ঠের সূচিবেধবৎ বেদনার ভ্রমণকালে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি;

অবনতাবস্থা হইতে শরীর ঋজু করিতে তদপেক্ষাও অধিকতর। উভয় স্ক্যাপুলার ব্যবধান স্থানের বাতজ বেদনার উষ্ণ প্রয়োগে উপশম ও শৈত্যে বৃদ্ধি। উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠপেশীর সংকোচন পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দণ্ডায়মান ও পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে।

সন্ধি মচকাইলে, অতি ঊর্দ্ধে হস্ত উত্তোলনে অথবা অধিকতর বিস্তৃতিতে স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মে। অঙ্গের রসবাতবৎ বেদনায় অসাড় ভাব ও চনচনি ; সন্ধি কখন দুর্ব্বল, কখন অনমনীয়, কখন বা লোহিতবর্ণ ; তাহার চকচকে স্ফীতি স্পর্শ করিলে সূচিবেধবৎ বেদনা ; অঙ্গ চালনার আরম্ভে, ১২টা রজনীর পরে, এবং সিক্ত শীতল স্থানে অথবা আবহাওয়ায় বেদনার বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত চালনায় হ্রাস। বিশ্রামকালে অঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা।

ত্বকের অসহনীয় কণ্ডুয়ন ; সম্পূর্ণত্বক্‌ব্যাপী লোহিতবর্ণ হামের ন্যায় উদ্ভেদ। সর্ব্বশরীরের চুলকানি, কেশময় স্থানে অধিকতর ; কণ্ডুয়নের পর জ্বালা। সিক্ত হইলে ও রসবাতের আক্রমণ কালে আমবাত সহ শীতকম্প ও তাপ ; শীতল বায়ুতে আমবাতের বৃদ্ধি। দদ্রু জাতীয় ত্বগুদ্ভেদ অনবরত চুলকায়, জ্বালা ও চনচন করে এবং বক্ষের বেদনা ও আমরক্তরোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। কাউর জন্মিলে তাহার ছাল উঠিয়া যায় ও উপরিভাগ কাঁচা থাকে ; তাহার স্থূল মামড়ি হইতে দুর্গন্ধ রস ঝরে। লোহিতবর্ণ ত্বগাংশের উপরে রসবিম্বিকা জন্মে অথবা তাহার তলস্থত্বকে বিসর্পবৎ প্রদাহ ক্রমবিস্তৃত হয় ; কাউরের অভ্যন্তরীণ কণ্ডু চুলকাইলে উরুর বেদনা জন্মে। ত্বকে পূয় গুটিকা। পেম্ফিগাস্ বা ত্বকের বৃহৎ ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদের প্রত্যেক ফোস্কার চতুঃপার্শ্বে লোহিতবর্ণ মণ্ডল।

প্রদর্শক লক্ষণ।

আমরা ইতি পূর্ব্বে আঘাতকে **আর্ণিকার** প্রদর্শক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। স্থল বিশেষে আঘাতকে **রাস্টক্সের** প্রদর্শক ঘটনা বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অঙ্গ বা সন্ধি বিশেষের মোচড়, টানাটানি, কি অপরিমিত পরিশ্রম প্রভৃতি যে কোন কারণে সম্পূর্ণশরীরে, শরীরাংশে অথবা সন্ধির সৌত্রিক উপাদানে বা ফাইব্রাস্ টিসুতে এবং কোষময় বা সেলুলার উপাদানে ও কণ্ডরা প্রভৃতেতে আঘাত বশতঃ রোগ জন্মে, উপরিউক্ত **মোচড় প্রভৃতি আঘাত রাস্টক্সের প্রদর্শক** বলিয়া জানিতে হইবে।

আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ।—জলকণাপূর্ণ আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ প্রভৃতি ঘটিত রোগ **রাসের** প্রদর্শক। বর্ষাকালের পুর্ব্বদিক হইতে বাহিত বায়ুর এবং বৃহৎ নদ, নদী এবং সমুদ্রের জলকণা বাহী বায়ুর সংস্পর্শ ও বর্ষাকাল **রাস্রোগের** প্রদর্শক। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে বর্ষণাদিপ্রযুক্ত জলসিক্ততা এবং সিক্ত স্থানে শয়নও **রাস্রোগের** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

অস্থিরতা।—রাস্টক্স রসবাতধাতুবিশিষ্ট রোগীর ঔষধ। এজন্য **রাস্রোগ** মাত্রেই রসবাতজ বেদনা উপস্থিত থাকে। **শরীর চালনায় এই বেদনার উপশম হয়।** অপরন্ত **রাস্রোগীর** এক প্রকার অবক্তব্য, অভ্যন্তরীণ স্নায়বিক অস্বস্তি থাকে, শরীর চালনায় তাহারও উপশম হয়। এই উভয় কারণে **রাসের** রোগ মাত্রেই রোগী **শয্যায় এপাশ ওপাশ করে, অস্থিরভাবে চলিয়া বেড়ায়** এবং নানাপ্রকার শারীরিক ব্যবহার ও অবস্থানুসারে উপযোগী বাক্য দ্বারা মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করে। ইহা **রাসের** অতি প্রধান প্রদর্শক। সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ও আমরক্ত প্রভৃতিরোগ

এবং তরুণ বা পুরাতন উভয় প্রকার রসবাত রোগেই **রাসের** এই **অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে।** নিম্নাঙ্গের পুরাতন রসবাত রোগে নিদ্রাদি যে কান কারণে অধিককাল বিশ্রাম হইলে বেদনা অসহনীয় হয় এবং রোগী স্থির থাকিতে পারে না, ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়।

বিশ্রামে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।—**রাস্‌রোগী** কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। তাহাতে তাহার বেদনাদি যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। তাহাকে ইচ্ছানুরূপ এপাশ ওপাশ করিতে না দিলে সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে; **ব্রায়নিয়া** ইহার বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট ঔষধ। সামান্য শরীর চালনাতেই রোগের বৃদ্ধি হয়। এজন্য বাধ্য হইয়াই রোগী চুপ করিয়া একভাবে পড়িয়া থাকে।

ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র।—জিহ্বার এরূপ প্রকৃতি এপর্য্যন্ত অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা **রাসের** প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ।

চিকিৎসা।

শিরোঘুর্ণন বা ভার্‌টিগো।—বয়সসুলভ মস্তিষ্কের উপাদানগত ক্ষয়াদি পরিবর্ত্তন এই রোগের সাক্ষাৎ কারণ। এজন্য অধিকাংশ সময়ে বৃদ্ধদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিকতর দেখা যায়। দণ্ডায়মান হইলে রোগীর শিরোঘূর্ণন হয় এবং অঙ্গাদিতে গুরুত্বানুভূতি থাকে। কখন কখন রোগী চলিতে, ফিরিতে মস্তিষ্ক মধ্যে জলপতনবৎ অনুভব করে।

কষ্টিকাম—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বগামী শিরোঘুর্ণনে ইহা উপকারী। মস্তকের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠান্বিত থাকে এবং মাথা ঘূরিয়া সম্মুখে অথবা পার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। মস্তিষ্কের যান্ত্রিক বিকারোৎপন্ন রোগেও ইহা উপকারী।

আর্জ্জেণ্ট্. নাই—শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কম্প নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে রোগীর যদি মানসিক গোলমাল ভাব এবং মস্তক বৃহত্তর হওয়ার অনুভূতি জন্মে তাহাতে ইহা উপকারী। পথ চলিতে রোগী বোধ করে যেন গৃহাদি তাহার উপরে পতিত হইবে। মস্তিষ্ক ও চক্ষুরোগ নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনেও ইহা ফলপ্রদ।

নেট্রাম্ স্যালিসিলিকাম্—অডিটরি বা শ্রবণশক্তিদ স্নায়ুর রোগ নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনের ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। এরূপ শিরোঘূর্ণনের অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **চাইনি সাল্ফ, জেল্স্,** এবং **কষ্টি** প্রধান।

থেরিডিয়ন্—সম্পূর্ণ স্নায়বিক ক্রিয়াবিকার ঘটিত শিরোঘূর্ণন রোগে ইহা উপকারী। বিশেষতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে ইহার রোগের বৃদ্ধি হয়, এবং শিরোঘূর্ণন কালে বিবমিষা থাকে। গোলমাল শব্দে ও শরীরচালনায় রোগের অত্যধিক বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কে জল পতনবৎ অনুভূতিতে **সিঙ্কনা, সাল্ফ এসি, বেল্, স্পিজি** এবং **কার্ব্ব এনি** তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জলসিক্ততা, সিক্ত গৃহতলে শয়ন প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ এবং অঙ্গাদির অতি পরিশ্রম **রাস** পক্ষাঘাত রোগের কারণ। রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিগণই এ রোগের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। মহাত্মা হানিমান অধোঅঙ্গের পক্ষাঘাত আরোগ্যে **রাসের** ক্ষমতা থাকার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেও ইহার এই ক্ষমতা যথেষ্টরূপে প্রমানিত হইয়াছে। স্নায়বিক ও টাইফাস জ্বর নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। তরুণ ইন্ফ্যাণ্টাইল বা শিশু পক্ষাঘাত রোগে ইহার উপকারিতা থাকিলেও পুরাতন রোগের পক্ষেই ইহা অধিকতর উপযোগী। অঙ্গের অত্যন্ত কাঠিন্য ও অনমনীয়তা জন্মে ও রোগী পদ টানিয়া চলে। উপরিউক্ত

শৈশবকালের তরুণ পক্ষাঘাতে **সাল্‌ফার্‌** বিশেষ উপকারী ঔষধ।

কষ্টিকাম—রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের পেশীর, চক্ষুর এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত রোগে ইহা **রাসের** সমকক্ষ ঔষধ।

ডালকামারা—ইহা পুরাতন রোগের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে **রাসের** তুল্য ঔষধ। ইহাতে সিক্ত গৃহতলে শয়নপ্রযুক্ত অধোঅঙ্গের সহজ পক্ষাঘাত জন্মে। কোন প্রকারে পক্ষাঘাত আরম্ভ হইবার পর আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি হইলে এতদ্দ্বারা উপকার হয়।

কক্কুলাস্‌ ইণ্ডি—শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন অধোঅঙ্গের তরুণ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গে বেদনা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। ইহা গুল্মবায়ু ঘটিত পক্ষাঘাত রোগেও ফলপ্রদ ঔষধ।

নেট্‌ মিউ—ইহাও শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ;

সাল্‌ফার—উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষাঘাত রোগে ইহা **রাসের** কার্য্যপূরকরূপে ব্যবহৃত হয়।

গৃধ্রসী বা সায়াটিকা।—রসবাতজ সায়াটিকারোগে **রাস** উপকারী। আর্দ্র শৈত্যসংস্পৃর্শ, হেঁচকা টান, অধিক ভারি বস্তু সবলে টানিয়া তোলা (অনেক সময়ে এরূপ করিতে মাজার মধ্যে কট্‌ করিয়া উঠিয়া বেদনা হয়) এবং অপরিমিত পরিশ্রম এই রোগের কারণ। **রাসটক্স্‌** পুরাতন ব্যাধির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরুণে ইহা কার্য্যকারী নহে। লাম্বেগো ও সায়াটিকা উভয় প্রকার কটিবাতের মিশ্র রোগে ইহা বিশেষ ফলদ ঔষধ। ইহার রোগে পেশী, সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট ঝিল্লী বা নিউরিলেমা আক্রান্ত হয়। রুগ্ন অঙ্গ ছিন্ন করার ন্যায় এবং জ্বালাকর

বেদনা থাকে। রোগীর খঞ্জতা জন্মে এবং অঙ্গের পেশীর আনবর্ত্তন হয়। কোষ্ঠবদ্ধ; স্থির ভাবে উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি ও অঙ্গের আকৃষ্টতা জন্মে। রোগী বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা শরীর চালনা করিতে অথবা পায়চারি করিয়া চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। দণ্ডায়মান হইতে ও প্রথম চলিতে রোগী কষ্ট বোধ করে; চলিতে চলিতে অঙ্গের আড়ষ্টভাব ও বেদনা দূর হয় এবং রোগী সর্ব্বতোভাবে সুস্থ বোধ করে; কিন্তু অধিককাল চলিলে অঙ্গের আড়ষ্টতা ও বেদনা পুনরাবর্ত্তন করায় রোগী কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়; তাপপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আর্ণিকা—অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত সায়াটিকার ঔষধ। ইহার প্রবল বেদনার পর আক্রান্ত অঙ্গের ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি থাকিয়া যায়।

রুটা—ইহাতে প্রথম শরীর চালনায় অথবা উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থানে তীরবেধবৎ বেদনা পৃষ্ঠ বাহিয়া সায়াটিক স্নায়ু দ্বারা অধো অভিমুখে যায়; বেদনার উপস্থিতি কালে রোগী অবিরত চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। আর্দ্র অথবা শীতল আব হাবয়ায় এবং বেদনা স্থানে শৈত্য প্রয়োগে তাহার বৃদ্ধি হয়?

ব্রায়নিয়া—ইহার তীরবেধবৎ বেদনার শরীর চালনায় বৃদ্ধি এবং প্রবল তাপে হ্রাস। বাতজ সায়াটিকা রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লিডাম—ইহাতেও রসবাতমিশ্রিত সায়াটিকা জন্মে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাকএক এবং কটিবাত বা লাম্বেগো।—পূর্ব্বোল্লিখিত শৈত্যসংশ্রব প্রভৃতি কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিলে এ রোগেরও **রাসের** প্রয়োগ হয়। **পৃষ্ঠ ভগ্ন** হওয়ার ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বেদনা **রাসের** পৃষ্ঠশূলের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। "শরীর চালনায়

উপশম" এই প্রদর্শক লক্ষণ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠতর, কেননা "শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি" লক্ষণের অবর্ত্তমানতাতেও **রাস** প্রযোজ্য হইতে পারে।

পৃষ্ঠের গভীর দেশের পেশী আক্রান্ত হইলে **রাসের** বিশেষ উপযোগিতা উপস্থিত হয় বলিয়া অনুমিত। ইহা কটিবাতের পুরাতন্ অবস্থায় উপকারী। **একনাইট** তরুণ রোগের ঔষধ এবং অনেক সময়ে প্রয়োগ মাত্রই বেদনার উপশম হয়। ডাং বেয়ার কটিবাতে **রাস্** এবং **আর্ণিকা** হইতেও **এণ্টিটারটেরর** প্রশংসা করিতেন। **রাসের** পৃষ্ঠশূল চাপে উপশম, কিন্তু শয্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **রাসের** বেদনা কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ান থাকিলে উপশম থাকে।

নেট মি উ—ইহার রোগীরও বেদনা কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে উপশম থাকে। পৃষ্ঠ পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে **রাসের** বেদনার হ্রাস হয়।

সাল্ফার—ইহার কটিবেদনায় রোগীর হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হয়। **রডডেণ্ড্রনের** বেদনা ঝটিকার পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায়। **পেট্রলিয়াম্** ও **রুটার** পৃষ্ঠশূল প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** এই সকল বেদনা রোগীকে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পায়চারি করিতে বাধ্য করে। **কেলি কার্ব্বে**ও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ৩টা রজনীকালে বেদনা উপস্থিত হইলে তীরবেগে তাহা কটি ভেদ করিয়া অধোগামী হয়।

লিডাম—অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার ন্যায় ইহাতে পৃষ্ঠের আড়ষ্ট ভাব বা অনমনীয়তা জন্মে।

হাইপেরিকাম—যে সকল স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া

উঠা নামা ও কষ্টে ভারি বস্তু উত্তোলনাদি করিতে হয় তাহাদিগের রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। মাজার মধ্যে কন্‌কন্ করে ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি জন্মে।

ব্রায়নিয়া—ইহা সহজ কটিবাতের ঔষধ, শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি।

চক্ষুরোগ।—অক্ষিপুটপতন বা প্টোসিস; গ্রাণুলার লিড্‌স বা অক্ষিপুটের দানাযুক্ত প্রদাহ; যোজকঝিল্লী-প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; ফ্লাকৃটিনিউলার অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া বা রসবিম্বিকাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহ; স্ক্রফুলাস্ বা গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ; আইরাইটীস্ বা উপতারাপ্রদাহ; গ্লকমা বা অস্বচ্ছদৃষ্টি।—শোথযুক্ত স্ফীতি, কণীনিকার চতুঃপার্শ্বে উন্নত ঝিল্লী, লোহিতবর্ণ, পুনর্জননপ্রবণতা, বিদাহী জলস্রাব এবং রসবিম্বকোৎপত্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুরোগচিকিৎসায় **রাস-টক্স** বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন চক্ষুপুটপতন রোগে **রাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কষ্টিকাম—চক্ষুপুটপতন রোগে ইহা **রাসের** প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। **জেল্‌সিমিয়াম, সিপিয়া** এবং **ক্যাল্‌মিয়াতেও রাসের** ন্যায় ঊর্দ্ধ চক্ষুপুট পক্ষাঘাতবশতঃ ঝুলিয়া পড়ে, রোগী সম্পূর্ণ চক্ষুরুন্মীলন করিতে অক্ষম হওয়ায় ঊর্দ্ধে কোন বস্তু দর্শন করিতে হইলে মস্তক পশ্চাৎদিকে নত করিতে বাধ্য হয়। **কষ্টি, জেল্‌স্** এবং **ক্যাল্‌মিয়া** রোগী চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের পেশীর কাঠিন্য অনুভব করে।

গ্রাণুলার অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া, কঞ্জাংটিভাইটিস, ফ্লাকৃটি-

নিউলার অফ্ থ্যাল্মিয়া, স্ক্রফুলাস্ অফ্ থ্যাল্মিয়া প্রভৃতি চক্ষুর প্রদাহরোগের পক্ষে অবস্থাবিশেষে রাস্ আমাদিগের একমাত্র ভরসাস্থল। গ্রাণুলার অফ্ থ্যাল্মিয়ার তরুণ ও প্রবল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে রাস্ ফলপ্রদ। আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শঘটিত সহজ চক্ষু-প্রদাহেও ইহা উপকারী। ফলতঃ এই সকল এবং স্ক্রফুলাস্ অফ্থ্যাল্মিয়া প্রভৃতি রোগের অতি তরুণ ও প্রবল কষ্টপ্রদ অবস্থায় রাসের প্রয়োগে আমরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। ইহাতে চক্ষুর ন্যূনাধিক শোথযুক্ত স্ফীতি, ঘোর রক্তিমা, বিদাহী জলস্রাব এবং অনেক সময়ে অতি ভয়াবহ ঝিল্লি-স্ফীতি বা কিমসিসের উৎপত্তি হইয়া চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা জন্মে। ইহার তপ্ত বিদাহী জলস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর কালক্ষেত্রে, তৎসন্নিহিত প্রদেশে এবং স্রাবসংস্পৃষ্ট গণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা জন্মে। চক্ষুর অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক ঘটিলে এবং রোগ চক্ষুপুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে প্রবল আক্ষেপের সহিত চক্ষু মুদ্রিত থাকে। চিকিৎসক বলপ্রয়োগে চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিলে বেগে জল ও পীতাভ পূয় নির্গমণ হয়। ইহা রাস্ রোগের প্রদর্শক। রজনীতে ইহার বেদনার বৃদ্ধি হয়।

রসবাতজ অথবা অভিঘাতিক আইরাইটিস্ রোগেও রাস উপ-যোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহার এবং কঞ্জাংটিভাইটিসের প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া করইড মেম্ব্রেণ ও চক্ষুকোটরের সেলুলার টিসু প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রমণ করিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহার বেদনা তীরবেগে চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায় ও রজনীতে এবং আর্দ্রশীতল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। চক্ষু উন্মুক্ত করিলে প্রচুর ও উষ্ণ জল স্রাব হইতে থাকে। অবস্থাবিশেষে পূযও জন্মে।

অস্বচ্ছদৃষ্টি রোগেও কখন কখন রাসের উপকরিতা লক্ষিত হইয়াছে।

কেলি কার্ব্ব—জলসিক্ত হইয়া চক্ষুপ্রদাহ জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এপিস—ইহাতেও যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভার শোথযুক্ত স্ফাতি জন্মে। এস্থেনপাইয়া, ষ্ট্যাফিলমা এবং গণ্ডমালীয় বা ষ্ট্রুমাস-অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া বা চক্ষুপ্রদাহে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

চক্ষুপুটপতন রোগে **নাক্স ভ** এবং **সিপিয়া,** আইরাইটিস রোগে **টেরিবিন্থ** ও **থুজা** উপকারী।

বক্ষশূল বা প্লুরডাইনিয়া।—**রাস**রোগের সাধারণ কারণই ইহার কারণ। বেদনা তীরবেগে বক্ষ হইতে স্কন্ধাভ্যন্তরে যায়। এস্থলে **রাস্ রেডি** অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় ঔষধ।

গুয়েইয়াকাম—ডাং হিউজের মতে টুবাকুলসিস (যক্ষ্মা রোগ) ঘটিত বক্ষশূলের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা—অতি প্রচুর স্রাব এবং গলদেশের লোহিতাভা ও শোথযুক্ত স্ফীতিসহ নাসিকাসর্দ্দি রোগে **রাস** উপকারী। আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ ও সেঁতা স্থানে বাস এই সর্দ্দির কারণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায়রোগ।—আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ রোগের সাক্ষাৎ কারণ হইলে **রাসের** বিশেষ উপকারিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। **রাসরোগে** শরীরস্থ সমুদয় অস্থিতেই অতি তীক্ষ্ণ বেদনা, হাঁচি এবং কাসি হয়। ইহাতে ষ্টার্ণাম অস্থির বা বুকের ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পশ্চাৎপার্শ্বে গুড়গুড়ি হইয়া শুষ্ক কাসি সন্ধ্যাকাল হইতে দুইপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসাদ-প্রস্ত হয়, কখন কখন জ্বালাময় জিহ্বা, অচৈতন্য ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় টাইফয়েড জ্বর হইবে বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

কষ্টিকাম—**রাস্** এবং **য়ুপেটরিয়ামের** ন্যায় ইহাতেও শরীরের শ্রান্তি বোধ, কাসিলে বক্ষের ও গাত্রের কাঁচা

বা অবদারণ, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি থাকে, কিন্তু কাসিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগরূপ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাকে অন্য দুই ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

হৃদ্রোগ—পেরিকার্ডাইটিস্ বা হৃদ্বহির্ব্বেষ্টপ্রদাহ; এণ্ডকার্ডাইটিস্ বা হৃদন্তরবেষ্টপ্রদাহ; হাইপারট্রফি অব্ দি হার্ট বা হৃৎবিবৃদ্ধি, প্যাল্পিটেষণ অব দি হারট বা হৃৎকম্প।—রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী **রাস্ টক্স্** প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন হৃৎরোগের ক্রিয়াক্ষেত্র; বর্ষণের জলধারা-সংস্পর্শ এবং শরীরের জলসিক্ততা প্রভৃতি **রাসের** পেরিকার্ডা-ইটিস ও এণ্ডকার্ডাইটিস্ রোগের সাক্ষাৎ কারণ। আবহাওয়া পরি-বর্ত্তিত হইয়া সিক্ত শীতল ভাব ধারণ করিলেই রোগীর রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। টাইফয়েড বা পচনশীল ক্ষত প্রভৃতি ঘটিত দূষিত রসের সংমিশ্রণে রক্ত শোণিতের পচিতাবস্থা হইতে ইহার অন্য প্রকার পেরিকার্ডাই-টিস রোগ জন্মে। এ স্থলে সাধারণতঃ ইহা **ব্রায়ের** পর প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ রোগের প্রথমাবস্থায় শরীরচালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি **ব্রায়ো**লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে তাহা প্রযুক্ত হইয়া পরে রোগীর অস্থিরতাদি **রাস** লক্ষণ উপস্থিত হইলে **রাস** প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ফলতঃ **রাস** ক্রিয়াব মূলতত্ত্ব এই যে, ইহা শোণিতসঞ্চলনের কেন্দ্র-স্থান হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহার, শোণিত সঞ্চলনের এবং শরীরের বিশেষপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব উপস্থিত করে। এজন্য প্রায় প্রর্ব্বপ্রকার রাস্ রোগেই হৃৎপিণ্ড ন্যূনাধিক ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। রসবাতধাতুবিশিষ্ট কুস্তিবাজ লোক, বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার শ্রম-জীবী, যাহাদিগকে সর্ব্বদা বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি উত্তোলন করিতে হয় অথবা যাহাদিগকে বড় বড় হাতুড়ি পিটিতে হয়, তাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের অধিকতর শ্রম ও উত্তেজনা হওয়ায় হৃৎকপাট রোগ

(ভালবুলার ডিজিজ) ব্যতীতই হৃৎপিণ্ডের সহজ বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডকপাটরোগবিহীন বা এবম্বিধ সহজ হৃৎবিবৃদ্ধি রোগের অন্যান্য ঔষধমধ্যে **আর্ণিকা** ও **ব্রমিন্** শ্রেষ্ঠতর। উপযুক্ত স্থানে এই সকল ঔষধের কালব্যাপী ব্যবহার ব্যতীত এতদ্দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা করা যায় না।

রসবাতদূষিতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপরিউক্ত অপরিমিত পরিশ্রম নিবন্ধন প্রায়শঃ হৃৎকম্প রোগ (Palpitation of the heart) জন্মিয়া থাকে। এইরূপ হৃদ্রোগের উপসর্গস্বরূপ বাম বাহু ও স্কন্ধে অসাড়ভাবের বর্ত্তমানতা অনুভুত হইলে **রাস** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। রোগী বক্ষের দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপেশীর ক্লান্তি-বোধ করে ও যে কোন প্রকার শ্রমেই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় রোগী স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেও হৃৎকম্প দেখা যায়।

একনাইট—ইহার হৃদ্রোগে রোগী বক্ষস্থলে উৎকণ্ঠা বোধ করে এবং তাহার হস্তাঙ্গুলীতে ঝিন্‌ঝিনি ও চন্‌চনি অনুভূত হয়।

ক্যাল্‌মিয়া—ইহার হৃদ্রোগেও বাম বাহুতে উপরিউক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

পাল্‌সেটিলা—দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের ভেণ্ট্রিকলের (ধমনী-শোণিতকোটর) বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ বা ডাইলেটেযণ রোগে অনেক সময়ে কফোণি (কনুই) প্রদেশের বিশেষরূপ অসাড়তা জন্মে।

এক্টিয়া রেসি—রোগী বোধ করে যেন হস্ত ও শরীর ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা কশিয়া বাঁধা হইয়াছে।

ফাইটলেক্কা—ইহাতে শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে **একনাইট**, **ক্যাল্মিয়া** ও **রাসের** ন্যায়ই অনুভূতি জন্মে।

প্যারটাইটীস্, মাম্পস্ বা কর্ণমূলরোগ।—**রাস্** রোগে গ্রন্থির স্ফীতি ঘোর লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ

(এরিসিপেলেটাস্) প্রকৃতি ও রোগের টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্তির আশঙ্কা জন্মে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কন্‌কনানি বেদনা হয়, রোগী অস্থিরতা সহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে এবং রোগযন্ত্রণা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। কোন রোগের উপসর্গরূপে কর্ণমূল রোগ জন্মিলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। বাম পার্শ্বের রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের কর্ণমূল চিকিৎসায় **রাস্** সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছে। **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** এবং **লাইক** যথা-ক্রমে **রাসের** পর প্রদর্শিত হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহার রোগও বাম গ্রন্থি আক্রমণ করে। স্ফীত স্থান কালচে বা নীল লোহিত হয় এবং নিদ্রান্তে রোগ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে পাতলা, কলৃতানিবৎ বিদাহী পুয থাকে ;

দন্তশূল বা টুথেক।—শৈত্যপ্রয়োগে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস হইলে সাধারণতঃ **রাস** উপকারী। কিন্তু ঝাঁকি দেওয়ার ন্যায় বেদনা শীতল হস্তের স্পর্শে অধিকতর উপশম পায়। দন্ত শিথিল ও দীর্ঘতর বলিয়া অনুভূতি জন্মে। ক্ষত হওয়ার ন্যায় দন্তমাড়ি টাটায়।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ।—রোগের টাই-ফয়েড বা পচনশীল বৈকারিক অবস্থার আভাস প্রাপ্তিমাত্র **রাস** লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিধেয়। অত্যধিক জর, ঘর্ম্মহীন, শুষ্ক ত্বক্, শুষ্ক ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ অগ্রবিশিষ্ট জিহ্বা এবং দুর্ব্বল রোগীর শয্যাগত অবস্থা প্রভৃতি ইহার প্রদর্শক লক্ষণ। ফলতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীরচালনায় বেদনার অত্যধিক বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণের বর্ত্তমানতায় **ব্রায়নিয়া** প্রযুক্ত হয়। অবশেষে কোষ্ঠবদ্ধের স্থলে উদরাময়, উদরস্ফীতি ও ন্যূনাধিক অস্থির প্রকৃতিদ্বারা অধিকতর টাইফয়েড বা পচনশীল বৈকারিকভাব প্রকাশিতহইলে **রাসই** এক মাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। রুগ্ন

স্থান হইতে পচা, শড়া, গলিত ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট বিষতুল্য রস (septie material) শোষিত হইয়া সাঙ্ঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে না বলিয়া ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। **এণ্টারাইটীস** বা **অন্ত্রপ্রদাহ, টিফিলাইটীস্** এবং **পেরিটিফিলাইটীস্** প্রভৃতি রোগেও রোগীব উপরিউক্তরূপ অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক রোগের টাইফয়েড অবস্থাতেও ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

টেরিবিস্থ—উপরিউক্ত রোগের উপসর্গ স্বরূপ মূত্রযন্ত্ররোগ উপস্থিত হইয়া বৃক্কক বা কিডনিদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা, রক্তময় অত্যল্প মূত্রত্যাগ অথবা মূত্রাঘাত (supprcssion of urine), উদরের অত্যধিক স্ফীতি এবং ভয়াবহ দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইলে ইহাকে একমাত্র জীবনরক্ষার উপায় বগিয়া জানিতে হইবে।

উদরশূল বা কলিক।—রসবাতিক ধাতুর রোগী ব্যতীতও **রাসের** উদরশূল জন্মিয়া থাকে। রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে এবং পায়চারি করিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়। **কলসিন্থের** বেদনায় রোগী কেবল দ্বিভাঁজ হইলে ও বেদনা স্থানে প্রবল চাপ দিলে উপশম পায়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া এবং আমরক্তরোগ বা ডিসেণ্টারি।—**রাসের** উদরাময় ও আমরক্ত মিশ্রিত ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগ স্বল্পতর টাইফয়েড প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠায় রক্ত, ক্লেদ এবং লোহিতাভ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। এই আমরক্ত রোগে শুষ্ক ও কর্কশ **জিহ্বার আরক্তিম কিনারা ও ঐ প্রকার ত্রিকোণ অগ্র,** মলত্যাগকালে **উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ অধোগামী বেদনা** এবং বিষ্ঠাসহ **রক্তময়**

মাংসধৌত জলের বর্ত্তমানতা রাসের নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। কোন কোন রক্তস্রাবী, টাইফয়েডলক্ষণযুক্ত বসন্তগুটিকায় রক্তময় পুয বন্মিয়া তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা হয়। কালচে রক্তময় বিষ্ঠাত্যাগকালে উরু বাহিয়া অধোগামী ছিন্নবৎ বেদনা লক্ষ্য করিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন রোগীকে **রাস** দেওয়ায় সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অভিঘাতিক রোগ বা ইঞ্জুরিজ।—অত্যধিক পরিশ্রম, কুস্তি প্রভৃতি অঙ্গাদির ব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়া, সন্ধি প্রভৃতি শরীরাংশে মোচড় লাগা, মচকা, হেঁচকা টান এবং ভারি বস্তুর উত্তোলন এবং হস্ত অত্যন্ত টান টান করিয়া উচ্চের বস্তু ধরিবার চেষ্টা প্রভৃতি কারণে পেশীবিশেষের অথবা পেশীগুচ্ছের কণ্ডরা বা টেণ্ডন ও তান্তব ঝিল্লী বা এপন্যুরোসিস্, সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট বা নিউরিলিমা প্রভৃতি যে কোন প্রকার তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হউক রাসটক্স তাহার একমাত্র ঔষধ। উপরিউক্ত কারণে কখন কখন অঙ্গাদির পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, তাহা, এবং অপরিমিত বলপ্রয়োগে বহুদিন ধরিয়া ফুৎকার দ্বারা কোন প্রকার বাঁশি বাজাইলে কখন কখন ফুস্ফুস্ হইতে যে রক্তস্রাব হয় তাহাও **রাস্** আরোগ্য করিতে সক্ষম। **রাসের** এই সকল আঘাতজ রোগে **"রোগী শরীর চালনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে বেদনার বৃদ্ধি এবং কিছুকাল চালনা করিলে পরে তাহার হ্রাস"** এই বিশেষ পরিচিত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

বক্তা এবং গায়কদিগের সবলে স্বরযন্ত্রের ব্যবহারবশতঃ স্বরদোষ ঘটিলেও **রাস** দ্বারা উপকার হয়।

আর্ণিকা—ইহার ক্রিয়া বন্ধনী অপেক্ষা পেশীতে অধিকতর। এজন্য অপরিমিত শ্রমাদিবশতঃ পেশীর টাটানি বেদনা হইলে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন তাহার গাত্র পিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে **রাসের** ন্যায় আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে না। কোন গ্রন্থি মচকাইলে অথবা তাহাতে মোচড় লাগিলে, বন্ধনী বা লিগামেণ্ট ব্যতীত অন্যান্য কোমলোপাদানের প্রদাহ না জন্মিলে **আর্ণিকা** তাহার ঔষধ হয় না।

আর্সেনিকাম্—ইহাও অপরিমিত পরিশ্রম, বিশেষতঃ উচ্চ পাহাড় পর্ব্বতাদির আরোহণের পরিশ্রম নিবন্ধন কুফল আরোগ্যে ফলপ্রদ।

কনায়াম্—গ্রন্থি, বিশেষতঃ স্তনগ্রন্থি আঘাত প্রাপ্ত বা ঘৃষ্ট হইলে ইহা উপকারী।

সাল্ফুরিক এসিড—ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের শরীরের বহু দিন স্থায়ী টাটানিযুক্ত কালো ও নীলবর্ণ কলঙ্ক আরোগ্যে উপযোগী।

ল্যাকেসিস—ইহা বিষাক্ত ক্ষতের পক্ষে উপকারী।

এরানিয়া ডাইয়াডেমা—বন্দুকের গুলি লাগিয়া ক্ষত হইতে রক্তস্রাব আরোগ্য করে।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—রোগপ্রবণতা-বিশিষ্ট অথবা রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগী **রাস** রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র। এজন্য জ্বর ও প্রদাহসংযুক্ত তরুণ এবং জ্বর ও প্রদাহহীন পুরাতন এই উভয় প্রকার রসবাত রোগে **রাস** প্রযোজ্য হইলেও শেষোক্ত প্রকার রোগেই ইহা অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কার হইতেই **রাস** এবং **ব্রায়নিয়া** রসবাত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এজন্য এই দুই ঔষধের প্রভেদক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাস।	ব্রাইওনিয়া।
কনকনানি এবং বেদনায় উপশম পায় বলিয়া রোগী অস্থির থাকে ও অবিরত শরীর চালনা করিতে চাহে।	কনকনানি ও বেদনার উপশম হয় বলিয়া রোগী সম্পূর্ণ স্থির থাকিবার বলবৎ ইচ্ছা প্রকাশ করে; তথাপি কখন কখন বেদনার আতিশয্যে রোগী শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়।
বিশেষতঃ ইহা পেশীবেষ্ট বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং কণ্ডরা বা টেণ্ডন প্রভৃতি তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্যুর রসবাত রোগে ফলপ্রদ।	সম্পূর্ণ সন্ধির এবং পেশীর রসবাত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।
তপ্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আর্দ্রশৈত্যের সংস্পর্শ ইহার রোগ কারণ।	শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের অন্যতম কারণ হইলেও তাহার কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না; অন্যান্য কারণেও ইহার রোগ জন্মে।

রাসের রসবাতলক্ষণমাত্রেরই শরীরচালনায় উপশম এবং শারীরিক স্থৈর্য্যে বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত অঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া উপবেশনাদি হইতে উত্থান করিতে প্রথম অঙ্গ চালনা কষ্টকর; কিন্তু চালনা করিতে করিতে পরে রোগী উপশম বোধ করে। তাপ প্রয়োগেও ইহার রোগের উপশম ঘটে। আর্দ্র আবহাওয়ায়, ঝটিকা সময়ে এবং শৈত্যে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে **রড ডেণ্ড্রণের** রসবাত রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

রাসের রসবাতাক্রান্ত অঙ্গ প্রথমে কঠিন বা অনমনীয় এবং টাটানি বেদনাযুক্ত। আক্রান্ত শরীরস্থানে ছিন্নবৎ, আকৃষ্টবৎ ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে এবং সূচিবেধ হওয়ার ন্যায় কষ্টও বিরল নহে। হঠাৎ পৃষ্ঠের "ফিক্" বা খল্লীবৎ বেদনা **রাস্** আরোগ্য

করিতে সক্ষম। পৃষ্ঠের গভীর পেশ্যাদিসহ **রাসের** বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কটিবাত বা লাম্বেগো রোগ ইহা দ্বারাআরোগ্য হইয়া থাকে। পেশী প্রভৃতি কোমলোপাদানের আঘাত প্রযুক্ত বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি অনেকদিন স্থায়ী হইয়া পুরাতন রসবাত প্রকৃতি ধারণ করিলে যেরূপ **আর্ণিকা** তাহার ঔষধ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তান্তবোপাদানের অভিঘাতনিবন্ধন রোগে **রাস** তদ্রূপ উপকার করিয়া থাকে। অবস্থানুসারে শরীরের যে কোন অংশের রসবাত রোগে **রাসের** প্রয়োগিতা থাকিলেও অধঃ অঙ্গের রোগেই ইহা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। নিম্নে **রাস** রোগের প্রদর্শক লক্ষণ প্রদত্ত হইল :—

১। অবিশ্রান্ত শরীর চালনায় রোগযন্ত্রণার উপশম ; কেবল কটিবাতের যন্ত্রণা তাহাতে কখন কখন বৃদ্ধি পায়।

২। আক্রান্ত শরীরাংশের কাঠিন্য বা অনমনীয়তা এবং টাটানি বেদনা।

৩। শরীরচালনার আরম্ভে কষ্টের বৃদ্ধি।

৪। আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং শৈত্যসংস্পর্শে রোগের বৃদ্ধি ; শীতল বায়ু সহ্য হয় না ; বোধ হয় যেন তাহাতে ত্বকে বেদনা হয়।

৫। সকল কষ্টেরই তাপে উপশম।

শরীরের স্থানবিশেষের সুস্পষ্ট ও উচ্চতর অস্থিপ্রদেশের বেদনা **রাস** আরোগ্য কয়িয়া থাকে, কেননা ঐ সকল বেদনা অস্থিবেষ্ট বা পেরিঅষ্টিয়ামের রসবাতিক রোগবশতঃ জন্মে।

এনাকার্ডিয়াম্,—রসবাতাক্রান্ত গ্রীবার প্রথম চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি, পরে উপশম হয়।

কনায়াম্,—অঙ্গচালনার আরম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু অধিক সময় চালনায় হ্রাস।

লাইক এবং **পাল্‌স্‌**—ধীরে চালনায় উপশম।

ফেরাম্‌—রজনীতে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে ইহার স্নায়ুশূল এবং রসবাতের বেদনার উপশম।

রাস্‌ রেডিক্যান্‌স—পদে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ এবং মস্তক-পশ্চাতে রসবাতিক বেদনায় উপকারী। বক্ষের স্নায়ুশূল স্কন্ধে যাইলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। হস্তের আল্‌নার স্নায়ুশূলও ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

ক্যাল্‌মিয়া ল্যাটিফলিয়া—পদ বাহিয়া নিম্নাভিমুখী ছিন্নবৎ বেদনা; পদের স্ফীতি এবং জ্বর থাকে না, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। এই সকল লক্ষণে ইহা **কল্‌চি** সহ তুলনীয়।

লিডাম এবং **কল্‌চিকাম**—উভয়েই সন্ধির তীক্ষ্ণ ছিন্ন-বৎ বেদনা, পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা, অসাড়তা এবং সন্ধির উপরিভাগের শীতলতা উৎপন্ন করে। **রাসের** ন্যায় উভয়েরই প্রত্যেক পদস্খলনে মস্তিষ্কে টাটানি বেদনা উপস্থিত হয়। **লিডামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা প্রথমে শরীরাধঃ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে যায়, ইহার গাউট শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়. পদের শোথবৎ স্ফীতি জন্মে এবং ইহা **কল্‌চিকামের** অপব্যবহার ঘটিত কুফল, বিশেষতঃ দুর্ব্বলতা সংশোধন করে। **লিডামের** সন্ধির আকৃষ্টবৎ বেদনার ওয়াইন মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। **কল্‌চিকামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা স্থানপরিবর্ত্তনশীল, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়, ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তাহার আমাশয়াজীর্ণ ও খাদ্যের ঘ্রাণে ঘৃণা এবং বিবমিষা বর্ত্তমান থাকে।

ক্যাল্ক কার্ব্ব—জলসংস্পর্শ নিবন্ধন ইহাতে **রাসের** ন্যায় রসবাত রোগ জন্মে। পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধের পেশীর রসবাত রোগ **রাসে** আরোগ্য না হইলে ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ক্যাল্কে ফস্।—পুরাতন রসবাত রোগ এবং কটিবাতের বেদনা শরীরচালনার আরম্ভে বৃদ্ধি ও ক্রমাগত চালনায় হ্রাস পাইলে ইহা **রাসের** কার্য্যপুরকরূপে ফলপ্রদ।

অধঃচোয়ালাস্থির স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌লোকেষণ।—রসবাত রোগীর চুয়ালাস্থির সন্ধিতে বেদনা হইয়া চুয়াল ভগ্ন হওয়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে **রাস** দ্বারা উপকার হয়। চর্ব্বণের ন্যায় মুখের চালনা করিলেই চোয়ালের কর্ কর্ শব্দ হয়। সহজে অধঃচোয়ালের সন্ধিস্খলন হইলে **রাস** তাহার সংশোধনে সক্ষম। **ইগ্নেসিয়া** ও **পেট্রলিয়াম্** এস্থলে রাসসহ সমক্রিয়।

সেলুলাইটিস্ বা কৌষিকোপাদানপ্রদাহ।—কোষময় ঝিল্লীতে **রাসের** বিশেষ রোগজ ক্রিয়া আছে। ইহা তাহার প্রদাহ উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ এই প্রদাহ ডিফ্‌থিরিয়া, ইরিসিপেলাস্ এবং চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপস্থিত হয়। ইহার বিসর্প ও চক্ষুরোগে পুয়সঞ্চার হয় এবং চক্ষুকোটরাভ্যন্তরে পুয জন্মিলে তাহার বেদনা তীরবেগে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায়। **রাস** এবং **এপিসের** কোষময় ঝিল্লীপ্রদাহের প্রভেদ এই যে শেষোক্ত ঔষধে কোষময় ঝিল্লীতে পুয়শোথ বা এবসেস্ জন্মে না।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—গ্রীষ্মকালে তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে স্নান এবং অন্যান্য প্রকার আর্দ্রশৈত্যসংশ্রব এই **রাস** জ্বরের কারণ। ইহার অতি তীক্ষ্ণ শীতকম্পে রোগী বোধ করে যেন গাত্রে বরফবৎ শীতল জলের ছাপ্‌টা দেওয়া হইতেছে, অথবা তাহার রক্তবহা নাড়ী বহিয়া শীতল শোণিত ধাবমান হইতেছে; শীত অন্যতর পদে, সাধারণতঃ উরুতে, কখন কখন অংসফলকাস্থি বা স্ক্যাপুলাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, প্রায়শঃ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রজনী ৯টার

মধ্যে আরম্ভ হইয়া অন্যান্য শরীরাংশে বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য লক্ষণমধ্যে তীক্ষ্ণ রসবাতিক বেদনা, বিরক্তিকর শুষ্ক ও দুর্ব্বলকর কাসি এবং অস্থিরতাসহ শরীরচালনা অথবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ প্রভৃতি প্রধান। ইহার বহিস্থ শীতের অবস্থায় অভ্যন্তরীণ তাপ বর্ত্তমান থাকে; তৃষ্ণা থাকে না।

অতি ভয়াবহ তীক্ষ্ণ তাপে রোগীর রক্তবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে গলিত ধাতু স্রোতের অনুভূতি জন্মে। অতিশয় অস্থিরতা, সর্ব্বশরীরময় অতি ভয়াবহ চুলকনার চুলকাইলে বৃদ্ধি; এরূপ আমবাতের উদ্ভেদ এবং ওষ্ঠে রসবিম্বিকার উৎপত্তি প্রভৃতি এই অবস্থার অন্যান্য প্রধান লক্ষণ।

অতি প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরত্যাগকালে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং তাহার আমবাত অন্তর্দ্ধান করে।

নেট্‌মিউরের এবং **য়ুপেপাফর** শীত কটিদেশে আরম্ভ হইয়া অন্য স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি, **সিঙ্কনা** এবং **সাল্‌ফারেও** দেখিতে পাওয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতিক জ্বর বিকার।—টাইফয়েড বা পচনশীল জ্বরবিকার।—রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিই **রাস** রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র, এজন্য ইহার সর্ব্বপ্রকার রোগেই ন্যূনাধিক রসবাতিক বেদনা ও অস্থিরতাদি বর্ত্তমান থাকে। অন্যপক্ষে **রাস** রোগমাত্রই, বিশেষতঃ ইহার তরুণরোগমাত্রই প্রায় ন্যূনাধিক টাই-ফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগেরই অবস্থান্তর ঘটিয়া টাইফয়েড প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের অবস্থাবিশেষে **রাসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূলেই যে ইহা শোণিতের দূষিতপরিবর্ত্তনকারী বস্তু তাহা ইহার তরুণ রোগের অধিকাংশ লক্ষণেই, বিশেষতঃ নাড়ী, জিহ্বা এবং বিষ্ঠার প্রকৃতিতে বিশেষ প্রতীয়মান হয়। ইহার নাড়ীর প্রকৃতি

কখনই **একন** ও **বেল** প্রভৃতির ন্যায় কঠিনস্পর্শ ও প্রবল হয় না, দুর্ব্বল, কোমল ও অন্যান্য বৈকারিক প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে; জিহ্বা অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক, অতি লোহিত, ফাটা এবং কটা প্রভৃতি বৈকারিক লক্ষণযুক্ত এবং বিষ্ঠাও প্রায়শঃ জলবৎ অপকৃষ্ট ও মাংসধৌত জলের ন্যায় রক্তবিমিশ্রিত এবং দুর্গন্ধময়। একারণ অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, নিউমোনিয়া, স্কার্লেটিনা এবং ডিফথিরিয়া প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে টাইফয়েড প্রকৃতি ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে **রাসের** অধিকারভুক্ত হয়।

টাইফয়েড ফিবার।—হানিমানের সময় হইতেই টাইফয়েড জ্বরচিকিৎসায় **রাস** অতি প্রধানস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ইহার রোগে রস, রক্ত, স্রাবাদির অত্যন্ত পচনশীল অবস্থা ঘটে। আমাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উপস্থিত হয়। উদর স্ফীত এবং শ্রোণি বা ইলিয়াক ও প্লীহাদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। গলিত মাংসের ন্যায় ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত, পীতাভ কটা ও ক্লেদময় উদরাময় হয়। কখন বা রোগী নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে। ধারণের অক্ষমতা নিবন্ধন মূত্র অনৈচ্ছিকরূপে গড়াইতে থাকে! কখন কখন বস্ত্রাদিতে ঈষৎ লোহিতবর্ণ মূত্রকলঙ্ক দৃষ্ট হয়। জিহ্বা ঘোর কটা, শুষ্ক এবং ফাটা থাকে, কখন কখন ঐ ফাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রক্তস্রাব ঘটে। অনেক সময় জিহ্বাপার্শ্বে দন্তকলঙ্ক পড়ে এবং মুখ, জিহ্বা ও দন্ত কটাসে আটা শ্লেষ্মাজড়িত থাকে। জিহ্বাগ্রের লোহিতবর্ণ ত্রিকোণাকার অংশের বর্ত্তমানতা, অঙ্গের, বিশেষতঃ অধোঅঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা, অসহনীয় পৃষ্ঠশূল এবং অস্থিরতায় ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উঠা বসা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ এ রোগেও ন্যূনাধিকরূপে উপস্থিত থাকিয়া **রাসের** প্রযোগিতার কারণ হয়।

অনেক সময়েই **রাস**টাইফয়েড জ্বররোগীর মস্তকে প্রবলবেগে রক্ত ধাবিত হইয়া মুখমণ্ডলে হঠাৎ শোণিতচ্ছ্বাস ঘটে। প্রবল শিরঃশূল জন্মে এবং রোগী বোধ করে যেন ললাটদেশে তক্তার ন্যায় কোন বস্তু আটা রহিয়াছে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া শিরঃশূলের উপশম হয়। প্রলাপলক্ষণে রাস্‌রোগী কখন কখন শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেও কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিতে সামান্য বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি ব্যতীত বিশেষ উগ্রতা ও ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করে না। প্রলাপাবস্থায় রোগীর শারীরিক ও মানসিক স্থিরতা থাকে না, রোগী উঠা, বসা ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে। কখন কখন রোগের প্রথমাবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ রাসরোগী সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতাব বিরল বলিয়া জানিতে হইবে। রোগী সর্ব্ব বিষয়ে উদাসভাব ধারণ করে। কখন কখন রোগীর ভ্রমদর্শন হয়। তাহার শুশ্রূষাকারীগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীত হইয়া পথ্যাদি খাইতে চাহে না (হায়সা)। অজ্ঞানতা গভীরতর হইলে কোন প্রশ্নকরিলে বোধ হয় যেন অনিচ্ছাবশতঃ রোগী অতিধীরে অথবা বিরক্তভাবে উত্তর প্রদান করে। নিদ্রাবস্থায় রোগী মাঠে ভ্রমণ করার ও অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করার স্বপ্ন দেখে। কখন কখন **হায়সার** ন্যায় ইহাতে রোগী কাজকর্ম্ম-বিষয়ক প্রলাপ কহিয়া থাকে। রোগীর গাত্র শুষ্ক ও তপ্ত থাকে। ঘর্ম্ম হইলে তাহা পরিমাণে প্রচুর ও অম্লঘ্রাণ হয় এবং গাত্রে ঘামাচি জন্মে। অনেক সময় স্ত্রীরোগীর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ঘটে, কিন্তু তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না। আমরা ইহাকে অতি কঠিন লক্ষণ বলিয়া জানি। রাসরোগে বক্ষে শোণিতের সবাধগতিবশতঃ ফুস্‌ফুসে রক্তাধিক্য জন্মিলে শ্লেষ্মার গয়ার প্রভৃতি **নিউমোনিয়ার** লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ফস্ফরাস—নিউমনিয়ার উপরিউক্ত উপসর্গ ও উদরাময় **রাসে** আরোগ্য না হইলে তাহার পর **ফস** প্রযোজ্য। ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ এবং রক্তরেখাযুক্ত, কখন কখন দেখিতে "মাংসের জলের" ন্যায়।

আর্সেনিক—অস্থিরতাদি **রাস**লক্ষণ তাহাতে উপশমিত না হইয়া সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে ও রোগী ক্রমে দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপনীত, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং ভয়ানক অস্থির হইলে এবং মৃত্যুভয়ে ছটফট করিতে থাকিলে **রাসের** পরিবর্ত্তে **আর্স** প্রযোজ্য।

মিউ এসি—ইহাতেও রোগীর রোগজ উত্তেজনাপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে শারীরিক রস রক্তাদি **রাস** অপেক্ষা অধিকতররূপে পচিত হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ইহার রোগী শয্যার নিম্ন বা পদ পার্শ্বে নামিয়া যায়।

কার্ব্ব ভেজ—রাসে রোগ উপশমিত না হইয়া রোগী জীবনীশক্তির অতি চরম, নিস্তেজ ও জড়বৎ অবস্থায় উপনীত হইলে ইহা প্রযোজ্য। রোগীর জৈব প্রতিক্রিয়াশক্তির চিহ্ন মাত্র থাকে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে। নাড়ী দুর্ব্বলতর থাকিয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। বিষ্ঠায় অতি ভয়াবহ দুর্গন্ধ থাকে।

ব্যাপ্টিসিয়া—অস্থিরতা, কটা জিহ্বা এবং শরীরের টাটানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা রাসের সমান। প্রভেদ এই যে, শয্যায় ছড়ান অঙ্গনিচয় একত্রিত করিবার জন্য রোগী শয্যায় ঘুরিতে থাকে। অস্থির ভাবে শয্যায় ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্ত্তনে **রাসের** বেদনাদি যন্ত্রণার উপশম হয়। **রাসের** ত্রিকোণাকার লোহিত জিহ্বাগ্র **ব্যাপ্টিতে** নাই। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ **রাস** অপেক্ষা ইহাতে অধিক।

ফস্ফ এসি—ইহা **রাসের** পরে প্রযোজ্য। অধিকতর দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী নিশ্চেষ্ট ও শয্যাগত থাকে। বিষ্ঠা রক্ত ও শ্লেষ্মযুক্ত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলেও রোগী কোন উপশম পায় না।

ট্যারাক্সেকাম—খ্যাতনামা ডাং বনিংহসেন পুত্রের টাইফয়েড জ্বরে অস্থিরতা থাকায় **রাস** ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। **ট্যারাক্সেও** ঐরূপ অস্থিরতা এবং জিহ্বায় মানচিত্রবৎ কলঙ্ক থাকে; তাঁহার পুত্রের জিহ্বাতেও ঐরূপ কলঙ্ক দেখিয়া তিনি ইহা প্রয়োগ করায় রোগী অচিরাৎ আরোগ লাভ করে।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্।—রসবিম্বিকোৎপাদক (vesicular) বিসর্পরোগে **রাস** মহোপকারী ঔষধ। আক্রান্ত ত্বক্‌স্থান কাম্রচেলোহিতবর্ণ থাকে ও তাহাতে রসবিম্বিকা জন্মে। ইহার রোগ মস্তক, মুখমণ্ডল অথবা জননেন্দ্রিয় প্রদেশের ত্বক্ বিশেষরূপে আক্রমণ করে। রোগীর শীতকম্পের পর প্রবল জ্বর ও তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হয়। শৈত্যসংস্পর্শ ও জলসিক্ততা সাধারণতঃ এই রোগের কারণ। টাইফয়েড প্রকৃতির বিসর্পরোগে পূয় সঞ্চার হওয়ায় অপকৃষ্ট, পাতলা এবং দুর্গন্ধ পূয় নিঃসৃত হইলেও ইহা উপকার করে। ইহার রোগমাত্রেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা এবং অত্যধিক চুলকনা ও জ্বালা থাকে। "শরীরের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের গতি" **রাসের** বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। মুখের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বগামী রসবিম্বিকাহীন অনেক **বিসর্পরোগ** আমরা **রাস** দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছি। **মুখের কোন প্রকার ইরিসেপিলাস রোগের বামদিক হইতে দক্ষিণ-দিকে যাওয়া রাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।**

এপিস—ইহার রোগ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

আক্রান্ত ত্বক্‌স্থানের বর্ণ গোলাপী বা লালের আভাযুক্ত অথবা ঘোর বেগুনে হয় ও শোথযুক্ত থাকে। তৃষ্ণা থাকে না।

আর্ণিকা—ফ্লেগ্‌মনাস্ ইরিসিপেলাস্ বা ত্বকের গভীর দেশের কৌষিক ঝিল্লী আক্রমণকর বিসর্পরোগে রুগ্ন অঙ্গ স্পর্শাসহিষ্ণু ও চাপে বেদনাযুক্ত থাকে এবং তাহা খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। **আর্ণিকার** বহিঃ প্রয়োগে রোগ অন্মিলে **ক্যাম্ফর** আরোগ্য করে।

ক্যালেণ্ডুলা—ফ্লেগমনাস্ বিসর্প রোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী।

আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা।—দূষিত ও টাইফয়েড আরক্ত জ্বরের **রাস্‌টক্স্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত ও অস্থির থাকে। তাহার জিহ্বা লোহিতবর্ণ ও কখন কখন মসৃণ, গলদেশ ও তন্নিকটস্থ স্থান কালচেলোহিত এবং বিশেষ প্রকারের শোথযুক্ত হয়। বাম কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি, গ্রীবা ও কখন কখন কক্ষস্থল প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রের লসীকা গ্রন্থিই বিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে পূয়ও জন্মিতে পারে। গ্রীবার কোষময় ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিয়া গ্রীবাদেশ স্ফীত এবং তাহার ত্বকের বর্ণ কালচেলোহিত অথবা নীলাভ বিসর্পবৎ হয়। উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং বাহির হইলেও তাহা দেখিতে ঘামাচির ন্যায় ও কালচে থাকে। **রাসে** জীবনীশক্তি আক্রান্ত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবসাদ ঘটে। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে ও মৃদু প্রলাপ কহে। সর্ব্বপ্রকার স্রাবই উগ্র ও বিদাহী গুণ প্রাপ্ত হয়। শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

ল্যাকেসিস্ ও এলাস্থাস্—**রাস** অপেক্ষাও অধিকতর টাইফয়েড অবস্থাপন্ন দুর্ব্বল রোগীর ঔষধ। ইহারা **রাসের** পরে প্রযোজ্য। ত্বকে কালচেনীলবর্ণ যৎসামান্য উদ্ভেদ, গলমধ্যের স্ফীতি, গ্রীবার কোষময় ঝিল্লীর সরস অবস্থা, নাসিকার বিদাহীস্রাব

এবং শিশুর তন্দ্রা ও বুদ্ধিহীন ভাব বর্ত্তমান থাকিলে **এলান্থাস** উপকারী।

এরাম ট্রি্ফি—ইহাতেও নাসিকা হইতে **এলান্থাসের** ন্যায় বিদাহীস্রাব নির্গত হয়। ক্ষতযুক্ত ও ফাটা মুখের কোণ হইতে রক্ত পড়ে। মুখলালাও উগ্রগুণবিশিষ্ট। শিশু উত্তেজনাপ্রবণ ও অস্থির।

এপিস মেল—প্রবল জ্বরতাপ, অস্থিরতা, স্নায়বিক কম্প, রক্তিমাবিশিষ্ট মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর এবং ফোস্কাযুক্ত জিহ্বা, ত্বরিত দুর্ব্বলতার আক্রমণ, মূত্রের স্বল্পতা, নিদ্রালুতা ও ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা ইহাকে **রাস টক্স্** হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদিত করা আবশ্যক। স্কার্লেটিনা রোগে ইহার প্রয়োগ তাদৃশ সাধারণ নহে। ইহাতে প্রায়শঃত্বকের ও গলার শোথিত ভাব (œdema) দৃষ্ট হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও হুলবেঁধার ন্যায় অনুভূতি জন্মে। আরক্তজ্বরান্তিক লালামেহ বা এল্‌বুমিন্নুরিয়া রোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ব্রণশোথ বা এবসেস্।—কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি এবং কক্ষগ্রন্থি পাকিয়া রক্ত ও রসপূর্ণ পূয় নির্গত হইলে **রাস** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীর বিষাক্ত হওয়ায় এবসেস যখন দগ্ধব্রণ বা কার্ব্বঙ্কলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে তখনই ইহা প্রদর্শিত। পচনশীল বিষাক্ত বস্তু শরীরে প্রবেশ লাভ করায় পচা টাইফয়েড প্রকৃতির এবসেস্ উৎপন্ন হইলে **ল্যাকেসিস্** উপকার করে। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ কলতানির ন্যায় পূয় থাকে। **আর্সেনিক**ও অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত পূয়শোথরোগের ঔষধ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে এবং অসহনীয় **জ্বালাময় বেদনাযুক্ত** এবসেস্ হইতে জলবৎ, কল্‌তানির ন্যায় পূয়-স্রাব হয়। রুগ্ন উপাদানের গ্যাংগ্রিণ বা পচন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থায়ী পচাটে পূয়স্রাবসহ প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর থাকিলে অনেক স্থলে **কার্ব্ব ভেজ** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

ত্বকরোগ—দদ্রু বা হার্পিস ; কাউর বা একজিমা ; পোড়া নারাঙ্গা বা পেম্ফিগাস্ ; কণ্ডুয়ন বা প্রুরাইটিস।— ত্বক্‌রোগে রসবিম্বিকোৎপত্তিই **রাসের** প্রদর্শক। ইহার সর্ব্বপ্রকার ত্বক্‌রোগেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ রসবিম্বিকা উৎপন্ন হয়। প্রথমে ত্বগাংশ লাল হইয়া উঠে ও ত্বক্‌স্থানে শোথ বা ইডিমা জন্মে। অবশেষে তাহাতে পূয় জন্মিয়া কালে মামড়ি হইয়া যায়। রোগকালে শরীরে রসবাতিক বেদনা থাকিতে পারে। রুগ্ন স্থান জ্বালা ও চন চন করে এবং চুলকায়। রজনীতে, আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং বর্ষা ঋতুতে রোগের বৃদ্ধি হয়। **ত্বরিত রসবিম্বিকোৎপত্তি এবং ত্বকের উগ্র-লোহিত বর্ণ রাস** রোগের প্রদর্শক।

এপিস্—ইহাতে জ্বালা, হুলবেধানুভূতি ও শোথ বা ইডিমা অধিকতর হইয়া থাকে।

ক্যান্থারিস—বৃহত্তর ফোস্কায় তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বালা।

ক্রোটন টি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা অত্যন্ত চুলকায়। ডাঃ হিউজ বলেন "ইহা কাউরের চুলকনা অতি শীঘ্র ও স্থায়ীরূপে আরোগ্য করে"।

এনাকার্ডিয়াম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকড়ান কেন্দ্রযুক্ত ফোস্কা অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে। ইহাতে **রাসের** কুফল প্রতিষেধ করিয়া থাকে।

ডলিকস্—শরীরের স্থান বিশেষ চুলকায় কিন্তু কোন উদ্ভেদ জন্মে না। কখন কখন ইহা মধুমেহের চুলকানি নিবারণ করে।

লেক্চার ৪৬ (LECTURE XLVI).

কেলি বাইক্রমিকাম্ (Kali Bichromicum)

সাধারণ নাম।—বাইক্রমেট্ অব পটাস্।

প্রয়োগরূপ।—সাধরণতঃ ট্রিটুরেষণ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৬x হইতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম, তদুর্দ্ধেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

উপচয়।—প্রাতঃকালে; আহারান্তে; গ্রীষ্মতাপে।

উপশম।—শীতল আবহাওয়ায় ত্বকলক্ষণের (এলুমি ও পেট্রলির বিপরীত)।

সম্বন্ধ।—কেলি বাইক্রমিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিক, ল্যাকেসিস্ ও পাল্স্।

কেলি বাইক্রমিকামের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—প্রতিশ্যায় ও ত্বক্ রোগে এণ্টিম টার্ট।

কেলি বাই যাহার পরে প্রযোজ্য—আমরক্ত রোগে ক্যান্থারিস অথবা কার্ব্বল এসি দ্বারা বিষ্ঠার অন্ত্র চাঁছাবৎ পদার্থ বিদূরিত হইলে। ঘুংরিকাসি বা ক্রুপরোগে আয়োডির পর গলা ভাঙ্গা কাসি ও চিম্‌সে কাসী, সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং গাত্রের শীতলতা বর্ত্তমান থাকিলে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এণ্টি ক্রু, ব্রমিণ, হিপার সা, আয়ডি, কেলি আয়ডি, ল্যাকেসিস্, মার্ক, নাই-এসি, ফাইটল, পাল্স, সিলিক ও স্পঞ্জি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—স্থূলকায়, কটাকেশ ব্যক্তি, যাহারা প্রতিশ্যায়, উপদংশ, অথবা গণ্ডমালারোগগ্রস্ত

হয় ; স্থূলকায়, খর্ব্বাকৃতি ও খর্ব্বগ্রীব শিশু, যাহারা ঘুংরিকাশি ও ঘুংরি-কাসি সংসৃষ্টরোগপ্রবণ থাকে।

চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গলদেশ, বায়ুনলী এবং আমাশয়ান্ত্র, জননে-ন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরোগের চিমসে, সূত্রবৎ স্রাব, যাহা রুগ্ন স্থানে আটাবৎ সংলগ্ন থাকে ও টানিলে সূতার ন্যায় সুদীর্ঘ হয় (হাইড্র্যা, লাইসিন)।

গ্রীষ্মকালের রোগ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত করা যায় এরূপ সসীম স্থানে বেদনা (ইগ্নে)—যাহা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে (কেলি সা, ল্যাক কেনা, পাল্স), যাহা হঠাৎই উপস্থিত হয়, হঠাৎই অন্তর্দ্ধান করে (বেল্, ইগ্নে, ম্যাগ্নে ক), স্নায়ুশূল—যাহা প্রতিদিন একই সময়ে আক্রমণ করে (এরানি, সিক্ সা)। শিরঃশূল—যাহার আক্রমণের পূর্ব্বে দৃষ্টিমালিন্য অথবা অন্ধত্ব জন্মে (জেল্স, ল্যাক্ ডি), যাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আলোক এবং গোলমাল শব্দে অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং যাহাতে শিরঃশূলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি পুনরাবর্ত্তন করে (আইরিস্, নেট্রাম্, ল্যাক্ ডি)।

বিয়ার মদ্য পানের কুফল স্বরূপ আমাশয়ের বিকার ; আহারের অব্যবহিত পরে আমাশয়ের রোগের বৃদ্ধি ; আমাশয়ের গোলাকার ক্ষত ও ক্ষুধার অভাব ; আমাশয়োর্দ্ধ স্থানে গুরুত্ব ; আমাশয়ের অগ্নিমান্দ্য ; দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন।

নাসিকা মূলে চাপবৎ বেদনা (ললাটে ও নাসিকা মূলে, ষ্টিক্টা) ; নাসিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ ও ছিপির ন্যায় বস্তু নির্গত হয় ; নাসিকা স্রাব শ্লেষ্মাময়, চিমসে দড়ি দড়ি, সবুজ এবং রক্তযুক্ত ; নাসিকা-ভ্যন্তরে পরিষ্কার বস্তুখণ্ড থাকে ; নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত না হইলে মস্তকপশ্চাৎ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রচণ্ড বেদনা হয় ; নাসিকায়

উপরে ক্ষত এবং মামড়ি অথবা নাসারন্ধ্র বিভাজক উপাস্থিতে ক্ষত (এলুমি, সিপি, টিউক্রি)।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষতের সূত্রজান পদার্থ নির্ম্মিত আগন্তুক ঝিল্লী কঠিন ও দেখিতে মুক্তার ন্যায়; তাহা নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী আক্রমণ করে।(ল্যাক্ কেনা—শ্বাসনালী হইতে গলদেশ, ব্রমিণ); উপজিহ্বা দেখিতে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র থলির ন্যায়, তাহার স্ফীতি থাকে না, কিন্তু অল্পই লাল আভা থাকে (রাস্)।

গলাধঃগহ্বরে (Fauces) গভীর, ক্ষয়কর ক্ষত; অনেক সময়েই ঐ ক্ষত উপদংশ জন্য হয়।

ঘুংরিকাসিতে গলাভাঙ্গা, ধাতু পাত্রের শব্দের ন্যায় কাসি (সঝিল্লিক ক্রুপ অথবা ডিফ্‌থিরিয়া জন্য) হইলে চিম্‌সে শ্লেষ্মা অথবা রবারের ন্যায় ছাঁচ (Fibro-elasic casts) নিষ্ঠুত হয়; প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কাসির, শয়নে উপশম (প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কাসিসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র—এরালি, ল্যাকেসি); আটা গয়ার উঠে, কিন্তু তাহা গলা, মুখ ও ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়াইয়া বাহির করা যায় না (আটা ও ফেনাযুক্ত গয়ার ছাড়াইতে কষ্ট হয় কিন্তু সহজে উঠাইতে পারা যায়, এরালি)।

মাংসল ব্যক্তিদিগের কামেচ্ছার অভাব। জরায়ুভ্রংস।

সাধারণ ক্রিয়া।—কেলি বাই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রগাঢ়তর এবং জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্বল্পতর প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে, আক্রান্ত যন্ত্রাদি হইতে যে অতি প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব হয় তাহার প্রকৃতি আটাল ও চিম্‌শে। এই ক্রিয়ার ক্রমবৃদ্ধিতে কখন কখন আক্রান্ত স্থানের উপত্বক্ ক্ষয়প্রাপ্ত ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়; অথবা শ্বাসযন্ত্রপথে আগন্তুক ঝিল্লী জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ যকৃৎ এবং কিড্‌নিতে ইহার

কিঞ্চিৎ গভীরতর ক্রিয়া বশতঃ যকৃতে সহানুভূতিক ক্রিয়াবিকার এবং কিড্‌নিতে তরুণ ও প্রবল প্রদাহ জন্মিলে এল্‌বুমিনুরিয়া বা লালামেহ উৎপন্ন হয়। ত্বক্‌, সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্যু এবং অস্থিবেষ্ট বা পেরিয়ষ্টিয়মে ইহার সাধারণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ রক্তাধিক্য এবং বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়।●

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিশেষ ও গভীরতর প্রতিশ্যায়িক ক্রিয়া দ্বারাই হোমিওপ্যাথিক জগতে কেলি বাইক্রমিকাম্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার ক্ষরিত শ্লেষ্মা সর্ব্বস্থলেই ঘন ও আটাল থাকে ; তাহা টানিলে সূত্রাকার ধারণ করে। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্রপথ এবং গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়ায় যে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় তাহা জমাট বাঁধিয়া নাসিকায় পিনাস রোগবৎ চিমসা বা কঠিন ও রবারের ন্যায় কিঞ্চিৎ স্থিতিস্থাপক উপাস্থি বা কার্টিলেজ সদৃশ পদার্থ এবং তদধস্থ গলদেশ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া প্রভৃতিতে ডিফথিরিয়া ও ডিফ্‌থিরিটিক ক্রুপবৎ অলীক ঝিল্লী সংস্থাপন করে। মুখের ক্ষরিত শ্লেষ্মা অথবা গয়ার এতই ঘন ও আটা যে কিছুতেই মুখ হইতে ছাড়িতে চাহে না, নিষ্ঠীবনের চেষ্টা করিলে তাহা মুখে সংলগ্ন থাকিয়া সূত্রাকারে প্রলম্বিত হয়। রোগের অবস্থাবিশেষে কখন বা পূয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। পরিপাক যন্ত্রপথাবরণী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ নিবন্ধন তাহার সর্ব্বস্থান হইতে আটা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং বিশেষরূপে মুখ, গলদেশ, আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডসীমা এবং ডুওডিনাম, সেজুনাম্ ও সরলান্ত্র প্রভৃতি অন্ত্রাংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া তোলার ন্যায় সমপার্শ্ব ও ক্ষয়কারী গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয়। চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও ইহা দ্বারা উপরিউক্তরূপে প্রদাহাক্রান্ত হয় এবং জরায়ু-প্রদাহেও ইহার বিষক্রিয়া ঘটিত অলীক ঝিল্লী জন্মিতে দেখা গিয়াছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে

প্রভৃত ক্ষয়কর ক্ষত উৎপাদনে ইহা **আর্সেনিকের** এবং স্রাবের প্রচুরতাদিতে ইহা **এণ্টিম** টার্টের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ঔষধগুণ পরীক্ষার্থ স্বল্পমাত্রায় সেবনে ইহা গলদেশে রক্তাধিক্য ও টাটানি, অম্লোদগার, বুকজ্বালা, বিলম্বে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক, মুখের তিক্তাস্বাদ, বিবমিষা, বমন, জিহ্বায় পুরুলেপ এবং আমরক্তরোগের ন্যায় বিরেচন প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা নাসিকার সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ এবং কাস প্রভৃতি যে শ্বাসযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে তাহাতে উপরিলিখিত আগন্তুক ঝিল্লী উৎপাদক বিষক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে বিশেষতঃ যকৃৎ আক্রমণ করিয়া ইহা তাহার রক্তাধিক্য ও দক্ষিণ কুক্ষিদেশে মৃদু কনকনানি বেদনা উৎপন্ন করে এবং যকৃতের ক্রিয়াবিকার হইতে কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠাত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কিডনির আক্রমণে রক্তাধিক্য এবং তাহার কৈশিক নলী অংশের (Tubular portion) বিগলন বশতঃ মূত্রের রোধ অথবা পূয়বৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

ক্রটন এবং **এণ্টিমনিয়াম্ টার্টারিকামের** ন্যায় ইহারও বহিরভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ত্বকের প্রগাঢ় রোগজ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন ত্বক্‌লক্ষণ মধ্যে সাধারণ পীড়কা, পূয়গুটিকা এবং কঠিনতলযুক্ত, প্রলম্বিতপার্শ্ব, সাধারণতঃ শুষ্ক এবং গভীর ক্ষত উল্লেখযোগ্য। ইহার কার্য্যে সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্যু, বিশেষতঃ সন্ধিসন্নিহিত এবং অস্থিবেষ্টের ফাইব্রাস টিস্যুর উদ্দীপনা হওয়ায় তাহাতে ছিন্নবৎ বেদনা জন্মে। অস্থিবেষ্ট বা পেরি-অষ্টিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে অতি পরিস্ফুট ক্রিয়া প্রকাশ হওয়ায় তাহাতে রক্তাধিক্য, স্ফীতি, বেদনা এবং অবস্থাবিশেষে বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়। স্নায়ু এবং অস্থিতে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। ইহার গৌণক্রিয়াফলে অস্থিক্ষত দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা নাসিকার উপাস্থির ধ্বংস সাধন করে।

কেলি বাইক্রমিকামের ক্রিয়া আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে একটি "পুরাতন রোগবিষবাষ্পবৎ" গভীর ক্রিয়াশীল পদার্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। নাসিকা ও গলদেশাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত, অস্থিবেষ্টের রোগজ পরিবর্ত্তন, সন্ধিনিচয়ের বেদনা এবং ত্বকের উদ্ভেদাদির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে "উপদংশ" রূপ পুরাতন বিষক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কার্য্য-ক্ষেত্রেও উপদংশবিষ ঘটিত পুরাতন রোগের অবস্থাবিশেষে সুফল উৎপাদন করিয়া ইহা "এন্টিসিফিলিটিক্‌" বা "উপদংশঘ্ন" ক্রিয়ার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছে। নিম্নে ইহার যন্ত্রলক্ষণ যথাযথরূপে বিবৃত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ রোগী অনাবিষ্টচিত্ত এবং অবসাদিত হয়; মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা। সামান্য আমাশয় পীড়াতেই ঔদাস্য এবং বিষণ্ণতা। বক্ষ হইতে উৎকণ্ঠাভাবের উৎপত্তি। খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত।

মস্তিষ্কানুভূতি বিকার জন্মিলে উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান করিতে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং বমনের প্রবৃত্তি। সম্মুখে নত হইলে মস্তকে ও আড়াআড়ি ভাবে ললাটে লঘুতার অনুভূতির প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ললাটে এবং মূর্দ্ধাদেশে বেদনা হইলে পরে তাহা মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাসিকা মূল হইতে বাম চক্ষুর ভ্রূপ্রদেশ বাহিত চক্ষুর বহিঃকোণ পর্য্যন্ত তীর বেঁধার ন্যায় প্রচণ্ড বেদনা ও চক্ষুর সম্মুখে আঁইস থাকার ন্যায় ঘোর দৃষ্টির প্রাতঃকালে আরম্ভ, অপরাহ্ন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাকালে নিবৃত্তি। অধিকাংশ সময়ে অন্তর চক্ষুর্দ্ধ ললাটে শিরঃশূল। মস্তকাস্থিতে টাটানি বোধ।

সুনিদ্রা হয় না, এবং তজ্জন্য হস্ত পদের বিশেষ দুর্ব্বলতা জন্মে।

রোগী নিদ্রাকালে বারম্বার চমকিয়া উঠে, অসংলগ্ন কথা বলে এবং হস্তের চালনা করে। নিদ্রাকালে মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, শরীরের উষ্ণতা ও শিরঃশূল হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ শিরঃশূলের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন সহ হরিদ্রাবর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অস্পষ্ট দৃশ্য। ঘ্রাণশক্তির লোপ। নাসিকার সম্মুখে পচা গন্ধ পায়। মুখাস্বাদ তামাটে, মিষ্ট মিষ্ট, অম্ল এবং প্রাতঃকালে তিক্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত করণোপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা হয়। বেদনার এক শরীরাংশ আক্রমণের পর অন্য শরীরাংশে উপস্থিতি। শরীরের বহু স্থানে গুরুত্বানুভূতি।

গতিপ্রদ স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ায় রোগী দুর্ব্বলতা বশতঃ শয্যাগত হয় এবং তাহার মুখের পাণ্ডুরতা ও শরীরের ঘর্ম্ম থাকে। বেদনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনিচয়ের ক্লান্তি জন্মে।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর ও হরিদ্রাভ বর্ণ। মুখের উৎকণ্ঠাযুক্ত দৃশ্য। মুখে বয়োব্রণ, রক্তিমা ও লাল লাল কলঙ্ক।

চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন হরিদ্রাবর্ণ স্রাব হয় এবং প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুতে চুলকনাযুক্ত তাপ, জ্বালা এবং চাপবোধ। চক্ষুতে বালুকা থাকার ন্যায় বেদনা নিবন্ধন জ্বালা, জলস্রাব এবং আলোকাতঙ্ক সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বর্দ্ধিত। চক্ষুপুটপার্শ্বের ঝিল্লীর লোহিতাভা, অবদারণ ভাব এবং কর্কশতা জন্মিলে এরূপ হয় যে চক্ষু মিটি মিটি করিলে চক্ষুগোলকের ঘর্ষণ হয় এবং তাহার শুষ্কতা, জ্বালাযুক্ত বেদনা ও চুলকণা জন্মে। যোজকঝিল্লীর রক্তিমা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। যোজকঝিল্লী ও চক্ষুর কালাক্ষেত্রে পূয়গুটিকা জন্মে। চক্ষুর কালাক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার বহুকাল স্থায়ী অস্বচ্ছতা।

বাম কর্ণে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনার তালুতে, মস্তকপার্শ্বে এবং গ্রীবা পশ্চাতে প্রসারণ, গ্রন্থির স্ফীতি, এবং গ্রীবা স্পর্শে বেদনা।

সম্পূর্ণ নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ নাসিকাপথবিভাজক উপস্থিতে ক্ষত জন্মে। নাসিকারন্ধ্রে ছিপির ন্যায় কঠিন পদার্থ। নাসিকা হইতে চিমসা, সূত্রাকার স্রাব। তরল স্রাবযুক্ত নাসিকা-সর্দ্দিতে নাসিকা ও ওষ্ঠ হাজিয়া যায়; ফেকাসেলাল শোণিতরেখাঙ্কিত শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা মূল হইতে তীরবেধবৎ বেদনা নাসিকাসংলগ্ন ললাট গহ্বর বাহিয়া যায়। নাসিকার অত্যন্ত শুষ্কতা ও নাসিকাস্থিতে চাপ বোধ সহ টাটানি ও জ্বালা নাসিকাসংলগ্ন ললাটগহ্বর বাহিয়া বিস্তৃত হয়। বোধ হয় যেন নাসিকা স্ফীত এবং অনমনীয়, সেজন্য নাক ঝাড়িয়া স্থূল বস্তু বাহির করিবার অদম্য আবশ্যকতা জন্মে, কিন্তু কিছু বাহির হয় না; রোগী বোধ করে যেন নাসিকা হইতে কোন গুরু ভার ঝুলিতেছে। নাসিকামূলে চাপ অথবা বেদনাযুক্ত চাপ থাকে। নাক ঝাড়িলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভয়ানক সূচিবেধের ন্যায় বেদনা হাওয়ায় বোধ হয় যেন দুইখানি শিথিল অস্থির পরস্পর ঘর্ষণ হইতেছে। নাসিকাতে টাটানি, এবং রন্ধ্র বিভাজক উপাস্থিতে মামড়ি।

সর্দ্দি হইসে প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্রে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে শুড়শুড়ি হওয়ায় গলা খাঁকর দিয়া ও কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়, শুড়শুড়ি মুখ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

নিদ্রা ভঙ্গে শাঁই শাঁই করিয়া হাঁপের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস ও কাসি হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিতে ও সম্মুখে নত হইতে বাধ্য। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে অল্প শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় বোধ হয় যেন বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ঘনীভূত হইয়াছে। বক্ষে কশা ভাব। শয়ন করিলে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি।

শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস ও বমনোদ্বেগসহ যে চিমসা শ্লেষ্মা

উঠিতে থাকে তাহা সূত্রাকারে ঝুলিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। শ্বাসযন্ত্রে অথবা বক্ষে গুড়গুড়ি হওয়ায় এবং আমাশয়ের কষ্ট অথবা স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ কাসির উদ্রেক। কাসি হওয়ায় বেদনা ষ্টার্ণাম অস্থির মধ্যস্থল হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়; বক্ষে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা অথবা গুরুত্ব এবং টাটানি। গাত্রবস্ত্র মোচন করিলে, প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে, আহারান্তে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে যে কাসি হয় তাহা শয্যাতাপে শরীর উষ্ণ হইলে উপশম পায়।

হৃৎপিণ্ড স্থানে শীতলতা বোধ; বক্ষে কশাভাব; শ্বাসকৃচ্ছ্র। হৃৎপিণ্ড স্থানে সূক্ষ্ম খোঁচাবৎ বেদনা। হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্র, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং তাপ হাওয়ায় রজনী ২টার সময় চমকিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ।

নাড়ী অনিয়মিত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাড়ী দ্রুত গতিবিশিষ্ট থাকে; অনেক সময়ে নাড়ী কোমল, দুর্ব্বল এবং কম্পান্বিত।

পরিপাকযন্ত্র বিকার বশতঃ অধোষ্ঠ স্ফীত হয় এবং ফাটে। ওষ্ঠের কঠিন পার্শ্বযুক্ত ক্ষতে চনচনিযুক্ত জ্বালা। দক্ষিণ কর্ণমূল স্ফীত।

জিহ্বা মসৃণ, লোহিত এবং বিদীর্ণ; কখন শুষ্ক এবং লোহিত; কখন বা হরিদ্রাভ শুভ্রলেপযুক্ত। জিহ্বার উপরে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং জাড়ী ঘা।

মুখ এবং ওষ্ঠের শুষ্কতা শীতল জল পানে উপশমিত। মুখলালার বৃদ্ধি এবং তাহা তিক্ত, চটচটে ও ফেনযুক্ত; কখন বা লবণাস্বাদ।

প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে অনেক ঘন ও আটা শ্লেষ্মা উঠে; কখন বা তাহা জিউলির আটার ন্যায় থাকে। লোহিত মণ্ডলবেষ্টিত ও গভীর গর্ত্তযুক্ত ক্ষতের উপজিহ্বামূলসংলগ্ন অংশ হরিদ্রাভ ও আটা পদার্থ পূর্ণ থাকে। উপজিহ্বা এবং টন্‌সিল গ্রন্থি লোহিতবর্ণ, স্ফীত

বেদনা হইয়া পরে তাহাতে ক্ষত জন্মে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদান কৃষ্ণবর্ণ, নীলকৃষ্ণ ও স্ফীত হয়। উপজিহ্বা শোথযুক্ত থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে গলাধঃগহ্বর শুষ্ক থাকায় গলাধঃকরণে বেদনা। গলাধঃগহ্বরে এক গাছি কেশ থাকার অনুভূতি। গলদেশে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণে বিদূরিত হয় না। বাম টন্‌সিল গ্রন্থিতে তীক্ষ্ণ, তীরবেধবৎ বেদনা হইলে তাহা কর্ণাভিমুখে বিস্তৃত ও গলাধঃকরণে উপশমিত হয়।

ক্ষুধার অভাব ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি; জিহ্বা সমল থাকে, এবং অবসাদ জন্মে। বিয়ার মদ্যপানে লালসা এবং অম্লপানীয়ে তৃষ্ণার বৃদ্ধি। মাংসে অনিচ্ছা।

আমাশয়ে ভুক্ত বস্তুর বোঝা চাপিয়া থাকার অনুভূতি; পূর্ণ ভোজন করিলে বোধ যেন পরিপাক ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে চাপ ও গুরুত্ব।

আকস্মিক বিবমিষায় উষ্ণ উদ্গার এবং মিষ্ট মিষ্ট ভাবের স্বাদহীন লালা স্রাব। পাতলা ও পাটকিলে রঙের, চকচকে ও তরল, অম্ল, কখন অজীর্ণ ভুক্তবস্তু এবং অবস্থাবিশেষে পিত্ত বমন হয়। সন্ধ্যাকালে চা পানের পর, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এবং রজনীতে বুক জ্বালা করে।

আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালাযুক্ত বেদনা হইয়া গলা এবং মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ। মাংস আহারে আমাশয় বিকার হইলে অজীর্ণ জন্মে। আমাশয়ে বেদনা ও অস্বস্তিভাব এবং অঙ্গের বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে হয়। রসবাত লক্ষণ অপেক্ষা আমাশয়বিকার লক্ষণ অধিকতর থাকে।

দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং প্লীহা দেশে সূচীবেধবৎ বেদনা হইলে উদর ভেদ করিয়া তাহা মেরুদণ্ডে যায়। উদরের স্ফীতি জন্মে।

উদরাময়ে অনৈচ্ছিক, প্রচুর ও তরল, কখন বা আমরক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ। আমরক্ত রোগে বেদনাযুক্ত চাপ, বেগ ও কুন্থনে কটা ও বুদবুদযুক্ত, জলীয় অথবা রক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ। প্রতিবৎসর সাময়িক আমরক্ত রোগ। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যল্প এবং চাপ চাপ থাকে ও তাহার ত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ও চাপ বোধ হয়। পূর্ব্বাহ্নে মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে চাপ ও জ্বালা। অপরাহ্নে উপবেশন করিলে গুহ্যদ্বারে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি। অর্শের রক্তনাড়ী নিচয় রক্তপূর্ণ থাকে।

মূত্রত্যাগকালে মুত্রনলীর গ্রন্থিতে, তাহার মূলদেশের বিস্তৃত অংশে (Bulbons portion) এবং তাহার অগ্রাংশের বিস্তৃত স্থানে জ্বালা। কখন কখন মলত্যাগেও জ্বালা থাকে। বারম্বার মূত্রত্যাগের পর জ্বালা। অত্যল্প লোহিতবর্ণ মুত্রত্যাগে পৃষ্ঠে পাশাপাশি ভাবে জ্বালা বোধ। অত্যল্প মুত্রে প্রচুর সাদাটে অথবা শ্লেষ্মার তালানি।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ কামেচ্ছার অভাব ঘটে। উপদংশ রোগে গভীর ক্ষত জন্মে। ভ্রমণকালে প্রষ্টেট গ্রন্থিতে স্থচিবেধবৎ বেদনা রোগীকে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে বাধ্য করে। মলত্যাগকালে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নির্গত হয়। পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিট রোগে সূত্রবৎ অথবা জিউলির আটার ন্যায় স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হইলে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে। হরিদ্রাবর্ণ, দড়ি দড়ি শ্বেতপ্রদরে কটির পশ্চাতে পাশাপাশি ভাবে দুর্ব্বলতা, এবং উদরের আমাশয়াধঃপ্রদেশে মৃদু বেদনা।

মস্তক নত করিলে গ্রীবার পশ্চাতে কাঠিন্য জন্মে। প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ কিডনি প্রদেশে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা উরু বাহিয়া বিস্তৃত এবং চালনায় বর্দ্ধিত হয়। পৃষ্ঠের বামপার্শ্ব হইতে হিপসন্ধি পর্য্যন্ত

মধ্য পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা। ভ্রমণে, স্পর্শে এবং অনেকক্ষণ উপবেশনের পর উঠিতে কক্সিকস্ অস্থির বেদনার বৃদ্ধি।

হস্তের অস্থি চাপিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং অস্থিক্ষত হইতে অঙ্গুলিতে ক্ষত। হস্তের বিস্তৃত বিচর্চ্চিকা (Psoriasis diffusa) চর্ম্মদলরোগে (Impetigo) পরিবর্ত্তিত।

বাম হিপসন্ধির বহির্দ্দেশ হইতে সায়াটিক স্নায়ু বাহিয়া জঙ্ঘাপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বেদনা এবং স্নায়ুতে চাপদিলে সম্পূর্ণ জঙ্ঘা বাহিয়া তীর-বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। দক্ষিণ টিবিয়া অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে গোড়ালিতে টাটানি। প্রদাহযুক্ত পদে ক্ষত।

অঙ্গনিচয়ে রসবাতজ বেদনা। সম্পূর্ণ অঙ্গের অনমনীয়তা প্রযুক্ত প্রাতঃকালে অঙ্গচালনা করা যায় না।

ত্বকে, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠত্বকে ঘন বটিকার উৎপত্তি। ত্বকের ক্ষত এতাদৃশ গভীর যে বোধ হয় যেন ছেনী দ্বারা মাংস কাটিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার পার্শ্ব অসমান থাকে। শীতকালের ক্ষতে অধিকতর বেদনা। ত্বক্ উষ্ণ, শুষ্ক এবং লোহিত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

চিমসা বা কঠিন এবং তন্তুবৎ শ্লেষ্মার স্রাব শরীরাংশে আটাবৎ সংলগ্ন থাকে এবং টানিয়া দার্ঘ করা যায়।— চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনলী, আমাশয়ান্ত্রপথ, জনেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্র এবং প্রদেশাদিরই শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীরোগে উপরিউক্তরূপ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রায় অনন্যসাধারণ রূপে বর্ত্তমানতা কেলি বাইক্রমিকামের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয় **হাইড্র্যাষ্টিসের** আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মায় ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার অন্যান্য লক্ষণ যথেষ্ট প্রভেদক।

লাইসিনের মুখ এবং গলদেশ হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মা কিঞ্চিৎ তুলনীয় হইতে পারে। কেলি বাইয়ের উপরিউক্ত শ্লেষ্মা অবস্থা-বিশেষে শুষ্ক ও চিমসা বা কঠিন হওয়ায় তাহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগে ঝিল্লীবৎ সংস্থিত হইয়া থাকে। নাসিকারন্ধ্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রতিশ্যায়রোগে ইহা নাসিকা-রন্ধ্রে শুষ্ক, কঠিন, উপাস্থিবৎ ও ছিপির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়া কেলি বাই প্রদর্শন করে। নাসিকা, নাসিকারন্ধ্রপশ্চাৎ, যোনি ও সরলান্ত্র প্রভৃতি হইতে ক্ষরিত জিউলার আটা বা জেলির ন্যায় শ্লেষ্মাও নাসিকাসর্দ্দি এবং আমরক্তাদিরোগে ইহার প্রদর্শক।

শুষ্ক, মসৃণ, চকচকে অথবা লোহিত ও বিদীর্ণ জিহ্বা এবং অবস্থাবিশেষে জিহ্বার মূলদেশে হরিদ্রাবর্ণ লেপের বর্ত্তমানতা।—ইহা আমাশয়ের অজীর্ণরোগের বিশেষ লক্ষণ হইলেও ইহার অধিকাংশ রোগেই আনুষঙ্গিকরূপে পরিপাকদোষ বর্ত্তমান থাকায় ঐ সকল রোগেও ইহা কেলি বাইয়ের প্রদর্শক। জিহ্বামূলের হরিদ্রাবর্ণ লেপে ইহা **মার্ক** প্রোটোআই ও **নেট্রু** সা সহ তুলনীয় হইলেও অন্যান্য লক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্‌।—আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে **কেলি বাই** উপকারী ঔষধ। ইহাতে দুই প্রকারের শিরঃশূল হইতে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু উভয় প্রকারেরই কারণ স্নায়ুশূল এবং উভয় প্রকারই আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন জন্মে। এক প্রকারের রোগ সাধারণতঃ চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদে- আক্রমণ করে এবং ঐ আক্রমণ সাময়িক প্রকৃতিও ধারণ করিতে

পারে। ইহার অন্য প্রকারের শিরঃশূল বড় আশ্চর্য্য প্রকৃতির। এই প্রকারের শিরঃশূলের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যূনাধিক অন্ধত্ব জন্মে, রোগী কোন বস্তুই স্পষ্ট দেখিতে পায় না এবং অচিরাৎ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধির অবস্থায় অক্ষুন্ন দৃষ্টিশক্তি পুনরাবর্ত্তন করে। **নেট মিউ, আইরিস, সরি** এবং **সিলিকন** প্রভৃতি অনেক ঔষধেই শিরঃশূলসহ বিভিন্ন প্রকার অন্ধত্বের সংশ্রব আছে, কিন্তু **কেলি বাই** এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদলাভ করিয়াছে।

চক্ষুরোগ—গণ্ডমালীয়চক্ষুপ্রদাহ্ বা স্ক্রফুলাস অফ্-থ্যাল্মিয়া ; কালক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ও ক্ষত ; আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ।—চক্ষুরোগের অবস্থাবিশেষে **কেলি বাই** কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ লক্ষণই **জড়ভাব ও নিরাময়িক শক্তিহীনতার** জন্য প্রসিদ্ধ। চক্ষুর সাধারণ প্রদাহই হউক, অথবা গণ্ডমালা বা সাইকটিক অর্থাৎ পুরাতন পূয়মেহ দোষজই হউক, কোন প্রকারের রোগেই রক্তিমাদি লক্ষণের উগ্রতা বা আধিক্য দেখা যায় না ; আলোকে অসহিষ্ণুতাও থাকে না। অস্বচ্ছ কর্ণিয়ায় ক্ষত জন্মিলে গভীর এবং সমান ও তীক্ষ্ণপার্শ্ববিশিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন ক্ষতের পার্শ্ব ছেনী দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে। চক্ষুপুট স্ফীত হয় এবং প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে। চক্ষু হইতে হরিদ্রাভ, ঘন ও আটা স্রাব নির্গত হয়। বর্ত্তমান ঔষধ যে অবস্থাবিশেষে উপদংশরোগসহ বিশেষ সংস্রবযুক্ত, তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক। উপতারার (আইরিস্) উপদংশজ, জড়ভাবাপন্ন ও পুরাতন প্রদাহে এবং সাধারণ পুরাতন প্রদাহে তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে আটা স্রাব নির্গত হওয়ায় যদি উপতারা ও অক্ষিমুকুর

বা লেন্‌স্ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায় তাহাতেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষতাদির **জড়ভাব** বা **নিরাময়িক শক্তিহীনতা, অকিঞ্চিৎকর আলোকাতঙ্কের বর্ত্তমানতা** এবং **রক্তিমার প্রধান্যের আভব যে কেলি বাই** চক্ষুরোগের প্রদর্শক তাহা শিক্ষার্থীদিগের সর্ব্বতোভাবে ধারণা থাকা উচিত। চক্ষুপুটে দানা বা গ্র্যান্যুল জন্মিলেও লক্ষণ নিচয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা উপকার করে।

কর্ণরোগ—অট্যাল্‌জিয়া বা **কর্ণের স্নায়ুশূল ; অটাই-টিস্ মিডিয়া** বা **মধ্যকর্ণপ্রদাহ ; অটরিয়া** বা **কানপাকা।** —গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিদের কর্ণের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও কর্ণপটহপ্রদাহাক্রান্ত হইয়া কর্ণের স্রাব পুর্ব্বকথিতরূপ ঘন, আটাল, সূত্রবৎ ও দুর্গন্ধ পূয়াকার হইলে **কেলি বাইক্রমিকমে** উপকার দর্শে। কর্ণপটহে এবং মধ্যকর্ণের ঝিল্লীতে গভীর ক্ষত এবং গ্রীবা গ্রন্থি ও আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণমূলগ্রন্থিতে স্ফীতি উৎপন্ন হয়; কর্ণের তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা উর্দ্ধে মস্তকে এবং অধোভিমুখে গ্রীবাগ্রন্থি পর্য্যন্ত যায়। গলদেশের প্রদাহ য়ুষ্টেকিয়ান নলীপথে বিস্তৃত হইলে আক্রান্ত ঝিল্লী ঘনীভূত ও কঠিন এবং নলীপথ রুদ্ধ হওয়ায় ন্যূনাধিক শ্রবণবিভ্রাট ঘটে। মিজল্‌স্ বা হামরোগের উপসর্গস্বরূপ কর্ণপ্রদাহের পক্ষে **কেলি বাই** একটি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহাতে কর্ণের বহিস্থরন্ধ্র স্ফীত হয়।

নাসিকাসর্দ্দি ; পিনস, পূতিনস্য রোগ বা অজিনা।—সর্দ্দিরোগে আটা, তন্তুবৎ ও দড়ি দড়ি ভাবের শ্লেষ্মাস্রাব থাকিলে এবং তাহা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত হইলে অনেক সময়ে **কেলি বাই** দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় নাশিকার

শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর শুষ্কতা, নাসিকাতে শুড়শুড়ি ও হাঁচি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে ঐ সকলের বৃদ্ধি প্রধান। ইহাতে নাসিকার পুরাতন সর্দ্দিতে অথবা **পিনস** রোগে নাসারন্ধ্র অথবা পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে ছিপির ন্যায় অথবা চটা বাঁধা শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অধিক সময়েই প্রাতঃকালে রোগী গলা খাঁকর দিয়া পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে শুষ্ক, কঠিন ও সবুজ শ্লেষ্মা খণ্ড বাহির করিয়া ফেলে। কখন কখন, বিশেষতঃ রোগ যদি উপদংশ হইতে জন্মে, আক্রান্ত শরীর স্থানে ক্ষত জন্মিলে তাহা ছিদ্র হইয়া যায়।

ল্যারিঞ্জাইটিস্ বা স্বরযন্ত্রপ্রদাহ।—**কেলি বাই-ক্রোমের** রোগে স্বরযন্ত্র শুষ্ক থাকে, স্বর কর্কশ ও ফাঁপা হয় এবং রোগী কাসিয়া সূত্রাকার আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত করে। ডাং আইভিস ইহাতে ১২ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। শুষ্ক, শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ঘুংরি কাসিবৎ কাসি, স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা এবং বেদনা থাকিলে এবং সামান্য বায়ু প্রবাহসংস্পর্শ অসহনীয় হইলে **হিপার সাল্ফ** তাহার ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা গায়কদিগের স্বরযন্ত্র রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় রোগ জন্মিলে তাহার পুরাতন অবস্থায় **সাল্ফার** উপকারী। প্রাতঃকালে স্বররোধ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরের কর্কশতা ও গভীরতা তাহার অন্যান্য লক্ষণ। গুটিকোৎপত্তি প্রযুক্ত স্বরযন্ত্রের ক্ষতে জ্বালা থাকিলে **আর্সেনিক** উপশম প্রদান করে।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ।—খর্ব্ব ও স্থূলগ্রীবা বিশিষ্ট শিশু-দিগের সঝিল্লিক বা মেম্ব্রেনাস ঘুংরিকাসিরোগে **কেলি বাই** উপযোগী ঔষধ। ধাতুপাত্রের শব্দবিশিষ্ট খ্যানখেনে কাসি, গলাধগহ্বর ও টন্‌সিল গ্রন্থির লোহিত বর্ণ ও স্ফীতি, টানিয়া টানিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস এবং স্বরযন্ত্রের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। আক্রান্ত স্থানে স্থূল ঝিল্লী সংস্থিত হয়। রোগের অধোভিমুখে গতিপ্রবণতা থাকায় অনেক

সময়েই অচিরাৎ তাহা বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করে ও ক্রুপাস্ ব্রঙ্কাইটিস্ জন্মে। প্রচণ্ড শাঁই শাঁই শব্দে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং নিষ্ঠুত গয়ার চিমসে ও তন্তুবৎ দেখায়। মধ্যে মধ্যে শিশুর শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হয়। অনেক সময়ে **কেলি বাই** ঝিল্লি নির্গত করিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়াছে। রজনী ৩টা হইতে সকাল ৫টা রোগবৃদ্ধির কাল।

ল্যাকেসিস্—স্বরযন্ত্রের ভয়াবহ আক্ষেপ ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়াছে।

মার্ক-প্রট-আই—ইহা দ্বারাও স্থলবিশেষে কার্য্য হইয়াছে।

কাসি বা কফ।—ধাতুপাত্রবৎ শব্দবিশিষ্ট অবিশ্রান্ত খ্যান খ্যানে কাসিতে ঘন ও আটা শ্লেষ্মা মুখ হইতে কষ্টে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গত করণে **ক্যালি বাই** দ্বারা সাহায্য হইয়া থাকে। হামজ্বরান্তের কাসিসহ অনেক সময় ইহার কাসির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের যে কাসিতে কষ্টে গয়ার নিষ্ঠুত করিতে হয় তাহাতেও ইহা উপকারী। শ্লেষ্মার ও অন্যান্য লক্ষণের উপরিউক্ত রূপ প্রকৃতি এবং রজনীতে শয়ান থাকিলে কাসির উপশম ইহাকে অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

কেলি কার্ব্ব—ইহার প্রচণ্ড কাসির আক্রমণ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অনেক সময়ের চেষ্টার পর অতি কষ্টে অল্প কিঞ্চিৎ চিমসে আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত করিতে পারা যায়। কাসিলে গলা আটকাইয়া ধরিতে ও বমন হইতে পারে।

নাইট্রিক এসিড—ইহার পুরাতন ও অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শুষ্ক কাসি রজনীতে শয়নের প্রথমাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং তাহার

সহিত অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ জন্মে ; স্বরযন্ত্রে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা ও কন্‌চনি হয় এবং সামান্ত কিঞ্চিত গয়ার উঠে, কখন বা কিছুই উঠে না।

নাক্স ভ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ও দুর্ব্বলকর কাসিতে মস্তকে বেদনা এবং আমাশয় প্রদেশে টাটানি হইলে ইহা কখন কখন উপকার করে।

মার্কুরিয়াস—বেল ও **ব্রায়নি** প্রয়োগান্তে শুষ্ক কাসির কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় ইহা দ্বারা কার্য্য হয়।

হুপ শব্দক বা হুপিং কাসি।—গলাভাঙ্গা কাসির নিবারণার্থ শিশু অগভীর এবং ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ইহা উপযোগী। **হিপারের** কাসি অপেক্ষা ইহার কাসির কর্কশতা অধিকতর থাকে এবং আহার করিলে ও গভীর শ্বাস টানিলে কাসির বৃদ্ধি হয়। ইহার সর্দ্দি নাসিকা, গলদেশ, ললাটগহ্বর প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, চিম্‌সা ও তন্তুবৎ থাকে। গয়ারের হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা ইহা **ককাস্ ক্যাকটাই** হইতে প্রভেদিত হয়।

হাঁপানি কাসি বা এজমা।—**কেলি বাইয়ের** রোগ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে আক্রমণ করে। শীতকালে অথবা গরমের সময় ঠাণ্ডা পড়িলে রোগ পুনরাবর্ত্তিত হয়। রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। উপবেশনাবস্থায় সম্মুখ দিকে নত হইলে এবং হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা উঠিলে রোগযন্ত্রণার উপশম থাকে। রোগ অনেক বিষয়ে **আর্সেনিকের** সমান হইলেও তাহাতে সূত্রবৎ আটা শ্লেষ্মার অভাব উভয়ের প্রভেদক। **কেলি কার্ব্বের** হাঁপানিরও শেষ রজনীতে বৃদ্ধি হয় ; বক্ষে বায়ু না থাকার অনুভূতি তাহার প্রভেদক। স্নায়বিক হাঁপানি রোগে **কেলি ফস্** সুফল প্রদান করিয়াছে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ।—যে রোগে নিষ্ঠুত শ্লেষ্মা চিমসে ও জিউলির আটার ন্যায় আটাযুক্ত ও টানিলে সুতার ন্যায় প্রলম্বিত সেইরূপ শ্লেষ্মা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রযুক্ত তরুণ, অনতিপ্রবল (sub-acute) ব্রঙ্কিয়াকটিসিস্ বা বায়ুনালীর প্রসার বিশিষ্ট রোগে **কেলি বাই** উপকারী। নীলাভ, থানা থানা গয়ারও উঠিতে পারে; শেষ রজনীতে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং আমাশয়দেশে কশাভাব থাকে।

হৃদ্রোগ বা হারট ডিজিজ।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভয়াবহ শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ রোগী জাগ্রৎ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে **কেলি বাই** উপকারী। ন্যূনাধিক তারতম্যযুক্ত এবম্বিধ হৃৎপিণ্ড রোগ লক্ষণে ইহা **ল্যাকেসিস**, **ল্যাকটিয়া**, **স্মুক্রোসিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিস** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়। উভয়প্রকার (হৃৎপিণ্ডের বহিরভ্যন্তর) রসবাতজ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ তীরবেধবৎ বেদনা হইয়া গাত্র চালনায়, বিশেষতঃ ভ্রমণে বৃদ্ধি হইলে ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—**কেলি বাইয়ের** প্রসিদ্ধ প্রকৃতিযুক্ত গলক্ষত হইতে পূয়বৎ স্রাব হয় ও টন্সিল গ্রন্থি স্ফীত থাকে, ক্ষতের নিকটস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোষগ্রন্থি (Follicles) হইতে ঘন বসা বা পনীরবৎ পদার্থ ক্ষরিত হয়। জিহ্বামূলে পীতবর্ণ লেপ থাকে, গলনালীতে আটা ও সুত্রবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, যুষ্টেকিয়ান নলী বেদনা করে। ইহাতে গলদেশে শুষ্কতা, জ্বালা এবং কাঁচা অথবা চাঁছা ভাবের অনুভূতি হওয়ায় বোধহয় যেন তাহাতে কিছু ফুটিয়া আছে।

এমনি মিউ—ইহার ক্ষতে গলদেশে এতাদৃশ আটা ও চিমসা শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যে গলা খাঁকার দিয়া তাহা উঠান যায় না। নাসিকা-গলনালী প্রদেশের অবদারণ ভাব এবং স্বরভঙ্গ থাকে।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা।---ডাং কুপারের মতে নাসিকাগলদেশস্থ অস্থিবৎ অলীক উপমাংস দূরীকরণে ইহা প্রায় অদ্বিতীয় ঔষধ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট--গলাধঃগহ্বরের পুরাতন কোষগ্রন্থিপ্রদাহে (ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস) জ্বালা, টাটানি এবং অবদারণ ভাব থাকিলে ডাং আইভিনস্ ইহাকে প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করেন।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সঝিল্লিক মারাত্মক গলক্ষত।---ক্রূপ বা ঘুংরি কাসি সদৃশ ডিফ্‌থিরিয়া রোগে **কেলি বাই** অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত। গলদেশে গভীর ক্ষত ও, ঘন, আটা এবং অনেক সময়ে শোণিতরেখাঙ্কিত নির্য্যাস থাকে, অলীক ঝিল্লী দেখিতে পীতবর্ণ; এবং ক্রূপ শব্দবিশিষ্ট কাসিতে বক্ষের বেদনা হয়। নিকটস্থ গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি থাকে। জিহ্বামূলের পীতবর্ণ লেপ অথবা শুষ্ক ও লোহিত জিহ্বা, চিম্‌সে আটা নির্য্যাস, বেদনার গলদেশ হইতে গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। রোগের শেষাবস্থায় যখন গলদেশের আক্রমণের বৃদ্ধির শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং ঝিল্লি বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে তখন ইহার উপকারিতা নিশ্চিতরূপে প্রতিয়মান হয়।

আমাশয় রোগ---অজীর্ণ; বমন; আমাশয়প্রদাহ; আমাশয়ের ক্ষত প্রভৃতি।—কেলি বাইক্রমিকাম্

শরীরস্থ অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সাধারণ উত্তেজনা হইতে ক্ষতোৎপাদক প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে সক্ষম। এজন্য ইহা আমাশয়ের সহজ ও কঠিন নানা প্রকার অজীর্ণ, ক্ষত ও ক্যানসার রোগাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অজীর্ণ রোগসহ সহানুভূতিক শিরঃশূল থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পুরাতন ও ন্যূনাধিক বদ্ধমূল অজীর্ণ রোগে মুখ স্ফীত হয় ও তাহাতে হরিদ্রাভ বিবর্ণ দাগ, ফুস্কুড়ি ও বয়োব্রণ.

প্রভৃতি জন্মে। চক্ষু কিঞ্চিৎ স্ফীত ও পীতাভ হয়। জিহ্বা পুরু ও বিস্তৃত এবং তাহার পার্শ্বে যেন দন্তের ছাপ যুক্ত থাকে। আহারান্তেই আমাশয় স্ফীত হওয়ার ন্যায় বোধ হয় এবং কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ অথবা প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে। বহুদিন ধরিয়া বিয়ার এবং এল্ (ধেনোমদ) মদ্য পান এইরূপ অজীর্ণ দোষের কারণ। ইহা প্রায় **আর্সেন** তুল্যই আমাশয়প্রদাহের উৎপন্ন ও উপশম করিতে সক্ষম। ইহাতে আমাশয় হইতে অধিক পরিমাণ ঘন, আটা ও চক্চকে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। কিছু আহার বা পানের চেষ্টা করিলেই আমাশয়-প্রদেশে কষ্ট ও জ্বালাযুক্ত অবদারণের অনুভূতি জন্মে। উপরিউক্তরূপ শ্লেষ্মা এবং পিত্তমিশ্রিত তিক্তাস্বাদ অম্লের বমন হয়। এইরূপ বমন থাকিলে মদ্যপায়ীর প্রাতঃকালীন বমনে ও আমাশয়ের ক্ষত প্রযুক্ত বমনে ইহা উপকার করিয়া থাকে।

গ্লিট বা পুরাতন পূয়মেহ; উপদংশ বা সিফিলিস্।— পুরাতন বা "ক্রণিক ডিজিজ্" সহ **কেলি বাইয়ের** সাদৃশ্য থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা গ্লিট রোগে তন্তুবৎ স্রাব ও পুরাতন গনরিয়া বা সাইকসিস্ বিষজর্জ্জরিত ধাতুবিশিষ্ট রোগীর হস্তাঙ্গুলির নখসন্নিহিত স্থানের মামড়ি এবং উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীর লিঙ্গমুণ্ডের ও লিঙ্গমুণ্ডত্বকের গুটিকাদি নানাপ্রকার ও নানা অবস্থার উদ্ভেদ আরোগ্য করিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত এণ্টিসিফিলিটিক ও এণ্টিসাইকটিক উপাধি প্রমাণীকৃত করিয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ায় ইহা **থুজা, পাল্স্** এবং **সার্সাপেরিলা** সহ তুলনীয়।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—স্থূলকায়, পাতলাকেশ ব্যক্তিদিগের হরিদ্রাবর্ণ দড়ি দড়ি ও তন্তুবৎ যোনিস্রাবে **কেলি বাই** উপকারী।

লেক্‌চার ৪৭ (LECTURE XLVII.)

ডিজিট্যালিস্ (Digitalis)

প্রতিনাম।—ডিজিট্যালিস্ পার্পুরিয়া।

সাধারণ নাম।—ফক্স্ গ্লাভ্।

জাতি।—স্ক্রফুলেরিএসি।

জন্মস্থান।—ইউরোপ খণ্ডের সুদৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ। আমেরিকায় কর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত।

প্রয়োগরূপ।—দ্বিতীয় বৎসরের বৃক্ষের টাটকা পত্রের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—একমাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সর্ব্বনিম্ন ১ X, সাধারণতঃ ৩, ৬ ও ৩০ ক্রম। ২০০ ক্রমেও ব্যবহার হইয়া থাকে।*

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ এড্যাম্‌স্—সেরিব্রো-স্পাইনাল মিনিঞ্জাইটস্ বা মস্তিষ্কমেরুমজ্জা-বেষ্টপ্রদাহ; শিশুর ৭ দিবসের রোগ; কিছু আহার করিলেই বমন; পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ মলত্যাগ; হঠাৎ কর্কশ চীৎকার; নিজের কেশ এবং ধাত্রীর মুখ দৃঢ়রূপে ধৃত; চক্ষুর বক্রদৃষ্টি ও যতদূর সম্ভব পশ্চাৎপার্শ্বে মস্তক বক্র করিয়া লওয়া; উদর নৌকার তলার ন্যায় নিম্নতা প্রাপ্ত এবং অঙ্গাদির সীমার শীতলতা; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ডাজিয়ন—রজনীতে নিদ্রাবেশের উপক্রমে রোগীর মস্তক মধ্যে ধাতু পাত্রে পাত্রে সংঘাত হওয়ার ন্যায় শব্দ হওয়ায় চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইত; ২।৩ বার এইরূপ হইলে নিদ্রা হইত; ১, আরোগ্য। ডাঃ চাল্‌মার্স—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র; খুক খুক করিয়া শুষ্ক ও গুড়গুড়িযুক্ত কাসি ও কখন কখন শয়নাবস্থায় শ্বাসরোধ; অনেকবার মূর্চ্ছা যাইত; পদ, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ বেষ্টের শোথ; পদ শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ; জিহ্বা শুভ্র ও আর্দ্র; মলত্যাগ সহজ; মূত্র অত্যল্প; নাড়ী পাওয়া যায় না; হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল ও অনিয়মিত, তাহার

উপচয়।—শরীর চালনায়; উষ্ণগৃহে; উপবেশনে, বিশেষতঃ ঋজুভাবে উপবেশনে; শয়নে; শিরঃশূলে।

সম্বন্ধ।—ডিজিট্যালিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নাক্স্, ওপি। বিষমাত্রার উদ্ভিজাম্ল, ভিনিগার, মাজুফলসিক্তজল, ইথার ও কর্পূর।

ডিজিট্যালিস যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওয়াইনের।

সিঙ্কনা ডিজিট্যালিস্ ঘটিত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি করে।

তুলনীয়ঔষধ।—এন্টি ক্রু, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্কে, কনায়াম, ফেরাম্, হেলি, ক্যাল্মি, লবে, লাইক, নাক্স্ ভ, ওপি, পাল্স্, সিপি, স্পিজি, সাল্ফ, টেবেক ও জিঙ্ক্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—হঠাৎ শোণিতোচ্ছাসের পরেই অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন যদি ঋতুসন্ধিকালে ঘটে ও তাহা সামান্য শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয় সেস্থলে ইহা উপযোগী।

অনুভূতি যেন রোগী শরীর চালনা করিলেই হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে (ককেন্—ভীত হয় যেন অবিশ্রান্ত শরীর চালনা নাকরিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে, জেল্স্। ফেরাম্ দেখ)।

স্বাভাবিক শব্দ লুপ্ত ও অশ্রোতব্য; রোগী হৃৎপিণ্ড দেশ বসিয়া যাওয়ার ন্যায় কষ্ট বোধ করে। মুখ পাণ্ডুর ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ; ওষ্ঠ নীলাভ; অত্যন্ত তৃষ্ণা; ক্ষুধাহীনতা; ইন্‌ফিউজন, প্রয়োগে আরোগ্য। ডাঃ হ্যান্‌কিতেল—স্ত্রীরোগী, বয়স ৬৬ বৎসর; অতিশয় দুঃখ হইতে হৃৎকম্প জন্মে; বক্ষের বামপার্শ্বে ও বামহস্তে বেদনা; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; ৩; আরোগ্য। ডাঃ রকিথ—রোগীর বয়স ৬৫ বৎসর; একদিন অন্তর এক দিন প্রাতঃকালে একই সময়ে উদরাময়; অল্প শীত হইয়াই দুর্ব্বলকর ধূসর বর্ণ মলের রেচন এবং অল্প কালো কটাসে, জমাট বাঁধা, কাফির তলানির ন্যায় বিষ্ঠা; নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলোপযুক্ত; সম্পূর্ণ শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; ২০০, আরোগ্য।

আমাশয় স্থলে মূর্চ্ছার ভাব বা দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগীর মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে।

বক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ্য করিতে পারে না (ষ্টেনাম্)।

যেন স্বপ্ন দেখার ন্যায়, যেন উচ্চ হইতে পতিতের অথবা জলে পতিত হওয়ার ন্যায় ভীত অবস্থায় রজনীতে পুনঃ পুনঃ জাগ্রৎ হয়।

মুখ পাণ্ডুর, মৃতের আকৃতিবিশিষ্ট এবং নীললোহিত।

চক্ষুপত্রের, ওষ্ঠের, জিহ্বাগ্রের এবং ত্বকের নীলাভা; নীলপাণ্ডুরোগ বা সায়ানসিস্।

চক্ষুপত্র, কর্ণ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বোপরি স্ফীত শিরা।

অনিয়মিত, কষ্টসাধ্য, গভীর এবং দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস।

সহজে এবং বারম্বার হস্তাঙ্গুলির ঝিন্ ঝিনি।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের পরে এবং ব্রাইটস্ ডিজিজ্ বা লালামেহ রোগে মূত্র রোধ ঘটায় শরীরাভ্যন্তরে এবং শরীরের বহিরাংশে জলশোথ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ থাকিলে তাহার সহিত মূর্চ্ছারভাব থাকে (ইহার সহিত জরায়ু প্রদেশের টাটানি থাকিলে, কন্‌ভল্‌ভিউলাস্)।

শরীর ঋজু ভাবে উন্নীত করার সময় হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিয়া মৃত্যু।

রোগকারণ – রসবাতাদি রোগনিবন্ধন হৃৎপিণ্ডরোগে শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা ডিজিট্যালিস্ রোগের সাধারণ কারণ।

সাধারণক্রিয়া।—নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু এবং শোণিতযন্ত্রমণ্ডলের গতিদ স্নায়ু আক্রমণ করিয়া ডিজিট্যালিস্ হৃৎপিণ্ডের ও ধমনীমণ্ডলের পেশীতে প্রভূত ক্রিয়াপ্রকাশ করে। এই ক্রিয়াফলে উপরিউক্ত পেশীমণ্ডলের দুর্ব্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটে এবং ধমনীমণ্ডলের

অধিকতর আতত ভাব জন্মে ; নাড়ীস্পন্দন ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশি হয়। ডাং টি, এফ, এলেন বলেন "হৃৎপিণ্ডে ডিজিট্যালিসের ক্রিয়ার বিশেষতা এই যে, ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্কোচন সংঘটিত করে ; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া শৃঙ্খলাহীন হওয়ায় তাহার ধমনীপার্শ্বের একাংশের বিস্তৃতি জন্মিলেও অপরাংশ সঙ্কুচিত থাকে ; অবশেষে সঙ্কুচিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হওয়ায় রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।" ইহার গৌণ ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, কিডনি বা এবং বৃক্ক পরিপাক যন্ত্র মণ্ডলের ক্রিয়াবিভ্রাট ঘটে। অতি ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন ডিজিট্যালিস্‌ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ডিজিট্যালিসের ক্রিয়া প্রধানতঃ তাহার ক্রিয়াবীজ ডিজিট্যালিনের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। নিউমো-গ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর ও মস্তিষ্কাধঃপ্রদেশস্থ শোণিতযন্ত্রগতিদ স্নায়ুর কেন্দ্রই ইহার মৌলিক ক্রিয়ার স্থল। এই সকল স্নায়ুকেন্দ্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারাই মনুষ্য শরীরে ডিজিট্যালিসের যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। বিষমাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবন করাইলে ন্যূনাধিক কাল বিলম্বে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আমাশয়িক শাখার ও মস্তিষ্ক মূলের উত্তেজনা দ্বারা ইহা অতি প্রবল ও স্থায়ী বিবমিষা এবং বমন উৎপন্ন করে। ইহার গৌণ ক্রিয়াফল স্বরূপ সাধারণ শারীরিক অবসাদ, এবং মুখলালা এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি স্রাবের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয়। এই বিবমিষা ও বমন-ক্রিয়ায় ইহা **এণ্টিমনিয়াম টার্টারিকাম্‌, লবেলিয়া** এবং **টেবেকামসহ** তুলনীয়। ফলতঃ শোণিত-সঞ্চলন-যন্ত্র-মণ্ডলের ক্রিয়াবিকার উৎপাদন দ্বারাই ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেক পরীক্ষকের মতেই ডিজিট্যালিস স্বল্প মাত্রায় সেবন করাইলে অথবা তাহার বিষ মাত্রারও প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়োত্তেজনাবশতঃ নাড়ী-

স্পন্দনের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ এই ক্রিয়া এতই স্বল্প স্থায়ী যে চিকিৎসাকার্য্যে ইহার কোন গুরুত্ব দৃষ্ট হয় না। মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের সংযামক বা ইনহিবিটরি স্নায়ুর উত্তেজনা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের প্রবল সঙ্কোচন ও শোণিতযন্ত্রপেশীর গতিদ স্নায়ুর শক্তি হানি করিয়া হৃৎপিণ্ডাদি শোণিতযন্ত্রপেশীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ও অবশেষে তাহাদিগের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত ঘটায়। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় সংযামক স্নায়ুর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত গতির বাধা জন্মে এবং তাহার সঙ্কোচন প্রবলতর ও অধিকতর কাল স্থায়ী হয়। হৃৎপিণ্ডের এবম্বিধ ক্রিয়াবিকার ঘটিলে ধমনীমণ্ডলবাহিয়া শোণিতগতির বাধা জন্মে এবং নাড়ীস্পন্দন ধীরতর, এমন কি মিনিটে ৪০ বারও হইতে পারে। কিন্তু তখনও গতিদ-স্নায়ুর সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় না, পেশীমণ্ডলী কিঞ্চিৎ সক্রিয় থাকে। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক প্রবলতা-বিশিষ্ট সঙ্কোচন অথবা পেশী শক্তির সাময়িক বৃদ্ধি হইলে ধমনীমণ্ডল কখন আতত অবস্থান্বিত, কখন সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হয় এবং নাড়ীরও অনিয়ত গতি জন্মে। কিন্তু উপরিউক্ত পেশীমণ্ডল মূলতঃ দুর্ব্বল থাকায় রোগী শরীর চালনা অথবা উপবেশন করিলে শোণিত সঞ্চলন সংপূরণার্থ পেশী শক্তির অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নাড়ীস্পন্দন দ্রুতগতিবিশিষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ হয়। অবশেষে, অথবা বিষমাত্রা অধিকতর হইলে অতি সত্বর গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি বশতঃ পেশীমণ্ডলীর প্রভূত দৌর্ব্বল্য অথবা পক্ষাঘাত নিবন্ধন সংযামক স্নায়ুর নির্ব্বাধ ক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কুচিত অবস্থায় রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এবং মৃত্যুর পর হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডল রক্তশূন্য দৃষ্ট হয়। ডিজিট্যালিস্ বিষক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার বড়ই বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের ধমনী গহ্বর বা ভেণ্টিকলের অতি প্রবল অপিচ বিশৃঙ্খল সঙ্কোচন হওয়ায় তাহার অংশ বিশেষের প্রসার হইতে আরম্ভ হইলেও অপরাংশ

সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে ও অবশেষে তদবস্থাতেই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নাড়ীস্পন্দন-লোপের শৃঙ্খলা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া যতই বিশৃঙ্খল হউক, শৃঙ্খলা পূর্ব্বক নাড়ী তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ হইয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে অনায়াসেই অনুমিত হইবে যে হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলে ডিজিট্যালিসক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচনের যে প্রবলতা এবং নাড়ীর কাঠিন্য ও আতত ভাবাদি উৎপন্ন হয় তাহা স্বাস্থ্যের সবলতাপ্রকাশক নহে। ফলতঃ প্রায় উহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা হৃৎপিণ্ডাদি-ধমনীপেশীর শক্তি নাস করিয়া থাকে। অপরঞ্চ এলপ্যাথিমতের টিংচার অথবা হোমিওপ্যাথির মূল অরিষ্ট কিম্বা নিম্ন ক্রমের ঔষধ একাদিক্রমে অধিক দিন প্রয়োজিত হইলে ইহার বিশেষ প্রকারের সঞ্চিত ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বা কুমিউলেটিভ (Cumulative) ক্রিয়ার আকস্মিক পরিস্ফূরণও বিপজ্জনক। এরূপাবস্থায় উপরি লিখিত মাত্রায় ইহার প্রয়োগ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের রুগ্নাবস্থায়. যে সমূহ বিপদসঙ্কুল তাহা বলাই বাহুল্য। ডিজিট্যালিসের টিংচারসেবনে যে কতশত রোগীর উপরিউক্ত বিষক্রিয়ায় হঠাৎ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ নিবন্ধন মৃত্যু ঘটে তাহা কে বলিতে পারে।

ডিজিট্যালিসের মূল বা প্রাথমিক ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের ধমনী পার্শ্বে ও ধমনীমণ্ডলে হইয়া থাকে, তাহাতে শোণিত সঞ্চলন ক্রিয়ার বাধা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটায় গৌণভাবে শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ এবং যন্ত্রমণ্ডলে বিশৃঙ্খল শোণিতসঞ্চলন ও শিরাশোণিতাধিক্য জন্মে। উপরিউক্ত প্রকারে আক্রান্ত যন্ত্র মধ্যে কিডনি, যকৃৎ এবং মস্তিষ্কই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিডনির ক্রিয়াবিকারবশতঃ মূত্রাল্পতা ও মূত্রের নানাবিধ পরিবর্ত্তন এবং যকৃতের পোর্টাল শিরায় রক্তগতির

বাধা বশতঃ তাহার ক্রিয়াজড়ত্ব জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পরিপাকবিকার ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এবং উভয়ের ক্রিয়াবিকারের শেষফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন শরীরগহ্বরে শোথ জন্মিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানে ইহা মাদকোগ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিম্নে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

মস্তকে মত্ততার অনুভূতিসহ জড়ভাব এবং মানসিক উত্তেজনা। সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত ভবিষ্যবিষয়ক ভীতি নিবন্ধন আশঙ্কান্বিত; অত্যন্ত দুঃখ ও অবসাদের, গীতবাদ্যে ভয়ানক বৃদ্ধি। চিন্তা কষ্টসাধ্য এবং স্মরণশক্তি দুর্ব্বল। দিবারজনী কামবিষয়ক কল্পনার উদয়।

অনুভূতিবিকারবশতঃ ভ্রমণ অথবা অশ্বারোহণে গমনকালে শিরোঘূর্ণন; শিরোঘূর্ণনকালে কম্প ও নাড়ীর গতি অতি ধীর। উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান কালে শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছার ভাব ও নাড়ীর ধীরগতি।

মানসিক পরিশ্রমে এবং তৎবিষয়ের চিন্তায় ললাটদেশের গুরুত্ব। রোগী মস্তক আবর্ত্তন করিয়া উপাধানমধ্যে প্রবেশ করায় ও কেশ ধরিয়া টানে; কর্ক্কশ স্বরে চীৎকার করে; সহজে বমন করে; অত্যল্প মূত্রত্যাগ হয়; নীলরোগ (Cyanosis) জন্মে।

অবসন্নতা, অত্যন্ত নিদ্রালুতা। অস্বস্তি ও তৃপ্তিহীন নিদ্রা। রোগী রজনীতে চমকিয়া উঠে এবং জাগ্রৎ হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটায় দ্বিত্বদৃষ্টি জন্মে। বস্তুনিচয় সবুজ, পীতবর্ণ- অথবা রৌপ্যমণ্ডিত দৃষ্ট হয়। নিদ্রাকর্ষণ হইলে মস্তকমধ্যে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দ শ্রুত হওয়ায় ভীতি বশতঃ চমকাইয়া নিদ্রাভঙ্গ। কর্ণের সম্মুখে স্ফুটন্ত জলের শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত। মুখাস্বাদ ক্লেদবৎ; কোন আস্বাদ থাকে না; মিষ্টাস্বাদে মুখলালার স্রাব।

অনুভূতিদ স্নায়ুরোগে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা।

গতিদস্নায়ুর বিকারবশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে হঠাৎ ঘর্ম্ম এবং তন্নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শক্তির লোপ এবং প্রচুর ঘর্ম্ম। রোগী ঋজুভাবে থাকা সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। মূর্চ্ছার ভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

মুখমণ্ডল নীললোহিত; রোগী পাণ্ডুর ও দেখিতে যেন মৃতবৎ। চক্ষুতারা বিস্তৃত এবং স্পর্শজ্ঞানশূন্য। যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাই-ভার পুরাতন প্রদাহ। অধঃচক্ষুপুটের স্ফীতি। চক্ষুপুটের যোজকঝিল্লি পীতলোহিত। উজ্জ্বল আলোক অথবা শীতল বাতাসে চক্ষুর জল-স্রাবের বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। উভয় চক্ষুই বামপার্শ্বে ঘূর্ণিত। চক্ষুতে বিবৃদ্ধ শিরা দৃষ্ট হয়।

স্বরযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ গলাধঃকরণ চেষ্টায় শ্বাসরোধ। প্রত্যুষ-কালে স্বরভঙ্গ।

প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ শীতঋতুতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরগতি এবং হাঁপানির আক্রমণ। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরে কষ্টকর বিবমিষা নিবন্ধন শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। অতি কষ্টজনক হাঁপানির ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

তালু এবং শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার কর্কশতা ও চুলকনা জন্য কাসির উদ্রেক বশতঃ ফাঁপা, গভীর এবং আক্ষেপিক কাসি; প্রাতঃকালে কিছু উঠে না, সন্ধ্যাকালে কষ্টের সহিত হলদে, জিউলির আটার ন্যায় সামান্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যুত। শরীরাভ্যন্তরে গরম বোধে, আহারে, শীতল জল পানে এবং কথা বলায় অথবা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে কাসি হইয়া মধ্যরজনী হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। গয়ার মিষ্টাস্বাদ এবং কখন কখন তাহার সহিত অল্প কৃষ্ণবর্ণ রক্ত।

ফুসফুসের বিশেষ প্রকারের এবং আপাতঃ দৃষ্টে রসবাতের ন্যায়

বেদনা, প্রতিশ্যায় ও রসস্রাব। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও বিস্তৃতি নিবন্ধন ফুসফুসে মৃদু রক্তাধিক্য। ফুসফুসের সঙ্কোচনবশতঃ চিৎভাবে শয়ন করিতে ইচ্ছা; চিম্‌সা অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত। বক্ষের অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ্য হয় না। বক্ষাভ্যন্তরে আর্দ্র শব্দ থাকিলেও শুষ্ক কাসি হয় ও নাড়ী সূত্রবৎ থাকে।

হৃৎস্পন্দন প্রবল, কিন্তু বিশেষ দ্রুত নহে। হৃৎপ্রদেশে অস্বস্তি এবং প্রকোষ্ঠে দুর্ব্বলতার অনুভূতি। হঠাৎ যেন হৃৎক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা জন্মে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার অধিকতর দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং কখন কখন অনিয়মিত স্পন্দন।

নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; ধীরগতি; বিশেষতঃ স্থির হইয়া থাকিলে অত্যধিক ধীরগতি; শরীর চালনা করিলেই দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন স্পর্শ। তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তমাদি বিযোড় স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।

জিহ্বা শুভ্রলেপবিশিষ্ট। জিহ্বা পরিস্কার এবং আমাশয় শূন্য—ক্ষুধা হয় না। ওষ্ঠ ও জিহ্বোপরি বিস্তৃত শিরা।

বিবমিষায় রোগী বোধ করে যেন তাহার মৃত্যু হইবে। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং গলরোধ। জিহ্বা লেপহীন ও শুভ্র ক্লেদাবৃত। বমনের প্রবৃত্তি। অবিরত বিবমিষা এবং বমন; বমনের পরেও বিবমিষা থাকিয়া যায়। প্রাতঃকালে ভুক্ত বস্তু ও পিত্তের বমন।

আমাশয়ের জ্বালা অন্ননালী বাহিয়া উঠে। আমাশয়ে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগীর মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে। আমাশয়োর্দ্ধ-গহ্বরে টাটানি ও বায়ুস্ফীতি।

যকৃদ্দেশে টাটানি এবং কাঠিন্য। ন্যাবা (Jaundice) জন্মিলে সহজে বমন হয় এবং নাড়ী ধীরগতি থাকে। উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মূত্রত্যাগের বেগের সহিত বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা নিবন্ধন অত্যল্প, কোমল বিষ্ঠা নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না। ছেয়ে বা ফেকাসে বর্ণের প্রবল উদরাময়ে অতি বিলম্বে, চা খড়ির ন্যায় মলত্যাগ। সন্ধ্যাকালের বিষ্ঠাসহ অনেক সুত্রবৎ কৃমি নির্গত হয়।

মূত্রত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা। অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ প্রযুক্ত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগান্তেও মূত্রস্থালী পূর্ণ থাকার অনুভূতি। কতিপয় বিন্দু মূত্র নিঃসরণের পর মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি; ভ্রমণে মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেও কষ্টের জন্য রোগীকে পায়চারি করিতে হয়। স্বল্প, ঘন, ঘোলাটে ও কৃষ্ণাভ মূত্র। মূত্রে ইষ্টকচুর্ণবৎ তলানি। মূত্রত্যাগজন্য বেগ দিলে মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপদপানি বেদনা।

প্রতি রজনীতে শুক্রস্খলন হওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং রোগীর মনঃকষ্ট ও নৈরাশ্য ঘটে; শুক্রনিঃসরণের পর বোধ হয় যেন মূত্রনলীপথ হইতে কিছু ঝির ঝির করিয়া বাহির হইতেছে। মূত্রনলী প্রদাহ ও মুদা (Phimosis) জন্মিলে মূত্রত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা; লিঙ্গমণিবেষ্টত্বকের জলশোথ। অণ্ডকোষের স্ফীতি। অণ্ডকোষবেষ্টের জলদোষ বা হাইড্রসিল।

বাম বাহুর গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। অঙ্গুলিনিচয়ে সহজে ও বারম্বার ঝিনঝিনি ধরে।

পদের বেদনা ও স্ফীতি এবং অধঃঅঙ্গে পক্ষাঘাতিক অনুভূতি।

ত্বকের চুলকনা। উপত্বক স্খলন।

ন্যাবা বা জণ্ডিস্। সর্ব্বশরীর থস্‌থসে ও শোথযুক্ত। নাড়ী দুর্ব্বল ও কম্পিত। পদ শীতল।

জ্বর কালে ত্বকের এবং অঙ্গসীমার শীতলতার প্রাধান্য। প্রভূত শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ।

নাড়ী পূর্ণ অনিয়ত, অত্যন্ত ধীরগতি ও দুর্ব্বল; তৃতীয় পঞ্চম এবং সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।— ডিজিট্যালিস্‌ মূলতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শোণিতযন্ত্রের ধমনীপার্শ্বেয় আক্রমণ দ্বারা গৌণভাবে অন্যান্য যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে। একারণ ইহার ক্রিয়োৎপন্ন বিশেষতাযুক্ত নাড়ীলক্ষণই রোগচিকিৎসায় ডিজিট্যালিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। উপরিউক্ত নাড়ীপ্রকৃতি, বিশেষতঃ তাহার **ধীরতর গতি** এবং **তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তমাদি স্পন্দনের ক্ষণলোপ** অথবা নাড়ীর অন্যতর বিশেষ লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে, তাহা হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত অথবা ক্রিয়াগত যে কোন বিকারপ্রযুক্তই হউক, অবস্থাবিশেষে নিশ্চিতই ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত।

ডাং ন্যাস ক্রিয়াবিকারী-হৃদ্রোগগ্রস্ত কোন রোগীর **মিনিটে ৩০বার নাড়ীস্পন্দনরূপ** ভয়াবহ প্রদর্শক লক্ষণ অবলম্বনে ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ দ্বারা তাহা ও তদানুষঙ্গিক নানাপ্রকার সাঙ্ঘাতিক রোগলক্ষণ দূরীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বর ও তদানুষঙ্গিক রোগের শোচনীয় দশায় কোন রোগীকে আমি নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপের অনুসরণে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই। রোগী প্রয় প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সের বালক। এক বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ম্যালেরিয়া জ্বর এবং তদানুষঙ্গিক রোগগ্রস্ত ছিল। কুইনাইন প্রভৃতি এলোপ্যাথিক ঔষধে মধ্যে মধ্যে জ্বর বন্ধ হইত ও পুনরাবর্ত্তন করিত। পুনরাবর্ত্তিতাবস্থায় রোগীর কলাপ্‌স্‌ হইলে ব্র্যাণ্ডি প্রকৃতি উত্তেজক ঔষধের ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এরূপ ঘটনা অনেক বার হইয়াছিল। আমার চিকিৎসারম্ভকালের লক্ষণ—আল্প জ্বর, নাড়ীস্পন্দন প্রায় ১০১; প্লীহা ও

যকৃৎ বিবৃদ্ধ; কোষ্ঠ অপরিষ্কার, বিষ্ঠা কালচে সাদা; উদরী ও অণ্ডকোষবেষ্টের প্রভূত জলশোথ; গাত্রোপরে বর্দ্ধিত শিরা **নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপ।** ডিজিট্যালিস ৩ প্রয়োগে ৪।৫ দিবসের মধ্যে প্রায় সকল লক্ষণেরই তিরোধান! অপরাহ্ন ১।২ টায় জ্বরাক্রমণ হইত; ইপিকা প্রয়োগে তাহা দূর হইয়া অভাবনীয় অল্পকালে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এরূপ লক্ষণে ডিজিট্যালিসের তুলনীয় ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমানেই আমার চিকিৎসাধীন প্রায় ১২ বৎসরের একটি ম্যালেরিয়া পীড়িত বালিকার শ্বেতপ্রদরবৎ প্রভূত স্রাব দৃষ্ট হয়। নাড়ীর পূর্ব্ববৎ বিষম গতি লক্ষ্য করিয়া ডিজিট ৬ প্রয়োগে তিন দিবসের মধ্যেই রোগিনীর অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে।

ত্বকের, বিশেষতঃ চক্ষুপুট, ওষ্ঠ ও জিহ্বার নীলবর্ণ, অবস্থাবিশেষে ত্বকের স্থানে স্থানে, চক্ষুপুটে, কর্ণে, ওষ্ঠে এবং জিহ্বায় বিবৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট শিরার বর্ত্তমানতা।— পূর্ব্ববর্ণিত নাড়ীবিকার থাকিলে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগচিহ্নের অবর্ত্তমানেও উপরিউক্ত লক্ষণ ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

অনুভূতি যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।—হৃৎপিণ্ডকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্ত্তনাদি হৃদ্রোগে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারী রোগে অথবা যে কোন সাধারণ রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারবশতঃ যদি উপরিউক্ত হৃৎপিণ্ডক্রিয়ারোধের অনুভূতি জন্মে তাহাতে ডিজিট্যালিস বিশেষরূপে প্রদর্শিত।

অনিয়মিত এবং কষ্টসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা।— হৃদ্রোগে উপরিউক্তরূপ শ্বাসপ্রশ্বাসবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য ডিজিট্যালিসের বিষয় আমাদিগের স্মরণপথে আইসে।

চিকিৎসা।

মিনিঞ্জাইটিস্‌ বা মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ—হাইড্রো কেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক।—মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ এবং তৎফলস্বরূপ মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে আমরা স্থল বিশেষে **ডিজিট্যালিস্‌** দ্বারা উপকার পাইয়া থাকি। মস্তিষ্কক্রিয়ায় **ডিজিট্যালিস্‌** একটী মাদকোগ্র বস্তু। যে রোগের প্রথম বা উদ্দীপনার অবস্থায় মস্তক সম্মুখে দপদপানি বেদনা, কখন মৃদু কখন বা উন্মাদ রোগের ন্যায় অতি প্রচণ্ড প্রলাপ এবং চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল অগ্নিগোলক-বং অথবা **স্যাণ্টনাইনের** লক্ষণস্বরূপ নীল, সবুজাদি নানা-প্রকার বর্ণের দৃশ্য ও দৃষ্টিবিকার প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপকারী। কখন কখন অতি প্রবল অদম্য বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয়। রোগের শেষাবস্থায় মস্তিষ্কে জলসঞ্চারের লক্ষণস্বরূপ ক্রমে মস্তিষ্কের অবসাদনিবন্ধন মানসিক বিশৃঙ্খলা, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি ও আলোকের প্রতিক্রিয়াহীনতা এবং অবশেষে সম্পূর্ণ অচৈতন্য উপস্থিত হয়, তাহাতেও আমরা ইহা দ্বারা ফলের আশা করিয়া থাকি। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত এবং উপরিউক্ত রোগলক্ষণসহ ইহার প্রসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী প্রদর্শক **নাড়ীলক্ষণ** বর্ত্তমান থাকিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনে নিশ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কখন কখন কর্ণে গুণগুণ শব্দাদি **সিঙ্কনা** লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহার প্রয়োগের আবশ্যকতা বোধ হইতে পারে, কিন্তু হ্যানিম্যানের মতে **ডিজি-ট্যালিস্‌সহ সিঙ্কনার** বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকায় ডাাং ফ্যারিংটন তাহার পর ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্‌ট ডিজিজ্‌।—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটিত অথবা যে কোন কারণোৎপন্ন হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক

বিবৃদ্ধি বা হাইপার ট্রফি ও হৃৎপিণ্ড প্রসারণ বা ডাইলেটেষন প্রভৃতি যন্ত্রগত এবং দৌর্ব্বল্যাদি ক্রিয়াগতরোগে **ডিজিট্যালিস** লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইলেও ইহার প্রয়োগে রোগযন্ত্রণার উপশম দ্বারা আমরা রোগীর কিঞ্চি শান্তি বিধানে সমর্থ হইতে পারি। কিন্তু **আর্সেনিক** এবং **ল্যাকেসিসের** ন্যায় ইহাও মূলতঃ হৃৎপিণ্ডের প্রভূত দুর্ব্বলতা উৎপন্নকারী বস্তু। লক্ষণ সাদৃশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতীব সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলেই এত-দ্দ্বারা আমরা উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। হৃৎপিণ্ডকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্ত্তনঘটিত শোণিতগতির বাধা বশতঃ হাইপারট্রফি অথবা ডাইলেটষন রোগে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করা আবশ্যক। ফলতঃ শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত শোণিতসঞ্চলনের ন্যূনতা সংপূরণার্থ হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক প্রবল ক্রিয়াই উপরিউক্ত রোগের সাক্ষাৎ কারণ। হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক প্রবলতাসহ কার্য্য করায় অবশেথে হৃৎকোটরস্থ শোণিতচাপে দুর্ব্বল হৃৎপেশী ক্রমে বিস্তৃত ও হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেষণ হইতে থাকে। ইহার এবম্বিধ অবস্থায় **ডিজিট্যালিস্**, বিশেষতঃ ইহার স্থুলমাত্রার প্রয়োগ, ক্লিষ্ট হৃৎ-পেশীর অবশ্যম্ভাবী শক্তিক্ষয়ের সাহায্য করিয়া রোগীর মৃত্যুকাল নিকটস্থ করিতে পারে। ফলতঃ **ডিজিট্যালিসের** হৃৎপিণ্ড লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

রোগীর অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়াছে ; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মে।

রোগীর হৃৎপ্রদেশে অবক্তব্য অস্বস্তি অথবা ক্লিষ্টভাব হয়, কিন্তু তাহা হৃৎপিণ্ডসন্নিহিত স্থানের কশাভাব রূপেও প্রতীয়মান হইতে পারে। হস্তের প্রকোষ্ঠাংশের দুর্ব্বলতা ও অসাড়তা।

আমাশয়স্থানের শূন্যভাব অথবা দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি :

কখন কখন আহারে তাহার নিবৃত্তি হইলেও অনেক সময়ে প্রাতরাশের পরেই বৃদ্ধি হয়।

কখন কখন গলাধঃকরণের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ নিবন্ধন রোগীর শ্বাসরোধ ঘটে।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ স্থচিবেধবৎ বেদনা।

নাড়ী ধীরগতি, অনেক সময়ে হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাও ধীরতর গতিবিশিষ্ট। কোন কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের আঘাত এরূপ অসম্পূর্ণ থাকে যে তাহা মণিবন্ধের নাড়ী পর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষণেক্ষণে নাড়ীস্পন্দনের লোপ ঘটে। উপবেশনাবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হওয়া, শয্যাত্যাগ করা এবং ভ্রমণের গতি বৃদ্ধি করা প্রভৃতি শরীর চালনায় নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা তাহার শক্তির বৃদ্ধি করে না এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। অবস্থাবিশেষে নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ ঘটিয়া থাকে।

রোগীর ভীতি জন্মে যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ডক্রিয় বন্ধ হইবে।

শোণিতসঞ্চলন সবাধ এবং অনিয়মিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শরীরযন্ত্রে শোণিতগতির সামঞ্জস্য থাকে না; এজন্য অনেক সময়ে শরীরের নীলবর্ণ বা নীল রোগ জন্মে। ইহা ব্যতীতও এই সকল রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত, ভীতি জন্য ব্যাকুলতা, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস, ধীরতর শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুষ্ক কাসি হয় এবং শ্বাসরোধের আক্রমণ জন্য রোগী অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অবশেষে শরীরের শোথভাব এবং উদরী প্রভৃতি জলশোথ জন্মে।

জেল্‌সিমিয়াম—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে বলিয়া অনুভূতি জন্মিলে জেল্‌স্‌রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে শরীর চালনা দ্বারা

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। **ডিজিট্যালিসে** ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়।

একনাইট্, ক্যাল্মিয়া, রাস্ এবং **পাল্স্** প্রভৃতি কতিপয় ঔষধেও হৃৎপিণ্ডরোগে বাম মাস্কর অসাড়তা জন্মে।

এপিস্—হৃৎপিণ্ডরোগে রোগী বুঝিতে পারে না কি প্রকারে সে পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইবে।

ক্যাল্মিয়া—ইহাও রসবাতঘটিত হৃদ্রোগের ঔষধ; ইহারও নাড়ী ধীরগতিবিশিষ্ট থাকে, কিন্তু **ডিজিট্যালিসের** নাড়ী ইহার অপেক্ষাও ধীরতর।

যকৃৎরোগ, ন্যাবা বা জণ্ডিস।—যকৃতের কোষের কোন যান্ত্রিক রোগ বশতঃ শোণিত হইতে পিত্তের উপাদান গ্রহণে যকৃতের অক্ষমতা নিবন্ধন **ডিজিট্যালিস্** চিকিৎস্য ন্যাবা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ জন্মে না। হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ যকৃতে অনিয়মিত ও সবাধ শোণিত সঞ্চালন ঘটিত রক্তাধিক্যই ইহার ক্রিয়াবিকার বা ক্রিয়ারোধের কারণ। শোণিতাধিক্য বশতঃ ক্লিষ্ট যকৃৎ কিঞ্চিৎ বিবর্দ্ধিত, টাটানিযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু হয়। পিত্তনালীর রোগ অথবা ডুয়োডিনামঅন্ত্রের প্রতিশ্যায়ও ইহার ন্যাবারোগের কারণ নহে। শোণিত চাপে যকৃৎক্রিয়ার জড়তা ঘটায় শোণিত হইতে [illegible]র রঞ্জনপদার্থাদির উপাদান নিঃসারণে অক্ষম হওয়ায় শরীরে [illegible] লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ ছেয়েশুভ্র মলত্যাগ, মুখের তিক্ত, কখন বা মিষ্ট আস্বাদ, এবং জিহ্বার সম্পূর্ণ পরিষ্কার অথবা অবস্থানুসারে সাদাটে-হলদে অবস্থা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। রোগের চরমাবস্থায় তন্দ্রালুতা এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতাও আসিতে পারে। **ডিজিট্যালিসের** রোগে ইহার প্রধান প্রদর্শক **নাড়ীর ধীর, এমন কি**

হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও ধীরতর গতি এবং অবস্থানুসারে তাহার **প্রসিদ্ধ প্রকারের ক্ষণলোপ** উপস্থিত থাকে।

সিপিয়া—ইহা অনেকাংশে **ডিজিসহ** তুলনীয় হইলেও ইহার মুখের পাণ্ডুরতা, নাসিকায় আড়াআড় ভাবে ঘোড়ার জিনের আকারের হরিদ্রাবর্ণ দাগ, উজ্জ্বল পীত অথবা ছেয়ে রঙ্গের বিষ্ঠা, এবং **ডিজিট্যালিস্** রোগের অতি শোচনীয় অবস্থাতে **অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী** উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদক থাকে।

কিড্‌নি বা বৃক্ক রোগ—কিড্‌নির গ্র্যানুলার ডিজেনারেষণ বা কিড্‌নির দানা দানা ভাবযুক্ত ক্ষয়রোগ।—কিড্‌নিতে শোণিত সঞ্চয় প্রযুক্ত মৃদু প্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে কিড্‌নির সঙ্কোচনে মূত্রোৎপাদক কোষের ক্ষয় জন্মে। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত এবং মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোলাটে হয়, তাহাতে প্রভূত পরিমাণ শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন থাকে। আমাশয় প্রদেশে মুর্চ্ছার ভাব এবং শরীরে রসবাতজ বেদনা জন্মে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাইয়ের প্রতিশ্যায় লক্ষণ অতি পরিস্ফুট থাকায় প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলেও দুর্ব্বল, অনিয়মিত, কখন বা ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডবিকার প্রকাশক লক্ষণের বর্ত্তমানতা এরোগে **ডিজিট্যালিসের** সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শক।

গ্লনইন্—কখন কখন ইহা তরুণ নেফ্রাইটিস্ রোগে কার্য্যকারী। কিড্‌নি হইতে রক্তস্রাব হয় এবং মূত্রে এল্‌বুমেন থাকে।

আর্সেনিক—জলশোথাদি অনেক লক্ষণেই ইহা **ডিজিট্যালিসের** তুল্য হইলেও ইহার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাদি লক্ষণ **ডিজিতে** থাকে না।

সিষ্টাইটিস বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ; ব্যালানরিয়া বা মূত্রনলীর প্রতিশ্যায়; গনরিয়া বা পূয়মেহ; করডি বা লিঙ্গোচ্ছাস; প্যারাফাইমসিস বা উল্টামুদারোগ।—মূত্রস্থলীর ও মূত্রপথের সাধারণ প্রাতিশ্যায়িক এবং পূয়মেহ ঘটিত উভয় প্রকার রোগেই স্থলবিশেষে **ডিজিট্যালিস্** দ্বারা আমরা সাহায্য পাইয়া থাকি। মূত্রস্থলীপ্রদাহে রোগ প্রধানতঃ তাহার গ্রীবাদেশ আক্রমণ করে। মূত্রস্থলীর চাপ ও ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মে, মূত্রত্যাগেও তাহার উপশম হয় না। মূত্রকৃচ্ছ্র; বিশেষতঃ রোগী দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনাবস্থায় থাকিলে বারম্বার মূত্রবেগ হয় এবং দুই, চারি বিন্দু মূত্র নির্গত হইয়া মূত্রত্যাগে অধিকতর কষ্ট জন্মে, রোগী প্রবল যন্ত্রণায় পাইচারি করিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরলান্ত্রের কুন্থন হয়। রোগী চিতভাবে শয়ন করিলে কিঞ্চিৎ উপশম পায়। মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপ্‌দপানি বেদনা হয়। মূত্র অত্যল্প, ঘন ও ঘোলা থাকে এবং মূত্রপাত্রের তলদেশে **লাইকপোডিয়ামের** ন্যায় তলানি পড়ে।

প্রষ্টেট্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।—মূত্রস্থালীগ্রীবায় চাপ বশতঃ বারম্বার ইহার মূত্রবেগের পক্ষেও **ডিজিট্যালিস্** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

সর্দ্দিজন্যই হউক অথবা পূয়মেহ ঘটিতই হউক, বিশেষতঃ পূয়মেহ ঘটিত **মূত্রনলীপ্রদাহে** অবস্থাবিশেষে **ডিজিট্যালিস্** ফলপ্রদ। মূত্রনলীর জ্বালাসহ পূয়বৎ, ঘন এবং উজ্জ্বল পীতবর্ণ স্রাব হয় এবং **ডিজিট্যালিসের** প্রধান লক্ষণ স্বরূপ প্রদাহযুক্ত, কালচে-লোহিতবর্ণ লিঙ্গমণি প্রচুর ও ঘন পূয়াবৃত থাকে। ইহার রোগে অনেক সময়েই লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বক্ সিরাম রসপূর্ণ থাকায় শোথিত হয়। প্রাদাহিক স্রাব নিবন্ধন দড়কচড়াভাবের স্ফীতি (Induration) জন্মিলে

ডিজির পরিবর্ত্তে **সল্‌ফার** উপযোগী ঔষধ। রোগে অতি কষ্টপ্রদ লিঙ্গোচ্ছাস থাকিলেও ইহা তাহার উপশম করে।

মার্কুরিয়াস্—ইহা অনেকাংশেই **ডিজির** তুল্য। পূয়মেহের প্রদাহ লিঙ্গমণিবেষ্টত্বক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় আক্রান্ত প্রদেশের জলশোথ অপেক্ষা প্রদাহিক স্রাব প্রযুক্ত কঠিন বা দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি এবং ঘোর নীললোহিত বর্ণ অধিকতর থাকিলে ও রোগসহ মুদা (Phimosis) বা উল্টামুদা (paraphimosis) জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকার করে।

মার্ক কর—লিঙ্গমুণ্ড কৃষ্ণাভলোহিত ও তাহার পচাটে বা গ্যাংগ্রিণবৎ দৃশ্য হইলে ইহা ফলপ্রদ।

কলসিন্থ—উল্টামুদা জন্মিবার উপক্রমে ইহার প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ আক্ষেপনিবারণদ্বারা ইহা লিঙ্গমণিত্বক্ প্রকৃতিস্থ করিবার সাহায্য করিয়া থাকে।

পেট্রোসিলিনাম—পূয়মেহ রোগের চিকিৎসা কালে মূত্রস্থলীগ্রীবার আক্রমণ বশতঃ হঠাৎ অদমনীয় মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী তৎক্ষণাৎ মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মধ্যগামী রূপে ইহার প্রয়োগের আবশ্যক।

শুক্রমেহরোগ বা স্পার্মাটরিয়া।—নিদ্রাকালে স্বপ্ন ব্যতীতই শুক্রস্খলন হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ডাং বেয়ার ইহাতে **ডিজিটেলিসের** ৩ × ট্রিটুরেষণের প্রশংসা করিয়াছেন

স্ত্রীরোগ—গর্ভাবস্থায় বমন বা ভমিটিং অব প্রেগ্‌ন্যান্সি ; গর্ভস্রাব বা এবর্ষন।—কোন গর্ভবতী রোগিণীর ঔষধে **ডিজিটেলিসের** মাত্রা অধিক হওয়ায় ভয়াবহ বিবমিষা ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল। ফলতঃ কার্য্যক্ষেত্রেও **ডিজি-**

ট্যালিস্ উভয় রোগ লক্ষণেরই দমন করিতে সক্ষম। গর্ভপাত লক্ষণের সূচনায় ইহার প্রয়োগ বিধেয়।

ড্রপসি বা জলশোথরোগ।—হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ শোণিতসঞ্চলনের বাধা এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত শিরাশোণিতাধিক্য ও যান্ত্রিক ক্রিয়াহানি **ডিজিট্যালিসের** নানা প্রকার শোথরোগের কারণ। **হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি ক্ষীণ থাকে** এবং যেন স্থগিত থাকার অনুভূতিতে রোগীর গভীর শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা হয়। অবস্থাবিশেষে নাড়ীস্পন্দনের পূর্ব্ববর্ণিত ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মূত্র অত্যল্প ও এল্বুমেনপূর্ণ দেখা যায়। কিডনি এবং যকৃতের যন্ত্রগত কোন রোগ থাকে না, তাহাতে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা ও শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ক্রিয়াবিকার জন্মে। উপরিউক্ত কারণোৎপন্ন হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম ও হাইড্র-থরাক্স বা বক্ষশোথ, উদরী, মস্তিষ্কোদক এবং স্কার্লেটিনাস্তিক শোথ প্রভৃতি নানাবিধ শোথরোগে ইহা দ্বারা আমরা উপকার পাইয়া থাকি। অণ্ডকোষবেষ্টত্বক্ এবং লিঙ্গবেষ্টত্বকে জল সঞ্চার নিবারণ ও দূরীকরণে **ডিজিট্যালিস্** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা হৃৎপিণ্ডবিকার ঘটিত **হাইড্রসিল বা জলদোষ** আরোগ্য করিয়াছে। ইহার ত্বক্-শোথ বা এনাসার্কা রোগে ত্বকে বিবৃদ্ধ শিরা ও নীলাভা উৎপন্ন হয়।

মার্কুরিয়াস্ সাল্ফুরেটাস্—বক্ষশোথে ইহাও একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহা দ্বারা জলবৎ উদরাময় উৎপন্ন হওয়ায় মূলরোগের উপশম হইয়া থাকে।

মিউরিএটিক এসিড—যকৃতের সিরোসিস্ বা ক্ষয় রোগনিবন্ধন জলশোথে ইহা উপকারী।

নীল রোগ বা সায়ানসিস্।—শিশুর নীলরোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

লেক্চার ৪৮ (LECTURE XLVIII.)

গ্রাফাইটিস্ (Graphitis).

প্রতিনাম।—প্লাম্বেগ। কার্ব্ব মিনারেলিস্।

সাধারণ নাম।—ব্ল্যাক্ লেড।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে ট্রিটুরেষণ, উচ্চ ক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে দুই মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—২ × ট্রিটুরেষণ হইতে ৩০ ক্রমের টিংচার অধিকতর, ২০০ ক্রমও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। অত্যুচ্চ ক্রমেও ফলাসা করা যায়।

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ অবস্থাবিশেষ ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে,—যথা—ডাং গুলন—১৫ বৎসরের বালিকা স্থূলকায় ও বলিষ্ঠা; ৪ সপ্তাহ পর পর ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল স্থায়ী বিরঃশূল; শিরঃশূলের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃষ্টি, তাহার পরেই অবসাদ, গভীর নিদ্রা, মস্তকের রক্তিমা ও তাপ হইয়া শীত ভাব; ঋতু হয় নাই, ২ ট্রিট, আরোগ্য। ডাং এলেন—আড়াই বৎসরের বালক; চক্ষুর ক্ষত; অত্যল্প আলোকা সহিষ্ণুতা; মুখ ও চক্ষুপত্র লাল এবং স্ফীত ও চক্ষু হইতে পূয়াকার শ্লেষ্মাস্রাব; চক্ষুপত্র ও চক্ষুগোলকে রক্তাধিক্য, কালক্ষেত্রদ্বয়ে পুযগুটিকা; য়ুফ্রেসিয়া সেবনে স্রাব দূর হয়, কিন্তু চক্ষু মুক্ত করিলে চক্ষুর বহিঃকোণ ফাটা ও ক্ষতযুক্ত দেখা যায় এবং তাহা হইতে রক্ত পড়ে, মুখে ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে পামাবৎ উদ্ভেদ; ৩৫০০০ 35m, আরোগ্য। ডাং ম্যাক্কালান—রোগীর বয়স ২১; ৭ বৎসর পূর্ব্বে আরক্ত জ্বর হওয়ায় বধিরতা জন্মে। কর্ণ হইতে জলবৎ পাতলা ও দুর্গন্ধ স্রাব ও কর্ণরন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল ও নুনছাল উঠা; মুখে আর্দ্র কাউরবৎ উদ্ভেদ; ২00, আরোগ্য। ডাং পেইন্—গ্রাফাইটিস ৩০ দ্বারা গণ্ডের অনেকগুলি বিসর্প রোগ আরোগ্য করেন। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে শীত এবং পরে শীত ও তাপ মিশ্রিত ভাবে হয় এবং রুগ্ন স্থানে চুলকানি, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা থাকে।

উপচয়।—শৈত্য সংশ্রবে অথবা শরীর শীতল হইলে রজনীতে; ঋতুস্রাব কালে এবং তাহার পরে; আহারান্তে।

উপশম।—উদ্গার উঠিলে (কার্ব্ব ভেজ্); ভ্রমণকালে; মুক্ত বায়ু মধ্যে থাকিলে।

সম্বন্ধ।—গ্রাফাইটিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন্, আর্স, নাক্স ভ ও ভাইনাম।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, আয়ডি, রাসটক্স্।

গ্র্যাফাইটিসের কার্য্যপূরক—কষ্টি, আর্স, হিপার, ফেরাম, লাইক।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—লাইক, পাল্স্; যুবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে রোগজ বসা সংগ্রহ নিবন্ধন স্থূলতা জন্মিলে ক্যাল্কিয়ার পরে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব এ, কার্ব্ব ভেজ্, হিপার সা, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, নেট্ মিউ, নাই এসি, পেট্রলি, ফস্, পাল্স্, সিপি, সিলিক ও সাল্ফ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—স্থূলতা-প্রবণ এবং অভ্যাসগত কোষ্ঠবদ্ধবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, যাহাদিগের বিলম্বে ঋতু স্রাবের বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাদিগের পদ সিক্ত হইলে (পাল্স্) উদরের প্রচণ্ড বেদনা সহ অতি বিলম্বে অত্যল্প, পাণ্ডুবর্ণ এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, যাহাদিগের ঋতুকালে প্রাতঃকালীন বমন নিবন্ধন রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (এলুমি, কার্ব্ব এ, বরু) এবং যাহাদিগের ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে (পূর্ব্বে, সিপিয়া; পরে, ক্রিয়াজোট) **দিবা রজনী হুড়্ হুড়্ করিয়া** উগ্র ও হাজাকর শ্বেত প্রদর হয়।

কামবিষয়ক অত্যাচার ঘটিত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা। সঙ্গমে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিশেষ ঘৃণা।

যুবাবয়সে পাল্সেটিলার যেরূপ কার্য্যকারিতা, ঋতুসন্ধিকালে গ্র্যাফাইটিসের সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত সতর্ক ও ভীরু, সকল কার্য্যেই ইতস্ততঃ করে, কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না (পাল্‌স্)। দুঃখিত, নিরুৎসাহ; গীতবাদ্যে রোগীর ক্রন্দন আনয়ন করে (গান বাদ্য অসহনীয়, নেট্‌ কা, স্যাবাই); কেবলই মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে। কার্য্য করিতে বসিলে শরীরের চঞ্চলতা জন্মে (জিঙ্কাম)।

চক্ষুপুটের কাউর (একজিমা); উদ্ভেদ আর্দ্র ও ফাটা; চক্ষুপুট লাল এবং তাহার কিনারা মামড়ি দ্বারা আবৃত।

পূয়শোথান্তে স্তনে কঠিন ক্ষতাঙ্ক (Sicatrix) থাকায় দুগ্ধস্রোতের বাধা জন্মে; পুনঃ পুনঃ পূয়শোথ জন্মিলে ও পুরাতন ক্ষতাঙ্ক কঠিন হইলে স্তনে কর্কট বা ক্যান্‌সার উৎপন্ন হয়।

ত্বক্ অসুস্থ থাকায় আঘাত লাগিলেই পূয় জন্মে (হিপার); পুরাতন ক্ষতাঙ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় পুনরায় ক্ষত জন্মে; কর্ণের, হস্ত ও পদাঙ্গুলির ফাঁকের এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভেদ হইতে **জলবৎ স্বচ্ছ ও আটাযুক্ত রসের** নিঃসরণ হয়। নখ ভঙ্গপ্রবণ ও কদাকার (এণ্টি ক্রু) থাকে ও গুঁড়া হইয়া যায়; নখ ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত এবং পুরু, বক্র ও অকর্ম্মণ্য।

নখাগ্র, স্তনাগ্র, ওষ্ঠকোণ, মলদ্বার এবং পদাঙ্গুলির ফাঁক বিদারণযুক্ত।

মূর্দ্ধাদেশে জ্বালাযুক্ত, ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থান (ক্যালাডি, সাল্‌ফ,—শীতল স্থান, সিপি, ভেরেট,)।

নিস্পন্দ বায়ু রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীর চালনার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

সহজেই সর্দ্দির আক্রমণ; দমকা বাতাস সহ্য হয় না (বরাক্‌স্,

হিপার, নাক্স্)। রুগ্ন শরীরাংশ শুষ্ক হইয়া যায়। গাড়িতে ভ্রমণকালে ঘর্ ঘর্ শব্দ (নাই এসি), **এবং গোলমালের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।**

অনেক সময়ে উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় (সরি) উদরাময় জন্মিলে বিষ্ঠা কটা, তরল, অজীর্ণপদার্থমিশ্রিত এবং অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ; স্থুল (সাল্ফ), শুষ্ক এবং গিট গিট বিষ্ঠা ও সূত্রাকার শ্লেষ্মা দ্বারা আবদ্ধর চাপ ত্যাগে কষ্ট এবং ত্যাগান্তে মলদ্বারে চন্ চন্ ও ক্ষতবৎ বেদনা।

শিশু বড় নির্লজ্জ ও বিরক্তিকর; শাসন করিলে হাস্য করে।

ললাট প্রদেশে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি হওয়ায় রোগী তাহা দূরীকরণ জন্য কঠিন চেষ্টা করে (ব্যারা, বোরাক্স্, ব্রমি, রেণাঙ্কু স্কি)।

আয়ডিন প্রয়োগের কুফলস্বরূপ মুখের গভীর কোষময় উপাদান-আক্রমণকারী বিসর্প রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বাম পার্শ্বে যায় এবং তাহাতে জ্বালা ও হুল বেধবৎ বেদনা হয়।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমে বিশেষ অনিচ্ছা।

রোগ কারণ।—অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের মৌলিক কারণ। সরা (Psora) ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির দোলন খাওয়া ও শকটারোহণ ইহার রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাফাইটিস্ প্রধানতঃ ত্বক্, লসীকামণ্ডলী, পরিপাকযন্ত্রমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয় আক্রমণ করে; ইহার বিশেষ ক্রিয়ার স্থান ত্বক্, তাহাতে আর্দ্র মামড়ি উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অণ্ডকোষ ও অণ্ডাধারেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—গ্র্যাফাইটিস্ সাধারণভাবে কার্ব্বণ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মূলতঃ ইহা একটি অমিশ্র পদার্থ নহে। ইহার সহিত লৌহ মিশ্রিত থাকে। ঔষধগুণপরীক্ষায় শোণিতে ইহা আইয়ারণ

সদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ফলস্বরূপ শোণিতের অপকৃষ্টতা ও হীনাবস্থার লক্ষণস্বরূপ ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পাণ্ডুরতা, অবস্থা-বিশেষ বক্ষের দপদপানি ও মস্তকের শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল সরিক ঔষধ। ক্যাল্কেরিয়ার ন্যায় ইহাও পরিপাকশক্তি বিদ্ধস্ত করিয়া অপক্ক পুষ্টিরসের সৃষ্টি করে। পনরুৎপাদিকা শক্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ায় লসীকা-মণ্ডলীর রোগজ বিবৃদ্ধি ও শরীরে অত্যধিক অপকৃষ্ট বসাপদার্থের সঞ্চয় বশতঃ শারীরিক স্থূলতা উৎপন্ন হয়। ধমনীশোণিতের অপকৃষ্টতা ও শিরাশোণিতের আধিক্যবশতঃ জৈবতাপাল্পতা এবং মানসিক লক্ষণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইহা পাল্সেটিলার সহিত সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু পাল্সেটিলায় গ্র্যাফাইটিসের বিশেষত্বজ্ঞাপক এবং গভীর ত্বক্‌লক্ষণের সম্পূর্ণ অভাব, উভয়ের প্রভেদ নিরুপণ করে। ত্বকলক্ষণে ইহা অনেকাংশে আর্সেনিকের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অণ্ডকোষ এবং অণ্ডাধারে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিলেও জননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য অংশেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণ দ্বারা ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিয়ার পরিস্ফূরিতাবস্থা বোধগম্য করা যায়।

মস্তিষ্কে গ্রাফাইটিসের ক্রিয়াবশতঃ রোগী দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ; কেবলই মৃত্যুচিন্তানিমগ্ন। অত্যধিক দুঃখপ্রবণ রোগী বিমর্ষ ও ক্রন্দনশীল। আশঙ্কান্বিত রোগীর ক্রন্দনের প্রবৃত্তি। সন্দিগ্ধচিত্ত রোগী কোন কার্য্যেরই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। অন্যমনস্কতা, স্মরণশক্তিহীনতা।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে মত্ততার অনুভূতি। মস্তিষ্কের

জড়তা। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাব প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার ভাব ঊর্দ্ধে তাকাইলে ও প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে শিরোঘূর্ণন; সন্ধ্যাকালে শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য; মস্তক নত করিলে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী সম্মুখে পতনোন্মুখ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে শিরঃশূল। বেদনাবিশিষে বোধ যেন মস্তক অসাড় এবং উত্তেজিত। বেদনায় মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাদ্দেশে গ্রীবাপশ্চাৎ পর্য্যন্ত সঙ্কুচিতবৎ বোধ এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে অক্‌সিপাটাস্থি ভগ্ন হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। ঋতুস্রাব-কালে প্রচণ্ড শিরঃশূল নিবন্ধন উদ্‌গার ও বিবমিষা। ললাটের বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা। মস্তকে চাপবৎ বেদনা। মস্তক-পশ্চাতে শিরঃশূল।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে রজনীতে উৎকণ্ঠাপূর্ণ ও ভয়াবহ স্বপ্ন নিবন্ধন শরীর কম্পান্বিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রালুতা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় নিকট দৃষ্টি। লিখিবার সময় একটি অক্ষর দুইটি দেখা যায়; পাঠকালে অক্ষরনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায়. সন্ধ্যাকালে চক্ষু মেলিলে রোগী দৃষ্টিক্ষেত্রসীমান্তে আঁকা বাঁকা অগ্নিময় রেখা দেখিতে পায়। রোগী যেন কোয়াসার মধ্যে দেখে, মস্তক নত করিলে চক্ষুসম্মুখে সকল বস্তুই কাল হইয়া যায়। চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনবৎ দৃশ্য। গীতবাদ্য শ্রবণে রোগীর ক্রন্দন। প্রত্যেক পাদক্ষেপের এবং এমন কি রোগীর নিজের কথার পর্য্যন্ত কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনি। কর্ণে হুস্‌হুস্‌, টুং টুং, শোঁ শোঁ ও পুট পুট প্রভৃতি শব্দ। রজনীতে কর্ণে প্রচণ্ড রবের শ্রবণ, কখন বা কর্ণরোধ (পূর্ণিমা যোগে)। কর্ণসম্মুখে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ। সন্ধ্যাকালে আহার করিতে, প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে, চুয়াল নাড়িলে এবং হাঁচ হইলে কর্ণে কর্‌কর্‌ শব্দ। প্রত্যেক উদ্‌গারেই কর্ণে মট্‌ করিয়া উঠায় বোধ যেন

য়ুষ্টেকিয়ান নলীমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতেছে। বোধ যেন কর্ণ সম্মুখে একখণ্ড ত্বক্‌ আছে। প্রত্যেক পাদক্ষেপেই বোধ যেন দক্ষিণ কর্ণাভ্যন্তরে একটি দ্বার মুক্ত ও বন্ধ হইতেছে। কর্ণের শুষ্কতা নিবন্ধন বধিরতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা, রোগী পুষ্পের ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না। নাসিকা হইতে কেশদগ্ধবৎ গন্ধ বাহির হয়। সর্দ্দি জন্য নাসিকার শুষ্কতা প্রযুক্ত ঘ্রাণশক্তির লোপ। রসনেন্দ্রিয়বিকার নিবন্ধন মুখে অম্ল, লবণ, তিক্ত এবং পচা ডিমের আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা নিবন্ধন অভ্যন্তরীণ শরীরাংশের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খল্লীবৎ অনুভূতি। ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের অসাড়তা।

গতিদ স্নায়ুর বিকারপ্রযুক্ত রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীরের আড়ষ্টভাব (Bataleptic coudition) জন্মে; কথা কহিবার বা অঙ্গচালনার ক্ষমতা থাকে না। রোগীর সমস্ত শরীরের কম্পান্বিত ভাবসহ দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি, আলস্য ও বলক্ষয় প্রভৃতি নিবন্ধন রোগী শয্যাগত।

মুখের পাণ্ডুরতা। মুখমণ্ডলোপরি অবিশ্রান্ত ভাবে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি। ওষ্ঠে এবং নাসারন্ধ্রে শৈত্যসংশ্রবীয় ফাটার ন্যায় ফাটা। মুখের চুলকনাযুক্ত ফুস্‌কুড়ি চুলকাইলে আর্দ্র হয়। মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ ও স্ফীতি। মুখে, বিশেষতঃ মুখদ্বারের চতুঃপার্শ্বে ও চিবুকে আর্দ্র কাউর বা পামা।

চক্ষুর রক্তিমা, আলোকাসহিষ্ণুতা এবং জলস্রাব। চক্ষুতে তাপ, জ্বালা ও কামড়ানি। গ্যাসের আলোকাপেক্ষা দিবসের আলোক অধিকতর অসহনীয়, সূর্য্যালোকে চক্ষুতে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুপত্রের লোমে শুষ্ক শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে।

চক্ষুপত্রপার্শ্ব এবং চক্ষুর বহিঃকোণ উচ্চ ও তাহার শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহ; চক্ষুপুটের অভ্যন্তরীণ-বক্রতা। দুই একটি লোম বক্র হওয়ায় চক্ষু ঘর্ষিত হইলে প্রদাহযুক্ত হয়। চক্ষু হইতে পাতলা, উগ্র অথবা পূযবৎ স্রাব। চক্ষুর কালক্ষেত্রে অথবা কর্ণিয়াতে ক্ষত বা পূয়গুটিকা। চক্ষুপুটের গুরুত্ব, শুষ্কতা, চাপ এবং তাপানুভূতি। প্রাতঃকালে চক্ষুপত্র জুড়িয়া থাকে। অধঃচক্ষুপুটের পৃষ্ঠে অঞ্জনী এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণ সিক্ত। কর্ণ হইতে শোণিত মিশ্রিত, অবস্থাবিশেষে দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ, কখন গঁদের ন্যায় আটা-যুক্ত পূয়স্রাব। কর্ণপশ্চাতের সিক্ত ক্ষত গণ্ড ও গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণাধঃদেশের গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণপশ্চাতে কুক্কুটী অণ্ডবৎ বৃহৎ বস্তু থাকার অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রের বিকারবশতঃ নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত ও বেদনা। নাসিকার অভ্যন্তরে ও উপরে শুষ্ক মামড়ি এবং নাসিকা রন্ধ্রমুখে ক্ষত ও বিদারণ। নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার শুষ্কতা ও স্ফীতি।

স্বরযন্ত্র প্রদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং কর্কশতা নিবন্ধন গুড়গুড়িযুক্ত কাসি।

শ্বাসপ্রশ্বাসে শুষ্ক শব্দ। নিদ্রাবেশে বক্ষের সঙ্কোচন প্রযুক্ত শ্বাস রোধের ভাব। সাধারণতঃ মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া বসে, কিছু ধারণ করে, অথবা কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়।

রজনীতে গভীর শ্বাসগ্রহণ করিলে গলপথ রুদ্ধ হওয়ায় মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ এবং সর্ব্বশরীর আকৃষ্টবৎ হইলে কাসি হয়; বক্ষের গভীর-দেশে গুড় গুড় করিয়া কাসি; দিবা রজনী লবণাক্ত গয়ার উঠে।

বক্ষের থল্লী। বক্ষে বেদনা। বক্ষের মধ্যভাগে চাঁছা ও অবদরণ ভাব এবং টাটানি প্রযুক্ত কাসি হইলে বেদনা। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ডস্থানে সঙ্কোচন, চাপ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ড হইতে গ্রীবার অভিমুখে বৈদ্যুতিক আঘাতের অনুভূতি। শরীর চালনায় সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডসান্নিধ্যে নাড়ীস্পন্দনের প্রবল বৃদ্ধি। হৃৎকম্প নিবন্ধন উৎকণ্ঠা ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতগতি এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধীরগতি।

পরিপাকযন্ত্রলক্ষণে মুখের কোণে ক্ষত। উর্দ্ধৌষ্ঠের আনর্ত্তন ও স্ফীতি এবং হুলবেধবৎ বেদনা ও বেদনাযুক্ত ফুসকুড়ি। ওষ্ঠ শুষ্ক চর্ম্মবৎ।

অধিকাংশস্থলে কোন শীতল বস্তু পানে মুখের তাপ নিবন্ধন দন্তের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি, কখন বা তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। দন্তমাড়ি স্ফীত।

মুখে অত্যধিক লালার সঞ্চয়। মুখ এবং দন্তমাড়ি হইতে পচা ডিমের গন্ধ। মুখে অম্ল ঘ্রাণ ও দুর্গন্ধ, প্রশ্বাসে মূত্রগন্ধ। প্রাতঃকালে মুখের শুষ্কতা।

জিহ্বা স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত; জিহ্বায় শুভ্র লেপ। জিহ্বার অধঃদেশে শুভ্র ও বেদনাযুক্ত ক্ষত।

গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি; শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় অন্ননলী হইতে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত সঙ্কোচন ভাবের হেঁচ্কি। কণ্ঠার পার্শ্ব হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। গ্রীবা অন্যতর পার্শ্বে নত করিলে অথবা চাপিয়া শয়নে আতত বা অনমনীয় বলিয়া বোধ।

আমিষ খাদ্যে এবং লবণাক্ত ও রন্ধন করা বস্তুতে ঘৃণা। ক্ষুধা কখন সহজ কখন অপরিমিত, সময়ে অক্ষুধা নিবন্ধন অতিশয় তৃষ্ণা. অনেক সময়ে রোগীর উদরে পূর্ণতা বোধ। তৃষ্ণা না থাকিলেও পানীয়ে ইচ্ছা জন্মে।

পুনঃ পুনঃ ভুক্তবস্তুর আস্বাদযুক্ত উদ্গার। পুতিগন্ধ উদগার-কালে বুকজ্বালা। আহারান্তে হিক্কা। নিষ্ফল উদ্গার। বিবমিষা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে হয় ও তাহাতে দুর্ব্বলতা জন্মে; ঋতুস্রাব কালে বিবমিষা।

বিবমিষাসহ আমাশয়ে কামড়ানি এবং যেন উদর হইতে অবিশ্রান্ত থুথুর নিষ্ঠীবন, প্রাতঃকালে এবং আহারের পর কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহার সহিৎ নাভি অধঃদেশে সংকোচক বেদনা, এবং গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মা থাকে। রোগী যাহা কিছু খায় বমন হইয়া যায়। সকল দিনই আমাশয়ে বেদনা থাকে এবং শয়ন করিলে ও শয্যাতাপে তাহার হ্রাস হয়, উত্থান করিলে তাহা পুনরাবর্ত্তন করে। আমাশয়োর্দ্ধের কোটর প্রদেশের বেদনা সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ কাল থাকে, উদগারে তাহার উপশম হয়। আমাশয়ে পচাটে ও অম্লকারের অনুভূতি সহ ভালক্ষুধা। বায়ু জন্মিলে আমাশয়ে সঙ্কোচনভাব ও কামড়ানি বেদনা। সাময়িক আমাশয়শূলে আহার মাত্র ভুক্ত বস্তু বমন হইয়া যায়। বিশেষতঃ সুরাসার যুক্ত পানীয় পানে আমাশয়শূল জন্মিলে তৃষ্ণা হয়। আমাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে পুনঃ পুনঃ উদগার উঠে।

দক্ষিণ যকৃদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা ও কাঠিন্য। বাম কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে জ্বালা; চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি। কুক্ষি বেড়িয়া কশিয়া বস্ত্র পরিধান করা সহ্য হয় না। কুক্ষি এবং হিপসন্ধিতে কর্ত্তন ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।

উদরের অত্যন্ত স্ফীতি, কাঠিন্য এবং ডাক। বায়ুর অবরোধ বশতঃ উদরের পূর্ণতা বোধ। অনেক দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ। বায়ুনিঃসরণের পূর্ব্বে উদরে কামড়ানি বেদনা। আহারান্তে উদর বেড়িয়া কিছু কসা থাকা সহ্য হয় না। কুঁচকিতে স্ফীত গ্রন্থি। কুঁচকিতে ফোস্কার ন্যায় উদ্‌ভেদ।

বিষ্ঠা কেঁচুক্রমির ন্যায় অত্যন্ত সরু; কৃষ্ণবর্ণ ও অর্দ্ধপক্ব বিষ্ঠায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; রক্তমিশ্রিত বিষ্ঠা; কঠিন ও সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা সংযুক্ত চাপ চাপ বিষ্ঠা অত্যন্ত কোঁথ দ্বারা নির্গত করিতে মলদ্বারে খোঁচার অনুভূতি। মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে শ্লেষ্মা লগ্ন থাকে। মলদ্বারে চুলকণা, সূচিবেধবৎ বেদনা ও চনচনি এবং পুঁছিলে ক্ষতবৎ বেদনা। অর্শ জন্মিলে সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় স্খলন। সরলান্ত্রের অর্শ জন্য মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত গভীর বিদারণ। মলদ্বারে বিদারণ থাকায় মলত্যাগ কালে তীক্ষ্ণ ও অতি যন্ত্রণাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্কোচন ও কনকনানি।

বেগ হইয়া অল্প মূত্রত্যাগের পর মূত্র ঝরিতে থাকে। বারম্বার মূত্রত্যাগ। রজনীতে অনেক মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলীতে কামড়ানি। মূত্রনলী সঙ্কুচিত হওয়ার ন্যায় সরু ধারে মূত্রস্রাব। মূত্র ঘোলা এবং তাহাতে শুভ্র অথবা লাল্‌চে তলানি; মূত্র পরিষ্কার, কিন্তু চারি অথবা পাঁচ ঘণ্টার পর তাহার উপর রামধনু বর্ণের সর।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ অসহনীয় কামোদ্দীপনা বশতঃ প্রবল লিঙ্গোত্থান। সঙ্গমান্তে শুক্র নিক্ষিপ্ত হয় না। সঙ্গমে উপযুক্ত সুখানুভূতির অভাব। ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গোত্থান ব্যতিতই রেতস্খলন। মেঢ্রত্বক্ ও অণ্ডবেষ্টত্বকের শোথযুক্ত স্ফীতি।

মেঢ্রত্বগুপরি রসবিম্বিকা ও ফোস্কা। অণ্ডবেষ্টত্বকে চুলকনা ও সিক্ত উদ্‌ভেদ।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়রোগ—প্রচুর, অতিশয় পাতলা এবং শুভ্র শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদরে পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা; ভ্রমণ কালে তাহার অধিকতর ক্ষরণ; প্রথমঋতু বিলম্বাগত। দিবসে এবং রজনিতে দমকা শ্বেত-প্রদর! ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, পরিমাণে অতি অল্প, ও অতি ফেকাসে বর্ণ। ঋতুস্রাব কালে আমাশয় প্রদেশে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন সমস্ত ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গাভিমুখে বেদনাযুক্ত চাপ। বাম অণ্ডাধার স্ফীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত হওয়ায় প্রস্তরবৎ কঠিন, স্পর্শে বেদনাযুক্ত। শ্বাসগ্রহণে অথবা গলা খাঁকর দিলে অণ্ডাধারে সূচিবেধবৎ বেদনা হওয়ায় গাত্রময় ঘর্ম্ম ও অনিদ্রা। ঋতুস্রাবের পর বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা। স্তনাগ্রে বেদনাযুক্ত ক্ষত। গর্ভাবস্থায় বা রজঃস্রাব কালে প্রাতঃকালীন বমন। স্তনের পূয়শোথ আরোগ্যান্তে তাহাতে ক্ষতাঙ্ক থাকে।

গ্রীবাপার্শ্ব হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত স্থানের গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনা-যুক্ত হওয়ায় গ্রীবা নত করিতে তাহার যেন আততভাব এবং অনমনীয়তা, গ্রীবাপশ্চাতে ছিন্ন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা। কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

বাম স্কন্ধে ভয়ানক খোঁচা ও ছিন্নবৎ বেদনা। হস্তের চর্ম্মের স্থানে স্থানে কাঠিন্য ও বিদারণ; হস্তাঙ্গুলিতে সন্ধিবাত নিবন্ধন গুটিল্যা (Nodosities) জন্মে। হস্তে এবং হস্তাঙ্গুলিতে রসবাতজ ছিন্নবৎ বেদনা। হস্তাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে অবদরণযুক্ত আর্দ্রস্থান। হস্তাঙ্গুলির নখ স্থূল হইয়া যায়।

উভয় জঙ্ঘার অভ্যন্তর পার্শ্বের ছাল উঠিয়া যায়, পদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে মধ্যেও ঐরূপ হয়। উভয় নিতম্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চন্‌চনিযুক্ত ক্ষত

ভাব। জানুসন্ধির পশ্চাৎ গহ্বরস্থানে রসবিম্বিকা। উরুর অসাড়তা ও কাঠিন্য। পদ অস্থির থাকে। রজনিতে জানুসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। "পায়ের ডিমের" খল্লী। শুষ্ক তাপ এবং বিড়বিড়ি প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে বর্দ্ধিত। পদে এবং পদাঙ্গুলিতে ছিন্নবৎ বাতজ বেদনা। পদাঙ্গুলির নখ স্থূল এবং বাঁকা চুরা।

সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং তাহাতে পাক্ষাখাতিক অনুভূতি। অঙ্গ নিচয়ের ঝিন্‌ঝিনি।

শরীরের অনেক স্থানের ত্বকে চুলকনাযুক্ত উদ্ভেদ জন্মে এবং তাহা হইতে ক্ষতকর, জলবৎ, ও আটা রস স্রাব হয়। শরীরের নানা স্থানে চুলকনা জন্মে। বিশেষতঃ শিশুদিগের ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়। ত্বক্‌-এত অসুস্থ থাকে যে সামান্য আঘাতেই ক্ষত জন্মে। পুরাতন ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, তাহতে চুলকানি ও হুলবেধবৎ বেদন এবং স্ফীতি, তাহাতে অসার মাংস জন্মে। ত্বক্ শুষ্ক থাকে ও সহজে ফাটে। পুরাতন ক্ষতাঙ্ক।

মস্তকত্বক্ চুলকায়। কেশ স্খলিত হয়। সম্পূর্ণ মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে তাহাতে বৃহৎ, সমল মামড়ি উৎপন্ন হওয়ায় কেশ চাপ বাঁধে, তাহা বেদনাযুক্ত থাকে এবং স্পর্শে ক্ষতবৎ অনুভূতি জন্মে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শারীরিক স্থূলতা বা মেদাধিক্যপ্রবণতা।—গ্র্যাফাইটিস্ একটি গভীর ক্রিয়াশীল এণ্টিসরিক ঔষধ। শারীরিক মেদাধিক্য-প্রবণতা ও নিম্নলিখিত বিশেষ ত্বক্ লক্ষণ ব্যতীত ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণের বিশেষ প্রাচুর্য্য দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু উপরি উক্ত শারীরিক স্থূলতা ও ত্বক্ লক্ষণের প্রকৃতিবিষয়ে সম্যক্ ধারণা জন্মিলে শিক্ষার্থী

কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগস্থল অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। গ্র্যাফাইটিস্ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে অথবা তাহার ভুঁড়ি জন্মে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই স্থূলতা তাহার স্বাস্থ্যব্যঞ্জক নহে। ক্যাল্কেরিয়া প্রভৃতি সরিক (Psoric) ঔষধের স্থূলত্বের ন্যায় পরিপাকবিকারসম্ভূত অপরিপক্করসের পোষণ কর্ত্তৃক বিকৃত, রোগজ ও অপকৃষ্ট মেদসংস্থিতিই এই রোগপ্রবণতাবিষিষ্ট স্থূলত্বের কারণ। রসদোষজাত এই শারীরিক স্থূলতাসহ গ্র্যাফাইটিসের প্রকৃত প্রদর্শক—নিম্নলিখিত বিশেষ প্রকৃতির ত্বগুদ্‌ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অতি উচ্চস্থানীয় প্রদর্শকরূপে গণ্য।

ত্বগুদ্ভেদ হইতে মধুর ন্যায় হরিদ্রাভ কটাসে এবং কিঞ্চিৎ স্বচ্ছভাবের ঘন ও আটা স্রাবের এবং তাহার অচিরাৎ শুষ্কতা নিবন্ধ গাঢ় হরিদ্রাভ কটা ও কঠিন মামড়ির উৎপত্তি। ত্বক্‌রোগোৎপন্নকারী ঔষধ মাত্রেরই ত্বগুদ্ভেদের ন্যূনাধিক বিশেষত্ব থাকিলেও তদ্দ্বারা ঔষধ নির্ব্বাচন সাধারণতঃ অনায়াসসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। এজন্য ত্বক্‌রোগপ্রধান সরিক ঔষধাদির মধ্যে পরস্পরের সাধারণ প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা ত্বক্‌রোগকে প্রদর্শক লক্ষণরূপে গ্রহণ করা উচিৎ, ইহাতে ঔষধবিশেষের ত্বক্ লক্ষণসহ তাহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। গ্র্যাফাইটিসের এবম্বিধ লক্ষণ মধ্যে শারীরিক স্থূলত্বপ্রবণতা, স্থূলতা এবং পাল্‌সেটিলার ন্যায় ইহার মানসিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা প্রভৃতি প্রধান; কিন্তু পাল্‌সে ত্বক্ লক্ষণের অভাব থাকায় ইহা তাহা হইতে, এবং সরিণাম বর্ণনকালে উল্লিখিত প্রভেদক লক্ষণ দ্বারা ইহা সরিণাম ও সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ হইতে প্রভেদিত হয়। উপরিউক্ত প্রকৃতির ত্বগুদ্ভেদ গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর

শরীরের যে কোন অংশে হইলেও কর্ণোপরির, কর্ণপৃষ্ঠের, মস্তকোপরির, মুখের, জননেন্দ্রিয়ের অথবা চক্ষুপুটের উদ্ভেদ বিশেষতা পাওয়ায় তাহারা **গ্র্যাফাইটিসের** অতি নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ বা অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া; চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্; চক্ষুপুটের কোষ গর্ত্তঅর্ব্বুদ বা টার্সাল সিষ্ট্‌স্; বক্রপক্ষ বা ট্রিকায়াসিস্।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহের চিকিৎসায় **গ্র্যাফাইটিস্** অতি উচ্চস্থান অধিকার করে। ইহাতে স্বচ্ছাবরক বা কর্ণিয়া প্রদাহযুক্ত হয় ও তাহাতে ক্ষত জন্মে। ইহার রোগ চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার কিনারা অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহা বিশেষরূপে পুরু ও কঠিনস্পর্শ হয় এবং তাহাতে খুস্কি ও আঁইসবৎ পদার্থ জন্মে। অনেক সময়েই **গ্র্যাফাইটীসের** চক্ষুরোগসহ শিশুর মস্তকে, মস্তক পশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গণ্ডদেশে, এমন কি বিরলতর স্থলে শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ সন্ধির কুব্জদেশে বিশেষ প্রকৃতির রসবিম্বিকা বা কাউর দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ বোধ হয় যেন তাহাই চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুপুটের উপাস্থি বা কার্টিলেজ স্থূল হইয়া যায়, স্থূল চক্ষুপুটপার্শ্ব বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং অনেক সময়ে চক্ষুপত্র অভ্যন্তর দিকে চক্ষুগোলকের উপরি উল্টাইয়া যায় ও তাহার লোম বক্র হইয়া চক্ষুমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উদ্দীপনা উৎপন্ন করে। পুরাতন রোগে চক্ষুপুটের কিনারা বাহিয়া কঠিন অঞ্জনী জন্মিলে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকিতে পারে। স্থূল ও কর্কশ চক্ষুপুটের ঘর্ষণে চক্ষুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়, তাহার স্থানে স্থানে

রসবিম্বিকা জন্মে এবং চক্ষু হইতে তীব্র, জ্বালাকর ও পাতলা পূয়মিশ্রিত জলস্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায়। চক্ষুপুটপ্রদাহে **চক্ষুকোণের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর অধিকতর আক্রমণ ও চক্ষুপুট কিনারার বিদারণ এবং রক্তস্রাবচক্ষুরোগে গ্র্যাফাইটিসের** অকাট্য প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। দৃষ্টিশক্তির বিকারে দ্রব্যষ্ট অক্ষর সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইলেও **গ্র্যাফা** দ্বারা উপকার হয়।

বরাক্স—অক্ষিপুটকিনারা ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। অন্যান্য **গ্র্যাফাইটিস্** লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট হয় না।

পেট্রোলিয়াম্—অক্ষিপুটপ্রদাহে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর লোহিতবর্ণ, আর্দ্রভাব ও অবদরণ জন্মিলে প্রযোজ্য।

আর্সেনিকাম্—চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক রোধ ইহার প্রদর্শক।

সাল্ফার—ইহাতে অক্ষিপুটপার্শ্ব লোহিতাভ, কিন্তু **গ্র্যাফাইটিসে** তাহা পাণ্ডুর থাকে।

ইউফ্রেসিয়া—ইহাতে চক্ষুস্রাব অধিকতর গাঢ় এবং পূয়যুক্ত।

মার্কুরিয়াস্—গণ্ডমালীয় চক্ষুরোগে, বিশেষতঃ গণ্ডমালাসহ উপদংশের যোগ থাকিলে রোগ যদি রজনীতে এবং অগ্নির তাপে ও বস্তুবিশেষের ঔজ্জ্বল্যে বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে ইহা উপকারী।

হিপার সাল্—**একনাইট** ও **বেলেডনা** দ্বারা চক্ষু-প্রদাহের উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহার বিশেষ লক্ষণ—পূয়ঃসঞ্চার জন্য চক্ষুতে এবং চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে দপ্‌দপানি বেদনা, কর্ণিয়ার অধঃ পশ্চাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পূয়ের সঞ্চয়, অঞ্জনী, চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে ফুসকুড়ি, স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, আলোকাসহিষ্ণুতা ও তাপ প্রয়োগে তাহার উপশম প্রভৃতি প্রধান।

এলুমিনা, কষ্টিকাম, রুটা এবং **নেট্ মিউ**—চক্ষুর যোজকঝিল্লীর উত্তেজনা, চক্ষুপুটের গ্রাণুলার প্রদাহ এবং ইণ্টার্ণ্যাল রেকটাস্ পেশীর শক্তিহানি বশতঃ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য আরোগ্য করে। চক্ষুর শুষ্কতা জন্মিলে **ক্রকাস্, বার্ব্বেরিস্, নেট্ কা** এবং **নেট্ সা**ও উপকারী ঔষধ। বৃদ্ধদিগের চক্ষু-প্রদাহে **এলুমিনা** উৎকৃষ্ট ঔষধ; এস্থলেও চক্ষুর শুষ্কতা ইহার প্রদর্শক।

কর্ণপ্রদাহ; বধিরতা।—কাউর বা এক্জিমার বর্ত্তমানতা এবং কর্ণ হইতে গঁদের ন্যায় স্রাব কর্ণ রোগে **গ্র্যাফাই-টিসের** প্রদর্শক। য়ুষ্টেকিয়ান টিউবের সর্দ্দি নিবন্ধন শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং চর্ব্বণকালে কর্ণে করকর শব্দ। শকটারোহণ করিলে ঘর্ ঘর্ শব্দের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।

কার্ব্ব ভেজ—উদ্ভেদিক জ্বর নিবন্ধন কাণ পাকিলে কাণ শুষ্ক থাকে।

আয়ডিন—ডাঃ হিউজ্ ইহা দ্বারা সর্দ্দিঘটিত বধিরতা আরোগ্য করিয়াছেন।

নাসিকাসর্দ্দি।—**গ্র্যাফাইটিস্** রোগে নাসিকা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের এইরূপ রোগ জন্মে। ইহার পিনস রোগে নাসিকা হইতে পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক কঠিন চাপ চাপ পদার্থ এবং দুর্গন্ধ ও রক্তযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। **ক্যাল্কেরিয়া, এণ্টি ক্রুড** এবং **এব্রাম টিার** ন্যায় নাসিকারন্ধ্রমুখ শুষ্ক থাকে, সহজে ফাটে ও তাহাতে মামড়ি জন্মে।

আমাশয়াজীর্ণ এবং আমাশয়শূল বা গ্যাষ্ট্রাল্জিয়া।—**গ্র্যাফাইটিসের** অজীর্ণ রোগে আমাশয় এবং উদর অত্যন্ত বায়ুস্ফীত থাকে। বিবর্দ্ধিত ও কঠিন যকৃৎ আহারান্তে অত্যন্ত

স্পর্শাসহিষ্ণু হয়। **লাইক, কার্ব্ব ভেজ, নাক্স-ভ** এবং **চায়নার** ন্যায় রোগী পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে বাধ্য হয়। **কার্ব্ব ভেজের** ন্যায় ইহাতেও আমাশয়প্রদেশে জ্বালাযুক্ত খল্লী থাকে এবং পচা উদ্গার উঠে। মাংস ভক্ষণে ঘৃণা, শীতভাব, মানসিক লক্ষণ এবং ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগের বর্ত্তমানতায় ইহা **পালস্**সহ তুলনীয়। **গ্র্যাফাইটিসের** জ্বালাযুক্ত খল্লীবৎ আমাশয়শূল আহারে উপশমিত হওয়ায় ইহাকে **এনাকার্ডি, পেট্রলি** এবং **চেলিডন**সহ তুলনা করা যাইতে পারে। রোগীর মিষ্ট বস্তুতে ঘৃণা ও বমনোদ্বেগ হয়, উষ্ণ পানীয় সহ্য হয় না, আহারান্তে মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়। স্থূলকায়, শিথিলশরীর এবং সর্ব্বদা শীতার্ত্ত রোগী, যাহাদিগের গাত্রে ইহার বিশেষ উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকে তাহাদিগের রোগে ইহা উপযোগী। ডিম্ব আহার করার ন্যায় প্রাতঃকালে মুখের বিস্বাদ জন্মে। **ফেরাম** ও **চায়না** প্রভৃতি অন্যান্য ক্লরসিস্ রোগের ঔষধেও মাংসে ঘৃণা থাকে। ইহার নিঃসারিত বায়ুর পচা গন্ধ ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

গ্র্যাফাইটিসের অজীর্ণ রোগ নিতান্ত বিরল নহে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ডাং জসেট্ **নাক্স** এবং **গ্র্যাফাকে** পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "ইহাতেই অধিকাংশ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে"। নিয়মিতরূপে তিনি আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে **নাক্স্** ১২, এবং আহারের এক ঘণ্টা পরে গ্রাফা ১২ এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইহা হোমিওপ্যাথির বিধিসঙ্গত নহে।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মলদ্বারের বিদারণ বা ফিসার অব এনাস্ ; অর্শরোগ বা হিমরয়েড্স্।—কোষ্ঠবদ্ধ রোগের প্রধান প্রধান

ঔষধমধ্যে গ্র্যাফাইটিস্ অতি উচ্চতর স্থান অধিকার করে। ইহার কোষ্ঠবদ্ধে রোগী অনেক সময়ে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত মলত্যাগ না করিলেও মলবেগ উপস্থিত হয় না। মলত্যাগ হইলে ইহার বিষ্ঠা গোল গোল বলের ন্যায় এবং ছিবড়া ছিবড়া শ্লেষ্মামিশ্রিত ও তদ্দ্বারা আবৃত থাকে। মলদ্বার বিদারণযুক্ত থাকায় মলত্যাগ কালে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই সকল বিদারণ এবং তাহার সহিত যে অর্শ থাকে তাহাতে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি থাকায় রোগী উপবেশন করিতে বড়ই কষ্ট বোধ করে। মলত্যাগান্তে জলশৌচ করিতে, বিশেষতঃ মলদ্বার পুঁছিতে মলদ্বারে অসহনীয় টাটানি কোষ্ঠবদ্ধরোগে গ্র্যাফাইটিসের একটি বিশেষ প্রদর্শক।

মলদ্বারবিদারণরোগে গ্র্যাফাইটিসসহ সিলিসিয়া, নাই এসি, পিওনিয়া এবং রেট্যানিয়া তুলনীয় ঔষধ। ফলতঃ মলদ্বার বিদারণ রোগ চিকিৎসায় অধিকাংশ স্থলে ইহারাই আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মাবৃত বিষ্ঠা, মলদ্বারের অত্যধিক টাটানি এবং রোগীর বিশেষ শারীরিক আকার ও মানসিক দুঃখভাব প্রভৃতির বর্ত্তমানতা গ্র্যাফাইটিসকে অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

পক্ষান্তরে মলদ্বারবিদারণ বা ফিসার অব্ এনাস্ রোগে, মলদ্বারের সঙ্কোচন, অতিশয় চেষ্টায় বিষ্ঠার নির্গমণ এবং মলত্যাগান্তে কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলদ্বারের জ্বালা রেট্যানির—মলদ্বার সর্ব্বদা সিক্ত থাকা এবং তাহার টাটানি ও চন্‌চনি পিওনির—মলদ্বারে কাষ্ঠ খণ্ডের খোঁচা বোধ নাই এসির—এবং বেগদ্বারা বিষ্ঠা নির্গমনের চেষ্টায়

অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠার সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ **সিলিকের** শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পটেন্স।—ধ্বজভঙ্গরোগে পুংজননেন্দ্রিয়ের অদম্য উত্তেজনা এবং প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান হইলেও সঙ্গমকালে কোন প্রকার অনুভূতি না থাকিলে ও শুক্রক্ষরণের অভাব ঘটিলে **গ্র্যাফাইটিস্** উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া; অণ্ডাধারবিবৃদ্ধি বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব দি ওভারি; শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি।—আর্ত্তবাভাব—বিলম্বাগত ঋতু অথবা ঋত্বল্পতারোগে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং **অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধ ও দড়কড়া ভাব থাকিলে গ্র্যাফাইটিস্ পল্‌সেটীলার** পরে প্রযোজ্য। শেষঋতুবন্ধকালের ঋতুরোধ নিবন্ধন অসুস্থতার পক্ষে যেরূপ **গ্র্যাফা**, যুবতীদিগের রোগজ ঋতুরোধ ঘটিত রোগের পক্ষে **পাল্‌স্** তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। রক্তহীন পাণ্ডুর যুবতীদিগের শ্বেতপ্রদররোগে নিম্নোদরে বেদনা এবং পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা থাকিলে **গ্র্যাফাইটিস্** প্রযোজ্য। স্রাব প্রচুর, অত্যন্ত পাতলা ও শুভ্র শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বেগের সহিত অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। রোগিণীর বিলম্বে বিলম্বে অত্যল্প পরিমাণ ও ফেকাসে ঋতুস্রাব হয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে বেগের সহিত অধিক পরিমাণে শ্বেতপ্রদর নির্গত হওয়া ইহার প্রদর্শক। এই সকল রোগিণীর **স্থূলতা, শারীরিক শিথিলতা, শীতপ্রবণতা, মানসিক দুঃখভাব এবং গাত্রে, বিশেষতঃ বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ে রসবিম্বিকা বা পামা জাতীয় সরিক উদ্ভেদ লক্ষণের** বর্ত্তমানতা বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য। জরায়ুশরীরের

সম্মুখপার্শ্বে স্থানচ্যুতি ও জরায়ুমুখের পশ্চাৎপার্শ্বে বক্রতা বশতঃ যোনীর পশ্চাৎ অংশে জরায়ুমুখের চাপ অথবা **আণ্টিভার্সন** বা **আণ্টিফ্লেক্সন্** প্রভৃতি রোগে **গ্র্যাফাইটিসের** উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা **পাল্সেটীলা**সহ তুলনীয়।

মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিস ও রক্তহীনতা।—এই সকল রোগেও উপরিলিখিত প্রদর্শক লক্ষণ **গ্র্যাফাইটিস** নির্ব্বাচনে প্রকৃষ্টতর।

গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা—লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক ম্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি।—**ক্যাল্কেরিয়া, সলিসিয়া ও সাল্ফার** প্রভৃতি গণ্ডমালা রোগের ঔষধের ন্যায় **গ্র্যাফাইটিস্‌ও** স্থলবিশেষে গণ্ডমালা রোগে আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। পাতলা, দুর্গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠার উদরাময়—গ্রীবা, কুক্ষি-দেশ, কুচকি এবং মেসেণ্টারিক বা অন্ত্রবেষ্টরসাঝিল্লীসংসৃষ্ট লসীকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধি—উদরের স্থূলতা ও কাঠিন্য—এবং সর্ব্বোপরি **গ্র্যাফাই-টিসের** বিশেষতাযুক্ত ত্বগুদভেদ প্রভৃতি শিশুদিগের গণ্ডমালারোগে বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত **গ্র্যাফা-ইটিস্** শিশু **ফেরামের** ন্যায় রক্তহীন থাকে এবং সহজে সর্দ্দি আক্রান্ত হয়।

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্।—বারম্বার আবর্ত্তনশীল পুরাতন বিসর্পরোগ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে যাইলে **গ্র্যাফাইটিস্** প্রদর্শিত হয়। আক্রান্ত স্থান কঠিনস্পর্শ ও কদাকার হইয়া যায় এবং তাহাতে **এপিসের** ন্যায় হূলবেধৎ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা থাকে। শরীরোপরে **আয়ডিনের** অপপ্রয়োগ ঘটিত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

ত্বক্‌রোগ—কাউর, পামা বা একজিমা; দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাকটিয়া; টাক রোগ বা এলপেসিয়া।— ত্বক্‌রোগচিকিৎসায় **গ্র্যাফাইটীস্‌** আমাদিগের অন্যতম প্রধান ঔষধরূপে বিবেচিত। এরোগে ইহার প্রদর্শক প্রকৃতিও অতি সুপরিচিত, তাহা প্রদর্শক লক্ষণ বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে। ইহার আর্দ্র মামড়িবৎ উদ্‌ভেদ মস্তকত্বকে, মুখে, সন্ধিপশ্চাতে, অঙ্গুলিদ্বয়বিচ্ছেদস্থানে এবং বিশেষতাসহ কর্ণপশ্চাতে জন্মে। উদ্ভেদ অত্যন্ত চুলকায় ও বিদারণযুক্ত থাকে। ত্বক্‌ ঘর্ম্মহীন, রুক্ষ ও কঠিন হয় এবং শুষ্ক কেশ স্খলিত হওয়ায় মস্তকপার্শ্বে টাক জন্মে। শিশুদিগের মস্তক ও তৎসন্নিহিত স্থানে দুগ্ধপীড়িকা দেখা দেয়।

লেক্‌চার ৪৯ LECTURE XLIX.)

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nitricum)।

সাধারণ নাম।—নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার।

প্রয়োগরূপ।—গুরুত্বে এক ভাগ নির্ম্মল নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার ও নয় ভাগ পরিস্রুত জল মিশ্রণে ১x—৩x পর্য্যন্ত;

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—তিন দিবস হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ২ x হইতে ৩০ ও ২০০ ক্রম; তদূর্দ্ধ উচ্চতর ক্রমের ব্যবহারও নিতান্ত বিরল নহে।

উপচয়।—শীতল খাদ্যে; শীতল বাতাসে; শর্করা আহারে; কুল্পী বরফ ভক্ষণে; অধিক পরিমাণ অনভ্যাসিত মানসিক শ্রমে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাঃ মোস—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৭; পুত্র শোকে বিষাদবায়ুর আক্রমণ; অন্যান্য রোগ মধ্যে যকৃতের স্ফীতি ও বেদনা, হৃৎশূল এবং মস্তকবামপার্শ্বে সিক্-হেডেক্ বা বমনযুক্ত শিরঃশূল প্রভৃতি প্রধান; শিরঃশূল হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ললাটে শৈত্যানুভূতি ও মস্তকাস্থির উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার ন্যায় বোধ; ২ x, প্রথমে বৃদ্ধি, পরে শিরঃশূল প্রভৃতি আরোগ্য। ডাঃ হইন;—শিশু, বয়স ৬ বৎসর; প্রবহমান বায়ু ও ধূলা লাগিয়া অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা চক্ষুপ্রদাহ; প্রচুর, অনুগ্র, ঘন ও পূয়মিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব; স্বল্পতর আলোকাসহিষ্ণুতা; শীতল গৃহে উপশম বোধ; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—৪ সপ্তাহ বয়সের শিশু; পিরুলেণ্ট অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা পূয়স্রাবী চক্ষুপ্রদাহ; অস্ত্রকরা ফোড়ার ন্যায় চক্ষু হইতে বেগে পূয-স্রাব; চক্ষুর পাতা খুলিবার চেষ্টা করিলে অধিকতর শক্তিতে অবরুদ্ধ, চক্ষুগোলক অদৃশ্য, চক্ষুর পাতা স্ফীত ও পুরু; ২০০, এক দিন, ৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে উপশম, পরে শিশুর পরিবর্ত্তে প্রসূতিকে প্রয়োগ—আরোগ্য।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে; মুখে প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শে; শীতল জলে স্নানে।

সম্বন্ধ।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, মার্ক, নেট্র মি, নাই এসি। বিষ মাত্রায়—দুগ্ধ, লবণ মিশ্রিত জল এবং গঁদ জাতীয় বস্তুমিশ্রিত পানীয়। *

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এমন, টেবেকাম্, কষ্টি।

তুলনীয়ঔষধ।—আর্স, অরাম, কুপ্রাম্, জেল্‌স, হাইড্রসা এসি, মার্ক, নাই এসি, ফস্, পিক্রিক এসি ও প্লাম্বাম্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—রোগজীর্ণ, শুষ্কীকৃত ও বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোগী (পাতলা, কঙ্কালবৎ, সিকেলি) দেখিলেই আর্জে নাই স্মরণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক বৎসরেই রোগীর শীর্ণতা অধিকতর হইতে থাকে, অধঃ অঙ্গে তাহা স্পষ্টতর রূপে লক্ষিত হয় (এমন মি): ইহা শিশুর ক্ষয়রোগে দেখা গিয়া থাকে।

ভজনালয়ে অথবা রঙ্গালয়ে গমন জন্য প্রস্তুত হইলে আশঙ্কা বশতঃ **উদরাময় জন্মে** (জেল্‌স)।

সময়ের যেন অতি ধীর গতি (ক্যানা ইণ্ড), রোগী অত্যন্ত ঝোঁকের উপর চলে, তাড়াতাড়ির সহিত কার্য্য করিতে চাহে,

---

* ডাঃ মরো—রোগীর বয়স ৪০; অজীর্ণ রোগ; গরম জল পানে ইচ্ছা; শীতল পানীয়, বিশেষতঃ আহারকালে অসহ্য। আহারান্তে শব্দ হইয়া প্রচুর উদ্গারে সাময়িক উপশম; আমাশয়ে পূর্ণ বোধ। সর্ব্বদা শরীরের বামপার্শ্ব, মধ্যে মধ্যে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বোধ; প্রথমে ৩×, পরে ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ব্লেকলি—শয্যা-মূত্র; কটাকেশ ও সবল বালক; জন্ম হইতে রজনীতে শয্যায় এবং দিবসে পরিহিত বস্ত্রে মূত্রত্যাগ করে; কাফি পানে মূত্রের বৃদ্ধি; ৬, আরোগ্য।

দ্রুত না চলিয়া পারে না ; বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং উত্তেজনা প্রবণ (অরাম, লিলি)।

অনভ্যাসিত পথ বা কালব্যাপী ও অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম নিবন্ধন তরুণ কিম্বা পুরাতন রোগ।

সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের অভ্যাসগত আমাশয়িক শিরঃশূল ও নৃত্য জন্য শোণিত সঞ্চয়ি শিরঃশূলে মস্তক পূর্ণ ও গুরু বোধ এবং **মস্তক প্রসারিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে ;** অর্দ্ধ শিরঃশূলে ললাটের উচ্চতর প্রদেশে অথবা ললাটপার্শ্বে চাপিতবৎ এবং স্ক্রু বসানের ন্যায় অনুভূতির পিত্তবমনে শেষ, **দুর্ব্বলকর মানসিক শ্রমে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং চাপ দিলে অথবা কশিয়া ফিতা বাঁধিলে উপশম,** (এপিস্, পাল্‌স্)।

গ্রাণুলার (দানাযুক্ত) কঞ্জাংটিভাইটিস্ বা যোজকঝিল্লীপ্রদাহে **আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দেখিতে কাঁচা মাংসের ন্যায় উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকে** এবং তাহা হইতে প্রচুর, পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

নবজাত শিশুর চক্ষুর প্রদাহে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব, চক্ষুর কাল ক্ষেত্রে বা কর্ণিয়ায় অস্বচ্ছতা ও ক্ষত, চক্ষুপত্রের টাটানি এবংঘনত্ব ও স্ফীতি, প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে (এপিস্, মার্ক সল্, রাস্)।

সূচিকর্ম্ম প্রযুক্ত চক্ষুর ক্লান্তির উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস (নেট্ মি, রুটা); চক্ষুপেশীর অসামঞ্জসীভূত ক্রিয়াবশতঃ যে সকল চক্ষুরোগ জন্মে।

শর্করা ভক্ষণের প্রবল লালসা, শিশু শর্করা ভালবাসে, কিন্তু ভক্ষণ করিলে উদরাময় জন্মে (লবণ অথবা লোনা মাংসে প্রবল ইচ্ছা, ক্যাল্কে ফস)।

অধিকাংশ আমাশয়রোগেই উদ্‌গারের উপসর্গ।

বায়ুজনক অজীর্ণ রোগে প্রত্যেক বার আহারান্তেই উদ্গার; বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ হওয়ায় আমাশয় বেগে ফাটিয়া যাইবে; সহজে উদ্গার উঠে না, অবশেষে প্রবল বেগে বায়ু নির্গত হয়।

চিনি, মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট বস্তুর আহারে সবুজ বর্ণ ছিবড়ে ছিবড়ে, অবস্থাবিশেষে ফিতার ন্যায় বা থানা থানা (এসেরাম) বা জমাট, রস-শ্লেষ্মাময় (Muco-Lymph) স্তুপাকার বিষ্ঠা ও শব্দের সহিত বায়ুর (এলোজ) নিঃসরণ। বিষ্ঠা কিছুকাল বস্ত্রে সংলগ্ন থাকিলে সবুজ বর্ণ হইয়া যায়; জলপানে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

উদরাময়ে কিছু পান করিলেই (আর্স, ক্রুটন টি, থুম্ব) মলত্যাগ।

দিবারজনী অসাড়ে মূত্রত্যাগ (কষ্টি)।

ধ্বজভঙ্গ রোগে সঙ্গমের চেষ্টা করায় লিঙ্গোত্থান হয় না (এগ্নাস্, ক্যালাডি, সিলিনি)।

স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই সঙ্গমে বেদনা পায়; সঙ্গমান্তে যোনি হইতে রক্তস্রাব (নাই এসি)।

যুবতী বিধবাদিগের এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ঋতুসন্ধিকালে (ল্যাকে) স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

মুক্ত ও পরিষ্কার বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা (এমিল, পাল্‌স, সাল্‌ফ)।

গায়কদিগের পুরাতন স্বরযন্ত্রপ্রদাহ থাকায় স্বর উচ্চ করিলে কাসি পায় (এলুমি, আর্জ মেট, এরাম্)।

নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ কম্প; চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিতে পারা যায় না (এলুমি)।

রোগী টলিতে টলিতে চলে ও দণ্ডায়মান হয়, বিশেষতঃ কেহ তাহাকে দেখিতেছে না মনে করিলে।

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পূর্ব্বে প্রবল অস্থিরতা।

গলাধঃকরণ কালে গলদেশে খোঁচা বেঁধার অনুভূতি (ডলিক, হিপার, নাই এসি, সিলিক); ভ্রমণে অথবা অশ্বারোহণে জরায়ুতে অথবা জরায়ুসন্নিহিত স্থানে ঐরূপ অনুভূতি।

গাত্রাবরণ মুক্ত করিলে শীত, তথাপি গাত্র আবৃত করিলে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি; পরিষ্কার বায়ুর জন্য রোগীর প্রবল ইচ্ছা।

ইহা ক্ষতের মাংসাঙ্কুরের অতি বৃদ্ধির বাধা জন্মায়।

রোগকারণ।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, অত্যধিক শর্করা ভক্ষণ এবং ধূমপান প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ দ্বারা শোণিত বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং তাহার সংযমাত্মক গুণ ও রঞ্জক পদার্থ অপহৃত হয় এবং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার বিষক্রিয়ায় কৈশিক ধমনীতে শোণিতগতির বাধা বশতঃ শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা জন্মে ও পোষণ ক্রিয়ার বাধা ঘটে। ইহা পিত্তপ্রবাহের বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে যকৃদুপাদানের অপকৃষ্টতা উৎপাদক শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় এল্বুমিনুরিয়া এবং অস্থি ও অস্থিবেষ্টের পোষণবিকার জন্মে এবং মৌলিক উদ্দীপক ক্রিয়ার প্রাথমিক ফলস্বরূপ চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, বায়ুপথের ঊর্দ্ধাংশ, অন্ত্র এবং মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে প্রভূত রক্তাধিক্য, ধ্বংসকর প্রদাহ এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। স্নায়ুমণ্ডল ইহা দ্বারা বিশেষ ও স্পষ্টরূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রভূত দৌর্ব্বল্য বশতঃ মৃগির ন্যায় প্রচণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় এবং তাহার শেষ ফল স্বরূপ পক্ষাঘাত জন্মে।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর এবং সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর এবং স্থলবিশেষে ত্বকের প্রদাহ উৎপন্ন করে।

এবম্বিধকারণেই বহুকাল হইতে এলপ্যাথি মতে আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের ধাবন রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রোগের অবস্থাবিশেষে এইরূপ বহিঃপ্রয়োগে প্রত্যুত্তেজনা দ্বারা যে উপকার সাধিত হয় তৎ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতের ঔষধপরীক্ষাতেই ইহার উপরিউক্তগুণের প্রকৃত ও মৌলিক কারণ যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ বহিঃপ্রয়োগেই হউক, অথবা অভ্যান্তরীণ প্রয়োগেই হউক, ইহার আভিজাতিক প্রদাহক্রিয়া এবং বস্তুগতনির্ব্বাচিতক্রিয়াসম্বন্ধ হেতুই ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, ডিয়ডিনাম, সরলান্ত্র, মূত্রনালী এবং শ্বাসযন্ত্রপথের উর্দ্ধাংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা আমূল পরিপাক যন্ত্রপথের ক্রিয়া বিদ্ধস্ত করিয়া প্রভূত বায়ুরুৎপাদক বিশেষ প্রকারের পরিপাকবিভ্রাট, উদরাময় এবং আমরক্তরোগ উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা শোণিতের অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অপহৃতরঞ্জন-পদার্থ শোণিতের অক্‌সিডেষণ না হওয়ায় তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বিশেষতঃ শোণিতের সংযমন (Cnagulation) গুণ নষ্ট হইলে তাহা তরলীভূত হয়। কৈশিক শিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য বশতঃ বিস্তৃত এবং শিথিলতর শিরা হইতে শোণিত ও রসভাগ নিঃসৃত হওয়ায় বহিরভ্যন্তরীণ শরীরাংশের স্থানে স্থানে কালশিরা ও শোথ উৎপন্ন হয়। যকৃতে শোণিতাধিক্য বশতঃ তাহার যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত অপকর্ষ ঘটে।

স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুতে ইহার সাক্ষাৎ বিষক্রিয়ার ফলস্বরূপ মৃগীর আক্ষেপের ন্যায় অতি প্রচণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। অব-শেষে ইহা শরীরিক দৌর্ব্বল্য ও পক্ষাঘাত উপস্থিত করিলে নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্র শাখা বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় শ্বাসযন্ত্রপেশীর পক্ষাঘাতবশতঃ শ্বাসরোধ জন্য রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ডাঃ এইচ, সি, উডের মতে বহি:শরীরে আগন্তুক উত্তেজনা প্রযুক্ত

কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তির প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কনভাল্‌সনের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইচ্ছানুগ পেশীর ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিলে সামান্য বহিরুত্তেজনাই আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

ফলতঃ আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম অতি গভীর ক্রিয়াশালী এণ্টিসরিক বস্তু। ইহা কর্ত্তৃক বিশ্লিষ্ট, অসারতা এবং অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত শোণিতের এবং প্রগাঢ় পরিপাকবিকারের সমবায়ক্রিয়াফলস্বরূপ শরীরের যে জীর্ণ দশা উৎপন্ন হয় তাহা সোরা (Psora) রূপ সাংঘাতিক বিষবাষ্পক্রিয়ার পরিস্ফুট নিদর্শনসদৃশ। শরীর, বিশেষতঃ জঙ্ঘা অংশ শীর্ণ হইয়া যায়। শিশুক্ষয় রোগেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। পেশীমণ্ডলী কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় এবং অপকৃষ্ট শোণিতে পিত্তের আধিক্যবশতঃ শরীরে পাণ্ডুরতা অপেক্ষা অধিকতর পিঙ্গলাভা জন্মে ও অম্লজানাভাব নিবন্ধন জৈবতা-পাল্লতা ঘটে। ইহার গৌণ ক্রিয়ালক্ষণমধ্যে রসাদির পচিতাবস্থা এবং অস্থিবিকার, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রাস্থির ক্ষতরোগ প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার করে। নিম্নে যথাযথরূপে ইহার যন্ত্রগত লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

ইহার মস্তিষ্কলক্ষণে দৌর্ব্বল্যই প্রধান্য প্রাপ্ত হয়। স্মরণশক্তির লোপ। রোগী ঝোঁকের সহিত কার্য্য করে, ত্রস্ত ভাবে ভ্রমণ না করিয়াই পারে না। বিষণ্ণতা ; কার্য্য সফল হইবে না বলিয়া রোগী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না ; বাতায়ন হইতে পতিত হইবার প্রবল ইচ্ছা। ভজনালয়ে অথবা রঙ্গালয়ে গমন জন্য প্রস্তুত কালে আশঙ্কা বশতঃ উদরাময়। মস্তকের পূর্ণতা এবং তাপে রজনীতে স্নায়বিক উত্তেজনা। বাতিকগ্রস্ত, মূর্চ্ছারভাববিশিষ্ট এবং শারীরিক মৃদুকম্পের অনুভূতিযুক্ত। লাজুক ; দুঃখিত ; সম্পূর্ণ শরীরে আঘাতের অনুভূতি ও মস্তকের জড়তা নিবন্ধন মৌনতা। রোগী ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করায় অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত, সাধারণতঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এবং সংকীর্ণ

গৃহে তাহার বৃদ্ধি হয়। সহজেই ভীত, রোগী মনে করে তাহার রোগের অতি সাংঘাতিক পরিণাম হইবে, ক্রন্দনশীল থাকে। সহজেই রাগত। জ্ঞানের লোপ, মূর্চ্ছার অনুভূতি।

চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় রোগী ভীত। শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণে ভন ভন শব্দ ; অঙ্গনিচয়ের দৌর্ব্বল্য এবং কম্প ; মস্তক কসিয়া বাঁধিলে শিরঃশূলের উপশম। মানসিক শ্রমপ্রযুক্ত শিরঃশূল। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চ স্থানে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। রোগী বোধ করে যেন মস্তক অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। মস্তিষ্কোপরি অথবা মস্তিষ্কবেষ্টোপরি ফিতা দ্বারা আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় কেরোটিড ধমনার দপদপানি, মস্তকে গুরুত্ব ও অজ্ঞানকর অবসাদ, রোগী বিষণ্ণ এবং মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উপযুক্ত ও ধারাবাহিকরূপে মনোভাব প্রকাশে অশক্ত। মস্তকের বামার্দ্ধের অক্সিপাট হইতে ললাটের উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত গর্ত্ত করা ও কর্ত্তন করার জন্য অস্ত্রচালনার ন্যায় অনুভূতি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি হইতে থাকে। মস্তকের অন্যতর পার্শ্বের কনকনানি ও সেই পার্শ্বের চক্ষুর বিবৃদ্ধি বোধ। মস্তিষ্কার্দ্ধে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। মস্তকে বেদনা ও গুরুত্ব নিবন্ধন রোগী কিছু স্মরণ করিতে পারে না। মস্তকে অত্যধিক রক্তাধিক্য জন্মে। ললাটের অস্থিতে, মূর্দ্ধাদেশে, মস্তকপার্শ্বে এবং মুখমণ্ডলে প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে ছিদ্র করার ন্যায় ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মস্তক চুলকায়, বিড় বিড ও শড় শড় করে, কেশমূল ঊর্দ্ধে টানিয়া তোলার ন্যায় বোধ।

নিদ্রার ব্যাঘাত বশতঃ শান্তিহীনতা ; অর্দ্ধ অজ্ঞানবৎ নিদ্রা এবং সর্প প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন। ভ্রান্তিময় দৃশ্য ও কাল্পনিক আকৃতি-নিচয় কল্পনাচক্ষুর সম্মুখে বিচরণ করায় নিদ্রাকর্ষণের ব্যাঘাত জন্মে।

রজনীতে স্বপ্নকালে চক্ষুসম্মুখে মৃত বন্ধুর ও শবের দৃশ্য আবির্ভূত হয় এবং পচা জলের স্বপ্ন দেখে। প্রাতঃকালে রোগী ক্ষুধিত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রৎ হয় এবং জাগ্রৎ হইয়া বুঝিতে পারে তাহার অস্বাভাবিক ক্ষুধা, বিবমিষা, আমাশয়ে বায়ু সঞ্চার এবং তাহাতে প্রবল আক্ষেপ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার বশতঃ দূরদৃষ্টি। চক্ষুর সম্মুখে ধূসরবর্ণ বিন্দু এবং সর্পবৎ আকৃতিনিচয় বিচরণ করে। অক্ষরনিচয় ছায়াবৃত দেখায় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানিবশতঃ ভাল শুনিতে পায় না, টাইফাস্ জ্বরে সম্পূর্ণ বধিরতা জন্মে। বাম কর্ণ হুস্ হুস্ শব্দবিশিষ্ট ও রুদ্ধ বোধ হয় এবং শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়। ঘ্রাণশক্তি অবসাদিত। নাসারন্ধ্রে ক্ষত থাকায় নাসিকার সম্মুখে পূজের ন্যায় ঘ্রাণ পাওয়া যায়। মুখাস্বাদ মিষ্ট ও তিক্ত; অম্ল; ধাতু ও মসিবৎ কসযুক্ত হয়; কখন বা স্বাদের অভাব ঘটে।

অনুভূতিদ স্নায়বিক বিকার বশতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক প্রভৃতি বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় বোধ। অনুভূতি শক্তির অভাব। শরীরের মাংসে এবং অঙ্গে ভয়ানক টাটানি। শরীরের নানা স্থানে কাষ্ঠখণ্ড থাকার অনুভূতি।

গতিদ স্নায়ুরোগে সমস্ত অঙ্গের তাণ্ডব বা করিয়ার ন্যায় আক্ষেপিক গতি। শারীরিক অবসাদ এবং প্রকোষ্ঠের ও জঙ্ঘার ক্লান্তি জন্মে। সাধারণ দৌর্ব্বল্য বশতঃ শঙ্কাযুক্ত কম্পভাব, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং পেশী-আনর্ত্তন। শঙ্কান্বিত ভাব ও কম্প। কঠিন পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ রোগী যখন মনে করে তাহাকে কেহ দেখিতেছে না, চলিতে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় টলিয়া পড়ে।

মুখমণ্ডলের রুগ্ন চেহারা, বসিয়া যাওয়ার ভাব, পাণ্ডুরতা এবং নীলাভা, মুখ দেখিতে পীতবর্ণ ও সমল, অকালবৃদ্ধের ন্যায় মুখাকৃতি। বাম চক্ষুর নিম্নে স্নায়ুশূল।

তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহের উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বাতাসে উপশম। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা। অগ্নিতাপ সংস্পর্শে লোমযুক্ত চক্ষুপুটপার্শ্বের প্রদাহ শীতল বাতাসে ও শৈত্য প্রয়োগে উপশম থাকে; চক্ষুপুট উল্টা দিকে বাঁকিয়া যায়। অবিরত ভাবে চক্ষু মুছিয়া শ্লেষ্মা দূর না করিলে দৃষ্টি অন্তর্দ্ধান করে। তরুণ গ্রন্থিস্ফুলার বা দানাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহে যোজক ঝিল্লী তীক্ষ্ণ ও গাঢ় লোহিতবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে নিঃসৃত প্রচুর শ্লেষ্মা পূয়পরিবর্ত্তনপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকে। চক্ষুকোণ রক্তবৎ লাল হয়; আক্রান্ত চক্ষুকোণের মাংসবৃদ্ধি (Caruncula), স্ফীতি এবং মাংসখণ্ডের ন্যায় বাহির হইয়া পড়া ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোণ হইতে গুচ্ছ, গুচ্ছ, তীব্র লোহিত রক্তনাড়ী কর্ণিয়া বা কালক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের কর্ণিয়াক্ষত; চক্ষুপুট হইতে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব।

কর্ণে ছিন্নবৎ বেদনা। মস্তকে রক্তাধিক্য হওয়ায় দক্ষিণ কর্ণ হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণে পূর্ণতা ও ঘণ্টাধ্বনি।

শ্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ নাসিকা হইতে শুভ্র পুঁজের সঙ্গে থানা থানা রক্তস্রাব। নাসিকার সর্দ্দি হওয়ায় চক্ষুর ঊর্দ্ধে অজ্ঞানকর শিরঃশূল জন্মিলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য, শীত ভাব জন্মে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। নাসিকার ভয়ঙ্কর চুলকণা। মুখাকৃতি রুগ্ন।

স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে ও তাহার বহিস্থ কোটরবৎ স্থানে টাটানি প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয়। স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মার চাপ কাসিয়া উঠাইয়া না ফেলিলে ঘড় ঘড় করে ও শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। কাসিবার সময় শ্বাসনালীর সর্ব্বোর্দ্ধ অংশে অবদরণ ভাব ও টাটানি।

গৃহে অধিক লোক থাকিলে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম। গাত্র চালনায়, উপর তলায় উঠিতে, অথবা শারীরিক পরিশ্রমে হাঁপের আক্রমণ, মুখে রক্তাধিক্য এবং হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে

দীর্ঘশ্বাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং প্রচণ্ড শুষ্ক হাঁপানির আক্রমণ হওয়ায় রোগীকে উত্থান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা. কিন্তু তাহার চেষ্টায় হাঁপের উৎপত্তি। শ্বাস গ্রহণকালে উর্দ্ধোদর প্রত্যাহৃত, প্রশ্বাসকালে তাহার বিস্তৃতি ; গভীর শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিলে শ্বাসহীনতা।

সন্ধ্যাকালে কাসি হইলে তামাকের ধূম সহ্য হয় না। উত্তেজনাযুক্ত কাসি সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে কষ্ট প্রদান করে। অপরাহ্নে শ্বাস-রোধকর কাসি। স্বরযন্ত্রে গয়ার, ষ্টার্ণাম অস্থিপশ্চাতে উত্তেজনা, আকস্মিক ক্রোধ, হাস্য, নত হওয়া, ধূমপান এবং সিঁড়িতে উঠা প্রভৃতি কাসি আনয়ন করে। পূয়ের ন্যায় গয়ার রক্তমিশ্রিত থাকে। প্রতিশ্যায় প্রথমে শুষ্ক থাকে পরে তরল হওয়ায় ঘড় ঘড় করিয়া কাসি ও প্রচুর ঘর্ম্ম এবং রোগীর রুগ্ন আকৃতি হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, সুনিদ্রা হয় না, পীত বর্ণ গয়ার উঠে। কাসিবার কালে উদ্গার উঠে অথবা বমনের বেগ হয়।

বাম বক্ষের পঞ্চম পর্শুকাস্থিপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে পুনঃ পুনঃ রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। উপর তলায় উঠিবার পর বক্ষে বিদীর্ণবৎ বেদনা হওয়ায় হস্তদ্বয় দ্বারা তাহা চাপিয়া ধরার প্রয়োজন হয়। বক্ষের স্থানে স্থানে কনকনানি ও বিস্তৃতবৎ বেদনা থাকে। বক্ষপেশীর প্রচণ্ড বেদনা।

হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হওয়ায় হৃদয়স্থানে অস্বস্তিকর পূর্ণতার অনুভূতি, তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে শরীর চালনায় উপশম। আকস্মিক পেশীশ্রম অথবা উত্তেজনা হইতে অপরাহ্নে প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব ও বিবমিষা জন্মে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা বোধ ও জ্বাল

অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডসান্নিধ্যের বেদনায় কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, কখন শ্বাসরোধ ঘটে।

পরিপাকযন্ত্ররোগলক্ষণ স্বরূপ ঊর্দ্ধোষ্ঠের লোহিত ক্ষেত্রপার্শ্বে কঠিন ও পাণ্ডুর দাগ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। কথা কহিতে ওষ্ঠ কাঁপে এবং ওষ্ঠ ও হস্তনখ নীলবর্ণ থাকে।

দন্ত শীতল জলে অসহিষ্ণু; দন্ত কালো হইয়া যায়। দন্তমাড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত, তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব; তাহাতে বেদনা বা স্ফীতি থাকে না।

গলা এবং জিহ্বাপেশীর আক্ষেপ বশতঃ রোগী কথা কহিতে পারে না। জিহ্বায় শুভ্র লেপ। জিহ্বাগ্র লোহিত ও বেদনাযুক্ত; তাহাতে স্পষ্টতর কণ্টকপ্রবর্দ্ধন বা প্যাপিলি উত্থিত। জিহ্বা কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় শুষ্ক ও কঠিন এবং তাহা দন্তের ন্যায় কালো। জিহ্বামধ্য-ভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত লোহিত রেখা।

প্রাতঃকালে মুখে দুর্গন্ধ। লালাস্রাব। মুখাভ্যন্তর সাদাটে ধূসর লেপাবৃত।

গলার মধ্যে ঘন ও আটাল শ্লেষ্মা থাকায় রোগী গলা খাঁকর দিতে বাধ্য। গলার অবদরণ ভাব, টাটানি এবং চাঁছাবৎ বোধ। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অথবা গ্রীবার চালনায় বোধ যেন গলমধ্যে একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ অবস্থিত আছে। উপজিহ্বা এবং গলনিম্নগহ্বরস্থান (Faucces) কৃষ্ণলোহিতাভ, গলনিম্নগহ্বরস্থান এবং অন্ননালীর;জ্বালা ও শুষ্কতা। মধ্যে মধ্যে অন্ননালীর খল্লী।

শর্করা আহারের অদম্য ইচ্ছা। ক্ষুধার অভাব; অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা তাহার অভাব থাকে। উগ্র পনীর ভক্ষণে ইচ্ছা।

আহারে অথবা এক ঢোক মদ্যপানে মস্তকের শান্তি; কাফি পান মস্তকের কষ্ঠ বৃদ্ধি করে। অম্ল বস্তুতে বিবমিষা দমন করে।

আমাশয়বেদনার উষ্ণ পানীয়ে উপশম এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি। প্রত্যেক, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্যভোজনের পর বিবমিষা।

অধিকাংশ আমাশয়রোগে আহার করিলেই আমাশয়ে প্রভূত বায়ু জন্মে ও আমাশয় বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়, সহজে উদ্‌গার উঠে না, অনেক চেষ্টার পর অবশেষে প্রচণ্ড বেগে বায়ু নিঃসৃত হয়। প্রত্যেক বার আহারের পর, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিবমিষা। স্বাদহীন অথবা অম্ল উদ্‌গার। শিরঃশূলে মৃত্যুকল্প বিবমিষা জন্মিলে বমনেও তাহার উপশম হয় না। শয্যায় বমিত পদার্থের কাল দাগ। আমাশয়ে কোন গুরু বস্তু থাকার অনুভূতি জন্য বমনের উদ্রেক হইলে আমাশয়ের কষ্ট হওয়ায় মধ্য রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ; প্রাতঃকালে যে চক্‌চকে শ্লেষ্মা উঠে তাহা টানিলে সূত্রাকার হয়; অপরাহ্নে বমনের ইচ্ছা জন্মিলে রোগী কম্পভাবযুক্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

কুল্পীবরফ সেবনে অথবা আহারে প্রচণ্ড আমাশয়শূল জন্মিলে আমাশয়ে কামড়ানি, বেদনা ও জ্বালা। আমাশয়ের বাম পার্শ্বের হুলবেধ ও ক্ষতবৎ বেদনার স্পর্শে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। আমাশয়ের এবং আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ। আমাশয়ে দপদপানি ও কম্পভাব। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরে বেদনাযুক্ত স্ফীতি প্রযুক্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা।

অন্ননলী বা ইসফেগাসের আক্ষেপিক রোগের অনুভূতি হওয়ায় হাঁই তোলার পরে বোধ হয় যেন আমাশয় বিদীর্ণ হইবে, তজ্জন্য রোগী উদ্‌গার উঠাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিলে গলদেশ যেন ফাঁসবদ্ধ এবং মুখ আরক্ত হয়, রোগী প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং শূন্য উদ্‌গারে তাহার উপশম হয়।

উদর পূর্ণ, গুরু ও স্ফীত হওয়ায় উৎকণ্ঠা জন্মে। তীরবেগে উদর ভেদ করিয়া, বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় গাত্র চালনা করিবার সময়,

উদরের বাম পার্শ্বে বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কুক্ষিদেশে বেদনা। কুক্ষিদেশ বেড়িয়া কোমরবন্ধ সহ্য হয় না। উদরে বায়ু জন্মে।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের উদরাময়ে আমময়, সবুজাভ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিষ্টার রজনীতে বায়ুর ফর্‌ফর শব্দসহ নির্গমণ; সবুজবর্ণ আমময় উদরাময়সহ বমনোদ্‌বেগ ও আমের বমন; কখন বা অত্যল্প, জলবৎ উদরাময়ে রজনীতে বায়ু জন্য উদরশূল জন্মে; আঁইসের ন্যায় স্তরবিশিষ্ট বিষ্ঠা; অবস্থা বিশেষে জলবৎ প্রচুর বিষ্ঠা, এবং রক্তমিশ্রিত আমের ত্যাগ; রোগ বিশেষে দেখিতে লাল অথবা সবুজবর্ণ অথবা শ্লেষ্মা ও প্রাদাহিক রস মিশ্রিত সূত্রাকার ছিবড়া ছিবড়া পদার্থ (Muco Lymph) দ্বারা সংলগ্ন, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্তূপাকার উপত্বক্‌বিশিষ্ট (Masses of epithelium) বিষ্ঠা নিম্নোদরে সবলে ঠেলা মারিয়া নির্গত হয়; আমরক্ত রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ক্ষতোৎপত্তির সন্দেহ জন্মে; কিছু পান করিলেই তরল মলত্যাগ; শিশু শর্করা ভালবাসে, কিন্তু তাহা আহার করিলেই উদরাময় জন্মে। মলদ্বার চুলকায়।

মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রনলীর জ্বালা এবং মূত্রনলীর টাটানীতে বোধ যেন তাহা স্ফীত হইয়াছে। ত্বরিত মূত্রবেগ হইলে প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগ। অতি বিলম্বে বিলম্বে অত্যল্প কৃষ্ণবর্ণ মূত্রনিঃসণ। মূত্র ত্যাগ করিলে মূত্রস্রোত সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় না। অত্যল্প ঘনীভূত মূত্রত্যাগ করিলে য়ুরিক এসিড অন্তর্দ্ধান করে। রজনীতে মূত্রনলী হইতে ঘন ও শুভ্র শ্লেষ্মার ক্ষরণ। মূত্রনলীসীমায় সূচিবেধবৎ বেদনা; মূত্রের শেষ বিন্দু ত্যাগ করিতে মূত্রনলীর পশ্চাদংশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রনলীর প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, পূয়মেহের বৃদ্ধি, লিঙ্গোত্থান, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তযুক্ত মূত্র এবং জ্বর। মূত্রনলীর মধ্যভাগে

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড থাকার ন্যায় ক্ষতকর বেদনা। মূত্রের স্রোত ছড়াইয়া পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয় লক্ষণে কামেচ্ছার অভাব ও জননেন্দ্রিয়ের তুবড়ান ভাব। রতিক্রিয়া বেদনাযুক্ত হওয়ায় বোধ যেন মূত্রনলীর আততাবস্থা জন্মে অথবা তাহার মুখ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। লিঙ্গোত্থান কালে তাহার বেদনাযুক্ত আতত ভাব, লিঙ্গোচ্ছ্বাস (কর্ডি), মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব এবং মূত্রনলীর পশ্চাৎ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানে তীর-বেধবৎ বেদনা। লিঙ্গমুণ্ডবেষ্ট ত্বকের ক্ষত প্রথমে ক্ষুদ্র ও পুঁজের লেপযুক্ত থাকে, পরে বিস্তৃত এবং কোটারাকার হয় ও মোমের ন্যায় পদার্থের লেপযুক্ত থাকে। জননেন্দ্রিয়ের পিষ্টবৎ বেদনা ও দক্ষিণ অণ্ডকোষের বিবর্দ্ধন এবং কাঠিন্য।

রমণ কার্য্যে স্ত্রীঅঙ্গে বেদনার অনুভূতি ও পরে যোনি হইতে রক্তস্রাব। জরায়ুর গ্রীবার অথবা জরায়ু-মুখের ক্ষত ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি। ঋতুস্রাব অতি প্রচুর অথবা অত্যল্প এবং অতি শীঘ্রাগত অথবা অতি বিলম্বাগত। রজনীতে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা। ঋতুসন্ধি-কালে জরায়ুর রক্তস্রাবে স্নায়বিক উদ্ভ্রান্তভাব; যুবতী বিধবা এবং যাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহাদিগের জরায়ু হইতেও রক্তস্রাব; স্রাবের আক্রমণ থাকিয়া থাকিয়া পুনরাবর্ত্তন করে এবং তাহাতে অণ্ডাধারপ্রদেশ বেদনাযুক্ত হইলে বেদনা সেক্রাম বা ত্রিকাস্থি এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গর্ভাবস্থায় বায়ুপূর্ণ আমাশয় যেন বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ এবং মস্তক বিস্তৃত হওয়ার অনুভূতি।

রজনীতে পৃষ্ঠে চাপবোধ। দণ্ডায়মান হইলে অথবা ভ্রমণে পৃষ্ঠবেদনার উপশম। বস্তিপশ্চাতের অস্থিতে গুরুত্ব নিবন্ধন বস্তি বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অনুভূতি প্রযুক্ত

বায়ুর উদ্গার প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ আর্জ্জে নাইরোগ চিকিৎসার প্রধানতম স্থান অধিকার করে। উদরাময় রোগে **তরল বস্তু পান মাত্র অচিরাৎ মলত্যাগ হয় এবং রোগী বোধ করে যেন উক্ত পদার্থ ত্বরিত ঋজুভাবে পরিপাকযন্ত্র পথ বাহিয়া মলদ্বার হইতে নিঃসৃত হইতেছে,** এরূপ লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না।

শরীর অথবা তাহার অংশবিশেষ যেন বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া ভ্রান্ত অনুভূতি।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের অনেক রোগে এই লক্ষণ সাধারণরূপে বর্ত্তমান থাকায় এবং অন্যান্য ঔষধে ইহার বর্ত্তমানতা ক্বচিৎ দৃষ্ট হওয়ায় এই লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিরঃশূলরোগে রোগী বোধ করে যেন **মস্তক প্রভূত-রূপে বিবর্দ্ধিত হইতেছে ;** অণ্ডাধারবেদনায় রোগিণীর অলীক বোধ জন্মে যেন **তাহার আক্রান্ত বস্তিপার্শ্বে একটি বৃহৎস্ফীতি আছে।** অন্যান্য রোগে এই লক্ষণ যে ভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

জিহ্বাগ্র লোহিতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত এবং তাহাতে উন্নত ও সুস্পষ্ট কাঁটা বা প্যাপিলির বর্ত্তমানতা।—এই লক্ষণানুসরণ করিয়া আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম প্রয়োগে বহুবিধ রোগ আরোগ্য হওয়ায় ইহা প্রদর্শক স্থলভুক্ত হইয়াছে।

উপরি লিখিত প্রদর্শক ব্যতীত রোগ বিশেষে ইহার যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা রোগ বর্ণনা কালে বিবৃত হইবে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্স্যানিটী।—আর্জেণ্টাম্ নাই-ট্রিকাম্ একটি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উৎপাদক ও অসহিষ্ণুভাবাত্মক বস্তু।

ইহা বহুবিধ অদ্ভুত প্রকৃতির মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন করে। সাধারণ রোগে এই সকল লক্ষণ ন্যূনাধিক উপস্থিত থাকিলেও সাধারণতঃ আর্জে নাইটর পরিস্ফুট উন্মাদ রোগেই বিশেষত্ব পায়। বহুকালব্যাপী অপরিমিত মদ্য পান, ইন্দ্রিয়সেবা এবং উপযুক্ত পুষ্টিরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বলীভূত স্নায়ুপদার্থের রোগজ উত্তেজনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন কখন ইহার উন্মাদ রোগ জন্মিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন হয় না; তাহার চিন্তা বিভ্রাট ঘটে এবং গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া আংশিকরূপে ইহার ভ্রান্ত দৃষ্টির কারণ হয়। ফলতঃ রোগী বড় আশ্চর্য্য ব্যবহার করে, বড়ই ঝোঁকের উপরে থাকে, সময় এবং দূরত্ব বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, এক ঘণ্টাকে তদপেক্ষা অত্যধিক বলিয়া মনে করে। কি কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন স্থিরধারণা না থাকিলেও কার্য্য হইল না বলিয়া ব্যস্ততা জন্মে। দ্রুত হইতে দ্রুততর চলিতে চলিতে সম্ভবতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়াবশতঃ কোন গৃহকোণ দেখিলে রোগী বোধ করে যেন তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে। এজন্য রোগী ভীত হইয়া এক রাস্তা ত্যাগ করিয়া অপর দূরতর পথ অবলম্বনে অধিকতর বেগে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে থাকে। রোগী কোন উচ্চস্থান হইতে নিম্নাভিমুখে তাকাইলে ভীত হয়, মনে করে তথা হইতে পতিত হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। ফলতঃ ঐ সময় লম্ফ প্রদানের এরূপ প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হয় যে অনেক সময়ে ইহারা তদ্রূপ করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার রোগ মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটিত বিষাদোন্মাদ বলিয়াই অনুমিত হয়।

শিরঃশূল বা হেডেক—অর্দ্ধশিরশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন তাহার মস্তক অত্যন্ত

বৃহদাকার হইয়াছে। ইহার সাধারণ এবং অর্দ্ধশিরঃশূল উভয়েই মস্তিষ্কের গভীরদেশে, বিশেষতঃ ললাটের বামপার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের গভীর-দেশে (Frontal emincnce) ছিদ্রকরার ন্যায় বেদনা হয়। শেষোক্ত প্রকারের শিরঃশূলে আর্জেণ্ট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার সাময়িক আক্রমণ হয় এবং অনেক সময়েই পিত্ত ও অম্লজল বমন হইয়া নিবৃত্তি পায়। দুঃখজনক চিন্তা, জৈবরসাপচয়, অনিদ্রা এবং মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণ বশতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ইহার শিরঃশূল জন্মে বা বর্দ্ধিত হয়।

থুজার শিরঃশূলে বোধ হয় যেন ললাটের উচ্চ স্থানে পেরেক প্রবিষ্ট হইতেছে। ইগ্নেসিয়া এবং কফিয়াতেও মস্তকে পেরেক বসানের ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা হয়। কসিয়া ফিতা বাঁধার ন্যায় চাপে আর্জেণ্টামের শিরঃশূল উপশমিত হয়, ইহাই প্রভেদক। ইহার বেদনার তীক্ষ্ণতা এতই বৃদ্ধি পায় যে রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—চক্ষুঅধঃদেশের এবং দন্তের স্নায়ুশূলরোগে আর্জেণ্ট নাই বিশেষ উপকারী ঔষধ। বেদনা অতি তীক্ষ্ণ থাকে এবং তীক্ষ্ণতার চরমাবস্থায় রোগী মুখে অম্লাস্বাদ পায়। বেদনার প্রকৃতি ছিদ্র করার ন্যায়। রোগ যন্ত্রণায় রোগীর মুখ হরিদ্রাভ পাণ্ডুর হয় ও বসিয়া যায়।

লোকোমটর এটাক্‌সি বা কশেরুকামজ্জার ক্ষয়-রোগ।—ডাং ডিউইর মতে আর্জেণ্ট নাই আদর্শ লোকোমটর এটাক্‌সিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন করে। আর্জেণ্টামের রোগ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে বলিয়া ডাং হিউজ উপরি উক্ত রোগসহ ইহার লক্ষণের সাদৃশ্য বিষয়েই সন্দিহান। ইহা পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের (Co-ordination) বিভ্রাট ঘটায়। রোগী অন্ধকার

স্থানে অথবা চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে না; তাহার জঙ্ঘা দুর্ব্বল ও পায়ের ডিম্ ঘৃষ্টবৎ বেদনাযুক্ত থাকে; আলোকে কনীণিকার প্রতিক্রিয়া হয় না; এবং সম্ভবতঃ অনৈচ্ছিকরূপে মূত্র ক্ষরণ হয়। অসামঞ্জসীভূত পেশীক্রিয়ার সংশোধনে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী বোধ করে যেন তাহার জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত বা গদি দ্বারা আবৃত। কামেচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়, বোধশক্তির বিশৃঙ্খলা জন্মে। ঊরু প্রভৃতি নিম্নাঙ্গের ও সন্ধির টাটানি, বিদীর্ণ ও ছিন্নবৎ বেদনা ও বেদনাযুক্ত ঝাঁকির সহিত অসামঞ্জসীভূত ক্রিয়া ও বলক্ষয়-বিষয়ক অনুভূতির অভাব **এমন ফিউতে** দৃষ্ট হইয়া থাকে। **আর্জেণ্ট নাইতে** কটিপশ্চাতে টাটানি বোধ হয় ও উত্থান করিতে তাহার বৃদ্ধি ও ভ্রমণে হ্রাস হয়; হস্ত কাঁপে এবং রোগী রজনীতে উত্তেজনাপ্রবণ হওয়ায় ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। দৃষ্টিশক্তিপ্রদ বা অপ্টিক স্নায়ুর ক্ষয় জন্মে। ইহা পরিস্ফুট রোগের পক্ষে অতি উপযোগী ঔষধ। অসামঞ্জস্যীভূত পেশী ক্রিয়া ইহার প্রধান প্রদর্শক।

জিঙ্কাম—ইহারও কটিবেদনা ভ্রমণে উপশমিত হয়; কিন্তু তাহা **আর্জেণ্টের** ন্যায় শয়নাবস্থা হইতে উত্থান করিতে বৃদ্ধি পায় না।

সালফার—ইহা এবং **আর্জেণ্ট নাই** উভয়েরই স্নায়বিক লক্ষণ দিবা ১১টার সময় বৃদ্ধি পায়। **ইস্কুলাস্ হাইপ** ও **আর্জেণ্ট নাই** উভয়ের কটির পশ্চাৎসন্ধির অস্থিপরম্পরার শিথিলতা বশতঃ বেদনা বোধ হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—কঞ্জাংটিভাইটিস্; গ্র্যানুলার কঞ্জাংটিভাইটিস্; অফ্থ্যাল্মিয়া নিওনেটরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ; পুরুলেণ্ট কঞ্জাংটিভাইটিস্; গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস কঞ্জাংটিভাইটিস্; এবং ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষু পত্রপ্রদাহ।—অত্যধিক পূয়জনক চক্ষুপ্রদাহ মাত্রেরই চিকিৎসায়

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ আমাদিগের একটি প্রধান সাহায্যকারী ঔষধ। ক্ষত জন্মিলেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। ইহার **পূয় ঘন, হরিদ্রাভ এবং অনুগ্র।** নবজাত শিশুর চক্ষু-প্রদাহের কথিতরূপ পূয়ের পরিমাণ অতি প্রচুর থাকে। **পাল্স্** এবং যে কোন প্রকার **মার্কারি** ব্যবহারে ফল না পাইলে ইহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। বয়স্কদিগের উপরিউক্তরূপ পূয়জনক চক্ষু-প্রদাহেও ইহা ফলপ্রদ। **পাল্সের** ন্যায় ইহার রোগলক্ষণও মুক্ত বায়ুতে উপশমিত এবং উষ্ণ গৃহে অসহনীয় রূপে বর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ উভয় ঔষধের লক্ষণই অনেকাংশে তুল্য। কার্য্যক্ষেত্রেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পূয়জনক চক্ষুপ্রদাহে **আর্জেণ্টামে** কার্য্য না হইলে মধ্যগামী রূপে একমাত্রা **পাল্সের** প্রয়োগে ইহার ক্রিয়া পুনরুদ্দীপ্ত হয়।

ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষুপত্রপ্রদাহে চক্ষুপত্রোপরি মামড়ি এবং চক্ষুপত্রোপাদানে ঘনত্ব ও পূয় জন্মিলে **আর্জেণ্ট নাই** উপকারী। ইহার কালব্যাপী প্রদাহে কর্ণিয়াও আক্রান্ত হয়। **মার্কারির** রোগের ন্যায় ইহার রোগও অগ্নিতাপে অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

গ্র্যাণুলার বা দানাযুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ইহা উপকারী। ইহার রোগে অত্যধিক প্রদাহ জন্য যোজকঝিল্লী অত্যন্ত লোহিত হওয়ায় চক্ষু হইতে প্রচুর পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

রাস্টক্স্—ইহা অনেকাংশে **আর্জেণ্ট নাইসহ** তুলনীয় হইলেও আক্ষেপিক লক্ষণ ইহাতে অধিকতর থাকে। চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক মুদ্রণ ঘটে এবং তাহা সবলে উন্মোচন করিলে প্রবল বেগে প্রভূত, উগ্র জলস্রাব হয় ও তজ্জন্য চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে রসবিম্বিকা জন্মে।

ক্রিয়াজোট—গ্র্যাণুলার চক্ষুপ্রদাহে প্রাতঃকালে তপ্ত ও বিদাহী অশ্রু নিঃসৃত হয়।

য়ুফ্রেসিয়া—ইহার গ্র্যাণুলার চক্ষুপত্রপ্রদাহ **আর্জেণ্ট নাই**রোগসহ তুলনীয় হইলেও ইহার পূয়াকার স্রাবের ও জলস্রাবের হাজাকর গুণ থাকায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয়।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া।—চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যী-ভূত ক্রিয়া (Want of co-ordination) নিবন্ধন দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলে **আর্জেণ্ট নাই** উপকারী। স্থূল কার্য্যে চক্ষু ব্যবহার করিলেও ইহাতে দৃষ্টিবিপর্য্যয় ঘটে।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরযন্ত্রের পুরাতন ও মৃদু প্রদাহ।—**আর্জেণ্টের** স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহরোগে গায়কদিগের স্বররোধ হওয়ার অনুভূতি জন্মে। স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও অবদরণভাব কথা কহিলে বা অন্য প্রকারে স্বর ব্যবহার করিলে বৰ্দ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের সুরের ব্যতিক্রম ঘটিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। গলা খাঁকর দিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণ পূয়াকার শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয়।

ম্যাঙ্গানাম্—ইহার স্বরযন্ত্ররোগলক্ষণ **আর্জেণ্টের** লক্ষণসহ তুলনীয়। নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মাকাশের রোগীদিগের মধ্যে ইহার ন্যায় স্বরযন্ত্র রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। থানা থানা শ্লেষ্মা উঠিয়া প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গের উপশম হয়। ইহার রোগী চীৎকার স্বরে পাঠ করিলে স্বরযন্ত্রের কষ্টপ্রদ শুষ্কতা ও কর্কশভাব জন্মে। সাধারণতঃ শয়নে কাশির উপশম হয়।

সিলিনিয়াম্—ইহাও **আর্জেণ্ট নাইয়ের** তুল্য।

প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া—প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ ও আটাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলে ইহা উপকারী।

হাঁপানি রোগ বা এজ্মা।—অমিশ্র আক্ষেপিক হাঁপ রোগের পক্ষে **আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্** উপকারী।

শ্বাসযন্ত্রপেশীর আক্ষেপ বশতঃ প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ্র। বহুজনাকীর্ণ গৃহে ইহার রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি পায়।

এঞ্জাইনা পেক্টরিস বা হৃৎপিণ্ডশূল।—রোগীর বক্ষে এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রযুক্ত প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে **আর্জেণ্ট** নাই দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আমাশয় রোগ—আমাশয়াজীর্ণ; আমাশয়শূল বা গ্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া; আমাশয়ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রিক অল্‌সার।—আমাশয়ের স্নায়ুশূল, ক্ষত এবং তদানুসঙ্গিক অজীর্ণ রোগে অনেক সময়ে **আর্জেণ্টাম্‌ নাইট্রিকাম্‌** ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বাত প্রকৃতির কোমলাঙ্গি স্ত্রীলোকগণই অধিকতর সময়ে এইরূপ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা তাহাদিগের ঋতুস্রাব কালে উপস্থিত হয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তির ভাবাধিক্য এবং অনিদ্রা বশতঃও ইহার আক্রমণের পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে। আমাশয়ে প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তাহা সহজে উদ্গত না হওয়ায় আমাশয় ফাটি ফাটি করিতে থাকে। বহু চেষ্টার পর অবশেষে সবেগে প্রচুর বায়ুর উদ্গার উঠিলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হয়। আমাশয়ে বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতিসহ কখন কখন আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরস্থানে ক্ষতের ন্যায় ও চর্ব্বণবৎ বেদনা চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। সামান্য আহারেই তাহার বৃদ্ধি হয়। বেদনা বক্ষে বিস্তৃত হইলে বক্ষপেশীর অত্যন্ত আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে এবং তদবস্থায় বস্ত্রাদি মুখের নিকট লইলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। অনেক সময় শরীর সম্মুখপার্শ্বে বক্র করিলে ও আমাশয় কঠিনরূপে চাপিলে বেদনার উপশম হয়। প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উদগার উঠিলে এবং কখন কখন বমন হইলে বেদনার শেষ হয়। রোগীর বমিত শ্লেষ্মা টানিলে সূত্রাকারে পরিণত হয় ও চকচকে দেখায়। আমাশয়ের

ক্ষতরোগে সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্রস্থানে চর্ব্বনবৎ বেদনা চাপ দিলে ও আহার করিলে বর্দ্ধিত হয়। রোগী শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রভৃতি বমন করে। **আর্জেণ্টামের** আমাশয় রোগে শর্করাদি মিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল লালসা জন্মে। কিন্তু রোগী তাহা সহ্য করিতে পারে না, উদরাময় হয়।

বিস্মাথ—ইহা অনেকাংশে **আর্জেণ্ট নাইট্রের** তুল্য। প্রভেদ এই যে ইহাতে ভুক্ত বস্তু আমাশয় স্পর্শ মাত্র বমন হইয়া যায়।

ডায়স্করিয়া—উদরশূলের জন্য বিখ্যাত হইলেও আমাশয়-রোগে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের মুখলালাস্রাবে ইহা উপকারী।

ইগ্নেসিয়া—আমাশয়ে অম্ল জন্মে এবং বিবমিষা ও বমন হয়। রোগী ক্ষুধার অনুভূতিসহ বমন করে। গুল্মবায়ুরোগ নিবন্ধন আমাশয়ের অসহিষ্ণুতার শান্তি বিধানে ইহা উপযোগী। রজনীর অথবা আহারান্তের আমশয়শূলের পক্ষে ইহা উপকারী। শরীর চালনায় ও চাপে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুরোগীর রোগে অত্যধিক উদরাধ্মান জন্মে। গুল্মবায়ু লক্ষণের বর্ত্তমানতা **ইগ্নেসিয়াকে নাক্স্** হইতে প্রভেদিত করে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া; শিশুকলেরা।—উদরাময়-রোগে **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম** অনেকাংশেই **আর্সেনিকের** তুল্য। উভয়েই রক্তসংযুক্ত, সবুজ, ক্লেদবৎ ও ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে বিষ্ঠা থাকে। **একনাইট**বিষ্ঠা সবুজ ও ছিবড়ে ছিবড়ে। **ক্যাল্কেরিয়া ফসের** ন্যায় ইহারও বিষ্ঠাত্যাগ-কালে পট পট করিয়া প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয়। মিষ্ট আহারে অত্যন্ত লালসাযুক্ত রোগী মিছরি, ওলা প্রভৃতি মিষ্ট বস্তু অথবা অত্যধিক শর্করা ভোজন করিলে **আর্জেণ্ট নাইট্রের** রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি

পায়। মানসিক ভাবাবেশের উত্তেজনাকারী ঘটনাদি সম্ভূত উদরাময়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। সামান্য আহার ও পান মাত্রই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়।

শুষ্কীভূত মৃতমনুষ্যবৎ জীর্ণ শীর্ণ শিশুদিগের অত্যধিক মিষ্টভক্ষণ প্রযুক্ত হঠাৎ কলেরা রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। তরল বস্তু পান মাত্রই মলত্যাগ হওয়ায় বোধ হয় যেন শিশুর **মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত একটি ঋজুপথ** হইয়াছে। উদরাময় রজনীতে বৃদ্ধি পায় এবং সবুজ ও ক্লেদবৎ বিষ্ঠা ও বায়ু শব্দের সহিত নির্গত হইতে থাকে।

জেলসিমিয়াম।—রোগী ভীত ও আকস্মিক আশঙ্কাচকিত হওয়ায় হঠাৎ হরিদ্রাভ কাদার ন্যায় মলত্যাগ করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

ভীতিচকিত হওয়ায় উদরাময় জন্মিলে স্থলবিশেষে **ওপিয়াম** ও **ভিরেট্রাম এল্বাম**ও উপকার করিয়া থাকে।

নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্কশূল।—রক্তাধিক্য অথবা পাথরী ঘটিত কিডনিশূলে **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম** উপকারী। রোগীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক। মুত্রস্থলীপ্রদেশে ও কটির পশ্চাতে মৃদু কনকখানি বেদনা। মুত্রনলী স্ফীত বোধ হয় ও মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা করে। হঠাৎই মুত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তসংযুক্ত থাকে অথবা তাহাতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক্ ও য়ুরিক এসিডের তলানি থাকিতে পারে।

নাই এসি—মূত্রে পাথরির প্রধান উপাদান অক্জ্যালিক এসিড থাকিলে ইহা উপকারী।

পূয়মেহরোগ বা গনরিয়া—আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামের গনরিয়া রোগে ঘন, হরিদ্রাভ ও পূয়াকার স্রাব হয়।

মূত্রনালী টাটায় এবং তাহাতে স্ফীতি থাকে। কামোদ্দীপক স্বপ্ন হওয়ায় শুক্রস্খলন হয়। রজনীতে লিঙ্গোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রনলী গিট গিট ভাব ধারণ করার অনুভূতি জন্মিলে ইহা উপকারী। **ক্যানাবিস্** ব্যবহারের পর স্রাব পূয়াকার ধারণ করিলে ইহা ফলপ্রদ।

জরায়ূরোগ—জরায়ূগ্রীবার ক্ষত।—জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, বিবৃদ্ধি ও দড় কচড়া ভাব হওয়ায় প্রচুর, পীতবর্ণ ও ক্ষতকর প্রদর জন্মিলে এবং ক্ষতস্থান হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে **আর্জেণ্ট নাই** উপকারী

বহুমূত্ররোগ বা ডায়াবিটিস্।—মূত্রমেহ অর্থাৎ শর্করাহীন মূত্রমেহরোগে **আর্জেণ্ট নাই** বিশেষ উপকারী ঔষধ। মহাত্মা হানিমানও এরোগে ইহার উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, ঘোলা ও মিষ্ট গন্ধের মূত্রস্রাব হয়।

লেক্চার ৫০ (LECTURE L).

অরাম্ (Aurum)।

প্রতিনাম।—অরাম্ মেটালিকাম্।

সাধারণ নাম।—মেটালিক গোল্ড।

প্রয়োগরূপ।—অধঃক্ষিপ্ত (Precipitated) ধাতুর ট্রিটুরেষন।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—৩× হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং গেজ্—রোগীর বয়স ২১, সম্ভবতঃ বিবাহবিষয়ক চিন্তা (রোগীর বিশ্বাসানুসারে) ও হস্ত মৈথুন মানসিক বিকারের কারণ; রোগী বলিয়াছিল তাহার জীবন থাকিতে সে রোগমুক্ত হইবে না; কার্য্যে অপ্রবৃত্তি এবং একাধিক বার অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যার চেষ্টা; ৬×, আরোগ্য। ডাঃ এলেন্—রোগীর বয়স ৫২; সাংসারিক অবস্থা উন্নত; রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী ভরসাহীন থাকে পরে বিষণ্ণচিত্ত হয়; তাহার বিশ্বাস জন্মে যে তাহার ব্যবসায় নষ্ট হইতেছে ও তাহার অবস্থা মন্দ হইবে; রোগের এই অবস্থায় সে মনে করিত যে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে ও ভগবানের ক্ষমার অযোগ্য হইয়াছে, এই সময় তাহার প্রবল ভীতি জন্মে যে তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ও তজ্জন্য সে ক্রন্দন করিত; ভয়ঙ্কর অনিদ্রা; ১২ ট্রিটু, ১১ মাত্রায় আরোগ্য। ডাং মিলার—অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রথম সন্তান প্রসবে পেরিনিয়াম ছিন্ন ও প্রসবের চতুর্থ দিবসে প্রচণ্ড প্রকৃতির সূতিকোন্মাদ হয়; সে মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে; রোগের তৃতীয় মাসে ৩০ ক্রম প্রয়োগে অচিরাৎ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাং বার্ণেট—৪ বৎসর পূর্ব্বে রোগীর উপদংশরোগ হয়, পারদ সেবনের বিবরণ নাই; ২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মস্তকাস্থির স্থানে স্থানে অস্থি বিবর্দ্ধন আরম্ভ হয় ও রোগীর ভয়াবহ শিরঃশূল জন্মে; রোগী ক্রমে ভরসাহীন

উপচয়—মুক্ত বায়ুতে; গাত্র শীতল হইলে; শয়নাবস্থায়; মানসিক শ্রমে। ইহার বহুবিধ রোগ শীত ঋতুতে উপস্থিত হয়।

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে; শরীর উষ্ণ হইবার সময়; প্রাতঃকালে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে।

সম্বন্ধ।—অরামের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল্, সিঙ্ক, ক্যাম্ফর, কক্কুল, কফিয়া, কুপ্রাম্, মার্ক, পাল্‌স্ ও স্পিজি।

অরাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ও স্পিজি।

অরাম্ এবং সিফিলিনাম্—একের পরে অপরের প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

প্রতিদিন হুইস্কি মদ্য ব্যবহার প্রযুক্ত অন্ধত্ব রোগে উপকারী।

তুলনীয় ঔষধ।—এসাফি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, ইগ্নে, আয়ডি, মার্ক, মেজি, নাই এসি, ফস, প্ল্যাটি, পাল্‌স্, রড ও সিলিক।

এবং বিমর্ষ হইয়া পড়ে; গনরিয়া ছিল, রোগী রক্তহীন হইয়া যায়; ৩x, আরোগ্য। ডাং বমন—৫২ বৎসর বয়সের রোগীর বহুকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন অল্প মাত্রায় হুইস্কি মদ্যপান অভ্যস্ত ছিল; ৩ মাস হইতে দৃষ্টিমালিন্য জন্মিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে রোগী কোন বস্তুর উর্দ্ধের অর্দ্ধ ভাগ মাত্র দেখিতে পায়; দৃষ্টি মালিন্যসহ কাল কাল দাগ দৃষ্টিপথে আইসে; ৩, আরোগ্য। ডাং রিচার্ডস—গণ্ডমালা ধাতুর ৯ বৎসরের বালিকার ৩ বৎসর হইতে বাম কাণ পাকা, দুর্গন্ধ পূয়বৎ স্রাব; ৩, আরোগ্য। ডাং হইন—উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীর পিনস রোগে নাসিকাস্থির ক্ষত জন্মে; কোন চিকিৎসাতেই আরোগ্য না হওয়ায় রোগী ভরসাহীন হয় ও আত্মহত্যার চেষ্টা করে; ৩০, আরোগ্য। ডাং বুট—অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের অত্যধিক ভুঁড়ি জন্মে ও মৃত্যুভীতি উপস্থিত হয়; মুক্ত বায়ুর ইচ্ছা, জীবনে বীতরাগ ও ক্রন্দনশীলতা; ৩০, আরোগ্য। ডাং গ্রস্—৬ মাসের শিশুর জলদোষ বা হাইড্রসিল; ২০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। মেলার অস্থির ক্ষত; ৩০, আরোগ্য।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।

শোণিতসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীর লোহিত আভাবিশিষ্ট, কেশ ও চক্ষু সুবর্ণ এবং যাহারা তেজস্বী, অস্থিরপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎবিষয়ে উৎকণ্ঠাযু

স্থূলশরীর ও দুর্ব্বলদৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তি, যাহারা **জীবনে ক্লান্তি বোধ করে।**

পারদ এবং উপদংশের কুফলে যাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।

ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শীর্ণতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, নিস্তেজস্কতা এবং দুর্ব্বল স্মরণ-শক্তিযুক্ত বালক, যাহারা বয়সসুলভ ব্যবহারে বিরত থাকে এবং যাহাদিগের অণ্ডকোষ পুষ্ট না হওয়ায় শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অবিশ্রান্ত ভাবে আত্মহত্যাবিষয়ক চিন্তায় রত ব্যক্তি (হ্যাজা—মরিতে ভীত হয়, নাক্স্)।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই, বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে, **গভীরতর বিষাদ ;** রোগী ঘৃণাব্যঞ্জক এবং কলহপ্রিয় বলিয়া বোধ করে ; আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে ; অহোরহ জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয়।

রোগী শান্তিহীন ও ব্যস্ত থাকে, মানসিক এবং শারীরিক কার্য্যতৎপরতা বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মে ; কোন কার্য্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রস্ততাসহ হয় না (আর্জে নাই)।

দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ্য ঘটিত রোগে রোগী মৃত্যু কামনা করে ও আত্মহত্যা করিতে চাহে।

হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ, প্রতিবাদ, অপমান, বিরক্তি, ভয় অথবা অপ্রকাশিত অসন্তুষ্টি (ষ্ট্যাফি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ।

অসহিষ্ণু (কনা)—বেদনা ; ঘ্রাণ, আস্বাদ, শ্রবণ ও স্পর্শনাদি (এনাকা) সকল বিষয়েই অসহিষ্ণুতা।

কটা বর্ণের ব্যক্তিদিগের শিরঃশূল ; রোগী দুঃখিত, হতাশ ও মৌন ; যে সকল ব্যক্তির ধাতু স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান এবং যাহাদিগের সামান্য মানসিক শ্রমেই উপরিউক্ত রোগাদি জন্মে।

উপদংশ এবং পারদ ঘটিত রোগে কেশস্খলন।

অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী কোন বস্তুর কেবল নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায় (বস্তুর কেবল বামার্দ্ধ দেখে, লিথিয়া, লাইক)।

উপদংশ ও পারদঘটিত অস্থিরোগ।

পিনস এবং কাণ পাকা রোগে নাসিকা, তালু ও ম্যাষ্টইড্ অস্থির ক্ষত জন্মিলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব। রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি হইলে রোগী হতাশ হইয়া পড়ে। পারদের অপব্যবহার অথবা উপদংশরোগ ইহার কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে (এসাফি)।

অত্যুচ্চের বস্তু ধরিবার চেষ্টায় অঙ্গাদির অতি টানাটানিসহ পরিশ্রমে (পডো. রাস্) এবং জরায়ু বিবৃদ্ধি নিবন্ধন (কনা) জরায়ুস্খলন ও দড়কচড়া ভাব।

ঋতুকালে ঋতু ও জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় অত্যন্ত বিষণ্ণতা জন্মে।

বালিকাদিগের যৌবনাগমে প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ।

অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ড স্থিরহইয়া রহিয়াছে, যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ আছে এবং পরে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন একটিগুরু আঘাত করে (সিপিয়া)।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প ; পরিশ্রম করিলে মস্তকে ও বক্ষে রক্তাধিক্য হওয়ায় উৎকণ্ঠা জন্মে ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, দ্রুত এবং অনিয়মিত হয় ; কেরটিড্ ও ললাটপার্শ্বের ধমনীর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয় (বেল, গ্লন)।

হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা (ফস্)।

রোগকারণ।—উপদংশরোগ প্রযুক্ত জীর্ণতা এবং পারদের

অপব্যবহার নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি অরামের রোগের মৌলিক কারণ বলিয়া পরিগণিত। মানসিক পরিশ্রম এবং গভীর দুঃখ, নৈরাশ্য ও প্রেম বিষয়ক ভগ্নাশা প্রভৃতি প্রযুক্ত মানসিক অবসাদ ইহার রোগের গৌণ কারণ বলিয়া বিবেচিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—অরাম্ অস্থি এবং গ্রন্থিমণ্ডলী, বিশেষতঃ নাসিকা ও তালুর অস্থিনিচয় এবং চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ইত্যাদি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করে। আক্রান্ত অস্থিনিচয়ের যে অবস্থা ঘটে তাহা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার অথবা গণ্ডমালা রোগ নিবন্ধন ঐ সকল শরীরাংশের অবস্থার সম্পূর্ণরূপ সমপ্রকার। ফলতঃ ইহাতে আক্রান্ত শরীরাংশের উপাদানের ধ্বংসাভিমুখীন গতি প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ডাং এলেনের মতে ইহা আক্রান্ত তন্তুজালযুক্ত শরীরস্থানের বা যন্ত্রের তান্তবোপাদান বিশেষরূপে ধ্বংস করে। স্থানিক ক্রিয়া ব্যতীত নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ইহার রোগের বিশেষতা জ্ঞাপন করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অরামের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার ব্যাপকতা অধিকতর না থাকিলেও গভীরতায় তাহা ইহার সমক্রিয় অপর কোন ঔষধ অপেক্ষা ন্যূনতর নহে বরং অনেকাপেক্ষা তাহা গভীরতর বলিয়াই অনুমিত হয়। উপদংশ ঘটিত গভীর ও পুরাতন রোগ, পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ, এবং সরাবিষবাষ্পোৎপন্ন, অপিচ স্ক্রুফুলারোগের ক্রিয়াফল, এবং অরামের ক্রিয়াঘটিত লক্ষণনিচয় অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশ করায় ইহা ও গভীর ক্রিয়াশালী "এন্টি সিফিলিটিক" এবং "এন্টি স্ক্রুফুলটিক" ঔষধ বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগের ন্যায় ইহার কার্য্যের বহুব্যাপকতা দৃষ্ট হয় না।

ইহার সকল কার্য্যই উপাদানের গভীর পরিবর্ত্তনকারী ও ধ্বংসসাধক;

এবং সকল কার্য্যেরই মূলে প্রভূত শোণিতোচ্ছ্বাস ও শোণিতাধিক্য বর্ত্তমান থাকে। ইহার ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেজনা ও বক্ষে শোণিতোচ্ছ্বাস নিবন্ধন শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ডপেশীর বিবৃদ্ধি উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ শিরোঘূর্ণন ও শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ইহার ক্রিয়ায় চিন্তাবিভ্রম ঘটে না। মানসিক-ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী গভীর বিষণ্ণতাগ্রস্থ হয়; কখন কখন তাহা ধর্ম্মোন্মাদের ভাব ধারণ করে। ফলতঃ ইহার সকল কার্য্যই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। মানসিক বিষণ্ণতার আতিশয্যে রোগীর আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি জন্মে এবং অতি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহার চেষ্টারত হয়। ইহা অস্থিমণ্ডল, বিশেষতঃ, নাসিকাঅস্থি এবং মস্তকাস্থি বিশেষরূপে আক্রমণ করায় একাদিক্রমে নাসিকাস্থির রক্তাধিক্য এবং ধ্বংসোৎপন্ন হয়, অপিচ মস্তকাস্থিতে অর্ব্বুদ জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে যকৃতে রক্তাধিক্য, সিরোসিস্‌ বা ক্ষয় এবং তদানুষঙ্গিক শোথ প্রভৃতি জন্মে। কিড্‌নিতে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দানা উৎপাদক ক্ষয় এবং তৎফলস্বরূপ এল্বুমিনুরিয়া বা লালামেহ প্রভৃতি জন্মে। গ্রন্থিনিচয়ে ইহা রক্তাধিক্য ও স্ফীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করিলে গণ্ডমালাবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্বকে ইহা কর্কট রোগ বা ক্যান্সারবৎ ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্ষতোৎপন্ন পূজ হরিদ্রাভ ও ছিন্ন পনীরবৎ তলানিযুক্ত থাকে।

ফলতঃ ইহার ক্রিয়ার প্রাথমিক ভয়াবহ শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ শরীরে শোণিতের মিথ্যা প্রাচুর্য্যলক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং রোগী অলীক শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যসুখব্যঞ্জক লঘুভাব বোধ করে। কিন্তু তাহার অবশ্য-ম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্থ এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথিতে অরামের একটি মাত্র সল্ট, অরাম মিউরিয়ে-টিকাম্‌ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রিয়া ও ঔষধ গুণ বিষয়ে মূলধাতু হইতে তাহার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে

চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগের বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া এক বা অন্যতরের যে পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। নিম্নে ইহার যন্ত্রগত লক্ষণ বর্ণিত হইল।

মানসিকবিকার বশতঃ রোগী জীবনে বীতশ্রদ্ধ; আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি। ধর্ম্মোন্মাদে রোগিণী মনে করে তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। রোগী অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ, মনে করে সে এ সংসারে বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হতাশ, ভগ্নোৎসাহ, অসুখী এবং ক্রন্দনশীল। হৃৎপিণ্ডাগ্রপ্রদেশে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় রোগী ছুটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয়। আশঙ্কান্বিত ও ভীতিপূর্ণ রোগী কপাটের সামান্য শব্দেই ব্যাকুল হয় এবং খিটখিট করে। প্রচণ্ড মানসিক ভাবযুক্ত রোগী সামান্য প্রতিবাদেই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ্য হইতে রোগ জন্মে। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হয়। ভ্রম দৃষ্টিতে কুকুর বা প্রাচীরোপরি একখানি হস্ত ইত্যাদি দেখে। অস্বস্তিপূর্ণ থাকে, ত্রস্ত ভাবযুক্ত হয়, মানসীক ও শারীরিক কার্য্যে তৎপর হইতে চাহে; কোন কর্য্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রস্ততারসহিত সম্পাদিত হয় না।

অনুভব-শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ায় মস্তক নত করিলে শিরোঘূর্ণন হয় ও রোগী বোধ করে যেন সে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে, মস্তক উত্তোলন করিলে ভাল বোধ করে; শিরোঘূর্ণন হওয়ায় রোগী বোধ করে যেন সে মদ্য পান করিয়াছে; মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে রোগী বোধ করে যেন বাম পার্শ্বে পতিত হইবে, তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তদবস্থাতেও সামান্য শরীর চালনায় শিরোঘূর্ণন পুনরাবর্ত্তন করে।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে কোন যন্ত্রণা না থাকিলেও সমস্ত রজনী নিদ্রাহীন থাকে এবং প্রাতঃকালে আলস্য বা নিদ্রালুভাব থাকে না। দস্যু বিষয়ক জাজ্জ্বল্যমান ও ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাকালে শব্দ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে। অস্থি বেদনায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রোগী এতাধিক যন্ত্রণা বোধ করে যে সে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না।

মস্তকে শোণিতোচ্ছ্বাস নিবন্ধন মুখের স্ফীতি, এবং কাচের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্ট, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। শয়নাবস্থায় মস্তকাস্থিনিচয়ের ভগ্নবৎ বেদনার অনুভূতি। মস্তকপশ্চাতের অস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছিন্নবৎ মৃদু বেদনা মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া ললাটে যায় ও মস্তক চালনায় বৃদ্ধি পায়। মূর্দ্ধায় তাপানুভূতি। মস্তকাস্থির উপরে অস্থিময় অর্ব্বুদ জন্মে ও তাহাতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিকার বশতঃ রোগীর দ্বিত্বদৃষ্টি ঘটে, বস্তু সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়,কখন বা বস্তু সকল সমান্তরালভাবে কর্ত্তিতবৎ দৃষ্ট হয় ; রোগী বস্তুর নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়. ঊর্দ্ধার্দ্ধ কোন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে উচ্চ শব্দ এবং তাহার বিশৃঙ্খল শব্দে রোগী অসহিষ্ণু থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রোগে ঘ্রাণশক্তির অসহিষ্ণুতা। সকল বস্তুই উগ্র ঘ্রাণযুক্ত বোধ। দুই আহারের ব্যবধান কালে মুখে যেন মৃগয়ালব্ধ পচা মাংসের ন্যায় পচা আস্বাদ ; তিক্তাস্বাদ জন্মে।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ রোগী সর্ব্বপ্রকার বেদনাতেই অসহিষ্ণু থাকে, বেদনা জন্য নৈরাশ্য জন্মে এবং সে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। বেদনাপ্রবণ রোগী বেদনার বিষয় মনে করিলেই বোধ করে তাহার বেদনা হইয়াছে। ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বিশেষরূপে অস্থিতে অনুভূত।

গতিপ্রদস্নায়ুর বিকার বশতঃ এককালীন নিদ্রা না হওয়ায় রোগী প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ বলহীন বোধ করে। প্রফুল্লতা না থাকায় রোগীর থরথর মৃদু কম্পভাব উপস্থিত হয়। গুল্ম বায়ুবৎ আক্ষেপ পর্য্যায়ক্রমিক হাসি ও ক্রন্দন। গাত্রচালনার বিষয় মনে হইলে

রোগীর অজ্ঞাতসারে শরীর অল্প অল্প নড়িতে থাকে; কথা কহিতে অনৈচ্ছিকরূপে হাসিয়া ফেলে। শরীরাভ্যন্তর শূন্য এবং সম্পূর্ণ শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়।

মুখমণ্ডল স্ফীত ও চকচকে থাকিলে মানসিক শ্রমে তাহার বৃদ্ধি হয়; মুখ নীলাভ থাকে। মুখের বামপার্শ্বে ও তাহার গম্ভীর দেশে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। অন্যতর গণ্ডের স্ফীতি, এবং সেই সময়েই ঊর্দ্ধ ও নিম্ন চুয়ালে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, দন্ত অধিক তর দীর্ঘ বলিয়া বোধ। মুখমণ্ডলের অস্থির প্রদাহ, গণ্ডাস্থির ক্ষত এবং তাহাতে ছিন্ন ও ছিদ্র করার ন্যায় এবং জ্বালাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। গণ্ডাস্থিতে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা। ওষ্ঠে, মুখে এবং ললাটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ।

চক্ষু গোলক বহির্নিষ্ক্রান্ত। চক্ষুতে বালুকাপতনবৎ অনুভূতি। চক্ষুর আতভভাব বশতঃ দেখিতে কষ্ট। তাকাইলে চক্ষু গরম বোধ হওয়ায় বোধ হয় যেন অপ্‌টিক স্নায়ুতে রক্তের চাপ লাগিতেছে। চক্ষুতে চাপ ও দুর্ব্বলতার অনুভূতি। ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ ও অভ্যন্তর অভিমুখী দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চাপবৎ বেদনার চক্ষু চালনায় বৃদ্ধি। চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জলস্রাব। প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ও চক্ষুপুট জ্বালা করে; চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthces) সূচিবেধ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং চুলকনা হইলে তাহা জ্বালা করে।

কৃচ্ছ্রসাধ্য ও দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব ও ম্যাষ্টইড অস্থির ক্ষত।

নাসিকার রোগ বশতঃ তাহা ক্ষত ও বেদনাযুক্ত এবং বদ্ধ নাসিকারন্ধ্র পথে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না, নাসিকায় মামড়ি জন্মে। শুষ্ক সর্দ্দি থাকার ন্যায় নাসিকা রুদ্ধ বোধ কিন্তু বায়ুর নির্ব্বাধ গতায়াত। নাসিকায় জ্বালা, চুলকনা, সূচিবেধানুভূতি এবং চনচনি; নাসিকায় টাটানি বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শে তাহার অনুভূতি।

নাসিকাস্থির অভ্যন্তরে চোয়ালাভিমুখীন ছিদ্রকরার ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের এবং তাহার নিম্নের লোহিত বর্ণ ও স্ফীতি। নাক ঝাড়িলে পচাগন্ধ পাওয়া যায়। নাসিকাস্থির ক্ষত।

স্বরযন্ত্রে সর্দ্দি হওয়ার ন্যায় কথার নেকি ও ফিস্‌ফিসে স্বর; শ্বাসযন্ত্রের গভীর দেশে শ্লেষ্মা থাকায় সহজে তাহা তোলা যায় না।

শ্বাসকৃচ্ছ্র; অবিশ্রান্তভাবে গভীর শ্বাস গ্রহণ; রজনীতে যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অসমর্থতা। শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে শ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষে মৃদু বেদনা। বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ শ্বাস রোধের আক্রমণ; বক্ষে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন হাঁপানি; রজনীতে এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে বক্ষের অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় মুখমণ্ডল নীল-লোহিত; এবং তাহাতে হৃৎকম্প হইলে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে কাসি হইলে কঠিন হরিদ্রাবর্ণ গয়ারের নিষ্ঠীবন। রজনীতে শ্বাসহীন হওয়ায় রোগী কাসিতে থাকে। স্ত্রীলোক-দিগের শুষ্ক, আক্ষেপিক এবং বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক কাসি প্রত্যেক রজনীতে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাময়িকরূপে হয়।

হৃৎকম্প হওয়ার পর বক্ষে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা। বক্ষে তাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় বক্ষের উভয় পার্শ্বে তীর বেঁধার ন্যায় মৃদু বেদনার শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি। প্রত্যেক দিনই প্রাতঃকালে বুকে সর্দ্দি চাপে এবং উঠিয়া বসিয়া অতি কষ্টে রোগী সামান্য গয়ার তুলিতে পারে।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় উৎকণ্ঠা এবং ভীতিকম্প উপস্থিত হয়।

নাড়ী ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার তর তর গতি। হৃৎপিণ্ডরোগ ঘটিত হাঁপানিতে নাড়ী দুর্ব্বল থাকে এবং মানসিক অবসাদ ও অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ চোয়ালাস্থিনিম্নগ্রন্থিতে স্ফীতি ও বেদনা।

মুখাভ্যন্তরে বায়ু টানিয়া লইলে দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি স্ফীত ও কাল্‌চে লোহিত, স্পর্শে অথবা আহারে তাহাতে টাটানি এবং তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব।

জিহ্বা শুষ্কত্বকবৎ কঠিন হওয়ায় তাহা চালনা করা যায় না। মুখে এবং জিহ্বায় "জাড়ি ঘা"। জিহ্বায় ক্ষত।

মুখ হইতে প্রচুর, মিষ্ট মিষ্ট লালাস্রাব। মুখাভ্যন্তর ফোস্কাযুক্ত। মুখ হইতে পুরাতন পনারের ন্যায় দুর্গন্ধের নির্গমণ। যুবতী বালিকাদিগের মুখে দুর্গন্ধ।

টন্‌শিলগ্রন্থি লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। তালুতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা হওয়ায় গলা হইতে কষ্টে শ্লেষ্মা তোলা যায়। গলাধঃকরণ কালে কিম্বা তাহা না করিলেও গলায় মৃদু চাপবৎ বেদনা।

অত্যন্ত খাইখাই ভাব, খাদ্যবস্তু ভাল লাগে, কিন্তু আহারে ক্ষুধা মিটে না। অপরিমিত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবন্ধন আমাশয়ে বিবমিষার ভাব। দুগ্ধ, ওয়াইন মদ্য এবং কাফি পানে ইচ্ছা। মাংসে ঘৃণা।

উদ্‌গারে বায়ু নির্গত হইলে হৃৎকম্পের উপশম। মানসিক শ্রমে বিবমিষা।

আমাশয়স্থানে জ্বালা বোধ হইলে গরম বস্তু গলা বাহিয়া উঠে। অপরাহ্নকালে আমাশয়প্রদেশে চাপ বোধ।

দক্ষিণ কুক্ষিতে জ্বালাযুক্ত চাপ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। কুক্ষিদেশে বায়ুর চাপের ন্যায় চাপ আহারে, পানে অথবা শরীর চালনায় বর্দ্ধিত।

উদরশূলে পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম। উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি। ফিতা দ্বারা কসিয়া বাঁধার ন্যায় উদরে টান টান ভাবের বেদনা। উদরের গুরুত্বে হস্তপদের শীতলতা। উদরযন্ত্রের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটায় উদরী জন্মে।

কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও গিট গিট।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ। ন্যাবা রোগে মূত্র অত্যল্প ও সবুজাভ কটা, কখন বা নির্ম্মল এবং শোথ জন্মিলে সোণার বর্ণ। মূত্র খোইলের জলের ন্যায় ঘোলা এবং তাহাতে প্রচুর শ্লেষ্মার তলানি। মূত্র শীঘ্রই পচিয়া এমোনিয়ার গন্ধযুক্ত। মূত্রস্থালীর পক্ষাঘাতে মূত্ররোধ ঘটে। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীপ্রদেশে চাপ বোধ।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে দক্ষিণ অণ্ডকোষ স্ফীত, তাহা স্পর্শ অথবা ঘর্ষণ করিলে তাহাতে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় আততভাবের বেদনা। অণ্ড-কোষের স্ফীতি এবং দড় কচড়া ভাব। রজনীতে লিঙ্গোত্থান ও শুক্র-স্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় লক্ষণে কুক্ষির গ্রন্থি স্ফীত হইবার পর অতি বিলম্বে অত্যল্প ঋতুস্রাব কালে উদরশূল ও সরলান্ত্রের স্খলন আর্ত্তভাবে জরায়ুভ্রংশ ও মানসিক বিষন্নতা। যোনি হইতে অবিশ্রান্ত রসস্রাব, ঘন ও শুভ্র শ্বেদপ্রদর, যোনি কপাটের জ্বালা এবং ভগোষ্ঠের লোহিত বর্ণ ও বৃহৎ স্ফীতি।

গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি। যেন পেশীর খর্ব্বতা নিবন্ধন গ্রীবার আততভাব, মস্তক নত করিলে অধিকতর হয়, কিন্তু বিশ্রাম কালেও থাকে। ক্লান্ত হওয়ার ন্যায় কটিবেদনা। কটিদেশের কণ্ডরা সকলের এরূপ বেদনাযুক্ত কাঠিন্য হয় যে উরু উচ্চ করিতে পারা যায় না, তাহা অবশ বোধ হয়।

স্কন্ধে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। বাহুর ক্লান্তিবোধ হওয়ায় কষ্টে চালনা করা যায়, প্রকোষ্ঠ ভারি বাধ। দক্ষিণ কনুইয়ের অস্থিতে প্রবল বেদনা। উভয় মণিবন্ধে আক্ষেপিক বেদনা হস্তাঙ্গুলির সন্ধিতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। করতল চুলকায়।

রোগীর মস্তক হইতে সমস্ত শোণিত যেন নিম্নাঙ্গে প্রধাবিত হইতেছে বলিয়া বোধ ও তাহাতে মস্তক অবশ বোধ হওয়ায় রোগী বসিতে

বাধ্য। বসিলে জানুসন্ধিতে কসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধার স্থায় বেদনা। টিবিয়া-অস্থিতে, গুল্‌ফসন্ধিতে এবং পদের উপরিভাগে ছিদ্র করার স্থায় বেদনা।

নিদ্রাভঙ্গে অঙ্গনিচয়ের ঝিনঝিনি ও অসাড়তা এবং অনুভূতি-শক্তিহীনতার শরীরচালনা অপেক্ষা শয়নাবস্থায় অধিকতর বলিয়া বোধ; প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে অথবা শৈত্যসংস্পর্শে অঙ্গ-নিচয়ের অবশতাযুক্ত আকৃষ্টভাব। প্রকোষ্ঠ এবং উরুর অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লীর স্ফীতি। প্রাতঃকালে শয্যায় স্থিরভাবে থাকিলে মস্তক এবং অঙ্গ-নিচয়ের বেদনা অধিকতর থাকে এবং উত্থান করিলে অন্তর্দ্ধান করে।

পারদের অপব্যবহার বশতঃ ত্বকের গভীর ক্ষত অস্থি আক্রমণ করে; ত্বকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমল হরিদ্রাবর্ণের দাগ স্পর্শে গিট গিট ভাবের অনুভূতি। তাহাতে হুলবেদবৎ ও জ্বালাকর বেদনার গৃহমধ্যে হ্রাস এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে বৃদ্ধি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

নিরন্তর আত্মহত্যা করিবার চিন্তা।—এক দিকে পরিপাক যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ যকৃৎ,অপর দিকে জননেন্দ্রিয়ের প্রধান যন্ত্র অণ্ডকোষ, ওভারি ও জরায়ু আক্রমণ দ্বরা তাহাদিগের ক্রিয়াহানি উৎপন্ন করায় অরাম অতীব সাংঘাতিক প্রকৃতির মানসিক বিকার আনয়ন করে। **রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হয়।** ইহকাল পরকাল উভয় সম্বন্ধেই নৈরাশ্যের গভীরতম দেশে উপনীত রোগীর জীবন অতি ভারবহ হইয়া উঠে। সে আপনাকে অতি নিগৃহীত বসিয়া মনে করে। সে সংসারে সুখের লেশ মাত্র দেখে না। অবশেষে আত্মহত্যাই অসহনীয় দুঃখ নিবারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। **রোগী নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে আত্মহত্যায় দৃঢ়**

প্রতিজ্ঞ ও তদ্‌বিষয়ে চেষ্টান্বিত হয়। আমার এইরূপ একটী রোগী তাহার স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রজনীতে সে নিদ্রা যাইতে পারিত না। সে সামান্য কালের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার স্ত্রী অতি সন্তর্পণে পর্য্যা ত্যাগ করিয়া উদ্‌বন্ধনে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করিত; এরূপ ঘটনা অনেক বার ঘটিয়াছিল। অনেক বার সে তাহার স্ত্রীকে উদ্‌বন্ধনমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। রোগিণীর পিতা ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া আমাকে উপরিউক্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। আমি রোগিণীকে এক মাত্রা অরাম্‌ মিউ ৩০ ব্যবস্থা করায় সে অচিরাৎ মানসিক স্থৈর্য্য লাভ করে। রোগের কারণ জানা যায় নাই। উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গে হিপার, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি অনেক ঔষধই ফলপ্রদ হয়। কিন্তু উপরিউক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণসহ **প্রগাঢ় বিষন্নতা** ও **আত্ম-হত্যার প্রবল চেষ্টা** বর্ত্তমান থাকিলে অরাম তাহার এক মাত্র ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। পারদোপদংশ ঘটিত মিশ্রবিষ জনিত রোগ ব্যতীতও প্রায় অধিকাংশ রোগে "**আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি**" অরাম প্রদর্শন করে। **ন্যাজাতেও** এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ে উভয়ের কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। নাক্‌স্‌ আত্মহত্যা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ভীত হয়।

চিকিৎসা।

বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া।—অতি গভীর প্রকৃতির বিষাদোন্মত্ততারোগের ঔষধ মধ্যে **অরাম** শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। রোগী আপনাকে সাংসারিক কার্য্যে নিতান্তই অপটু, সকলের হেয় এবং পরকাল সম্বন্ধে অতি অনুপযুক্ত ও আশাহীন মনে করিয়া বিষণ্ণতার চরম সীমায় উপনীত হয়। মৃত্যু ভিন্ন মানসিক শান্তি

বিধানে উপায়ান্তর নাই বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তায় রত থাকে এবং তাহার চেষ্টা করে। ডাং ডিউই বলেন, "রোগীর আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি কেবল তৎবিষয়ক চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হয়, সে কদাচিৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করে"। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, "যদিও রোগী প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা না করুক, সে তৎবিষয়ক চিন্তায় রত থাকে"। ডাং ট্যালকট বিশ্বাস করেন, **অরাম** অপেক্ষা **আর্সেনিক** দ্বারা আত্মহত্যার প্রবৃত্তি অধিকতর সময়ে বিদূরিত হইয়াছে।

সিপিয়া এবং **অরাম**—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বিষণ্ণতা এবং মৃত্যুর ইচ্ছা ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। স্বজনগণের প্রেম বিষয়ে নৈরাশ্য ও আপনার অকিঞ্চিৎকরতা **অরামের**—বন্ধু বান্ধবের ঔদাস্য **সিপিয়ার**—আত্মজীবনে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা এবং মৃত্যু কামনার কারণ। **অরামে** শোণিতোচ্ছ্বাস ও হৃৎপিণ্ডস্থান হইতে উৎকণ্ঠা জন্মে, **সিপিয়াতে** শোণিতোচ্ছ্বাস হওয়ায় উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডসহ তাহার কোন সংস্রব থাকে না।

আর্সেনিক—রোগী আপনাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া হতাশ্বাস হয়। মনে করে সে বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পুনঃপ্রাপ্তির কোন আশা নাই। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল থাকে, ক্রোধ জন্মিলে অথবা বাদানুবাদ করিলে রোগী প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। উপরি উক্ত বিষাদলক্ষণের উপস্থিতকালে মস্তকে শোণিতের প্রবল গতি হয়। ইহাতে রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করার প্রবৃত্তি জন্মে।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্—ইহায় রোগী সর্ব্বদাই ঝোঁকের উপরে থাকে ও কার্য্যে ব্যস্ত হয়; ভ্রান্ত অনুভূতি জন্মে, কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহকোণের নিকট দিয়া যাইতে ভীত হয় এবং দূরত্ববিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে

গ্লনইন্—বিশেষরূপে পরিচিত পথও নূতন বা অচেনা বলিয়া বোধ হয়।

চক্ষুরোগ—চিত্রপত্র বা রেটিনার রক্তাধিক্য বশতঃ দ্বিদৃষ্টি ও অর্দ্ধদৃষ্টি; গণ্ডমালীয় বা স্ক্রুফলাস্ চক্ষুপ্রদাহ; কনীণিকার বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; অস্বচ্ছদৃষ্টি বা গ্লকমা; উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্। —চক্ষুতে অত্যধিক শোণিতাধিক্য **অরাম** চক্ষুরোগের সাক্ষাৎ কারণ এবং ইহা প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। চক্ষুর অবিশ্রান্ত ও অপরিমিত পরিশ্রম অথবা উষ্ণ স্থানে অধিককাল কার্য্য করাপ্রভৃতি কারণে চিত্রপত্রের রক্তাধিক্যবশতঃ **চক্ষুর আততাবস্থা, চক্ষুগোলক ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভূতি** এবং **মুখমণ্ডলের রক্তিমাদি** জন্মিলে দ্বিত্বদৃষ্টি হয়। কখন বা এ রোগে অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী অবস্থানুসারে বস্তুর উর্দ্ধার্দ্ধ বা অধোঅর্দ্ধ দেখিতে পায়। তাপ প্রয়োগে রক্তাধিক্যাদি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। **মিউ এসি, লিথি কার্ব্ব** এবং **লাইকতে** বস্তুর লম্বভাবে অন্যতর পার্শ্বমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়।" **নেট মিউ** এবং **টীটেনিয়ামও** অর্দ্ধদৃষ্টিরোগে ইহার সহিত তুলনীয়। ডাং ভিলাসের মতে চক্ষুরোগে **অরামের** নিম্নক্রমের ব্যবহার নিষিদ্ধ। চক্ষুতে অত্যধিক রক্তাধিক্য বশতঃ উল্লিখিত লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকিলে **গণ্ডমালীয়** চক্ষুপ্রদাহে **পাল্স** অপেক্ষা **অরাম** অধিকতর উপকারী। স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত চক্ষুর কৈশিক শিরামণ্ডলী অতীব রক্তপূর্ণ থাকে এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। **কনীণিকা** শিরাশোণিতপূর্ণ থাকায় তাহার **অস্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছ-জন্মে।** কর্ণিয়ায় ক্ষতও উৎপন্ন হইতে পারে।

উপদংশ রোগে, বিশেষতঃ আহাতে অযথা পারদ ব্যবহার নিবন্ধন **উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্‌রোগ জন্মিলে চক্ষু যদি অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে অরাম্‌ দ্বারা** উপকার হইতে পারে। বোধ হয় যেন চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের অস্থিতে বিশেষ প্রকৃতির বেদনা আছে। **এসাফিটিডা**রোগে ভ্রূ-উর্দ্ধদেশস্থ জ্বালাযুক্ত বেদনা চক্ষু-গোলকে চাপ দিলে এবং **অরামের** তাপ তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

চিত্রপত্র বা রেটিনার শোণিতাধিক্যে **অরামসহ বেল** এবং **সাল্‌ফার** তুলনীয়।

লাইকপোডিয়াম—কর্ণিয়ার ক্ষত, চক্ষুর রক্তিমা ও অঞ্জনী, রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকা এবং দিবসে জলস্রাব প্রভৃতিতে ইহা উপকারী। দৃষ্টিক্ষেত্রের দক্ষিণ পার্শ্বের দৃষ্টিহীনতাও ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

কাণ পাকা বা অটরিয়া।—মধ্য কর্ণের প্রতিশ্যায় রোগে **অরাম** কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে শোণিতগতির বৃদ্ধি হওয়ায় নানারূপ শব্দ হইতে থাকে ও ঐ শব্দ অত্যন্ত অসহনীয় হয়। কর্ণপটাহের ধ্বংস এবং দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং ক্রমশঃ রোগ ম্যাষ্টইডঅস্থিপ্রবর্দ্ধন আক্রমণ করিলে তাহাতে ক্ষত এবং ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা জন্মে। এ রোগে **নাইট্রিক এসিড** ইহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করে। অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ মধ্যে **ক্যাপসি, হিপার, মার্ক, ক্যাল্‌কে কা, কেলি বাই** এবং **ব্যারা কা** প্রধান।

নাসিকা রোগ—নাসিকাগ্রের স্ফীতি; পিনস্‌ বা অজিনা।—পুরাতন ও অভ্যস্ত মদ্যপায়িদিগের নাসিকাতে বহুকাল-

যাবৎ রক্তাধিক্য থাকায় কখন কখন নাসিকাগ্র লোহিত ও স্ফীত হইয়া বর্ত্তুলাকার হয়। শিশুদিগের গণ্ডমালা ঘটিত নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি বা পিনস রোগেও নাসিকাগ্রের উপর উক্তরূপ বর্ত্তুলাকার ও লোহিত বর্ণ স্ফীতি জন্মিতে পারে। **অরাম** ইহার উপযোগী ঔষধ।

অরামের পুরাতন পিনস্‌রোগে নাসারন্ধ্রমুখ ক্ষতযুক্ত ও বিদীর্ণ থাকে। নাসিকাস্থি এবং নাসিকার কোমলোপাদানাদিতে ক্ষত হওয়ায় দুর্গন্ধস্রাব হইতে থাকে ও নাসিকারন্ধ্রভেদক উপাস্থি ছিদ্র হইয়া যায়। গণ্ডমালা, উপদংশ এবং পারদবিষ ঘটিত রোগেই ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গলক্ষত—টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ; কর্ণমূল বা মাম্পস্।—মার্কারির অথবা উপদংশ ঘটিত গলক্ষত রোগে টন্‌সিলগ্রন্থি বেদনাযুক্ত, স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হইলে অবস্থানুসারে **অরাম্** দ্বারা উপকার হয়। ইহার সহিত **তালুর অস্থির ক্ষত** বর্ত্তমান থাকিলে অকাট্যরূপে **অরাম্** প্রদর্শন করে।

হৃদ্রোগ—হাইপার ট্রফি অব দি হারট বা হৃৎবিবৃদ্ধি-রোগ।—ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে **অরামের** প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক ক্রিয়োদ্দীপনা জন্মে, কিন্তু তাহার কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে কার্য্য করায় শরীর-যন্ত্রনিচয়ে প্রবল বেগে শোণিত প্রধাবিত হয়। একারণ হৃৎপেশীর অপরিমিত শ্রম বশতঃ **সাধারণ হৃৎবিবৃদ্ধি রোগ জন্মে**। ইহাতে প্রবল হৃৎস্পন্দন এবং ফুস্‌ফুসে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ভ্রমণের বা পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টায় কিম্বা কোন প্রকার শ্রমে রোগী বোধ করে যেন তাহার ষ্টার্ণাম অস্থিপশ্চাতে বক্ষবিদীর্ণকারী গুরুভার রহিয়াছে, এবং সে ভ্রমণাদিতে ক্ষান্ত না হইলে বেগে বক্ষ ফাটিয়া রক্তস্রাব হইবে।

এই অবস্থায় **অরাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ কাফ্কার মতে **অরাম মিউ** এস্থলে **অরামমেট** অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর।

এমনকার্ব্ব—ইহাতে ষ্টার্ণাম অস্থিতে ভারি বস্তুর বিদীর্ণকর চাপ থাকা লক্ষণ আছে। শিরাশোণিতাধিক্য নিবন্ধন রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে।

যকৃৎরোগ—যকৃতে রক্তাধিক্য; যকৃৎবিবৃদ্ধি; সিরসিস্ অব দি লিভার বা যকৃতের ক্ষয়রোগ, যকৃতের বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটী ডিজেনারেষণ।—উপরিউক্ত হৃদ্রোগের ক্রমিক ফলস্বরূপ যকৃতে রক্তাধিক্য জন্মিলে দক্ষিণ কুক্ষিদেশে জ্বালাকর বেদনা হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে যকৃতস্থ তান্তবোপাদানের বৃদ্ধি হওয়ায় যকৃৎ প্রথমে বর্দ্ধিত এবং পরে অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যকৃতের ক্ষয় বা সিরসিস্ কিম্বা অবস্থানুসারে বসাপকৃষ্টতা জন্মে। ক্রমে ধূসর বা ছেয়ে রঙ্গের বিষ্ঠা ও উদরি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। মানসিক অবসাদ বা বিষণ্ণতা ইহার একটী প্রধান লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। অবস্থানুসারে ইহাতে **অরাম** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

বৃক্কক বা কিডনি রোগ—কিডনির বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেষণ; কিডনির ক্ষয় বা সিরসিস্; লালামেহরোগ বা এল্‌বুমিনুরিয়া।—গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, কালব্যাপী পূয়স্রাব, অথবা পুরাতন উপদংশরোগ বশতঃ প্রথমে পূর্ব্বকথিতরূপ হৃৎপিণ্ডরোগ জন্মিলে তাহার গৌণক্রিয়ায় যদি কিড্‌নি আক্রান্ত হয় তাহাতে **অরাম** উপকারী।

কিডনিতে রক্তাধিক্যের প্রথম আক্রমণ অবিকৃত মূত্রের আধিক্য দ্বারা প্রকটিত হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে অবস্থানুসারে ক্রমশঃ

কিডনির বসাপকৃষ্টতা অথবা ক্ষয় বা সিরসিস্‌ রোগ জন্মে। মূত্রের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে ও তাহাতে এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়। কিডনির ক্ষয়রোগে **প্লাম্বাম** ও **অরাম** তুলনীয় ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ—শুক্রমেহ বা স্পার্‌মাটরিয়া; অণ্ডকোষপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্‌।—এ স্থলেও রোগের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ পুংজননেন্দ্রিয়ে শোণিতাধিক্য প্রযুক্ত শুক্র-মেহরোগের প্রথমাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোত্থান হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমশঃ লিঙ্গের দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর প্রগাঢ় বিষণ্ণভাব উপস্থিত হওয়ায় আত্মহত্যার অদম্য ও স্থায়ী প্রবৃত্তি জন্মে। **অরাম** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ পার্শ্বের **পুরাতন একশিরা বা অর্কাইটিস্‌ রোগে** অণ্ডকোষরজ্জুর স্নায়ুশূল থাকিলে **অরাম** উপকারী।

রডডেণ্ড্রন—পুরাতন একশিরারোগে অণ্ডকোষের দড়-কচড়াভাব ও ক্রমশঃ ক্ষয় জন্মিলে এবং তাহাতে ছেঁচা লাগার ন্যায় বেদনা থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস য়ুটারাই; অণ্ডাধার বা ওভারির বিবৃদ্ধি।—জরায়ুতে পুরাতন রক্তাধিক্য বশতঃ তাহার গ্রীবার বিবৃদ্ধি, দড়কচড়াভাব ও গুরুত্ব জন্মিলে যে জরায়ুভ্রংশ হয় তাহা **অরাম** আরোগ্য করিতে সক্ষম। অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহাতে সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও জরায়ুবন্ধনীর শিথিলতা, রোগের কারণ হয় না; তদ্রূপ হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায় না। জরায়ু রোগে অনেকে **অরাম মিউ** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করেন। অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়াভাবেও **অরাম** উপকারী ঔষধ।

অস্থিরোগ—পেরিঅষ্টাইটিস্ বা অস্থিবেষ্টপ্রদাহ; অস্থিপ্রদাহ বা অষ্টি-আইটিস; অস্থিক্ষত বা কেরিজ; অস্থির অর্ব্বুদ বা এক্‌জষ্টসিস্ অব্ বোন্‌স্।—পুরাতন উপদংশ রোগ এবং পারদের অপব্যবহার **অরাম** অস্থিরোগের সাধারণ কারণ। কিন্তু অনেক সময়ে রোগী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। রোগীর কথায় সন্দিহান হইবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও **অরাম** তাহাদিগের অস্থিরোগ আরোগ্য করিয়াছে। নাসিকা, তালু এবং কর্ণের ম্যাষ্টইড অস্থির ক্ষতে ইহার উপকারিতার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রগণ্ড এবং উরুর অস্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং বেদনা আরোগ্যে ইহার ক্ষমতা থাকিলেও মস্তকাস্থির ক্ষত ও অর্ব্বুদাদি রোগারোগ্যেই ইহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী রোগীর গণ্ডদেশের পূয়শোথের অস্ত্রচিকিৎসা করিতে যাইয়া আমি দেখিতে পাই গণ্ডাস্থির ক্ষতই তাহার রোগের কারণ। **অরাম মিউ** ৩০ প্রয়োগে অচিরাৎ রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। অল্পদিন হইল বামগণ্ডের স্ফীতি ও বেদনায় আক্রান্ত একটী রোগী কোন খ্যাতনামা এলপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। দৃশ্যত দন্তের কোন রোগ না থাকিলেও দন্তরোগই বেদনার কারণ অনুমান করিয়া তিনি বেদনাযুক্ত গণ্ডের অধঃ চোয়ালের দুইটী দন্ত উৎপাটন করেন। কিন্তু তাহাতে কোনই উপকার হইল না অপরন্তু অনর্থক দন্তহীন হওয়ার রোগী অতি বিষণ্ণ চিত্তে আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার গণ্ডাস্থি কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়াছে। আরও দেখিলাম তাঁহার নাসামূলের বামপার্শ্বে মটরের ন্যায় একটী অস্থিঅর্ব্বুদ জন্মিয়াছে। আমি বুঝিলাম নাসিকা ও গণ্ডাস্থির রোগজ বিবৃদ্ধিই তাঁহার রোগ। **অরাম মিউ** ৩০ প্রয়োগে রোগ অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।